জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির কার্যাবলীর প্রতিবেদন

দ্বিতীয় সংখ্যা

৩১ থেকে ৭৩তম সভা পর্যন্ত

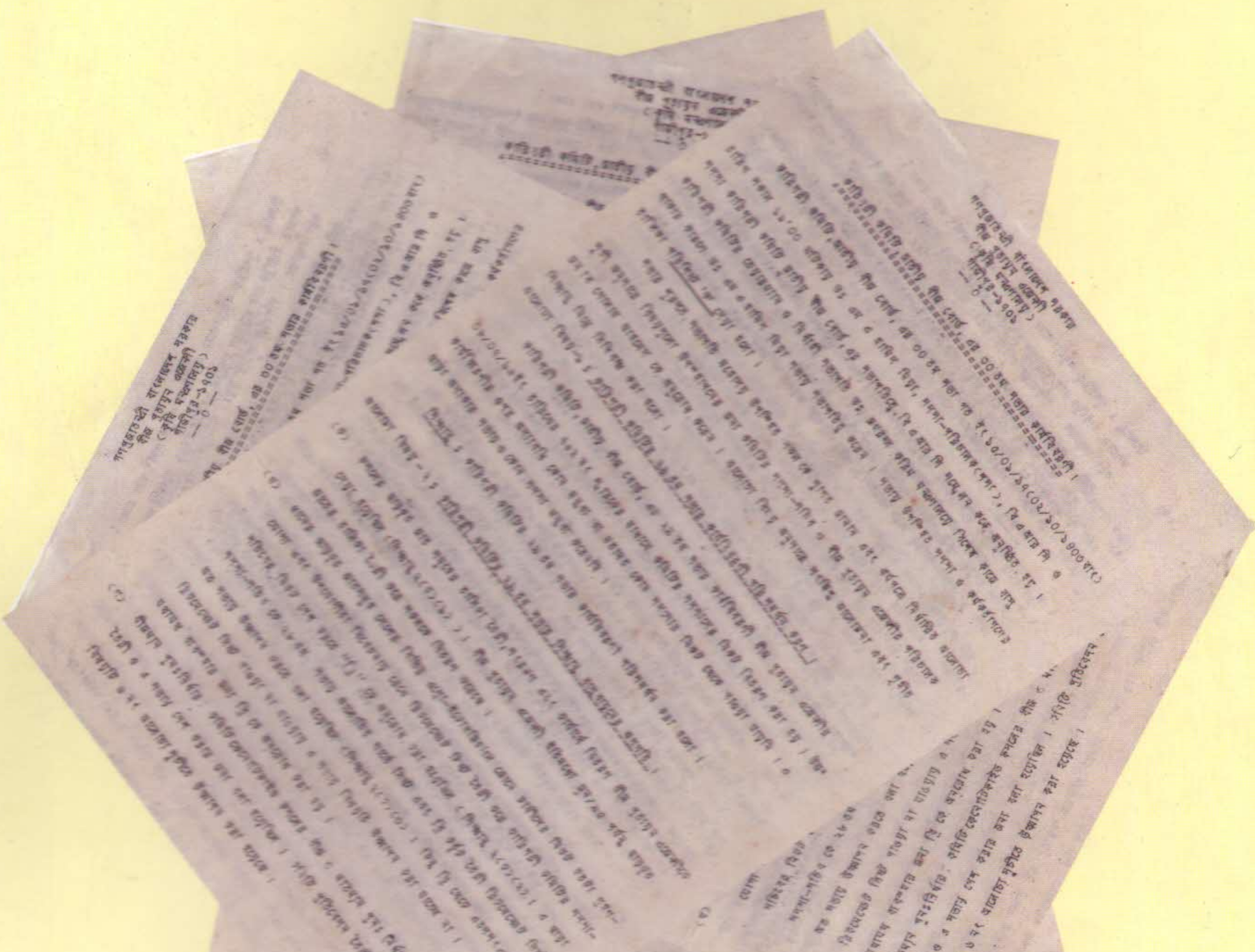

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
www.sca.gov.bd

ডিসেম্বর ২০১৩
মুদ্রণ ও প্রকাশনায়
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
www.sca.gov.bd

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির কার্যাবলীর প্রতিবেদন

দ্বিতীয় সংখ্যা

(৩১ তম থেকে ৭৩ তম সভা পর্যন্ত)

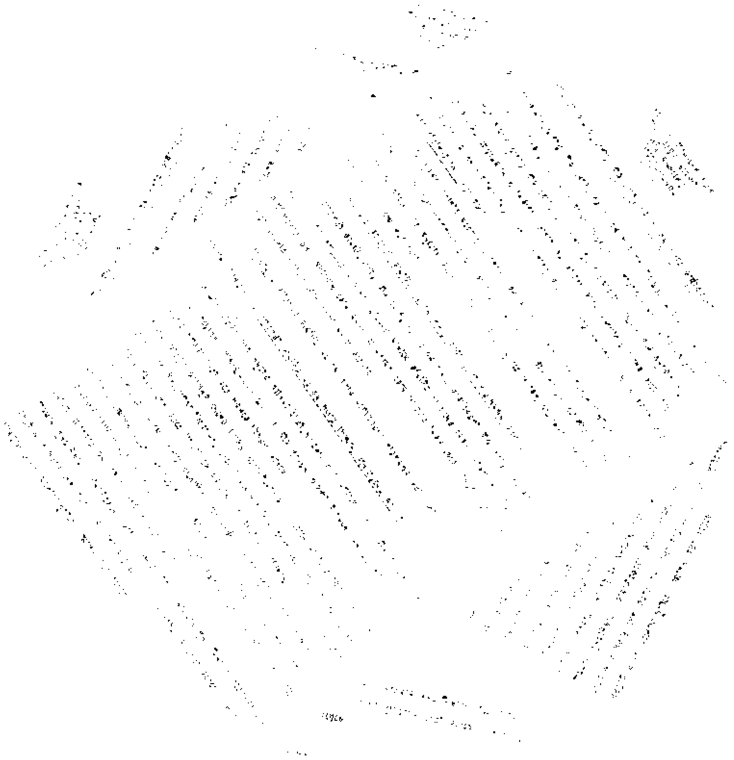

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

গাজীপুর-১৭০১

www.sca.gov.bd

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির কার্যাবলীর প্রতিবেদন

দ্বিতীয় সংখ্যা

(৩১ তম থেকে ৭৩ তম সভা পর্যন্ত)

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০১৩

সম্পাদনায় ঃ

- **কৃষিবিদ এ এইচ ইকবাল আহমেদ** পরিচালক
- **কৃষিবিদ মো আবদুল মালেক** প্রিন্সিপাল সিড সার্টিফিকেশন অফিসার
- **কৃষিবিদ মো শাহজাহান আলী** উপদেষ্টা, পেট্রোকেম (বা.) লিমিটেড
- **কৃষিবিদ এস এম রশিদ** চিফ সিড টেকনোলজিস্ট
- **কৃষিবিদ মো আবু ইউসুফ মিয়া** প্রিন্সিপাল ফিল্ড কন্ট্রোল অফিসার
- **কৃষিবিদ মো খায়রুল বাসার** উপপরিচালক ভ্যারাইটি টেস্টিং
- **কৃষিবিদ ড. মু শরীফুল ইসলাম** ফিল্ড অফিসার
- **কৃষিবিদ মুহাম্মদ হাসান কবীর** সিনিয়র ট্রেনিং অফিসার
- **কৃষিবিদ মো রাকিবুজ্জামান খান** পাবলিকেশন অফিসার

প্রকাশনায়

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯২৫২০৩৩
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯২৫৭১৩৪
ই-মেইল ঃ dir@sca.gov.bd
ওয়েবসাইট ঃ www.sca.gov.bd

মুদ্রণ সংখ্যা

৩০০ কপি

মুদ্রণে

বি-বাড়িয়া প্রিন্টিং প্রেস
মুন্সিপাড়া রোড, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০০
ফোন ঃ ৯২৫৬১৬৩, ০১৯১৪-৭৪৩৪৩৩

কম্পোজ

মোঃ নাহীদ পারভেজ সুমন

অবতরণিকা

বীজ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ এর বিধি ৩ (১০) অনুযায়ী ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের বিশেষ সভায় নতুন জাতের অনুমোদনের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করার জন্য ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। ২১ এপ্রিল ১৯৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম সভার মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। প্রথম দিকে শুধুমাত্র নতুন জাত অনুমোদনের সুপারিশের মধ্যে উক্ত কমিটির কার্যপরিধি সীমাবদ্ধ থাকলেও প্রয়োজনের তাগিদে বর্তমানে সুপারিশমালা প্রণয়নের পাশাপাশি এ কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডকে বীজ সংক্রান্ত বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এ কমিটির বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ত কৃষিক্ষেত্রের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তাই তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে "জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির কার্যাবলীর প্রতিবেদন" এর প্রথম সংখ্যা (০১ম হতে ৩০তম সভার কার্যবিবরণী সম্বলিত) প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে "জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির কার্যাবলীর প্রতিবেদন " এর দ্বিতীয় সংখ্যা (৩১তম হতে ৭৩তম সভার কার্যবিবরণী সম্বলিত) প্রকাশ করা হলো। আমাদের প্রত্যাশা এ সংখ্যাটিও কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন, প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার নিকট গ্রহণীয় হবে।

এ সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছেন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং তাদের এ কাজে সহায়তা করেছেন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীবৃন্দ। তাদের এ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। যথেষ্ট আন্তরিকতা ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেদনটির প্রকাশনায় মুদ্রণজনিত ত্রুটি থাকতে পারে। এ বিষয়ে মতামত পেলে যথাযথ সম্মানের সাথে তা দূর করার প্রত্যাশা থাকল। উল্লেখ্য, অনিবার্য কারণবশত: এই সংখ্যায় কমিটির ৩৯তম, ৪১তম, ৪৪তম, ৪৫তম, ৪৬তম এবং ৪৮তম সভার কার্যবিবরণী প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি যা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

কৃষিবিদ এ এইচ ইকবাল আহমেদ
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	৩১তম সভার কার্যবিবরণী, ১১ মে ১৯৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত	০১
২	কমিটির বিশেষ সভার কার্যবিবরণী, ১০ জুন ১৯৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত	০৬
৩	৩২তম সভার কার্যবিবরণী, ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত	০৮
৪	৩৩তম সভার কার্যবিবরণী, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত	১৩
৫	৩৪তম সভার কার্যবিবরণী, ৯ মে ১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত	১৮
৬	৩৫তম সভার কার্যবিবরণী, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত	২৩
৭	৩৬তম সভার কার্যবিবরণী, ২৪ জানুয়ারি ২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত	২৭
৮	৩৭তম সভার কার্যবিবরণী, ৪ জুলাই ২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত	৩০
৯	৩৮তম বিশেষ সভার কার্যবিবরণী, ১৪ আগষ্ট ২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত	৩৪
১০	৪০তম সভার কার্যবিবরণী, ২ জুলাই ২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত	৩৭
১১	৪২তম সভার কার্যবিবরণী, ১৪ আগষ্ট ২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত	৪০
১২	৪৩তম সভার কার্যবিবরণী, ২৪ জানুয়ারি ২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত	৪৩
১৩	৪৭তম সভার কার্যবিবরণী, ১৭ মার্চ ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত	৪৭
১৪	৪৯তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত	৫৩
১৫	৫০তম সভার কার্যবিবরণী, ১৬ মে ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত	৫৬
১৬	৫১তম (বিশেষ)সভার কার্যবিবরণী, ২১ অগাষ্ট ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত	৬৪
১৭	৫২তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী, ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত	৬৭
১৮	৫৩তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী, ৬ জুলাই ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত	৭০
১৯	৫৪তম সভার কার্যবিবরণী, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত	৭৫
২০	৫৫তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী, ২৮ মে ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত	৭৮
২১	৫৬তম সভার কার্যবিবরণী, ২৩ জুলাই ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত	৮০
২২	৫৭তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী, ১২ অগাষ্ট ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত	৮৬
২৩	৫৮তম সভার কার্যবিবরণী, ২৪ মার্চ ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত	৯০
২৪	৫৯তম সভার কার্যবিবরণী, ৫ জুন ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত	৯৪
২৫	৬০তম সভার কার্যবিবরণী, ১৯ আগষ্ট ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত	১০০
২৬	৬১তম সভার কার্যবিবরণী, ১১ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত	১০৫
২৭	৬২তম সভার কার্যবিবরণী, ২৭ মে ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত	১০৮
২৮	৬৩তম সভার কার্যবিবরণী, ৩০ অগাষ্ট ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত	১১৪
২৯	৬৪তম সভার কার্যবিবরণী, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত	১২৫
৩০	৬৫তম সভার কার্যবিবরণী, ৩ অগাষ্ট ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত	১৩১
৩১	৬৬তম সভার কার্যবিবরণী, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত	১৩৯
৩২	৬৭তম সভার কার্যবিবরণী, ১ অগাষ্ট ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত	১৪৩
৩৩	৬৮তম সভার কার্যবিবরণী, ৬ মার্চ ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত	১৪৯
৩৪	৬৯তম সভার কার্যবিবরণী, ১ অগাষ্ট ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত	১৫৯
৩৫	৭০তম সভার কার্যবিবরণী, ৫ নভেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত	১৬৮
৩৬	৭১তম সভার কার্যবিবরণী, ১৩ মার্চ ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত	১৭২
৩৭	৭২তম সভার কার্যবিবরণী, ৩১ জুলাই ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত	১৭৮
৩৮	৭৩তম সভার কার্যবিবরণী, ৩১ জুলাই ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত	১৮২

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩১তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, এর ৩১তম সভা গত ১১/৫/৯৭ খ্রি. (২৮/১/১৪০৪ বাং) তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ জহুরুল করিম, নির্বাহী সভাপতি, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, এর সভাপতিত্বে বিএরআরসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া হলো।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জনাব গোলাম আহমেদকে অনুরোধ করেন। আলোচ্য বিষয় অনুসারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ৩০তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনকরণ।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩০তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১৫-২-৯৭ খ্রি. তারিখের ১৬৪ (১৭) নং স্মারকের মাধ্যেমে কমিটির সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর উপর অদ্যাবধি কোন মন্তব্য বা মতামত কোন সদস্যের নিকট থেকে পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩০তম সভার কার্যবিবরণী পরিসমর্থন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৩০তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তাবায়নের অগ্রগতি।

ক) দেশের এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনওয়ারী ধানের জাতসমূহের চাষীদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা এবং উপযোগিতার নিরীখে রিকমেন্ডেন্ট লিষ্ট ৩০শে এপ্রিল/৯৭ এর মধ্যে তৈরীর জন্য একটি কমিটি করা হয়েছিল। কমিটি হতে কোন প্রতিবেদন/তালিকা পাওয়া যায়নি।

খ) আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সদস্য পরিচালক (শস্য) কে আহক্ষায়ক করে সাত সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে। মার্চ/৯৭ মাসের মধ্যে সুপারিশ তৈরী সম্পন্ন করার কথা। এখনও কোন সুপারিশ পাওয়া যায়নি।

গ) নটিফাইড ফসলের প্রতিটির জন্য পৃথক মাঠ মুল্যায়ন ছকপত্র এবং জাত ছাড়করণ আবেদনপত্র এপ্রিল/৯৭ এর মধ্যে তৈরীর জন্য একটি কমিটি করা হয়েছে। কমিটির কোন প্রতিবেদন পাওযা যায় নি।

ঘ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং টি সি আর সি এর যথাক্রমে ধান ও আলুর জাত ছাড়করণের জন্য এ সভার পূর্বে কারিগরি কমিটির একটি বিশেষ সভা আহক্ষানের কথা ছিল। বিলম্বে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রদান এবং ব্রি প্রস্তাব না করার কারণে উক্ত বিশেষ সভা করা হয়নি।

ঙ) নয়টি মাঠ মূল্যায়ন টিমের জন্য সদস্য-সচিব নিয়োগ এবং সদস্যদের ঠিকানার আংশিক সংশোধন করে এসসিএ-কে একটি পরিপত্র জারি করার কথা বলা হয়েছিল। ইতোমধ্যে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ একটি (২.ঙ) বাদে বাকী বিষয়ে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন তারান্বিত হওয়া প্রয়োজন বলে সভা অভিমত ব্যক্ত করে।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ কারিগরি কমিটির সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের অগ্রগতি।

ক) ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণ পদ্ধতি সুপারিশ কমিটির প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়েছিল। সুপারিশটি জাতীয় বীজ বোর্ড কারিগরি কমিটিকে পুনঃপর্যালোচনা করে এ সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য ও সুপারিশসহ প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেছে।

খ) কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ধান, গম, পাট, আলু এবং আখের মাঠমান ও বীজমান অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম সভায় আলোচনা হয়েছে। বিষয়টি বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় কে যাচাই করে পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় পুনঃউত্থাপন করতে বলা হয়েছে।

গ) কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত "প্রকৃত আলু বীজের জাত ছাড়করণ পদ্ধতি" অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ড ৩৭তম সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং " প্রকৃত আলু বীজের আমদানী পদ্ধতি" হিসাবে অনুমোদন করা হয়েছে। তবে জাত পরীক্ষার ফি ১০,০০০/ স্থলে ৫,৫০০/ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঘ) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত (সি-২৭৮) বিনা দেশী পাট-২ নামে একটি জাত ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম সভায় জাতটি সারাদেশে আবাদের জন্য ছাড় করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

৩.১ জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট প্রস্তাবিত উক্ত বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা প্রসংগে কারিগরি কমিটি অবহিত হলো।

৩.২ হাইব্রিড জাত ছাড়করণ ও আমদানী এর পর্যালোচনা করে এ সংক্রান্ত তথ্য ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিম্নের কমিটি গঠন করা হলো এবং কমিটিকে ৩০শে জুন/৯৭ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদান করতে অনুরোধ করা হলো।

"হাইব্রিড জাত ছাড়করণ ও বীজ আমদানী পদ্ধতি রিভিউ কমিটি"

১। ডঃ লুৎফর রহমান, জ্যৈষ্ঠ অধ্যাপক, কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ	আহ্বায়ক
২। ডঃ এ ডব্লিও জুলফিকার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর	সদস্য
৩। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৪। ডঃ মোহাম্মদ আলী, প্রফেসর, হরটিকালচার, ইপসা	সদস্য
৫। জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, মূখ্য বীজ প্রযুক্তিবিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬। জনাব মোঃ কাজী নিজামুল আলম, ব্যবস্থাপক (খামার), কৃষি ভবন, বিএডিসি, ঢাকা	সদস্য

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ কমিটি গঠন ও কাজের অগ্রগতি।

বিগত ৩০তম সভায় তিনটি কমিটি ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য তৈরী করা হয়েছে কমিটি তিনটি হতে কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। সদস্য-সচিব সভাকে জানান ৩০শে এপ্রিল/৯৭ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের শেষ সময় বেধে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কমিটিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে মনোনয়ন বিলম্বে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অদ্যাবধি না পাওয়ায় কমিটিগুলো এখনও কাজ শুরু করতে পারেনি। উপস্থিত সদস্যগণ এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নের কমিটি এবং কমিটির কার্যপরিধি চূড়ান্ত করা হয়।

৪.১ " মাঠ মূল্যায়ন ছকপত্র এবং জাত ছাড়করণ আবেদনপত্র তৈরী কমিটি"

১। সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি	আহবায়ক
২। ডঃ তুলসী দাস, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, গাজীপুর	সদস্য
৩। জনাব এম এ মুত্তালিক মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রজনন বিভাগ (কৃষি), বিজেআরআই	সদস্য
৪। ডঃ আব্দুল আউয়াল, প্রধান ইক্ষু প্রজননবিদ, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঈশ্বরদী	সদস্য
৫। গম গবেষণা কেন্দ্র, নসিপুর, এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৬। ডঃ মোঃ ইকবাল আখতার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর	সদস্য
৭। জনাব মনির উদ্দিন খান, মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	সদস্য-সচিব

কার্য পরিধি ঃ

১। ধান, গম, পাট, আলু ও আখ ফসলের প্রতিটির জন্য সহজতর এবং পৃথক পৃথক মাঠ মূল্যায়ন ছকপত্র তৈরী করা।

২। ধান, গম,পাট, আলু ও আখ ফসলের প্রতিটির জন্য পৃথক পৃথক জাত ছাড়করণ আবেদন ছক তৈরী।

৩। জুন/৯৭ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন (ছক পত্রসহ) সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর নিকট প্রেরণ করা।

৪.২ " আলু ও আখ এর বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির সুপারিশ তৈরী কমিটি"

১। সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি	আহ্বায়ক
২। জনাব মোঃ আবু ইছা, উপ-পরিচালক (সরেজমিন), ডিএই, খামারবাড়ী	সদস্য
৩। ব্যবস্থাপক (টিউবার ক্রপস), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা, কৃষি ভবন, ঢাকা	সদস্য
৪। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫। ডঃ ইকবাল আখতার প্রধান গবেষণা কর্মকর্তা, টিসিআরসি, জয়দেবপুর	সদস্য
৬। ডঃ শরীফুর রহমান, প্রধান, প্যাথলোজি বিভাগ, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঈশ্বরদী	সদস্য
৭। জনাব মনির উদ্দিন খাঁন, মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্য পরিধি ঃ

১। আলু ও আখের ব্রিডার, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন পদ্ধতি এবং বীজ পরীক্ষা পদ্ধতি এর পৃথক পৃথক খসড়া তৈরী করা।

২। প্রত্যায়ন কার্যক্রম শুরু করার বিষয়ে সুপারিশ।

৩। জুন/৯৭ এর মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করা।

৪.৩ " ছাড়কৃত ধানের জাত সমূহের রিকমেন্ডেট লিষ্ট তৈরী কমিটি"

১। জনাব এম, এ রশিদ, বিভাগীয় প্রধান (ভারপ্রাপ্ত), ফলিত গবেষণা বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর	আহ্বায়ক
২। ডঃ আলী আলম, উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিনা	সদস্য
৩। প্রফেসর ডঃ মোঃ আবদুল খালেক পাটোয়ারী, কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪। জনাব কাজী মোঃ ইদ্রিস, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গবেষণা ও উন্নয়ন), এসআরডিআই প্রকল্প, ঢাকা	সদস্য
৫। জনাব মোহাম্মদ আবু ইছা, উপ- পরিচালক (সরেজমিন উইং), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা	সদস্য-সচিব

কমিটি কর্যপরিধি ঃ

১। দেশের এগ্রো ইকোলজিক্যাল জোনওয়ারী ধানের ছাড়কৃত জাত সমূহের চাষীদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা এবং উপযোগীতার নিরিখে একটি রিকমেন্ডেট লিষ্ট তৈরী করা।

২। জুন/৯৭ মাসের মধ্যে খড়া প্রতিবেদন সদস্য-সচিব কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, এর নিকট প্রদান করা।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ প্রকৃত আলু বীজের জাত ছাড়করণ।

কারিগরি কমিটির ২৮তম সভা (০৪/১২/৯৫খ্রি.) প্রকৃত আলু বীজের জাত এইচ পি এস-/৬৭ এবং এইচ পি এস-৭/৬৭ দু'টি ছাড়করণের জন্য কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কে জাত দু'টির মাঠ মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে। তৎপর ১৯৯৬ মৌসুমে মাঠ মূল্যায়নের জন্য দেশের ৬টি অঞ্চলে ট্রায়াল স্থাপন করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে জাত মুল্যায়ন সম্পন্ন হয়। মাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রমে সমন্বয়ের জটিলতার কারণে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়। এর ফলে কারিগরি কমিটির ২৯তম ও ৩০তম সভায় জাত দু'টি ছাড়কণের আবেদন দাখিল করার পরও বিবেচনা করা যায়নি। বর্তমানে ৬টি অঞ্চলের প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়া জাত দু'টি বিএডিসি বিভিন্ন খামারে এবং চাষী পর্যায়ে আবাদ হচ্ছে। বি এ ডি সি ও প্রাইভেট সীড ডিলারগণ এ জাত দু'টির স্ব-পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মূল্যায়ন সার সংক্ষেপে যশোর ও ময়মনসিংহ অঞ্চল, এর প্রতিবেদন মন্তব্যে জাত দুটির ওপর ভাল মতামত দেয়া হয়েছে। বাকী অঞ্চলের মন্তব্য সার সংক্ষেপে উল্লেখ নেই। পরিচালক (সরেজমিন), ডি এ ই অন্যান্য অঞ্চলে পুনঃমাঠ মূল্যায়নের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছেন। সভায় জাত দু'টির মূল্যায়ন ও অন্যান্য গুনাবলীর ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। দেখা যায় এ জাতদ্বয়ের মাঠ পর্যায়ে আবাদ আছে এবং ১৯৯৩ সাল থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সীড ডিলার, বিএডিসি এবং টিসি আর সি এর মাধ্যমে ট্রায়াল, প্রদর্শনী ইত্যাদি করে চাষীদের নিকট জনপ্রিয় করে তোলা হচ্ছে। বিএডিসি এর বীজ ১৯৯৫ সাল হতে এর বীজ বাজারজাত করছে। কাজেই এ জাতের পুনঃ মানমূল্যায়নে প্রয়োজন নেই বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

প্রকল্প পরিচালক, টি সি আর সি সভায় জানান যে ১৯৮৯ সন হতে এর প্যারেন্টস সি আই পি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের কর্মসূচীর আওতায় সংগ্রহ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বাংলাদেশে আবাদের জন্য নির্বাচন করেছেন। কাজেই জাত দু'টি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর নামে ছাড় করাই যুক্তিযুক্ত। তিনি জাতদ্বয়ের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম চালু আছে এবং বিগত মৌসুমে ২৫ কেজি বীজ টিসিআরসি উৎপাদন করেছে বলে জানান।

জাত দু'টির বিবরণ ঃ

বারি টিপিএস-১ (এইচ পি এস-২/৬৭)ঃ জাতটির জীবনকাল ১০০ $\pm$ ৫ দিন। জাতটি প্রকৃত আলু বীজ হতে চারা তৈরী করে সেই চারা মূল জমিতে রোপন করে একই মৌসুমে আলু উৎপাদন করা যায়। অথবা ১ম মৌসুমে ক্ষুদ্র আলু বীজ (Tuberlets) তৈরী করে পরবর্তী মৌসুমে আলু উৎপাদন করা যায়। এতে হেক্টর প্রতি ১০০ গ্রাম প্রকৃত বীজ অথবা ৪০০-৭০০ কেজি টিউবারলেট দরকার হয়। ফলে সহজে পরবর্তী বীজ বাবদ খরচ ৫০% এর কম হয়। ভাইরাস রোগ হয় না। মৌসুম পর্যন্ত সংরক্ষন করা যায়। টিউবারলেট উৎপাদন বিশেষ যত্নের দরকার হলেও টিউবারলেট হতে আলু উৎপাদন সাধারণ আলু উৎপাদন অপেক্ষা সহজ ও খরচ কম। ফলন ডায়মন্ড জাতের সমতূল্য। জাতটির আলু গোল ডিম্বাকৃতির। মধ্যম গভীর চোখ, খোসা উজ্জল হলুদ রং এবং ফুলের রং সাদা। স্প্রাউট প্রথমে সাদা ও ক্রমান্বয়ে পিঙ্ক রং ধারণ করে। এ সকল বৈশিষ্ট দ্বারা জাতটি সনাক্ত করা যায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য পরিশিষ্ট-খ দেখা যেতে পারে।

বারি টিপিএস-২ (এইচ পি এস-৭/৬৭) ঃ জাতটির জীবনকাল ১০০ ± ৫ দিনের। উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য গুণাগুণ যথা ফলন, রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা, বারি টিপিএস-১ এর অনুরুপ। তবে জাতটির আলু ডিম্বাকৃতির ও উজ্জ্বল হলুদ রংয়ের শাস, স্প্রাউট বোল্ড ও সাদা, কিন্তু ফুল গোলাপী রংয়ের হয়। জাতটি সনাক্ত করণের সুবিধা আছে। বিস্তরিত তথ্যের জন্য 'পরিশিষ্ট-গ' দেখা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ জাত দু'টিকে বারি টিপিএস-১ এবং বারি টিপিএস-২ নামে সারা দেশে আবাদের জন্য ছাড় করা যেতে পারে।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ ব্রি উদ্ভাবিত আমন ধানের জাত ছাড়করণ।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, গাজীপুর আমন ধানের চারাটি জাত ছাড়করণের আবেদন করেন। জাত চারটির গুণাগুণ সভায় বিস্তারিত আলোচনা এবং তুলনা করে দেখা হয়। আলোচনা কালে নিম্নের দু'টি জাত ছাড়করণের জন্য ভালগুন সম্পন্ন বলে সভা মতামত পোষণ করেন। জাতদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

৬.১ ব্রি ধান-৩৩ (বি জি-৮৫০-২)ঃ

জাতটি কৌলিক সারি বি-জি ৩৮৮ ও বিজি-৩৬৭-৪ এর মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাতটি আমন মৌসুমে সারাদেশে আবাদযোগ্য। জীবনকাল ১১৫-৯৯ দিন, ব্রি ধান ৩২ অপেক্ষা ১০-১৫ দিন আগাম। ফলন পরীক্ষা চারা পর্যায়ে করা হয়েছে। গড় ফলন প্রায় ৪টন/ হেঃ। ব্রি ধান-৩২ এর সমতুল্য। দানা খাট (৪.৯ এম এম) এবং দানার আকার বোল্ড। এমাইলোজ ও প্রোটিনের পরিমাণ যথাক্রমে ২৭% এবং ৮%, ব্রি ধান-৩২ এর সমসাময়িক। রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্রি ধান-৩২ এর মতই। আবেদনের তথ্য দেখা যেতে পারে (পরিশিষ্ট-ঘ)।

মাঠ মূল্যায়ন দেশের নয়টি এলাকায় এ জাতের মাঠ মূল্যায়ন গত আমন মৌসুমে সম্পন্ন করেছে। রোগ বালাই এর বিষয় ছাড়া তাঁরা অন্যান্য বিষয়ে ব্রিডার এর দেয়া তথ্যের সাথে একমত। পরিচালক (সরেজমিন) আরো পরীক্ষা করার শর্তসহ সাময়িক অনুমোদন করা যেতে পারে বলে মতামত দিয়েছেন। কিন্তু সাময়িক অনুমোদনের প্রথা এখন চালু নেই। মুল্যায়ন প্রতিবেদন ও প্রজননবিদের দেয়া তথ্য তুলনা করে দেখা হয় এবং জাতটির গুণাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখা যায়। জাতটি ১০-১২ দিন আগাম হওয়ায় চাষীদের আমন কেটে রবি শস্য আবাদে বিশেষ সুফল পাবে।

৬.২ ব্রি ধান-৩৪ (একসেশন নং- ৪৩৪১, খাসকানি) ঃ

প্রার্থী জাতটি দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল যশোর এলাকা থেকে সংগ্রহ করে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কর হয়েছে। সুগন্ধি জাতটি আমন মৌসুমে সারাদেশে আবাদযোগ্য। গড় ফলন প্রায় ২.৫ টন/হেঃ। দানা খাট (৩.৮ এম এম) এবং আকার বোল্ড, কালিজিরা ও বি আর-৫ ধানের অনুরুপ। এমাইলোজ এবং প্রোটিন যথাক্রমে ২৩.৫% এবং ৮.৬% কালিজিরা বা বি আর-৫ অপেক্ষা ভাল। গাছের উচ্চতা ১১৭ সেঃমি। বিএডিসি এর অভিজ্ঞতায় জাতটি দক্ষিণাঞ্চলে আবাদ হচ্ছে। সুগন্ধি জাত হিসাবে জাতটি ছাড়করণ হতে পারে। উপাত্ত যাচাই করে দেখা যেতে পারে (পরিশিষ্ট-ঙ)।

মাঠ মূল্যায়ন টিম দেশের সাতটি এলাকায় মাঠ মুল্যায়ন সম্পন্ন করেছেন। সকল টিম জাতটি ছাড়করণের স্ব-পক্ষে মত দিয়েছেন। জাতটি গুণাবলীর তুলনামূলক আলোচনা কালে দেখা যায় জাতটি স্থানীয় হলেও এর সুগন্ধি ও জনপ্রিয়তা আছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) প্রস্তাবিত বিজি-৮৫০-২ কে ব্রি ধান-৩৩ এবং লাইন একসেশন নং- ৪৩৪১ (খাসকানি) কে ব্রি ধান-৩৪ নামে সারা দেশে আমন মৌসুমে আবাদের জন্য ছাড় করার সুপারিশ করা হলো।

খ) আই আর-৩৩৮০-৭-২-১-৩ এবং বাসমতি-ডি লাইনদ্বয়ের জন্য ব্রি কে আরও পরীক্ষা নিরিক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করা হলো।

আর আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-	স্বাক্ষর/-
(গোলাম আহমেদ)	(ডঃ জহুরুল করিম)
সদস্য-সচিব	চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড	কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও	ও
পরিচালক	নির্বাহী সভাপতি
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
গাজীপুর।	ফার্মগেট, ঢাকা।

১১/৫/৯৭ খ্রি. তারিখ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩১তম সভায় উপস্থিত সদস্য তালিকা ঃ

ক্রঃনং	নাম	পদবী
১।	জনাব হামিজ উদ্দিন আহমেদ	পরিচালক (গবেষণা), বিএআরআই
২।	জনাব ডঃ মুহাম্মদ আবু বাকার	সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি
৩।	জনাব জি এম মঈনুদ্দীন	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, ঢাকা
৪।	জনাব মোঃ হাশমতুজ্জামান	ব্যবস্থাপক (উন্নয়ন) , ঢাকা
৫।	জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন	উপ-পরিচালক (বী. পরী), বিএডিসি
৬।	জনাব এ এইচ এস দেলওয়ার হোসেন	পিএসও, বিআরআরআই
৭।	জনাব এ এন এম রেজাউল করিম	পরিচালক (গবেষণা), ব্রি (ভারপ্রাপ্ত)
৮।	জনাব তুলসী দাস	প্রধান, উ.প্রজনন বিভাগ, ব্রি
৯।	জনাব মোঃ আঃ ছালাম	পিএসও, ব্রি
১০।	জনাব মোঃ খায়রুল বাশার	এসএসও এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধান, জিআরএস বিভাগ, ব্রি
১১।	জনাব আনোয়ারুল হক	সীড মেনস সোসাইটি অব বাংলাদেশ
১২।	জনাব ডঃ মোঃ নুর হোসেন	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা
১৩।	জনাব ডঃ মোঃ ইকবাল আখতার	প্রধান বৈঃ কর্মকর্তা, কন্দাল ফসল গঃ কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর
১৪।	জনাব ডঃ মোহাম্মদ আলী	অধ্যাপক, ইপসা, গাজীপুর
১৫।	জনাব আবদুল মুত্তালিব	সিএসও (ব্রিডিং), বিজেআরআই
১৬।	জনাব মোহাম্মদ আবু ইছা	উপ-পরিচালক, ডিএই
১৭।	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম	প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়
১৮।	জনাব মোঃ আনোয়ারুল কাদের শেখ	মহাপরিচালক, বিনা
১৯।	জনাব মোঃ লুৎফুর রহমান	জেষ্ঠ্যতম অধ্যাপক, কৌঃ উঃ প্রঃ বিভাগ, বাকৃবি

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর বিশেষ সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর বিশেষ সভা গত ১০/৬/৯৭ খ্রি. (বাং ২৭-২-১৪০৪) সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ জহুরুল করিম, নির্বাহী সভাপতি, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান কারিগরি কামিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া হলো।
সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং সদস্য সচিব এর পক্ষে মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে এ বিশেষ সভা আহব্বানের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যপরিধি সভায় উপস্থাপন করতে অনুরোধ করেন।

সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে "তুলা ফসলকে নিয়ন্ত্রিত ফসলের অর্ন্তভূক্তি" করণের বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে কারিগরি কমিটির মতামত ও সুপারিশ প্রদানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে এই সভা আহব্বান করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভা আহব্বানের বিজ্ঞপ্তির সাথে প্রস্তাবে অনুলিপি সকলকে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া তুলা উন্নয়ন বোর্ড ও ম্যাগডোনাল্ড এর প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত আছেন। তাদের নিকট থেকে ও বিস্তারিত শোনা যেতে পারে।

অতপর সভাপতি নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড কে আলোচ্য বিষয়তে উল্লেখিত "তুলা ফসলকে নটিফাইড ফসল হিসাবে অন্তর্ভূক্তি" সংক্রান্ত তুলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রস্তাবের স্বপক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা এবং কারণসমূহ ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরোধ করেন।

সভায় নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন বর্তমানে দেশে তিনটি জাতের তুলা আবাদ হচ্ছে। এর ফলন ও আঁশের মান ভারত ও পাকিস্তানে আবাদকৃত জাতসমূহ অপেক্ষা ভাল। জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে বর্তমান জাত তিনটি জোনিং (Zoning) ব্যবস্থায় আবাদ হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন বর্তমানে প্রায় ৬ লক্ষ একর জমি দেশে তুলা আবাদের উপযুক্ত। এর বেশীর ভাগ জমি ছোট ছোট প্লটে বিভক্ত। কাজেই অধিক জাত দেশে আমদানী করা হলে চিহ্নিত উক্ত জমিতেই আবাদ শুরু হবে। তুলা স্ব-পরাগায়িত ফসল হলেও ক্ষেত্র বিশেষে ৬০% পর্যন্ত পর-পরাগায়নে হয়ে থাকে। কাজেই একই এলাকায় একাধিক জাতের আবাদ থাকলে জাতের বিশুদ্ধতা দ্রুত নষ্ট হবে। তাছাড়া বোর্ড বর্তমানে তুলার বীজ বর্ধন ও বিতরণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। কর্মসূচীর আওতার প্রায় সমুদয় চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে আবাদকৃত জাত ছাড়া ভিন্ন জাতের আমদানী ও আবাদ হলে উক্ত কর্মসূচীর উদ্দেশ্য সফল হবে না।

সভায় উপস্থিত ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ লিঃ এর মহা-ব্যবস্থাপক জানান তার কোম্পানী গত মার্চ মাসে ৬টি ভারতীয় হাইব্রিড তুলার জাতের প্রতিটির ১০ কেজি করে মোট ৬০ কেজি বীজ ট্রায়ালের জন্য আমদানীয় অনুমতি চেয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি তার কোম্পানীকে অনুমতি দেয়নি এবং বিলম্বে করার কোন কারণও জানায়নি। ইতোমধ্যে আবাদ মৌসুম আসন্ন। তাকে এই পরিমান বীজ আমদানী করতে দেয়া হলে তিনি তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সাথে জাতগুলোর পারফরমেন্স (Performance) যাচাই করে এর মধ্যে ভাল দু'একটি জাত নিয়মানুযায়ী পরবর্তী মৌসুমে আঁশ উৎপাদনের জন্য আমদানী ও বিতরণ করবেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন উক্ত জাতসমূহের কোম্পানীর নিকট হতে জেনেছেন যে এর ফলন ৩-৪ টন/হেঃ অথচ বাংলাদেশে তুলার গড় ফলন ১.৫ টন/হেঃ। তাছাড়া পর-পরাগায়নের মধ্যে জাতের বিশুদ্ধতা নষ্ট হওয়ার তেমন ঝুকি নেই। কারণ এর মাত্র ১০-১৫% পর্যন্ত পর রাগায়ন হতে পারে। কিন্তু এই পর পরাগায়ন ঠেকাতে নির্ধারিত পৃথকীকরণ দূরত্বে আবাদ যথেষ্ট। ভারতে মাত্র আট মিটার পৃথকীকরণ দূরুত্ব অনুসরণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

জাত ও বীজের মান রক্ষনাবেক্ষন বিষয়ে চাষী প্রতিনিধি, বিজেআরআই ও বাউ প্রতিনিধিগণ নতুন জাত আমদানী ও আবাদে ঝুঁকি আছে বলে অভিমত ব্যাক্ত করেন। বিএডিসি, ডিএই ও ব্রি প্রতিনিধি প্রস্তাবের স্বপক্ষে যথেষ্ট উপাত্ত নেই এবং প্রাইভেট সীড ডিলারগণ এখন আবাদের জন্য বীজ আমদানী করছেন না। কাজেই এখনই তুলা উন্নয়ন বোর্ডের জাতের বিশুদ্ধতা নষ্ট হওয়ার আশংকা দেখেছেন না বলে মনে করেন। বর্তমানে দেশের বীজ নীতি এবং বীজ আইন অনুযায়ী অ-নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত রেজিষ্ট্রেশনের পর বাজারজাতকরণের জন্য আমদানীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ট্রায়ালের জন্য স্বল্প পরিমান বীজ আমদানী নিয়ন্ত্রিত বা অ-নিয়ন্ত্রিত কোন ফসলের ক্ষেত্রে নিষেধ নেই। আমদানীর অনুমতি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ট্রায়ালের জন্য ৬টি জাতের প্রতিটির জন্য ১০ কেজি তুলা বীজ ভারত হতে আমদানীর অনুমতি দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় দিতে পারেন বলে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী মনে করেন।
সভাপতি মহোদয় তুলার পর-পরাগায়নের মাত্রা, জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষনাবেক্ষন এবং প্রতিবেশী দেশ হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরও তথ্য এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন বলে মনে করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

১। আপাতত তুলা ফসল কে নিয়ন্ত্রিত ফসল হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজন নেই।

২। ম্যাকডেনাল্ড বাংলাদেশ লিঃ কে তুলা উন্নয়ন বোর্ড এর সংগে বর্তমান মৌসুমে যৌথভাবে ট্রায়াল সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তাবিত প্রতিটি হাইব্রিড তুলার জাতের ১০ কেজি বীজ ভারত হতে আমদানীর অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

৩। তুলা ফসলের উচ্চ হারে পর-পরাগায়নের আশংকা ও জাত রক্ষনাবেক্ষনের উপায় ও জাতের পারফরমেন্স (Performence) ইত্যাদি বিষয়ে তুলা উন্নয়ন বোর্ড ও ম্যাগডোনাল্ড কোম্পানীকে আরও তথ্য প্রতিবেশী দেশ হতে সংগ্রহ করতে পরামর্শ দেয়া হলো।

৪। বর্তমান মৌসুমে ট্রায়াল সম্পন্ন শেষে ফলাফল ও অন্যান্য তথ্য তুলা উন্নয়ন বোর্ড কে সদস্য সচিব কারিগরি কমিটির নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মনির উদ্দিন খাঁন)
মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ জহুরুল করিম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা।

১০/৬/৯৭খ্রি. তারিখে কারিগরি কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ড এর বিশেষ সভায় উপস্থিত সদস্য তালিকা ঃ

ক্রঃনং	নাম	পদবী
১।	ডঃ মোঃ নূর হোসেন	পিএসও, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা
২।	জনাব সিরাজ আহমেদ চৌধুরী	জিএম, ম্যাকডোনাল্ড (বাংলাদেশ) প্রাঃ লিঃ
৩।	জনাব আনোয়ারুল হক	এসএসবি (ভি পি)
৪।	জনাব আবদুল মুত্তালিব	সিএসও (বিড্রিং), বিজেআরআই
৫।	জনাব মোঃ ফজলুল হক সরকার (হান্নান)	কৃষক প্রতিনিধি
৬।	জনাব মোহাম্মদ আবু ইছা	উপ-পরিচালক, ডিএই
৭।	জনাব লুৎফর রহমান	জ্যেষ্ঠতম প্রফেসর, কৌঃউঃপ্রঃ বিভাগ, বাকৃবি
৮।	জনাব জি এম মঈনুদ্দীন	মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
৯।	জনাব এ এন এম রেজাউল করিম	ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (গবেষণা), ব্রি
১০।	জনাব এম এ বকর	সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি
১১।	জনাব মোঃ তোফসির সিদ্দিকী	তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা
১২।	জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	এসভিটিও, এসসিএ

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩২তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩২তম সভা গত ০৪/১২/৯৭ খ্রি. (২০-০৮-১৪০৪ বাং) তারিখ সকাল ১০-০০ ঘটিকায় ডঃ জহুরুল করিম, নির্বাহী সভাপতি, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জনাব গোলাম আহমেদ কে অনুরোধ করেন। আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ ১১/৫/৯৭ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ৩১তম এবং ৯/৭/৯৭ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ জরুরী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনকরণ।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩১তম এবং বিশেষ জরুরী সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর যথাক্রমে ১৯/৬/৯৭ইং তারিখের ১০৫৯ সংখ্যক পত্র এবং ১৫/৭/৯৭ তারিখের ১২০০ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে কমিটির সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর ওপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া অদ্যকার সভায়ও কোন সদস্য মন্তব্য করেননি।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩১তম এবং বিশেষ জরুরী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৩১তম এবং বিশেষ জরুরী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি।

ক) নোটিফাইড ফসলের প্রতিটির জন্য মাঠ মূল্যায়ন ছকপত্র ও জাত ছাড়করণ আবেদনপত্র ফরম তৈরী করে ৩১ শে আগষ্ট/৯৭ এর মধ্যে কারিগরি কমিটিতে প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির নিকট থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পৃথক আলোচ্য বিষয়তে উপস্থাপন করা হয়েছে।

খ) আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির সুপারিশ তৈরী করে তা ২১ শে আগষ্ট/৯৭ এর মধ্যে কারিগরি কমিটির নিকট প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির নিকট থেকে তা পাওয়া গিয়েছে এবং আলোচ্য সভায় পৃথক আলোচ্য সূচীতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ) ছাড়কৃত ধানের জাত সমূহের রিকমেন্ডেন্ট লিষ্ট তৈরী করে ৩১শে আগষ্ট/৯৭ এর মধ্যে কারিগরি কমিটির নিকট জমাদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন এ সভায় পৃথক আলোচ্য সূচীতে উত্থাপিত হয়েছে।

ঘ) ধানের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতির পরিমার্জিত প্রতিবেদন জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক পুনর্গঠিত রিভিউ কমিটির নিকট থেকে কারিগরি কমিটির নিকট পেশ করার কথা ছিল। অদ্যকার সভায় পুনর্গঠিত রিভিও কমিটির আহবায়কের নিকট থেকে ১০/১২/৯৭ইং তারিখে বিকাল ৩-০০ টায় পুনর্গঠিত রিভিউ কমিটির সদস্যদের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে, এই মর্মে প্রস্তাব পাওয়া যায়। বিষয়টি পৃথক আলোচ্যসুচিতে রাখা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ একটি বিষয় বাদে অন্যান্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক বিবেচনা করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ কারিগরি কমিটির সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের অগ্রগতি।

ক) প্রকৃ আলু বীজের ২টি লাইন যথা এইচ পি এস-২/৬৭ এবং এইচ পি এস-৭/৬৭ কে কারিগরি কমিটির ৩১ তম সভায় যথাক্রমে বারি টিপিএস-১ এবং বারি টিপিএস-২ নামে সারা দেশে আবাদের জন্য ছাড়করণের সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৮ তম সভায় জাত দুটি উক্ত নামে সারাদেশে আবাদের জন্য ছাড়করণ করা হয়েছে।

খ) ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত বি জি ৮৫০-২ এবং একসেশন নং ৪৩৪১ খাসকানি সারাদেশে আবাদের জন্য কারিগরি কমিটির ৩১ তম সভায় যথাক্রমে ব্রি ধান-৩৩ এবং ব্রি ধান-৩৪ নামে আমন মৌসুমে আবাদের জন্য ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৮তম সভায় উক্ত কৌলিক সারি দুটিকে যথাক্রমে ব্রি ধান ৩৩ নামে আমন মৌসুমে আগাম জাত এবং ব্রি ধান-৩৪ নামে আমন মৌসুমে সারাদেশে আবাদের জন্য ছাড় করা হয়েছে।

গ) ধান, গম, পাট, আলু এবং আখের পুনঃনির্ধারিত বীজমান ও মাঠমান সংক্রান্ত সুপারিশ বীজ উইং কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য সচিবের নিকট পেশ করা হয়েছিল। সুপারিশটি জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৮তম সভার আগের দিন পেশ করা হয়েছিল বিধায় উক্ত বীজ বোর্ডের সভায় তা উত্থাপিত হয়নি। তবে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভায় উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি সুপারিশসমূহ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাস্তাবায়ন অগ্রগতি কারিগরি কমিটি অবহিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ধানের DUS (Distinctness, Uniformity and Stability) এবং VCU (Value for Cultivation and Use) পরীক্ষা পদ্ধতি।

সভায় উপস্থাপিত ধানের DUS test পদ্ধতির বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য সভাপতি মহোদয় ব্রি এর উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ তুলসী দাসকে আহবানের প্রেক্ষিতে ডঃ তুলসীদাস জানান যে এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হলে জাত ছাড়করনের ৩ বৎসর বিলম্ব ঘটবেকারন, পরীক্ষাটি ৩ বৎসর চলবে এবং পদ্ধতিতে ৫৮ টি বৈশিষ্ট নিখুতভাবে পর্যবেক্ষন করার বিষয় রয়েছে। তদুপরি বীপ্রএ এ কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম কি না তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। তবে এই পদ্ধতি বিশ্বের অন্যান্য দেশে Breeder's right প্রতিষ্ঠার জন্য চালু থাকলেও বাংলাদেশে ডিইউএস টেষ্ট চালু করার মত অবস্থা বিরাজমান কিনা তা বিবেচ্য বিষয়। সভাপতি মহোদয় এই পদ্ধতির পটভূমি, জাত পরীক্ষার বর্তমান চালু পদ্ধতি এবং চালু পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ এবং ডিইউএস এর সুবিধাসমূহ ও প্রয়োজনীয়তার আলোকে মতামত প্রদানের জন্য বীপ্রএ এর পিএসসিও জনাব মনির উদ্দিন খাঁন এর বক্তব্য আহ্বান করে। সেই প্রেক্ষিতে জনাব মনির উদ্দিন খান উল্লেখ করেন যে, সংশোধিত খসড়া বীজ বিধিতে বীপ্রএ এর কার্যক্রমের আওতায় জাতের ডিইউএস পরীক্ষার দায়িত্ব বীপ্রএ এর উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে সম্প্রতি কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি প্রজ্ঞাপনেও ডিইউএস টেষ্ট করার দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উপর অর্পণ করা হয়েছে। জাত ছাড়করণের জন্য ডিইউএস পরীক্ষা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং নতুন জাতের স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য ইহা একটি অত্যাবশকীয় পরীক্ষা। এ বিষয়ে পরিচালক (গবেষণা) বিএআরআই বলেন যে নতুন জাত সনাক্তকরণ ও Stability দেখার জন্য নতুন জাত ছাড়করন প্রক্রিয়ায় ডিইউএস পদ্ধতি থাকা দরকার। এই প্রেক্ষিতে পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে বীজ নীতিতে এতদবিষয়ে কোন রুপ উল্লেখ নেই এবং এই পদ্ধতির যদিও প্রয়োজন রয়েছে তবে এখন তা দেশে চালু করা সম্ভব হবে কিনা এবং এ ব্যাপারে বীপ্রএ তে দক্ষ জনশক্তি আছে কি না তা বিবেচ্য বিষয়। এ ব্যাপারে কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ আবু ইছা, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের সাথে তাল রেখে আমাদের ও এগিয়ে আসা উচিত এবং ডিইউএস পদ্ধতিতে জাত পরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করা দরকার বলে মতামত দেন। ইপসা এর রেক্টর জনাব প্রফেসর এ এম আশরাফুল কামাল অভিমত দেন যে, ছাড়করণের পদ্ধতিতে DUS Test থাকা উচিত। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি জনাব ডঃ মোঃ নুর হোসেন বলেন যে, জাত ছাড়করণের আবেদন ফরমে যেহেতু ব্রীডার কর্তৃক জাতের বর্ণনা দেয়া হয়ে থাকে সেহেতু বীপ্রএ এর পক্ষে পরীক্ষা করে দেখা কঠিন হবে না। এ প্রেক্ষিতে বীপ্রএ এর এসভিটি ও (SVTO) জনাব আঃ রহিম হাওলাদার সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলেন যে, বীজ প্রত্যযন এজেন্সীতে এ কার্য সম্পাদানের জন্য যে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে তা যৌক্তিক নহে। কারন ডিইউএসটেষ্ট করার নিমিত্তে বীপ্রএ এর অন্তর্গত এসএসসিএপি প্রকল্পাধীন একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ variety testing wing রয়েছে যেখানে ইতোমধ্যে বিদেশ থেকে পাঁচজন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষন দিয়ে আনা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে একজন বিদেশী বিশেষজ্ঞও নিয়োজিত রয়েছেন এবং ডিইউএস টেষ্ট এর জন্য ১২ একর জমিসহ একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে যেন অহেতুক বিলম্ব না হয় সেদিক বিবেচনা করে বলেন গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সময়ে আঞ্চলিক ষ্টেশন এ Regional yield trail শুরু করেন সেই সময় হতেই কিছু বীজ ডিইউএসটেষ্ট এর জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কে দেওয়া যেতে পারে। একই সাথে গবেষণা প্রতিষ্ঠান জাতের বৈশিষ্ট পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ১। নতুন জাত ছাড়করনের ক্ষেত্রে বর্তমান পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা কি, ডিইউএস টেস্ট এর প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধা কি তা আলোকপাত পূর্বক পদ্ধতির খসড়াটি কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করা হবে।

২। রিজিওনাল ইল্ড ট্রায়ালের সময় গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিইউএস টেষ্ট পরিচালনার জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কে ধানের প্রয়োজনীয় বীজ সরবরাহ করবে। একই সাথে গবেষণা প্রতিষ্ঠান জাতের বৈশিষ্ট সমূহ নিজস্ব আংগিকে পর্যবেক্ষণ করবে।

৩। ভি সি ইউ (VCU) সমন্বয় (Coordianation) এর জন্য বীপ্রএ এবং ডিএই একটি ওয়ার্কসপ করবে এবং ফলাফল কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় জমা দিবে।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ পাট এবং গম এর ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি।

সভায় পাট ও গমের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতির আলোকে সভঅর সভাপতি মহোদয় বিগত ৭ সেপ্টেম্বর/৯৭ এবং এবং অক্টোঃ/৯৭ তারিখে যথাক্রমে পাট ও গমের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি প্রণয়নের যে ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার পার্টিসিপেন্ট লিষ্ট ও প্রসিডিংস উপস্থাপন করার জন্য পরিচালক, বীপ্রএ কে অনুরোধ জানান। এতদপ্রেক্ষিতে পরিচালক, বীপ্রএ সভাপতি বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র উপস্থাপন করেন এবং অভিমত ব্যাক্ত করেন যে সংশ্লিষ্ট ফসলের ব্রিডারগণ এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের বিশিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়েই উক্ত পদ্ধতি দুইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। তদুপরি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মতামত আহক্ষান করা যেতে পারে। এ প্রসংগে পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই, ডঃ এ,বি,এম

আবদুল্লাহ বলেন যে পাটের ডিইউএস পদ্ধতিটি ওয়ার্কসপ এ বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে করা হয়েছে। তা ছাড়া গম এর ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিতেও কোন সদস্য আপত্তি উত্থাপন করেননি।

সিদ্ধান্ত ঃ পাট ও গমের ডিইউএস এর পদ্ধতি অনুমোদন করা হলো এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট প্রস্তাবিত বোরো ধান জাতের ছাড়করণ।

৬-ক বিআর ১৬৭৪-১৫-৪-১-৩-১ জে-২ (ব্রি ধান ৩৫) ঃ

ব্রি প্রস্তাবিত বি আর ১৬৭৪-১৫-৪-১-১-১ জে-২ কৌলিক সারিটি বি আর ২৬-৭-৪-১/এ আর সি ১৪৫৩৯/বি আর ৪ এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। চাল ছোট, মোটা এবং রং সাদা। জীবন কাল ১৫০-১৫৫ দিন। দেশের জাত মূল্যায়ন দল জাতটির ফলন সন্তোষজনক বলে উল্লেখ করেছেন। জাতটির বিশেষ গুণ বাদামী গাছ ফড়িং আক্রমন প্রতিরোধ সম্পন্ন বিধায় সভায় সদস্যগণ জাতটি ছাড় করার পক্ষে মত দেন। প্রস্তাবিত জাতটি বি আর ১৪ এর তুলনায় অধিক ফলন শীল ও উচ্চতা ১০ সেঃমিঃ কম। যে সমস্ত এলাকায় বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমন বেশী হয় সে সমস্ত এলাকায় জাতটি বিশেষ উপযোগী হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ বি আর ১৬৭৪-১৫-৪-১-৩-১ জে-২ কৌলিক সারিটি ব্রি ধান ৩৫ নামে সারা দেশে বোরো মৌসুমে আবাদের জন্য ছাড় করার সুপারিশ করা হলো।

৬-খ) আই আর ৫৪৭৯১-১৯-২-৩ (ব্রি ধান ৩৬) ঃ

আই আর ৫৪৭৯১-১৯-২-৩ কৌলিক সারিটি আই আর ৬৪ এবং আই আর ৩৫২৯৩-১২৫-৩-২-৩ কৌলিক সারির সমন্বয়ে ইরি ফিলিপাইনে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। চাল লম্বা সরু এবং রং সাদা। জীবন কাল ব্রি ধান ২৮ এর তুলনায় কম এবং কিছুটা খাটো। প্রস্তাবিত জাতটি ঠান্ডা সহ্য করতে পারে। ঠান্ডা সহ্য করার মাত্রা সম্পর্কে সভাপতি মহোদয় ব্রি এর তথ্যাদি রয়েছে কি না জানতে চাইলে ব্রি এর পরিচালক (গবেষণা) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষার ফলাফল দেখানো যাবে বলে সভাকে অবহিত করেন। দেশের স্থাপিত অঞ্চল ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ব্রি ধান ২৮ এর তুলনায় সবদিক থেকে ভাল বলে তা জাত হিসাবে ছাড় করার পক্ষে মূল্যায়ন কমিটি মত দনে। এসব বিবেচনায় সদস্যগণ সভায় প্রস্তাবিত জাতের ছাড়করণের পক্ষে আলোচনা করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ স্বল্প জীবনকাল, সরু ধান ও অধিক ফলনশীল হিসাবে কৌলিক সারিটিকে ব্রি ধান ৩৬ নামে সারাদেশে বোরো মৌসুমে আবাদের জন্য ছাড় করার সুপারিশ করা হলো।

৬-গ) বি আর ৪৮৩৫-৯-৪-৯ (ব্রি ধান ৩৭) ঃ

ব্রি প্রস্তাবিত ৪৮৩৫-৯-১ কৌলিক সারিটি আই আর ১৯৬৬১-২০০ এবং আই আর ৯৮৪৬-২১৫-৩ এর মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। জাতটি স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন বলা হলেও এর জীবনকাল ব্রি ধান ২৮ এর তুলনায় ১০ দিন বেশী। বরিশাল ও যশোর অঞ্চলে ব্রি ধান ২৮ এর তুলনায় অধিক জীবনকাল বলে প্রতিয়মান হয়েছে। জাতটির কোন বিশেষ গুণ রয়েছে কি না তা দেখার জন্য বরিশাল অঞ্চলে পুনরায় ট্রায়াল করা যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় অভিমত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত জাতটি বরিশাল অঞ্চলে পুনরায় ট্রায়াল করে বিশেষ বৈশিষ্ট সম্পন্ন কি না তা দেখার জন্য ব্রি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬-ঘ) বি আর ৪৮৫৭-১৪-৪-৩ (ব্রি ধান ৩৮) ঃ

বি আর ৪৮৫৭-১৪-৪-৩ কৌলিক সারিটি বোরো মৌসুমে আবাদের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। কিন্তু মাঠ মূল্যায়নের সময়ে কোন কোন এলাকায় প্রস্তাবিত জাতের মাঠে অন্য জাতের মিশ্রণ, ধান ঝরে যাওয়ার প্রবণতা ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ পরিলক্ষিত হওয়ায় সভায় সদস্যগণ পুনরায় ট্রায়ালের ব্যবস্থা করার পক্ষে মত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বি আর ৪৮৫৭-১৪-৪-৩ কৌলিক সারিটি পুনরায় মাঠ মূল্যায়নের জন্য ট্রায়াল করা হবে।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক উদ্ভবিত বিনা ৬-৮৪-৪-১১৫ (বিনা ধান-৪) ছাড়করণ।

বিনা ৬-৮৪-৪-১১৫ কৌলিক সারিটি বি আর ৪ একসাথে ইরাটম ৩৮ সংকরায়ন করে এফ ২ বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে উদ্ভাবন করা হয়। ধান লম্বা ও সরু। ব্রি ধান ৩১ এর তুলনায় প্রায় দুই সপ্তাহ কম সময়ে পরিপক্ক হয়। প্রস্তাবিত জাতটি আলোক সংবেদনশীল নয় বিধায় আমন মৌসুমে জুন-জুলাই মাসের যে কোন সময় বীজ বপন করলেও জীবন কাল ১৩০-১৩৫ দিনের বেশী হবে না। কিন্তু জাতীয় বীজ বোর্ডের আবেদন ফর্মে আলোক সংবেদনশীল নয় এর সপক্ষে কোন উপাত্ত বা পরীক্ষার ফলাফল দেখানো হয়নি বিধায় তা থাকা উচিত বলে সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন। এ প্রসংগে সংশ্লিষ্ট ব্রিডার বলেন যে দু'একদিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত উপাত্ত সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি এর

নিকট সরবরাহ করা হবে। দেশের মাঠ মূল্যায়ন দল প্রস্তাবিত জাতটি আমন মৌসুমে অধিক ফলনশীল, সরু, লম্বা ধান হিসাবে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কৌলিক সারি বিনা ৬-৮৪-৪-১১৫ কে বিনা ধান ৪ নামে সারাদেশে আমন মৌসুমে আবাদের জন্য ছাড় করার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড এ প্রেরণ করা হবে। তৎপূর্বে বিনা প্রস্তাবিত জাতটির আলোক সংবেদনশীল নয় এই মর্মে উপাত্ত সরবরাহ করবে।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ ধানের হাইব্রিড জাত মুল্যায়ন ও জাত ছাড়করণ পদ্ধতি।

ধানের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও জাত ছাড়করণ পদ্ধতির পরিমার্জিত খসড়া পুনর্গঠিত কমিটির আহক্ষায়ককে এ সভায় উপস্থাপনের জন্য বলা হয়েছিল। কমিটির আহক্ষায়ক সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি। তবে পত্রের মাধ্যমে সভাকে অবহিত করেন যে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক কো অপট করা তিনজন বেসরকারী প্রতিনিধিসহ ১০/১২/৯৭ তারিখে আলোচনায় মিলিত হয়ে তা চূড়ান্ত করা যাবে। এ প্রসংগে সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বিষয়টি ইতিমধ্যে বিলম্বিত হয়ে গিয়েছে। রিভিউ কমিটি এবং বেসরকারী প্রতিনিধি বৃন্দ কর্তৃক প্রস্তাবিত পদ্ধতির মধ্যে অধিকাংশ অংশে মিল রয়েছে। সুতরাং তা যথাশীঘ্র সম্ভব চূড়ান্ত হতে পারে। পুনর্গঠিত রিভিউ কমিটির আহবায়কের প্রস্তাব মতে ১০/১২/৯৭ তারিখে কমিটির সদস্যগণ সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি এর কক্ষে আলোচনায় মিলিত হয়ে তা চূড়ান্ত করবেন। তবে অন্তত পক্ষে দুই মৌসুমে এবং সমস্ত অঞ্চলেই ট্রায়ালের ব্যবস্থা থাকা দরকার বলে সভাপতি সাহেব মতামত ব্যক্ত করেন। এ প্রসংগে উপস্থিত বেসরকারী প্রতিনিধির মতামত জানতে চাওয়া হলে সহ সভাপতি (এস এস বি) জনাব আনোয়ারুল হক এ বিষয়ে কোন আপত্তি জানাননি। সভায় প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ (এমওএ) জনাব মোঃ রেজাউল করিম জানান যে প্রতি জাতের অনুর্ধ ৩০০ কেজি করে ৫টি কোম্পানিকে এক টন হাইব্রিড ধানের বীজ আমদানীর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এ ব্যাপারে ডিএই প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ আবু ইছা দেশের নয়টি অঞ্চলের মুল্যায়ন টিমের সহযোগিতা নিয়ে মনিটরিং জোরদার করার জন্য প্রস্তাব করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক, বীপ্রএ জরুরী ভিত্তিতে আগামী ১০/১২/৯৭ তারিখে পুনর্গঠিত রিভিউ কমিটির সদস্যদের সভা সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি এর কক্ষে আহবানের পত্র প্রেরণ করবেন। পুনর্গঠিত কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তকৃত খসড়াটি কমিটির আহক্ষায়ক পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণ করার জন্য কারিগরি কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

২। সভাপতি, কারিগরি কমিটি হাইব্রিড জাতের ধান ও দেশের প্রচলিত জাতের সাথে তুলনামূলক দিক, প্যাকেটের Truthfully lebelled এর সাথে মাঠের বাস্তবতা, কৃষকের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির আলোকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ট্রায়াল মূল্যায়ন করে ডিএই এর নেতৃত্বে মনিটর করার নিমেত্তে তড়িৎ ফলাফল অবহিত করার জন্য আঞ্চলিক মুল্যায়ন দলের আহক্ষায়ক এবং মহা পরিচালক, ডিএই এর নিকট ডিও লেটার প্রদান করবেন।

৩। ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ১ জন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ১ জন, এবং বীপ্রএ এর ১ জন, মোট ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ডিএই কর্তৃক স্থাপিত ধানের হাইব্রিড জাতের ১০০টি প্রদর্শনীর কারিগরি মনিটরিং করে এর রিপোর্ট মৌসুম শেষে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডে পেশ করবেন।

আলোচ্য বিষয়-৯ ঃ মাঠ মূল্যায়ন ছকপত্র এবং জাত ছাড়করণ আবেদন পত্র।

বিগত ১৫/১/৯৭খ্রি. তারিখে কারিগরি কমিটির ৩০ তম সভায় নোটিফাইড ফসলের প্রতিটির জন্য মাঠ মূল্যায়ন ছকপত্র ও জাত ছাড়করণে আবেদণ পত্র তৈরীর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে গঠিত কমিটির নিকট থেকে প্রাপ্ত ধান, গম, পাট আলু ও আখের মাঠ মূল্যায়ন ছকপত্র এবং জাত ছাড়করণ আবেদনপত্র ফরম সভায় উপস্থাপিত হয়। প্রতিবেদন বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ মাঠ মূল্যায়ন ছক পত্র এবং জাত ছাড়করণ আবেদনপত্র তৈরী কমিটি কর্তৃক প্রণীত ছক ও ফরম অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১০ ঃ আলু আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি।

কারিগরি কমিটি কর্তৃক গঠিত আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি তৈরী কমিটি এর নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন আলোচিত হয়। এ প্রসংগে সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি জনাব এম এ বাকার জানান যে, আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির তেমন উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি সংগৃহিত নেই। এ বিষয়ে APSA (আপছা) সদস্য দেশের প্রতিনিধির নিকটও যোগাযোগ করা হয়েছিল। তদুপরি কমিটির সদস্যগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি তৈরী করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির ওপর মতামত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিকট এবং বিএডিসি, বিএআরআই, ডিএই এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির খসড়া পাঠানো হবে। প্রাপ্ত মতামতের প্রেক্ষিতে আলু ও আখের প্রত্যয়ন পদ্ধতি কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় আলোচিত হবে।

আলোচ্য বিষয় -১১ ঃ ছাড়কৃত ধানের জাত সমূহের রিকমেনডেট লিষ্ট।
কারিগরি কমিটির ২৮তম সভায় ছাড়কতৃ ধানের জাতসমূহের রিকমেন্ডেট লিষ্ট তৈরীর সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

সিদ্ধান্ত ঃ "ছাড়কৃত ধানের জাতসমূহের রিকমেন্ডেট লিষ্ট তৈরী কমিটি" কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুমোদন করা হলো এবং তা জাতীয় বীজ বোর্ডে পেশ করা হবে। ছাড়কৃত ধানের রিকমেন্ডেট লিষ্টের কপি জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল, সদস্য সচিব এনএটিসি এর নিকট প্রেরন করা হবে। পরিচালক (গবেষণা), ব্রি তা এনএটিসি সভায় উপস্থাপন করবেন।

আলোচ্য বিষয়-১২ ঃ কারিগরি কমিটিতে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য পরিবর্তন।
নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড এর লিখিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য, অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা) জনাব মোঃ রুহুল আমিন সরকারের স্থলে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রজনন) ডঃ মোঃ নুর হোসেন কে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।

আলোচ্য বিষয় ঃ বিবিধ (১) জাতীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার/৯৮।
সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সভাকে অবহিত করেন যে বিগত ১৯৯২ সালে সর্বশেষ (তৃতীয়) বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে বীজ প্রযুক্তি/শিল্প যথেষ্ট অগ্রগতি/পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই বিষয়টির ওপর জাতীয় সেমিনার হওয়া প্রয়োজন। সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে তার আগ্রহ প্রকাশ করলে অন্যান্য সদস্যগণও সম্মতি জ্ঞাপন করেন।
সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার/৯৮ অনুষ্ঠানের প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা বিএআরসি থেকে প্রদান করা হবে এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

বিবিধ-(২) বিএসআরআই আখ-২৯ এর ছাড়করণ।
বিএসআরআই এর মহা-পরিচালক জনাব শেখ মোঃ এরফান আলী বিএসআরআই আখ-২৯ আলোচ্য সভায় উত্থাপিত না হওয়ায় একটি বিশেষ সভা আহ্বান করে তা উত্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করেন। সভাপতি মহোদয় এ প্রসংগে বিশেষ সভা আহ্বান করা আপাতত সম্ভব হবে না বলে জানান। এ বিষয়ে সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি জানান যে মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মূল কপি এখনো পাওয়া যায়নি। তা পাওয়া গেলেই বিষয়টি কারিগরি কমিটির সভায় উত্থাপন করা যাবে।
সিদ্ধান্ত ঃ মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মূল কপি সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটির নিকট পৌছানোর জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তৎপর হবেন।
সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(গোলাম আহমেদ)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ জহুরুল করিম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৩তম সভার কার্যবিবরণী

ডঃ জহুরুল করিম, নির্বাহী সভাপতি বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে কারিগরি কমিটির ৩৩তম সভা গত ৬-৯-৯৮খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ টায় বিএরআরসি সম্মেলন কক্ষে শুরু হয় এবং কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহিত হওয়ার পর বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে সভাপতি মহোদয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক জনাব ডঃ লুৎফর রহমান সাহেবকে সভাপতিত্ব করার জন্য দায়িত্ব দিয়ে যান এবং উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "খ" তে দেয়া হলো।

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি এবং পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জনাব মনির উদ্দিন খাঁন সভার প্রারম্ভে সভাকে প্রাক্তন পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সক্ষি, কারিগরি কমিটি মরহুম জনাব গোলাম আহমেদ এর বিগত ২৪-৮-৯৮ইং তারিখে ইন্তেকালের সংবাদ জানান এবং এ ব্যাপারে মরহুমের জন্য দোয়া করার জন্য প্রস্তাব করেন। সভাপতি মহোদয় প্রাক্তন সদস্য সচিব এর কর্মজীবনের নিষ্ঠার বিষয়ে আলোকপাত করেন। অতপর তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এজেন্ডা অনুযায়ী কার্যপত্র পড়ে শুনানোর জন্য সদস্যসচিবকে আহ্বান করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩২ তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩২ তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ইং ১৭-১২-৯৭ তারিখের ১৯৯৫ (১৭) সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে এবং সকলের নিকট তা পৌছেছে। এ ব্যাপারে অদ্যাবধি কোন লিখিত বা মৌখিক আপত্তি পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩২তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি।

(ক) ধানের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি অনুমোদনের প্রেক্ষিতে নতুন জাত ছাড়করণের বর্তমান পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা কি, ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধা বিস্তারিত আলোকপাতপূর্বক পদ্ধতিটি পুনরায় পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করার কথা ছিল। সে মোতাবেক এ বিষয়ে একটি আলোচ্য বিষয় রাখা হয়েছে।

(খ) ভিসিইউ টেষ্ট সমন্বয়ের জন্য এসসিএ এবং ডিএই, একটি ওয়ার্কসপ করে ফলাফল জাতীয় কারিগরি কমিটিতে পরবর্তী সভায় জমা দেওয়ার কথা ছিল। এ বিষয়ে একটি সমন্বয় সভা করার বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে যত শীঘ্র সম্ভব ওয়ার্কসপ করা হবে।

(গ) কারিগরি কমিটির সভায় ছাড়করণের নিমিত্তে পেশকৃত ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর বি আর ৪৮-৩৫-৯-৪-৯ এবং বি আর ৪৮৫৭-১৪-৪-৩ কৌলিক সারি দুইটি পুনরায় ট্রায়ালের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ছিল। এ বিষয়ে মহা পরিচালক ব্রি কে যথাসময়ে পত্রের মাধ্যমে পুনরায় ট্রায়াল স্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

(ঘ) সভাপতি, কারিগরি কমিটি কর্তৃক হাইব্রিড জাতের ধান ও দেশে প্রচলিত জাতের তুলনাশূলক প্রদর্শনীর মূল্যায়ন ফলাফল অবহিত করার জন্য আঞ্চলিক মূল্যায়ন দলের আহ্বায়ক এবং মহাপরিচালক, ডিএই কে ডিও লেটার প্রদানের কথা ছিল এবং তা যথাসময়ে প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) ডিএই কর্তৃক স্থাপিত হাইব্রিড ধানের ১০০টি ট্রায়ালের কারিগরি মূল্যায়নের জন্য এসএ, ব্রি এবং ডিএই এর ১ জন করে ৩ জনের একটি কমিটি করার কথা ছিল এবং মৌসুম শেষে মূল্যায়ন রিপোর্ট কারিগরি কমিটিতে পেশ করার কথা ছিল।
এ কমিটির রুপরেখা কি হবে এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকায় কমিটি গঠন করা যায়নি। তবে ১০০টির মধ্যে ৮২টি ট্রায়ালের ফলাফল ডিএই এর নিকট সংরক্ষিত রয়েছে যা ডিএই'র পক্ষ থেকে সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

(চ) আলু ও আখের প্রত্যয়ন পদ্ধতির ওপর মতামত প্রদানের জন্য বিএডিসি, ডিএই, বিএআরআই, বিএসআরআই ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির নিকট পত্র প্রেরণের কথা ছিল। এ বিষয়ে যথা সময়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে বিএডিসি থেকে আলু বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির ওপর মতামত পাওয়া গিয়েছে। অন্যান্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কোন মতামত বা আপত্তি পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে একটি পৃথক আলোচ্য বিষয় রাখা হয়েছে।

(ছ) বিএসআরআই আখ-২৯ এর মূল্যায়নের মূল কপি না পৌছার কারণে ৩২তম সভায় তা উত্থাপিত হয়নি। ইতোমধ্যে উক্ত মূলকপি এস সি এ তে পৌছেছে। উক্ত প্রস্তাবিত জাতের ছাড়করণের বিষয়ে একটি আলোচ্য বিষয় রাখা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩২তম সভায় সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পর্কে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ হাইব্রিড ধানের অনুমোদন।

বিগত ১৯৯৭-৯৮ বোরো মৌসুমে সারাদেশে চারটি কোম্পানী কর্তৃক হাইব্রিড ধান বীজ আমদানী করে টেষ্ট প্লট স্থাপন করা হয়েছিল। যে সকল হাইব্রিড যে সকল কোম্পানী কর্তৃক আমদানী করা হয়েছিল তা হলো ঃ

ক্রমিক নং	বীজ আমদানী কারক কোম্পানীর নাম	হাইব্রিডের নাম	টেষ্ট প্লট স্থাপনকৃত জায়গার নাম	স্থাপনকৃত টেষ্ট প্লটের সংখ্যা	মূল্যায়ন দল কর্তৃক মূল্যায়নকৃত টেষ্ট প্লটের সংখ্যা
০১	এ সি আই লিঃ	আলোক-৬২০১	ডিএই কর্তৃক চাষীর জমিতে, ব্রি ফার্ম, বিএডিসি ফার্ম	১০০ ৪ ৯	১৯
০২	ম্যাকডোনাল্ড প্রাঃ লিঃ	লোকনাথ-৫০১ লোকনাথ-৫০৩ লোকনাথ-৫০৫	ব্রি ফার্ম বিএডিসি ফার্ম চাষীর জমিতে	৪ ৯ ১০	১৭
০৩	গ্যাঞ্জেস ডেভঃ কর্পোরেশন	অমর শ্রী-১ (উত্তম-১)	ডিএই কর্তৃক চাষীর জমিতে ব্রি ফার্ম বিএডিসি ফার্ম	৭৫ ২ ৮	১১
০৪	মল্লিকা সীড কোম্পানী	সি এন এস জি সি-৫ সি এন এস জি সি-৬	ব্রি ফার্ম বিএডিসি ফার্ম চাষীর জমিতে	৪ ৯ ৫	৮

এসিআই কোম্পানীর আমদানীকৃত হাইব্রিড আলোক-৬২০১, ম্যাকডোনাল্ড কোং এর হাইব্রিড লোকনাথ-৫০৩ ও ৫০৫, মল্লিকা সীড কোম্পানীর হাইব্রিড সি এন এস জি সি-৫ ও ৬ এবং গ্যাঞ্জেস ডেভঃ কর্পোরেশনের জাত অমর শ্রী (উত্তম-১) জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়পত্র লাভের উদ্দেশ্যে কারিগরি কমিটির নিকট তাদের নিজ নিজ হাইব্রিডের তথ্যাদি ও উপাত্ত পরিবেশন করে জাতীয় বীজ বোর্ডের নির্ধারিত ছকে আবেদন করেন। আবেদনকৃত প্রত্যেকটি হাইব্রিড সম্পর্কে ব্রি, বিএডিসি, ডিএই, বিনা, বিজেআরআই, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এসিআই কোম্পানী লিঃ, ম্যাকডোনাল্ড প্রাঃ লিঃ, মল্লিকা সীড কোম্পানী ও গ্যাঞ্জেস ডেভঃ কর্পোরেশন প্রভৃতি সংস্থার প্রতিনিধিগণ কারিগরি কমিটিতে অত্যন্ত প্রানবন্ত ও বিস্তারিত আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময় করেন। ব্রি, বিএডিসি, ডিএই ও জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির মূল্যায়ন টিম কর্তৃক পেশকৃত সকল হাইব্রিডের তথ্যাদি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়। আলোচনায় দেখা যায় যে, হাইব্রিড জাত ছাড়করণের নির্ধারিত মানদন্ড ও পদ্ধতি কোন কোম্পানীই সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারেন নাই। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক হাইব্রিড জাত ছাড়করণের পদ্ধতি অনুমোদন লাভের পূর্বেই বোরো মৌসুম শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে বীজ আমদানী কারকগণ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন নাই। বিস্তারিত আলোচনার পর এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আলোক-৬২০১, লোকনাথ-৫০৩, ও সিএনএসজিসি-৬ ও অমরশ্রী-১ আপাততঃ এই চারটি হাইব্রিডের বীজ এ বৎসর আগামী বোরো মৌসুমে পাইলট কর্মসূচী হিসাবে বর্ধিত পরিমাণে সাময়িকভাবে আমদানীর অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

বাকী হাইব্রিডগুলো আগামী বোরো মৌসুমে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী যথারীতি পুনরায় টেষ্ট প্লট স্থাপন করে আগামীতে কারিগরি কমিটির মাধ্যমে তাদের তথ্যাদি জাতীয় বীজ বোর্ডে বিবেচনার জন্য পেশ করবে। তবে আলোক-৬২০১, লোকনাথ-৫০৩, সি এন এস জিসি-৬ ও অমরশ্রী-১ হাইব্রিডগুলোও আগামী বোরো মৌসুমে নির্ধারিত নিয়মে পুনরায় টেষ্ট প্লট করে তথ্যাদিসহ চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিভিন্ন হাইব্রিড ধানের ফিল্ড টেষ্টের তুলনামূলক ফলাফল

হাইব্রিড ধানের নাম	বীজ আমদানীকারক কোম্পানীর নাম	জীবনকাল (দিন)		গড় ফলন (টন/হেক্টর)			
		কোম্পানী প্রদত্ত তথ্য	ব্রি প্রদত্ত তথ্য	ব্রি	বিএডিসি	ডিএই	মাঠ মূল্যায়ন দল
আলোক-৬২০১	এসিআই লিঃ	১৪০-১৪৫	১৫০	৫.২৭	৫.২২	৭.২৯	৬.১৯
লোকনাথ-৫০৩	ম্যাকডোনাল্ড প্রাঃ লিঃ	১৩৮	১৪৯	৪.৬১	৫.০১	-	৫.০৩
সিএনএসজিসি-৬	মল্লিকা সীড কোম্পানী	১৩০-১৪০	১৫২	৬.৭২	৫.৪৩	-	৬.০০
অমরশ্রী-১	গ্যাঞ্জেস ডেভঃ কর্পোঃ	১৪০-১৪৫	১৫৬	৪.৫৫	৪.০০	৬.২৬	৪.৭৪

বিঃ দ্রঃ মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক উল্লিখিত হাইব্রিড সমূহের performance এর সংক্ষিপ্তসার পরিশিষ্ট- 'ক' তে দেয়া হলো।

মাঠ মূল্যায়ন দলের মন্তব্য ঃ

আলোক-৬২০১ ঃ প্রস্তাবিত জাতটি ৮ টি অঞ্চলের মধ্যে ২টি অঞ্চলে (ঢাকা, কুমিল্লা) ছাড়করণের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। ঐ দুইটি অঞ্চলে চেক জাত (বি আর-১৪ ও ব্রি ধান-২৯) অপেক্ষা ২০-২৫% বেশী ফলন পাওয়া গিয়েছে। বাকী ৬টি অঞ্চলে (যশোর, বরিশাল, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, রংপুর ও ময়মনসিংহ) অঞ্চল থেকে মাজরা পোকার আক্রমণ, সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাব ও প্রস্তাবিত জাতের সাথে কোন চেকজাত না থাকা প্রভৃতি কারণে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে।

লোকনাথ-৫০৩ ঃ দেশের ৭টি অঞ্চলে (ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী ও যশোর) মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে। শুধু রাজশাহী অঞ্চল থেকে জাতটি গ্রহণযোগ্য হিসেবে মতামত দেওয়া হয়। কিন্তু পুনঃট্রায়ালের কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলে ফলন সন্তোষ জনক না হওয়া এবং পামরী পোকা, মাজরা পোকা, খোলপোড়া রোগ ও পাতাপোড়া রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় জাতটিকে পুনঃট্রায়াল করার সুপারিশ করা হয়েছে।

সিএনএসজিসি-৬ ঃ প্রস্তাবিত জাতটি দেশের ৫টি অঞ্চলে (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, কুমিল্লা ও রংপুর) মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে। শুধু ঢাকা অঞ্চল থেকে চেক ভ্যারাইটি ব্রী ধান-২৯ ও ব্রি ধান-২৮ অপেক্ষা যথাক্রমে ২৮.৭ ভাগ ও ৪১.৮ ভাগ ফলন বেশী পাওয়ায় জাতটির ছাড়করণের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চল থেকে মাজরা পোকা, পামরী পোকা, খোল পোড়া, পাতা পোড়া রোগ ও প্রস্তাবিত জাতের সাথে কোন চেক জাত না থাকার কারণে পুনঃট্রায়ালের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

অমরশ্রী-১ ঃ দেশের ৬টি অঞ্চলে (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম) প্রস্তাবিত জাতটির মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে। ঢাকা অঞ্চলে চেক জাত বি আর-৩ থেকে ৮% বেশী এবং কুমিল্লার বি-বাড়িয়াতে চেক জাত ব্রি ধান-২৯ থেকে অধিক ফলন পাওয়া গিয়েছে কিন্তু ইটাখোলায় বি আর-২৬ অপেক্ষা খুবই কম ফলন ও অধিক জীবনকাল সম্পন্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলসমূহে মাজরা পোকা ও গান্ধীপোকার আক্রমন, অপুষ্ট ধানের অত্যাধিক হার (৫০-৭০%), কম ফলন এবং সঠিক সময় ও ব্যবস্থাপনায় ট্রায়াল স্থাপন না করার কারণে পুনঃরায় ট্রায়ালের মতামত দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) আলোক-৬২০১, লোকনাথ-৫০৩, সিএনএসজিসি-৬ ও অমরশ্রী-১ হাইব্রিড জাত চারটিকে আগামী বোরো মৌসুমে পাইলট কর্মসূচী হিসেবে আবাদের নিমিত্তে বর্দ্ধিত পরিমাণে আমদানীর সাময়িক অনুমতি দেয়ার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবরে সুপারিশ করা হলো।

(২) হাইব্রিড জাতের ফিল্ড ট্রায়াল করার ক্ষেত্রে যে সকল জায়গায় চেক ভ্যারাইটি ব্যবহার করা হয় নাই তাহার কারণ সম্পর্কে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে মাঠ মূল্যায়ন দলের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হলো।

(৩) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বন্যা পরবর্তী সময়ে হাইব্রিড জাতের নিবন্ধীকরণ ও মাঠ মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মাঠ মূল্যায়ন দলনেতা ও সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কর্মশিবির আয়োজন করবে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ আই ২৩৩-৮৭ (বিএসআরআই আখ-২৯) কৌলিক সারির অনুমোদন।

বাংলাদেশ আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত বিএসআরআই আখ-২৯ জাতটি ঈশ্বরদী-১৬ এর সাথে সিপি ৫০-৭২ জাতের সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল। ফলন এবং রোগ বালাই ও পোকা মাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক

থেকে ঈশ্বরদী ১৬ এর চেয়ে ভাল। প্রস্তাবিত জাতটি মধ্যম পরিপক্ক জাত, কান্ড লম্বা, শক্ত এবং উহাতে কোন ফাঁপা নেই। মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ) বিএডিসি জনাব জি,এম মঈনুদ্দিন আবেদনপত্রে মধ্যম পরিপক্ক বলতে কি বুঝায় তার ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করার জন্য প্রস্তাব করেন। মাঠ মুল্যায়নে সকল অঞ্চল থেকে জাতটি গ্রহণযোগ্য বলে মতামত দেয়া হয়েছে। সভায় জাতটি ছাড়করণের পক্ষে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জাত ছাড়করণের আবেদন ফরমে মধ্যম পরিপক্ক জাতের সংজ্ঞায়ন উপস্থাপন করা সাপেক্ষে বিএসআরআই আখ-২৯ জাত হিসেবে সারা দেশে আবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বিএডব্লিউ ৮৯৭ (বারি গম-১৯) এবং বিএডব্লিউ ৮৯৮ (বারি গম-২০) এর অনুমোদন।

প্রস্তাবিত জাত দুটি আন্তর্জাতিক ভূট্টা ও গম গবেষণা কেন্দ্র (CIMMYT), মেক্সিকো থেকে প্রাপ্ত এবং গম গবেষণা কেন্দ্র, বি এ আর আই কর্তৃক বাছাইকৃত। উপস্থাপনকালে পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র জনাব আব্দুর রাজ্জাক জানান উভয় জাতই দেশে প্রচলিত জাত কাঞ্চন অপেক্ষা বেশী ফলন দেয় এবং পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। প্রথমক্তো জাতটির পাতা কিছুটা হেলানো এবং নিশান পাতার নীচের দিকে মোমের মত পাতলা আবরণ লক্ষ্য করা যায় এবং শেষোক্ত জাতটির পাতা খাড়া প্রকৃতি এবং কিছুটা পেচানো অবস্থায় থাকে।

বারিগম ২০ জাতটির মূল্যায়নে সকল অঞ্চল থেকেই ছাড়করণের পক্ষে মতামত দেওয়া হয়। বারিগম-১৯ এর মূল্যায়নে ময়মনসিংহ ব্যতিত অন্যান্য এলাকায় জাতটি ছাড়করণের মতামত দেয়া হয়েছে উল্লেখ করে ময়মনসিংহে কি কারণে ছাড় করার জন্য মতামত আসেনি সভাপতি মহোদয় তা জানতে চান। জনাব আব্দুর রহিম হাওলাদার, মান নিয়ন্ত্রণ অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এ প্রসংগে বলেন ময়মনসিংহে কাঞ্চনের তুলনায় প্রস্তাবিত জাতটি ফলন সামান্য কম হয়েছিল। ডঃ ফরহাদ জামিল উভয় জাত দুটি ছাড়করণের পক্ষে মতামত দেন। জনাব জি,এম, মঈনুদ্দিন বলেন জাত দুটি পৃথক করা বাস্তবতঃ খুবই কঠিন এবং এ জাত দুটির DUS test করা হয়নি তাই আপাততঃ একটি জাত অনুমোদন করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে জাত দুটির সনাক্তকারী বৈশিষ্ট সম্পর্কে ব্রীডার জনাব সাখাওয়াত হোসেন বক্তব্য রাখেন। এ প্রসংগে জনাব আব্দুর রাজ্জাক, পরিচালক, ডব্লিউআরসি বলেন বর্তমানে দেশে জনপ্রিয় জাতের খুবই অভাব এবং আলোচ্য প্রস্তাবিত জত দুটি এসসিএ এর সাথে যৌথভাবে বৈশিষ্ট পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং ভাল ফলাফল পাওয়া গিয়েছে বিধায় যথাশীঘ্র সম্ভব ছাড় করা প্রয়োজন। এ প্রসংগে মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি যে সমস্ত জাত দেশে আবাদ হচ্ছে না বা ভাল ফলাফল দিচ্ছে না তা অনুমোদিত জাতের তালিকা থেকে প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দৃষ্টি আকর্ষন করেন। সভাপতি জনাব ডঃ লুৎফর রহমান আবেদন ফরমে ২নং অংশের ১১নং কলামের (বি) তে সঠিকভাবে পূরণ করা হয়নি বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা সংশোধন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিএডব্লিউ ৮৯৭ এবং বিএডব্লিউ ৮৯৮ কৌলিক সারি দুটোকে যথাক্রমে বারি গম-১৯ এবং বারি গম-২০ নামে সারাদেশে আবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বি আর ৪৩ ৮৪-২বি-২-২ এইচ আর ৩ (ব্রি ধান-৩৭) এবং বি আর ৪৩ ৮৪-২ বি-২-২-৪ (ব্রি ধান-৩৮) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত জাত দুটি বাসমতি (ডি) এবং বিআর ৫ এর মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। উভয় জাতই আলোক সংবেদনশীল এবং কাটারীভোগের তুলনায় ১ টন ফলন বেশী দিয়ে থাকে। প্রস্তাবিত জাত দুটি সুগন্ধী ও চাল লম্বা। ব্রি ধান-৩৭ এবং ব্রি ধান-৩৮ জাত দুটির জীবনকাল যথাক্রমে ১৩৮-১৪০দিন এবং ১৪০-১৪২ দিন। কাটারীভোগের তুলনায় ব্রি ধান-৩৭ জাতটির কান্ড ১৫-২০ সেঃমিঃ এবং ব্রি ধান-৩৮ জাতটি ২০-২৫ সেঃ মিঃ খাটো। প্রস্তাবিত জাত দুটি সম্পর্কে ব্রি এর প্রতিনিধি ডঃ তুলসী দাস সুগন্ধী ও সরু ধান হিসাবে আমন মৌসুমে আবাদযোগ্য বলে বর্ণনা করেন এবং ইতিপূর্বে আবেদনকৃত ব্রি ধান-৩৯ এর performance খারাপ হওয়ায় আবেদন প্রত্যাহারের ব্যাপারে সভাকে অবহিত করেন। ব্রি ধান-৩৭ এবং ব্রি ধান-৩৮ এর মাঠ মূল্যায়নের তথ্যাদিতে দেখা যায় উভয় জাতের ব্যাপারেই বরিশাল এবং খুলনা ব্যতিত দেশের অন্যান্য স্থানে মাঠ মূল্যায়নে ছাড়করণের সুপারিশ রয়েছে। এ ব্যাপারে সভায় সদস্যদের মতামত চাওয়া হলে বরিশাল ও খুলনা ব্যতিত অন্যান্য স্থানে আবাদের জন্য সুপারিশ করা যায় বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ খুলনা এবং বরিশাল ব্যতিত অন্যান্য স্থানে আমন মৌসুমে আবাদের জন্য ব্রি ধান-৩৭ এবং ব্রি ধান-৩৮ জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় জীব বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বিনা ৪-৩৯-১৫-১৩ (বিনা ধান-৫) এবং বিনা ৪-৫-১৭-১৯ (বিনা ধান-৬) এর অনুমোদন।

প্রস্তাবিত বিনা ধান-৫ এবং বিনা ধান-৬ জাত দুটি ইরাটম-২৪ এর সাথে দুলার জাতের সংকরায়ন করে F2 বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। জীবনকাল যথাক্রমে ১৫৫+৫ দিন এবং ১৬৫+৫ দিন। ১০০০ ধানের

ওজন যথাক্রমে ২৪.৫-২৫ গ্রাম এবং ২৫.৫-২৬ গ্রাম পর্যন্ত হয়। প্রস্তাবিত জাত দুটির পাতা পোড়া, খোল পোড়া, খোল পচা এবং মাজড়া পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং, বাদামী গাছ ফড়িং ইত্যাদি আক্রমন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তুলনামুলকভাবে বেশী। মাঠ মুল্যায়নে ব্রি ধান-২৯ এর সাথে প্রস্তাবিত জাত দুটি তুলনা করা হয়। দেশের চারটি অঞ্চলে (ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রাজশাহী ও রংপুর) সব গুলোতেই ফলন ও অন্যান্য গুণাগুণের ভিত্তিতে ছাড়করণের জন্য মতামত রয়েছে। এ প্রসংগে সভায় সদস্যদের মতামত চাওয়া হলে সদস্য পরিচালক (শস্য) বলেন আবেদন ফরমের ছকে প্রস্তাবিত জাতের সাথে ব্রি ধান-২৯ এর ,ফলনের তুলনামূলক তথ্যাদি নেই যদিও মুল্যায়নে চেক জাত ছিল ব্রিধান-২৯। এ প্রসংগে সভাপতি, মাঠ মূল্যায়নের ফলনের ডাটা আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট করার জন্য ব্রিডার জনাব আলী আজমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিনার ব্রিডার তা সরবরাহ করা হবে বলে জানান। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ মাঠ মূল্যায়নের ফলনের ডাটা আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট করা সাপেক্ষে বোরো মৌসুমে সারা দেশে আবাদের জন্য বিনা ধান-৫ এবং বিনা ধান-৬ কে জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ ধানের ডিইউএসটেষ্ট পদ্ধতি অনুমোদন।
আলোচ্য সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যায়নি বিধায় পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় ডিইউএসটেষ্ট পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

আলোচ্য বিষয়- ৯ ঃ ধান, গম, পাট, আলু ও আখের মাঠমান ও বীজ মান পুনঃনির্ধারণ।
আলোচ্য সভায় ধান, গম, পাট, আলু ও আখের মাঠমান ও বীজমান পুনঃনির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা করা যায়নি। পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় বিষয়টি আলোচনা করা হবে।

আলোচ্য বিষয় - ১০ ঃ আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি।
বিষয়টি এ সভায় আলোচনা করা যায়নি। পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় আলোচনা করা হবে।
সভায় সকলেই স্বতস্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ জহুরুল করিম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৪তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৪তম সভা গত ৯/৫/৯৯খ্রি. (২৬/১/১৪০৬ বাং) তারিখ সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় ডঃ জহুরুল করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।
সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জনাব মোঃ হাবিবুল হক কে অনুরোধ করেন। আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ ০৬-৯-৯৮খ্রি. (৫-২২-১৪০৫ বাং) তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ৩৩তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করণ।
সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি জনাব মোঃ হাবিবুল হক, বিগত ৩৩তম সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে জানান যে, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ০৯-০৯-৯৮খ্রি. তারিখের ১৩৮৬(১৬) সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে কমিটির সদস্যদের নিকট ইহা বিতরণ করা হয়েছিল। উক্ত কার্যবিবরণীর উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায় নি। এ ছাড়া অদ্যকার সভায়ও কোন সদস্য মন্তব্য করেন নি।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩৩তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৩৩তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি।
২.১) সদস্য সচিব আরো জানান যে, কারিগরি কমিটির ৩৩তম সভায় (ক) ধানের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি অনুমোদন (খ) ধান, গম, পাট, আলু ও আখের মাঠমান ও বীজমান (গ) আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি আলোচনার জন্য বিগত সভার কার্যপত্রে উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে বিষয়গুলো আলোচনা করা যায়নি। এ বিষয়ে পরবর্তী (৩৪তম) সভায় আলোচনা করার জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সে মোতাবেক উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতিটি পৃথক পৃথক আলোচ্য সূচীতে উপস্থাপন করা হয়েছে।
২.২) ১৯৯৮ বন্যা পরবর্তী সময়ে হাইব্রিড জাতের নিবন্ধীকরণ ও মাঠ মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মাঠ মূল্যায়ন দলনেতা ও সদ্যদের সমন্বয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উদ্যোগে একটি কর্মশিবির আয়োজনের কথা ছিল বিগত ১৬-১১-৯৮ইং তারিখে ব্রি এর অডিটরিয়মে উকত বিষয়ে এসসি এ এবং বিএআরসি'র যৌথ উদ্যোগে একটি ফলপ্রসু কর্মশিবির বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
২.৩) বিগত ১৯৯৭-৯৮ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড জাতের কিছু ট্রায়াল করার ক্ষেত্রে যে সকল স্থানে চেক ভ্যারাইটির ব্যবহার করা হয় নাই এ বিষয়ে যথাসময়ে মাঠ মূল্যায়ন দলনেতাগণ ও সদস্য সচিবদের নিকট ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পত্র দেয়া হয়েছিল।
সিদ্ধান্ত ঃ ৩৩তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ কারিগরি কমিটির সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের অগ্রগতি।
৩.১) সদস্য সচিব সভায় অবহিত করেন যে, হাইব্রিড ধান আলোক-৬২০১, লোকনাথ-৫০৩, সিএনএসজিসি-৬ ও অমরশ্রী-১ হাইব্রিড জাত চারটিকে বোরো মৌসুমে পাইলট কর্মসূচী হিসেবে আবাদের নিমিত্তে বর্ধিত পরিসরে সাময়িক অনুমতি দেয়ার জন্য কারিগরি কমিটি কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০তম (বিশেষ) সভায় বোরো মৌসুমে পরবর্তী ৩ বছরের জন্য সাময়িকভাবে আমদানী ও বিক্রয়ের জন্য অনুমোদন করা হয় এবং ৪র্থ বছর থেকে চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য দেশে উক্ত হাইব্রিড ধানের জাতসমূহের বীজ উৎপাদন করে বাজারজাত করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

৩.২) বি এস আর আই আখ-২৯ জাতটি বিগত কারিগরি কমিটির ৩৩তম সভার মধ্যম (Medium) পরিপক্ক জাত হিসেবে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১তম সভায় বিএসআরআই আখ-২৯ জাত হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে।

৩.৩) গমের কৌলিক সারি বিএডব্লিউ-৮৯৭ এবং বিএডব্লিউ-৮৯৮ কারিগরি কমিটি কর্তৃক যথাক্রমে বারি গম-১৯ এবং বারি গম-২০ নামে সারা দেশে আবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১তম সভায় বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম-১৯ এবং বারি গম-২০ জাত হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়েছে।

৩.৪) ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর-৪৩৮৪-২ বি-২-২ এইচ আর-৩ (ব্রি ধান-৩৭) এবং বিআর-৪৩৮৪-২বি-২-২-৪ (ব্রি ধান-৩৮) সুগন্ধি ও সরু ধানের জাত হিসেবে খুলনা ও বরিশাল অঞ্চল ব্যতিত দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আমন মৌসুমে চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য কারিগরি কমিটি কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডে ৪১তম সভায় তা অনুমোদিত হয়েছে।

৩.৫- বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক উদ্ভাবিত বিনা ধান-৫ এবং বিনাধান-৬ জাত দুটি কে বোরো মৌসুমে সারাদেশে আবাদের জন্য ছাড়করণের নিমিত্তে কারিগরি কমিটি কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১তম সভায় বিনা ধান-৫ ও বিনা ধান-৬ জাত হিসেবে বোরো মৌসুমে সারাদেশে আবাদের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩৩তম সভার সুপারিশসমূহ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের অগ্রগতি উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ধানের ডিইউএস(DUS) টেষ্ট পদ্ধতি অনুমোদন ঃ

সদস্য সচিব জানান যে, ধানের ডিইউএস টেষ্ট এবং ভিসিইউ পদ্ধতি ৩-১০-৯৬ইং তারিখে দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (ব্রি, বিনা, বিএইউ, ডিএই, বিএডিসি এবং এসসিএ) প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ব্রি এর সেমিনার কক্ষে ওয়ার্কসপে প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের গঠিত বিশেষ কমিটি তা পরিমার্জিত ও আংশিক সংশোধন করে। কারিগরি কমিটির ৩২তম সভায় পদ্ধতিটি প্রথম আলোচিত হয় এবং ডিইউএস টেষ্ট করার জন্য ধানের জাত ছাড়করণের যেন বিলম্ব না ঘটে সে জন্য রিজিওনাল ইল্ড ট্রায়ালের সময় গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিইউএস টেষ্ট করার জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে ধানের প্রয়োজনীয় বীজ সরবরাহের সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং জাত ছাড়করণে ডিইউএস টেষ্টের সুবিধা, প্রয়োজনীয়তা, বর্তমান ছাড়করণ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি সম্পৃক্ত করার জন্য আলোকপাত ও পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় পুনরায় আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কারিগরি কমিটির ৩৩তম সভায় বিষয়টি সময়ের স্বল্পতায় আলোচিত হয় নি। সভাপতি মহোদয় ধানের প্রস্তাবিত ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতির বিষয়ে মতামত প্রদানের আহব্বানের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ লুৎফর রহমান প্রস্তাবিত পদ্ধতির শিরোনামে ডিইউএস এবং ভি সি ইউ টেষ্ট এর পরিবর্তে কেবল ডিইউএস টেষ্ট অংশ বিবেচনায় নেওয়া এবং ডিইউএস টেষ্ট অংশে দু' একটি বিষয়ে উপর ব্যাখ্যা জানতে চান। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় ব্রি এর মতামত আহব্বান করেন। ব্রি এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডঃ আবদুস ছালাম অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ধানের প্রস্তাবিত ডিইউএস টেষ্টের জন্য যে সব অত্যাধিক সংখ্যক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে তা সহজ সাধ্য নয় এবং ব্রি এর পরিচালক (গবেষণা) বলেন যে, ধানের জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে চলে আসা বর্তমান পদ্ধতিটি বহাল রাখা যেতে পারে। এ প্রসংগে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ডঃ আবদুর রাজ্জাক জানান বিগত ১৯৯৮ সন থেকে গমের ডিইউএসটেষ্ট হয়ে আসছে। তিনি আরো বলেন জাতের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করার ফলে জাত সনাক্তকরণেও সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (কৃষি) ডঃ এস বি সিদ্দিকী বলেন পাটের ডিইউএস টেষ্ট গত ১৯৯৮ইং সন থেকে এসসিএ এর কন্ট্রোল ফার্মে শুরু হয়েছে এবং পদ্ধতিটির বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে বিবেচ্য বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। জাতের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য জাত ছাড়করণে ডিইউএসটেষ্ট করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ) জনাব জি এম মঈন উদ্দিন বলেন নূতন উদ্ভাবিত জাতের সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা অত্যাবশ্যকীয়। তিনি আরো বলেন জাতের বর্ণনা তৈরীতে এবং জাতের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণে ডিইউএস টেষ্টের অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে। সভাপতি মহোদয়ের আহবানের প্রেক্ষিতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে ডিইউএস টেষ্ট বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন চলমান বিশ্বের সাথে তাল রেখে চলতে আমাদের জাতগুলোকেও সনাক্ত করা প্রয়োজন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, জনাব মোঃ আবু ইছা বলেন প্রস্তাবিত ধানের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিটি কারিগরি কমিটির পক্ষে একটি ছোট কমিটি গঠন পূর্বক পদ্ধতিটির ত্রুটি বিচ্যুতি সনাক্ত করে তা পুনরায় সংশোধন করা যেতে পারে। সভাপতি মহোদয় সার্বিক বিচেনায় বলেন ডিইউএস টেষ্ট বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে একটি স্বীকৃত বিষয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

১। ধানের প্রসারিত ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিটি পর্যালোচনা করে দেখার জন্য নিম্নরুপে একটি কমিটি গঠন করা হলো এবং কমিটি আগামী ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে প্রস্তাবিত ধানের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা নির্ধারণ সহ একটি সুস্পষ্ট সুপারিশ তৈরীপূর্বক কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট পেশ করবেন।

নাম ও পদবী

১। ডঃ ফরহাদ জামিল, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর	আহবায়ক
২। ডঃ আবদুল খালেক পাটোয়ারী, প্রফেসর, বাকৃবি, ময়মনসিংহ	সদস্য
৩। ডঃ আবদুল হামিদ, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা, ময়মনসিংহ	সদস্য
৪। জনাব মোঃ মোস্তাফা হোসেন, ব্যবস্থাপক (কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা	সদস্য
৫। জনাব মোঃ আবু ইছা, উপ-পরিচালক, ডিএই, ঢাকা	সদস্য
৬। ডঃ ইন্দ্রজিত রায়, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএআরসি, ঢাকা	সদস্য
৭। জনাব মনির উদ্দিন খান, মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	সদস্য-সচিব

২। প্রস্তাবিত ধানের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতির উপর কারিগরি কমিটির একটি বিশেষ সভা আহ্বান করা হবে। উল্লেখিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত পদ্ধতিটি কারিগরি কমিটির বিশেষ সভা অনুষ্ঠানের ১ (এক) সপ্তাহ পূর্বেই তা সকল সদস্যদের নিকট পৌছানো নিশ্চিত করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ ধান, গম, পাট, আলু ও আখের মাঠমান ও বীজমান পুনঃনির্ধারণ।

সদস্য সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক গঠিত ধান, গম, পাট, আলু ও আখের বীজমান ও মাঠমান পুনঃনির্ধারণ কমিটি কর্তৃক সুপরিশকৃত মাঠমান ও বীজমান কারিগরি কমিটি কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডের অনমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডে ৩৯তম সভা (মুলতবী সভায়) কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এর বিবেচনায় গৃহীত মাঠমান ও বীজমান পুনরায় কারিগরি কমিটি কর্তৃক পুনঃ পরীক্ষা করার জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এ সভায় বিষয়টির উপর বিএডিসি'র প্রতিনিধিবৃন্দ প্রস্তাবিত পুনঃনির্ধারিত মাঠমান ও বীজমানের বিভিন্ন অসংগতি ও মুদ্রণ জনিত ত্রুটির বিষয়ে আলোকাপাত করেন। এ প্রসংগে বীজমান ও মাঠমান পারিপার্শ্বিক দেশের বীজমান ও মাঠমানের সাথে সংগতিপুর্ণ কিনা তা যাচাই করে দেখা এবং প্রস্তাবিত পুনঃনির্ধারিত মাঠমান ও বীজমানের অসংগতিগুলো সংশোধন করার জন্য এটি কমিটি গঠন করার নিমিত্তে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবিত পুনঃনির্ধারিত মাঠমান ও বীজমান পর্যালোচনাপূর্বক অসংগতিপূর্ণ বিষয়গুলো নিরুপণ করে সংশোধন করার জন্য ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হলো ঃ

১। জনাব মনির উদ্দিন খান মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	আহ্বায়ক
২। জনাব জালাল উদ্দিন ব্যবস্থাপক (বীপ্রস), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা	সদস্য
৩। ডঃ আবদুস ছালাম প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, গাজীপুর	সদস্য

২। উপরোক্ত কমিটি ধানের জন্য ভারত ও ফিলিপাইন এবং গমের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মাঠমান ও বীজমানের তথ্যাদিসহ একটি সুপারিশপত্র আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে কারিগরি কমিটির সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ করবেন।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি।

আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি দুটি কারিগরি কমিটির ৩০তম সভায় গঠিত "আলু আখের বীজ প্রত্যয়নের সুপারিশ তৈরী কমিটি" কর্তৃক প্রনীত হয়েছিল। প্রস্তাবিত পদ্ধতি দু'টির উপর মতামত প্রদানের জন্য পুনরায় প্রণীত পদ্ধতির অনুলিপি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। বিএডিসি থেকে আলু বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত দেওয়া হয়েছে যে, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ জনবল ও ল্যাবরেটরীর সুবিধাদি থাকলে কৃষি মন্ত্রণালয়/জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে বীজ আলু প্রত্যয়ন করতে পারে। তবে বীজমান ও মাঠমান আলুর ক্ষেত্রে শিথিল করা সংগত হবে না। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আলুর বীজমান ও মাঠমান পূর্বের মত বহাল রেখে আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বি আর ৫৯৬৯-৩-২ (ব্রি ধান-৩৯) এর অনুমোদন।

প্রস্তাবিত ধানের কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। এই ধানের গাছের উচ্চতা ১০৫-১১০ সেঃমিঃ। জীবন কাল ১২০-১২৫ দিন। ফ্লাগলিফ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু চওড়া। পাকা ধানের রং সোনালী সাদা, চাল লম্বা ও সরু। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২ গ্রাম। ব্রি ধান-৩৯ আলোক সংবেদনশীল নয় এবং প্রচলিত ব্রি ধান-৩২ এর চেয়ে ৮-১০ দিন আগাম। ফলন হেক্টরপ্রতি ৪-৪.৫ টন (উপরোক্ত তথ্যাদি ব্রি এর আবেদন পত্রে উল্লেখ রয়েছে, দেখা যেতে পারে।)

বাংলাদেশের ৬টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর, রংপুর) অঞ্চলের ৭টি স্থানে প্রস্তাবিত এই জাতটিকে মাঠ মূল্যায়ন করা হয়। ৭টি স্থানেই প্রস্তাবিত জাতটি প্রচলিত ব্রি ধান-৩২ অপেক্ষা স্বল্পজীবনকাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের দাগনভূঞাতে সর্বনিম্ন ১১৫ দিন এবং কুমিল্লার জগতপুরে ১৩৭ দিন জীবনকাল পাওয়া গিয়েছে। ৩টি স্থানে বিএলবি, ২টি স্থানে খোল পচা, ১টি স্থানে কান্ড পচা ও খোল পচা রোগ পরিলক্ষিত হয়েছে। ১টি স্থানে মাজরা পোকা, ও ১টি স্থানে গান্ধী পোকার আক্রমন পাওয়া গিয়েছে। ৭টি স্থানের মধ্যে ২টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের ফলন প্রচলিত ব্রি ধান-৩২ জাতের চেয়ে বেশী পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটি কুমিল্লা অঞ্চলে সর্বনিম্ন ২.৪২ টন/হেক্টর এবং যশোর অঞ্চলে সর্বোচ্চ ৫.২২ টন/ হেক্টর ফলন পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবিত জাতের ধান গাছের উচ্চতা প্রচলিত ব্রি ধান-৩২ অপেক্ষা কম হওয়ায় ঢলে পড়া প্রতিরোধক্ষমতা সম্পন্ন বলে উদ্ভাবনকারী ব্রিডার সভায় তথ্য উপস্থাপন করেন। ৫টি অঞ্চল থেকে প্রস্তাবিতজাতটি ছাড়করণের পক্ষে মতামত দেয়া হয়েছে। জাতটির বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে স্বল্প-জীবনকাল সম্পন্ন, ঢলে পড়া প্রতিরোধক্ষমতা ও ফলন আশানুরূপ বিবেচনা করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বি আর ৫৯৬৯-৩-২ (ব্রি ধান-৩৯) কৌলিক সারিটিকে সারা দেশে আমন মৌসুমে আবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ ব্রি প্রস্তাবিত আই আর ৩৩৩৮০-৭-২-১-৩ (ব্রি ধান-৪০), বি আর ১১৯২-২বি-৩৫ (ব্রি ধান-৪১), বি আর ৫৩৩১-৯৩-২-৮-৩ (ব্রি ধান-৪২) এবং বি আর-৫৮২৮-১১-১-৪ (ব্রি ধান-৪৩) এর অনুমোদন।

প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৪০, ব্রি ধান-৪১, ব্রি ধান-৪২ এবং ব্রি ধান-৪৩ এর উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্য সভায় বিশ্লেষণ করা হয়। প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৪১, ব্রি ধান-৪২ এবং ব্রি ধান-৪৩ জাত তিনটির লবণাক্ততা সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট ব্রিডার সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি মহোদয় লবণাক্ততা সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ার যথেষ্ট তথ্য আবেদন ফরমে দেখানো হয়নি বলে মন্তব্য করেন। বিশেষ করে ধানের ফুল আসা থেকে দানা পুষ্ট হওয়া পর্যন্ত লবণাক্ততা এলাকার মাটিতে প্রস্তাবিত জাতগুলোর পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ লবণাক্ততা সহনশীল প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৪১, ব্রি ধান-৪২, এবং ব্রি ধান-৪৩ জাতগুলো চারা থেকে দান পুষ্ট হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্টেইজে লবণাক্ততা সহনশীলতায় পরীক্ষার উপাত্তসহ পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বিবিধ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ঃ

বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২/৫/৯৯ইং তারিখের ৯৯ সংখ্যক পত্রে উল্লেখিত জাতীয় বীজ বোর্ডের বিগত সভাগুলোর যে কয়টি সিদ্ধান্ত এখনো বাস্তবায়িত হয়নি এর মধ্যে কারিগরি কমিটি কর্তৃক বাস্তবায়ন করার বিষয়গুলো এ সভায় উপস্থাপিত হয় এবং আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নরূপে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভার ক্রমিক নং	কারিগরি কমিটি কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়	অগ্রগতি/কারিগরি কমিটির সিদ্ধান্ত
জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৬ তম	আলু ও আখের মৌল বীজ প্রত্যয়নের বিষয়ে পৃথক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ জানানো হলো।	কারিগরি কমিটির ৩৪তম সভায় আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি অনুমোদিত হয়েছে এবং তা জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। (আলোচ্য বিষয় ৬ এর সিদ্ধান্তে এ ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে।)
জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৮তম	ধানের আগাম, প্রকৃত ও নাবি জাতকে সংজ্ঞায়িতকরার জন্য সুপারিশ প্রদানের জন্য কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ জানানো হল।	ধানের জাত প্রস্তাবকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জাত ছাড়করণের আবেদন পত্রের সাথে প্রস্তাবিত জাতের আগাম, প্রকৃত ও নাবী জাত হিসেবে যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করে থাকে সে আলোকেই ধানের আগাম, প্রকৃত ও নাবী জাত হিসাবে গন্য করা সমীচিন হবে বলে সভাপতি মহোদয় সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন।
জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম	ফসলের মাঠমান ও বীজমান পুনঃ নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি পুনঃ পরীক্ষা পূর্বক পরবর্তী বোর্ডসভায় উপস্থাপনের জন্য কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ জানানো হলো।	কারিগরি কমিটির ৩৪তম সভায় ফসলের প্রস্তাবিত পুনঃনির্ধারিত মাঠমান ও বীজমানের ক্ষেত্রে কিছু অসংগতি লক্ষ্য করা গেছে এবং প্রস্তাবিত বীজমানটি পারিপার্শ্বিক দেশের সাথে বিশেষ করে ধানের জন্য ভারত ও ফিলিপিন এবং গমের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের বীজমান ও মাঠমান এর সাথে তুলনাপূর্বক একটি সুপারিশ তৈরী করণের নিমিত্তে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সুপারিশ পাওয়া গেলে কারিগরি কমিটির মতামতসহ যথাসময়ে জাতীয় বীজ বোর্ডে পেশ করা হবে। (আলোচ্য বিষয় ৭নং এর সিদ্ধান্তে এ ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে)।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ হাবিবুল হক)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ জহুরুল করিম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৫তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডে এর ৩৫তম সভা গত ২২-৯-৯৯খ্রি. তারিখ সকাল ১০ ঘটিকায় ডঃ জহুরুল করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য সূচী অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জনবা মোঃ হাবিবুল হককে অনুরোধ করেন। আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ বিগত ০৯-০৫-৯৯ইং (২৬-০১-১৪০৬ বাং) তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ৩৪তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করণ।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৪তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ৯-৬-৯৯ইং তারিখের ৮৭২ (১৬) সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে কমিটি সকল সদস্যদের নিকট বিতরন করা হয়। উক্ত কার্য বিবরণীয় উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায়ও এ বিষয়ে কোন সদস্য মন্তব্য করেননি।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩৪তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৩৪তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি।

২ (ক) ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ডঃ ফরহাদ জামিলকে আহবায়ক করে ৭ (সাত) সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে প্রস্তাবিত ধানের ডিইউএসটেষ্ট পদ্ধতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা নির্ধারণসহ একটি সুস্পষ্ট সুপারিশমালা তৈরী পূর্বক কারিগরি কিমিটির সদস্য সচিবের নিকট পেশ করতে বলা হয়। তারই প্রেক্ষিতে ধানের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতির উপর কারিগরি কমিটির একটি বিশেষ সভা আহবানেরও সিদ্ধান্ত ছিল। বিশেষ কমিটি কর্তৃক সুপারিশ পদ্ধতিটি কারিগরি কমিটির একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠানে কমপক্ষে ১ (এক) সপ্তাহপূর্বেই সকল সদস্যদের নিকট পৌছানোর নিশ্চিত করনের সিদ্ধান্ত ছিল। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত বিশেষ কমিটির সকল সদস্যবর্গের উপস্থিতিতে বিগত ১৩-৫-৯৯ তারিখে ব্রি এর সম্মেলন কক্ষে ধানের প্রস্তাবতি ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিটির প্রয়োজনীয় সংশোধন পূর্বক সুপারিশমালাসহ কারিগরি কমিটির দস্য সচিবের নিকট পেশ করা হয় এবং তা যথা সময়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ৪/৮/৯৯ইং তারিখের ১১৩৭ (১৮) সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যদের নিকট প্রেরন করা হয়েছিল। অদ্যকার সভায় এই সম্পর্কে একটি পৃথক আলোচ্য সূচী রাখা হয়েছে।

২(খ) ঃ ধান, পাট, গম, আলু ও আখের প্রস্তাবিত বীজ ও মাঠমান সংশোধনের নিমিত্তে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, জনাব মনির উদ্দিন খানকে আহবায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ধানের জন্য ভারত ও ফিলিপাইন এবং গমের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মাঠমান ও বীজমানের তথ্যাদিসহ একটি সুপারিশমালা তৈরী পূর্বক ১ (এক) মাসের মধ্যে কারিগরি কমিটির সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণের কথা ছিল। এ প্রেক্ষিতে বিগত ১৫-৭-৯৯ইং তারিখে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় গঠিত বিশেষ কমিটি কর্তৃক ধান, পাট ও গমের প্রস্তাবিত মাঠমান ও বীজমান সংশোধনসহ সুপারিশমালা কারিগরি কমিটির সদস্য সচিবের নিকট যথ সময়ে পেশ করা হয়েছিল। অদ্যকার সভায় এ বিষয়ে একটি পৃথক আলোচ্য সূচী রাখা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩৪তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দ অবহিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ কারিগরি কমিটির সুপারিশসমূহ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের অগ্রগতি।

৩(ক) ঃ আলু ও আখের বীজ প্রত্যযন পদ্ধতি কারিগরি কমিটি কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভায় উক্ত পদ্ধতি দুইটি অনুমোদিত হয়েছে।

৩ (খ) ঃ বিআর ৫৯৬৯-৩-২ কৌলিক সারিটিকে ব্রি ধান-৩৯ হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে আবাদের জন্য কারিগরি কমিট কর্তৃ জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভায় উক্ত জাতটি আমন মৌসুমে সারা দেশে আবাদের জন্য অনুমোদিত হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩৪তম সভার সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের অগ্রগতি উপস্তিত সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ধানে প্রস্তাবিত ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি অনুমোদন।

সভাপতি মহোদয় বিশেষ কমিটি কর্তৃক ধানের প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতির সংশোধিত অংশের প্রেক্ষাপট সুপারিশমালায় যথাযথ ভাবে প্রতিফলিত না হওয়ায় বিরুপ মন্তব্য করেন এবং এ প্রেক্ষিতে বিশেষ কমিটির আহবায়ক ডঃ ফরহাদ জামিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আহবায়ক ডঃ ফরহাদ জামিল স্বীকার করেন যে, প্রদত্ত সুপারিশমালায় বিষয়টি বিশদভাবে উল্লেখ থাকা পয়োজন ছিল। তিনি সভাকে আরো অবহিত করেন যে, ইতিপূর্বে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে ডিইউএসটেষ্টের জন্য ধানের ৫৮টি বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষনের কথা ছিল। এই বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে অনেক বৈশিস্ট্য রয়েছে যা ভিসিইউ (VCU) টেষ্টের জন্য গুরুত্ব পূর্ন হলেও ডিইউএস (DUS) টেষ্টের জন্য প্রয়োজনীয় নয় বিধায় বাদ দেয়া হয়েছে। সংশোধিত পদ্ধতিটিতে ৩৭টি বৈশিষ্ট রাখা হয়েছে যা গাছের বা ধানের বাহ্যিক বৈশিষ্টের মধ্যে পরে। আলোচনার এক পর্যঅয়ে যে বৈশিষ্ট্য সমূহ বাদ দেয়া হয়েছে তা পড়ে শুনানো হয়। ধানের বিবেচ্য বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভূক্তকরণ ও বাদ দেয়া এবং মূল পদ্ধতিতে কতিপয় সজ্ঞা বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ বিষয়ে ডঃ তুলসী দাস, সিএসও, বিএআরসি প্রফেসর লুৎফর রহমান, বিএইউ, ডঃ এস বি সিদ্দিকী, পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই ও ডঃ শেখ মোঃ এরফান আলী সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বক্তব্য রাখেন। পদ্ধতিটির সাথে সংশ্লিষ্ট TG1/2 এর কপি সংযুক্ত করে দেয়ার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত হয়। বিবেচ্য ৩৭টি বৈশিষ্টের তালিকায় প্রস্তাবিত জাতের Shattering Tendency এবং অন্যান্য জাত সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য (Distinctive Character) সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা, Seed Dormancy বৈশিষ্ট্য যদি কোন Standard Guide line এ উল্লেখ থাকে তবেই তা অন্তর্ভূক্ত করা হবে, নচেৎ নয় মর্মে মত প্রদান করা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রস্তাবিত পদ্ধতিটির সংশোধনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে প্রতিবেদন পুর্নাংগ করে এবং প্রয়োজনীয় সংযুক্তি ও আলোচিত বৈশিষ্ট্য অন্তভূক্ত করে জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরনের মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ধানের ডিইউটেষ্ট অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশেষ কমিটি কর্তৃক পুনরায় পর্যালোচনা ও সংশোধন পূর্বক জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ ধান, পাট, গম, আল ও আখের মাঠমান ও বীজমান (পুনঃনির্ধারিত) অনুমোদন।

কারিগরি কমিটির সদস্য সচিব বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করলে সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে গঠিত বিশেষ কমিটির আহবায়কের বক্তব্য শুনতে চান। কিন্তু সভায় বিশেষ কমিটির আহাবয়ক জনাব মনির উদ্দিন খান সভায় উপস্থিত ছিলেন না বিধায় বিষয়টি পরবর্তী সভায় আহবায়কে উপস্থিতিতে উপস্থাপন করতে বলেন। এ প্রেক্ষিতে প্রফেসর লুৎফর রহমান, বিএইউ বিভিন্ন দেশের (ভারত, পাকিস্তান ও ফিলিপাইন) বীজ ও মাঠমান নির্ধারনের বিষয়গুলি সন্নিবেশ করে ছক আকারে পেশ করনের প্রস্তাব দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় বিশেষ কমিটির আহবায়ক প্রস্তাবিত ধান, পাট, গম, আলু ও আখের সংশোধিত বীজ ও মাঠমান উপস্থাপন করবেন।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ গম ও পাটের সংশোধিত ডিইউএসটেষ্ট পদ্ধতি অনুমোদন।

গম ও পাটের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি দু'টি জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভার অনুমোদিত হয়েছিল। সে মোতাবেক গম ও পাটের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি দু'টির কার্যক্রম বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে যথারীতি শুরু হয়েছে। বিগত এক বছরের বাস্ অীভজ্ঞতার আলোকে গমের জন্য গম গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিকগণ, পাটের জন্য বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকগণ এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কর্মকর্তাগনের সমন্বয়ে দু'টি ভিন্ন-ভিন্ন ওয়ার্কসপের মাধ্যমে গম ও পাটের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি দু'টির কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে সংশোধনী আনা হয়। সংশোধিত পদ্ধতি দুটি উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন মাত্র এক বৎসর অভিজ্ঞতায় তা সংশোধন করা কোন ক্রমেই সমীচিন হবে না। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতিতে আরো কয়েক বছর মাঠে প্রয়োগ করার পর বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রয়োজন বোধে তা সংশোধনের প্রস্তাব আনা যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ গম ও পাটের ডিইউএস টেষ্ট কার্যক্রম জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ইতি পূর্বে অনুমোদিত পদ্ধতি অনুযায়ী চলতে থাকবে।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ আখের আই ৩৮৫-৮৮ (বিএসআরআই আখ-৩০) অনুমোদন।

প্রস্তাবিত আখের আই ৩৮৫-৮ ক্লোনটি বাংলাদেশ আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। বিএসআরআই এর বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী-৩০ জাতটির কান্ড মধ্যম লম্বা, রং সবুজাভাব হলুদ তবে অনাবৃত অংশ হলুদাভাব পাটল বর্ণের। পর্বমধ্য (Internode) সিলিন্ডার আকৃতির এবং উহাতে কোন ফাটা দাগ (Growth split), আইভির মার্কিং (Ivory marking), কর্কি-প্যাচ (Corky patch) এবং বাডগ্রুপ (Budgrove) দেখা যায় না। গিরা (Node) ফুলা এবং পাতা ঝরার দাগ স্পষ্ট। পাতার খোলে বেগুনী রংগের দাগ দেখা যায়। লিগিউল ক্রিসেন্টিফর্ম (Ligule crescentiform) আকৃতির। প্রস্তাবিত জাতটির ফলন ৫৫-১১০ টন/হেঃ। প্রস্তাবিত জাতটি ঈশ্বরদী-১৬ জাতের চেয়ে ফলন এবং পোকা মাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক বিচেজনায় ভাল। গুরের গুনগত মান ঈশ্বরদী-১৬ জাতের মত। এই জাতের

ঈক্ষুতে ফুল হয় এবং ইহা একটি আগাম পরিপক্ক জাত। আই ৩৮৫-৮৮ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩০ হিসেবে ছাড়করণের জন্য বি এস আর আই কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশের তিনটি অঞ্চলে (রাজশাহী, রংপুর ও যশোর) মোট পাঁচটি স্থানে (জয়পুরহাট, ঈশ্বরদী, রাজশাহী, মাদারগঞ্জ ও দর্শনা) ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল। সবগুলো স্থানেই চেক জাত ঈশ্বদরী-১৬ এর তুলনায় বেশী পলন পাওয়া গিয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় সবগুলো স্থানেই মূল্যায়ন দল কর্তৃক প্রস্তাবিত আই ৩৮৫-৮৮ ক্লোনটিকে জাত হিসেবে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

সভায় বিএসআরআই এর মহা পরিচালক প্রস্তাবিত জাতটির বিশেষ গুনাবলী সহ এবং দেশে আগাম জাতের স্বল্পতা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি এ জাতটির ছাড়করনের পক্ষে মূল্যায়ন দলের মতামতের উদ্বৃতি দেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রস্তাবিত জাতটির নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আই ৩৮৫-৮৮ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩০ নামে আগাম জাত হিসেবে সারা দেশে আবাদের নিমিত্তে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ আই ৩৮-৯০ (বিএসআর আই আখ-৩১) এর অনুমোদন।

প্রস্তাবিত আই ৩৮-৯০ ক্লোনটি বাংলাদেশ আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। প্রস্তাবিত জাতটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনাসহ সভায় উপস্থাপন করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন দলের মাতামত বিশ্লেষনের দেখা যায় যে, একটি স্থানে চূড়ান্ত পরিদর্শনের পূর্বেই কর্তন করায় ফলন যাচাই করা সম্ভব হয়নি বলে পুনরায় ট্রায়ালের জন্য মতামত দেওয়া হয়। সভাপতি মহোদয় পুনরায় ট্রায়ালের সময় মূল্যায়ন দলে বিএসএফআই সি এ একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত রাখার জন্য অভিমত দেন। প্রস্তাবিত জাতটি মধ্যম পরিপক্ক জাত বিধায় অনুমোদিত নতুন জাতের সাথে তুলনা করে দেখার বিষেয়েও মতামত দেওয়া হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ১। মূল্যায়ণ দলে বিএসএফআইসি এর একজন প্রতিনিধি আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করে আই-৩৮-৯০ ক্লোনটি পুনরায় মূল্যায়ন করা হবে।

২। পরবর্তী সময়ে কোন প্রস্তাবিত আখের জাতের মূল্যায়নের অবশ্যই বি এস এফ সি প্রতিনিধি মূল্যায়ন দলে সদস্য হিসেবে অন্তভূক্ত রাখার অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৯ ঃ বোরো ৯৮-৯৯ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের অনুমোদন।

বিগত ১৯৯৮-৯৯ বোরো মৌসুমে ৫টি বীজ আমদানীকারক যথা এ সি আই লিঃ, মল্লিকা সীড কোম্পানী, ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ, ব্র্যাক ও গ্যাঞ্জেস ডেভেঃ কর্পোঃ কর্তৃক আমদানীকৃত ১৭টি হাইব্রিড ধানে অনষ্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল। সদস্য সচিব উক্ত ১৭টি হাইব্রিড ধানের ট্রায়াল ফলাফল বিস্তারিত ভাবে সভায় তুলে ধরেন। সভাপতি মহোদয় এ প্রেক্ষিতে প্রতিটি কোম্পানীর মতামত আহ্বান করেন। প্রতিটি কোম্পানীর প্রতিনিধি তাদের নিজস্ব বক্তব্য দেন। অনষ্টেশন ট্রায়াল গুলোতে ফলাফল, অন ফার্ম ট্রায়ালের গড় ফলাফলের চেয়ে কম হয়েছে বলে ফলাফল প্রতিবেদনে পরিলক্ষিত হওয়ায় এর কারণ হিসেবে কোন কোন কোম্পানীর প্রতিনিধি ট্রায়াল ব্যবস্থাপনা ঠিকমত না হওয়া, ব্রি'তে ট্রায়ালের ক্ষেত্রে Replication না করা, ক্ষেত্র বিশেষে বীজ তলায় ট্রায়াল স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করেন। ধানের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন পদ্ধতি সঠিক ভাবে বাস্তাবায়নের বিষয়ে সদস্য বৃন্দ গুরুত্ব আরোপন করেন। যে সকল ক্ষেত্রে মূল্যায়ন পদ্ধতি ও ট্রায়াল স্থাপন হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে মূল্যায়ন বিবেচনায় না আনার জন্য সদস্যবৃন্দ প্রস্তাব রাখেন। হাইব্রিড জাত মূল্যায়নের জন্য নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি কর্তৃক গঠিত ৪টি বিশেষ কমিটির মধ্যে মাত্র দু'টি কমিটির নিকট থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। অন্য কমিটির রিপোর্ট পাওয়া গেলে এ বিষয়ে আরো নিরপেক্ষ তথ্য জানা যাবে বলে সভায় আলোচিত হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ট্রায়াল স্থাপনকারী সংশ্লিষ্ট অনষ্টেশনের প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট অনফার্মের চাষী, সংশ্লিষ্ট হাইব্রিড ধান আমদানীকারকের প্রতিনিধি, মূল্যায়ন দলের দলনেতা, সদস্য সচিব ও আঞ্চলিক বিশেষ মূল্যায়ন কমিটির দলনেতাগনের সমম্বয়ে একটি ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাইব্রিড ধানের জাত ছাড়করনে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এ বিষয়ে বিএআরসি প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করবে।

আলোচ্য বিষয়-১০ঃ বিবিধ।

ক) বীজ প্রযুক্তি সেমিনারের জন্য অর্থায়ন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভার মুলতবী সভায় জাতীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনারের পূর্বে ৬টি বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত ছিল। এ বিষয়ে জাতীয় সেমিনার বিএআরসি অর্থায়নে হওয়ার কথা থাকলেও বিভাগীয় সেমিনারে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়নি। সভাপতি সাহেব এ বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অভিমত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের অর্থায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে পেশ করা হলো।

খ) হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

সিদ্ধান্ত ঃ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্কসপে এ বিষয়ে মাঠমূল্যায়ন দলের দলনেতা ও সদস্য-সচিবগণকে হাইব্রিড মূল্যায়নে ফসলের রোগ বালাই মান, পোকা মাকড় মান ও Stress tolerance এর মান নির্ণয়ের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

গ) হাইব্রিড আর এফ-১ জাতের বৈধ স্বত্ত্বাধিকারী নিরুপণ।

সিদ্ধান্ত ঃ বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সভা পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা ও আন্তরিক অংশ গ্রহনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ হাবিবুল হক)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ জহুরুল করিম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২০৭।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৬তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৬তম সভা গত ২৪-০১-২০০০খ্রি. (১১-১০-১৪০৬ বাং) তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ডঃ জহুরুল করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও প্রতিনিধিবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' এ দেয়া হলো।

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি এবং পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এর পক্ষে জনাব মনির উদ্দিন খান, মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, সভার প্রারম্ভে প্রাক্তন পরিচালক (গবেষণা), ব্রি ও সদস্য, কারিগরি কমিটি মরহুম জনাব ফরহাদ জামিল এর বিগত ২৬ ডিসেম্বর/৯৯ ইন্দোনেশিয়ার বালি শহরে ইন্তেকালের সংবাদ জানান এবং তার পরিবর্তে সভায় উপস্থিত পরিচালক (গবেষণা), ব্রি কে সদস্য হিসাবে স্বাগত জানান। সভাপতি মহোদয় প্রাক্তন সদস্য মরহুম ফরহাদ জামিল এর কর্ম জীবনের নিষ্ঠার বিষয়ে আলোকপাত করেন। অতঃপর তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি মহোদয় এজেন্ডা অনুযায়ী কার্যপত্র পড়ে শুনানোর জন্য সদস্য সচিবকে আহ্বান করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৫ তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১৩-১০-৯৯ইং তারিখের ১৪৬৮(১৬) সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায়ও কোন সদস্য মন্তব্য করেননি।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩৫তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৩৫তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হলো।

২ (ক) ধানের প্রস্তাবিত ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিটিতে অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশেষ কমিটি কর্তৃক পুনরায় পর্যালোচনা ও সংশোধন পূর্বক জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত ছিল। সে মোতাবেক বিশেষ কমিটি কর্তৃক ৬-১০-৯৯ইং তারিখে পদ্ধতিটি পুনরায় পর্যালোচনা ও সংশোধন করা হয়েছে যা আসন্ন জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে।

২ (খ) ধান, গম, পাট, আলু ও আখের মাঠমান ও বীজমান (পুনঃ নির্ধারিত) বিশেষ কমিটির আহ্বায়ক কর্তৃক ৩৬তম সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত ছিল। সে মোতাবেক বিশেষ কমিটির আহক্ষায়ককে এ সভায় উপস্থিত থেকে বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সভায় একটি পৃথক আলোচ্য বিষয় রাখা হয়েছে।

২ (গ) বিগত ১৯৯৮-৯৯ বোরো মৌসুমে মূল্যায়নকৃত ১৭টি হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধীকরণ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার সুবিধার্থে হাইব্রিড ধান আমদানীকারক, মূল্যায়ন দলের সদস্য, অনষ্টেশন ও অনফার্মের চাষী প্রতিনিধি, বিশেষ মূল্যায়ন দলের সদস্য ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের অনফার্মের চাষী প্রতিনিধি, বিশেষ মূল্যায়ন দলের সদস্য ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের কথা ছিল।

গত ইং- ৮-১২-৯৮ তারিখে সে মোতাবেক বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ধানের হাইব্রিড জাত নিবন্ধীকরণ বিষয়ে একটি পৃথক আলোচ্য বিষয় রাখা হয়েছে।

২ (ঘ) ধানের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন দলের দলনেতা ও সদস্য সচিবগণকে ফসলের রোগ-বালাই, পোকা-মাকড় মান ও Stress tolerance এর মান নির্ণয়ের ওপর একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত ছিল। সে মোতাবেক গত ৯-১২-৯৯ইং তারিখে বিএআরসি ফার্মগেট, ঢাকাতে একটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩৫তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ অবহিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বোরো ১৯৯৮-৯৯ মৌসুমে মূল্যায়নকৃত ধানের হাইব্রিড জাতের অনুমোদন এবং হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি সংশোধন।

বিগত ১৯৯৮-৯৯ বোরো মৌসুমে ৫টি বীজ আমদানীকারক যথা- এসিআই লিঃ, মল্লিকা সীড কোম্পানী, ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ, ব্র্যাক ও গ্যাঞ্জেস ডেভেঃ কর্পোঃ কর্তৃক আমদানীকৃত ১৭টি হাইব্রিড ধানের অনষ্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল। কারিগরি কমিটির ৩৫তম সভায় ১৭টি হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন ফলাফল ও হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন পদ্ধতি সংশোধন এর উপর পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সে মোতাবেক গত ৮-১২-৯৯ইং তারিখে বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকাতে একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে ১৭টি হাইব্রিড জাতের মধ্যে ফলাফল পর্যালোচনায় ৬টি জাত যথা- এসিআই লিঃ এর আলোক ৬১১১ ও আলোক ৬২০৭, ব্র্যাকের বি- ৪ গাঞ্জেস ডেভেঃ কর্পোঃ এর এইচ আই এস এস সি- ৫ মল্লিকা সীড কোম্পানী এর এফ এল এম-২ এবং ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ এর লোকনাথ ৫০৫ জাতসমূহের ফলন তুলনামূলকভাবে বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে এবং হাইব্রিড

জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি সংশোধনী আনয়ন করা হয়। উক্ত সংশোধিত হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি এবং অপেক্ষাকৃত ভাল ফলাফলকৃত হাইব্রিড ধানগুলোর নিবন্ধীকরণ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্যদের প্রতি আহক্ষান জানান। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ বিষয়ে ওয়ার্কশপে যে সকল সংশোধনী আনা হয়েছে এ ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করেন ও দু' একটি পুনঃ সংশোধনী আনার বিষয়ে মতামত দেন এবং সংশোধিত পদ্ধতি অনুমোদনের প্রস্তাব করেন। সেই সাথে ৫ (খ) শর্তে বর্ণিত ট্রায়ালের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে প্রদানকৃত টাকা খরচের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড এর অনুমোদন থাকা প্রয়োজন বলে সদস্যগণ অভিমত দেন। বিবেচ্য ৬টি হাইব্রিড জাতের নিবন্ধীকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ফলাফল বিশ্লেষণে অনস্টেশন এবং অনফার্ম ট্রায়াল ফলাফলে ভিন্নতা থাকায় কোন কোন কোম্পানীর প্রতিনিধি অনফার্ম ট্রায়ালের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নিবন্ধীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মতামত দেন। কোন কোন সদস্য ও প্রতিনিধি নিয়মানুয়ায়ী অনস্টেশন ও অনফার্মের ফলাফল বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হবে বলে মতামত দেন। কোন কোন প্রতিনিধি সার্বিক বিবেচনায় যে সকল হাইব্রিড, চেক জাতের চেয়ে কম পক্ষে ২০% বেশী ফলন দিয়েছে তা বিবেচনা করে বাকী গুলো পুনরায় ট্রায়াল করে দেখার জন্য মতামত দেন। ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানীর প্রতিনিধি সি এন এইচ আর-৩ হাইব্রিডটি অনফার্মে চেক জাতের চেয়ে ১৩% বেশী ফলন পাওয়া গিয়েছে বিধায় তা বিবেচনায় আনার জন্য প্রস্তাব করেন। সদস্য সচিব এ জাতটি অনস্টেশনে দু'টি চেক জাতের চেয়ে অনেক কম ফলন হওয়ার কারণে তা বিবেচনায় আনা হয়নি বলে সভাপতিকে অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

১। হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ সংশোধিত পদ্ধতি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

২। হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতির ৫ (খ) তে বর্ণিত প্রতি জাত ও স্থানের ট্রায়ালের জন্য ৩০০০/= টাকা হিসেবে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট জমাকৃত টাকা ট্রায়াল বাস্তবায়নকারীর মাধ্যমে খরচের অনুমতি প্রদানের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

৩। আলোক ৬১১১, এফ এল এম -২, এইচ আই এস এস সি-৫, আলোক ৬২০৭, জি বি -৪ এবং লোকনাথ ৫০৫ হাইব্রিড জাতগুলোর ট্রায়াল ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে পেশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ধান, পাট, গম, আলু ও আখের বীজমান ও মাঠমান (পুনঃ নির্ধারিত) অনুমোদন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভার সিদ্ধান্তে বীজ উইং এর বিবেচনায় গৃহিত সংশোধিত বীজমান ও মাঠমানপুনরায় কারিগরি কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। ফলে বিগত ৩৪তম কারিগরি কমিটির সভায় প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমানের ক্রটি বিচ্যুতি সংশোধন করার জন্য জনাব মনির উদ্দিন খান, মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কে আহ্বায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত বিশেষ কমিটি কর্তৃক সংশোধিত বীজমান ও মাঠমান কারিগরি কমিটির ৩৫তম সভায় উপস্থাপন করা হলে প্রস্তাবিত সংশোধিত বীজমান ও মাঠমান, বর্তমান বীজমান ও মাঠমান এবং ধানের জন্য ফিলিপাইন ও ভারত, গমের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের বীজ ও মাঠমানের পাশাপাশি ছক আকারে কারিগরি কমিটির ৩৬তম সভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক উপস্থাপিত বীজমান ও মাঠমানের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্যগণ আহক্ষান জানান। সদস্যগণ সংশোধিত বীজমান ও মাঠমান অনুমোদন প্রদানের বিষয়ে অভিমত জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) ধান, পাট ও গমের পুনঃ নির্ধারিত সংশোধিত বীজমান ও মাঠমান জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।
(খ) আলু ও আখের ক্ষেত্রে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩০তম সভার সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরিত পূর্বের প্রস্তাবিত সংশোধিত বীজ ও মাঠমানই বহাল রাখার জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বি আর ৫৩৩১-৯৩-৮-৩ (ব্রি ধান-৪০) এর অনুমোদন।

ধানের কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। ব্রি এর বর্ণনা মতে এই গাছের উচ্চতা ১০৫-১১০ সেঃ মিঃ। জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন। পাকা ধানের রং সোনালী সাদা। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২ গ্রাম। প্রস্তাবিত জাতটি আলোক সংবেদনশীল, জুন-জুলাই মাসে বপন করলে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফুল ফোটে। গাছের কোন কোন শীষের অগ্রভাগের ২-৪ টি ধানের সংগে আছে। ফলন হেক্টর প্রতি ৪-৪.৫ টন। ব্রি ধান ৪০-৮-১০ ডি এস/ মিঃ লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। ব্রি কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত জাতটি আমন মৌসুমে ব্রি ধান ৪০ নামে আবাদের জন্য ছাড়করণের প্রস্তাব করেছে।

দেশের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক প্রেরিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন সভায় বিশ্লেষণ করা হয়। প্রস্তাবিত জাতের বীজকাল দেশের প্রচলিত চেক জাত বি আর ২৩ এ তুলনায় কম পাওয়া গিয়েছে অথচ অধিকাংশ স্থানে প্রস্তাবিত জাতের ফলন চেক জাতের চেয়ে বেশী পাওয়া গিয়েছে এবং ছাড়করণের জন্য দলনেতাগণ সুপারিশ করেছেন। তদুপরি ব্রি কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতের লবণাক্ততা সহ্য করার উপাত্ত দেখানো হয়েছে। এর সাথে চারা অবস্থায়ও লবণাক্ততা সহনশীলতার উপাত্ত থাকা প্রয়োজন বলে সভায় সদস্যগণ অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে ব্রি এর নিকট

চারা অবস্থায় লবণাক্ততা সহনশীলতার উপাত্ত রয়েছে এবং তা জাতীয় বীজ বোর্ডের সভা হওয়ার পূর্বেই সরবরাহ করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট ব্রিডার সম্মত হন এবং তা দেশের স্বার্থে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ চারা অবস্থায় লবণাক্ততা সহনশীলতার উপাত্ত সরবরাহ সাপেক্ষে বি আর- ৫৩৩১-৯৩-২-৮-৩ কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৪০ নামে আমন মৌসুমে লবণাক্ততা সহনশীল জাত হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বি আর ৫৮২৮-১১-১-৪ (ব্রি ধান ৪১) এর অনুমোদন।

ধানের কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। ব্রি এর বর্ণনা মতে এই গাছের উচ্চতা ১১০-১১৫ সেঃ মিঃ। জীবনকাল ১৪৫-১৪৮ দিন। ধানের পশ্চাত মাথা কিঞ্চিত বাঁকা। পাকা ধানের রং সোনালী সাদা। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৩ গ্রাম। প্রস্তাবিত জাতটি আলোক সংবেদনশীল। জুন-জুলাই লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। ফলন হেক্টর প্রতি ৪-৪.৫ টন। ব্রি কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত জাতটি আমন মৌসুমে আবাদের জন্য ব্রি ধান- ৪১ হিসেবে ছাড়করণের প্রস্তাব করেছে।

দেশের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক প্রেরিত এ প্রস্তাবিত জাতের মূল্যায়ন ফলাফল সভায় বিশ্লেষণ করা হয়। অধিকাংশ স্থানে প্রস্তাবিত জাতের ফলন চেকজাত বিআর -২৩ অপেক্ষা বেশী পাওয়া গিয়েছে এবং জীবনকাল বিআর-২৩ অপেক্ষা কম পাওয়া গিয়েছে। মূল্যায়নে অধিকাংশ স্থান থেকে জাতটি ছাড়করণের পক্ষে মত পাওয়া গিয়েছে।

বিগত ৩৪তম সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ সভায় ব্রি কর্তৃপক্ষ জাতটির লবণাক্ততা সহ্য করার উপাত্ত পেশ করেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র রিপ্রোডাকটিভ ষ্টেজে এ সংক্রান্ত উপাত্ত থাকলেও চারা (ভেজিটেটিভ ষ্টেজে) অবস্থায় এ সংক্রান্ত উপাত্ত লবণাক্ততা সহ্যসম্পন্ন কিনা দেখা দরকার বলে সভায় আলোচনা হয়। ব্রি এর প্রতিনিধি জানান যে, চারা অবস্থা ও প্রস্তাবিত জাত লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এবং এ সংক্রান্ত ছাড়করণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্রিডার অনুরোধ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ চারা অবস্থায় লবণাক্ততা সহনশীলতার উপাত্ত সরবরাহ সাপেক্ষে বি আর ৫৮২৮-১১-১-৪ কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৪১ নামে আমন মৌসুমে লবণাক্ততা সহনশীল জাত হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর- ১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ জহুরুল করিম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী ও চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট
ঢাকা- ১২০৭

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৭তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম সভা গত ৪/৭/২০০০খ্রি. (২০/৩/১৪ বাং) তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ডঃ জহুরুল করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে শুরু হয়। এর পর বিশেষ প্রয়োজনে সভাপতি মহোদয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের জৈষ্ঠ্যতম অধ্যাপক ডঃ লুৎফুর রহমান সাহেবকে সভাপতিত্ব করার জন্য দায়িত্ব দিয়ে যান এবং উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য এবং কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে দেয়া হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্যসূচি অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জনাব মনির উদ্দিন খানকে অনুরোধ করেন।

আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলোঃ

আলোচ্য বিষয় ১ঃ ২৪/০১/২০০০খ্রি. (১১/১০/১৪০৬ বাং) তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ৩৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জনাব মনির উদ্দিন খান, বিগত ৩৬তম সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে জানান যে, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর বিগত ০৩/০২/২০০০ইং তারিখে ১৪১ (১৬) সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে কমিটির সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়েছিল। উক্ত কার্যবিবরণীর উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। এছাড়া অদ্যকার সভায়ও কোন সদস্য মন্তব্য করেননি।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩৬তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ঃ

২ (ক) ধানের প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিটি কারিগরি কমিটির ৩৬তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং উক্ত সভায় ধানের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিটি অনুমোদন করা হয়।

২ (খ) ধান, পাট ও গমের পুনঃনির্ধারিত সংশোধিত বীজ মান ও মাঠ মান কারিগরি কমিটির ৩৬তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং উক্ত সভায় তা অনুমোদিত হয়।

২ (গ) হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ সংশোধিত পদ্ধতিটি কারিগরি কমিটির ৩৬তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং উক্ত সভায় তা অনুমোদিত হয়।

উক্ত ৪৩তম সভায় হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণের উদ্দেশ্যে প্রতি জাত প্রতি স্থানে ট্রায়ালের জন্য ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার স্থলে ২৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং উক্ত টাকা খরচের ব্যাপারে আর্থিক বিধি সংশোধনের জন্য এসসিএ কর্তৃক কৃষি মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২ (ঘ) কারিগরি কমিটির ৩৬তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৯৮-৯৯ মৌসুমে বোরো ধানের মূল্যায়নকৃত প্রস্তাবিত ৬টি ধানের হাইব্রিড জাতের পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় পেশ করা হয়। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় ৫টি হাইব্রিড জাত যথা ঃ আলোক- ৬১১১, আলোক- ৬২০৭, লোকনাথ- ৫০৫, এফ, এল, এম-২ ও এইচ আই এস এস সি-৫ সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী কর্তৃক পুনরায় আরো এক মৌসুম ট্রায়াল করে কারিগরি কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং অবশিষ্ট জিবি-৪ হাইব্রিড জাতটি নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে এক বৎসরের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

১) জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের জাতটি ব্র্যাক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানী করতে পারবে না।
২) আগামী বোরো মৌসুমে (২০০০-২০০১ সালের) ব্র্যাক জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের জাতটি স্থানীয়ভাবে ৩০টন বীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বিপণন করতে পারবে।
৩) স্থানীয় হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদনের নিমিত্তে ব্র্যাক সঠিক পরিমাণ প্যারেন্ট লাইন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে আমদানী করতে পারবে।
৪) জিবি-৪ হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন পরিকল্পনার সকল তথ্য ব্র্যাক কারিগরি কমিটির নিকট ও বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

২ (ঙ) কারিগরি কমিটির ৩৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিআরআরআই কর্তৃক প্রস্তাবিত বি আর -৫৩৩১-৯৩-২৮-৩ (ব্রিধান-৪০) ও বি আর-৫৮২৮-১১-১-৪ (ব্রি ধান-৪১) এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় ২টি কৌলিক সারিকেই পরবর্তী এক বৎসরের জন্য অবমুক্ত করা হয় এবং বিআরআরআই ও ডিএই এর যৌথ উদ্যোগে লবণাক্ত এলাকায় পুনরায় এক বৎসরের ট্রায়ালের পর ফলাফল কারিগরি কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কারিগরি কমিটির ৩৬তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হলো এবং বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ মতামত পেশ করা হয়।

২ (গ) এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মতামত ঃ

হাইব্রিড ধানের বীজ আমদানীকারক/উদ্ভাবনকারীর প্রস্তাবিত অনস্টেশন ও অনফার্ম ট্রায়ালের স্থানসমূহ মৌসুম ভিত্তিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের পূর্বেই বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কারিগরি কমিটির সকল সদস্যকে অবহিত করবে যাতে কোন সময় যে কোন সদস্য উক্ত ট্রায়াল স্থান পরিদর্শন করতে পারেন।

২ (ঘ) এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মতামত ঃ

(১) জিবি-৪ হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন পরিকল্পনার সকল তথ্য ব্র্যাক কর্তৃক কারিগরি কমিটির নিকট ও বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত থাকলেও অদ্যাবধি কারিগরি কমিটি ও বীজ উইং এ ব্যাপারে উৎপাদন পরিকল্পনার কোন তথ্য উপস্থিত বীজ উইং ও এসসিএ এর প্রতিনিধি পাননি বলে সভায় অবহিত করেন।

(২) জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় বিগত ১৯৯৮-৯৯ মৌসুমে ধানের মূল্যায়নকৃত ৫টি হাইব্রিড জাত যথা- আলোক-৬১১১, আলোক-৬২০৭, লোকনাথ-৫০৫, এফ, এল, এম-২ ও এইচ আই এস এস সি-৫। সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী কর্তৃক পুনরায় আগামী বোরো/২০০০-২০০১ মৌসুমে ট্রায়াল কার্যক্রম শুরুকরণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা অতিসত্তর প্রয়োজন।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বিএডব্লিউ-৯২৩ (বারি গম-২১) এর অনুমোদন।

প্রস্তাবিত বারি গম-২১ জাতটির বিভিন্ন তথ্য নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রস্তাবিত জাতটি রোগ প্রতিরোধক ও আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য একটি উপযুক্ত জাত হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্রিডার ও পরিচালক গম গবেষণা কেন্দ্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি মহোদয় উক্ত জাতটির বিষয়ে উল্লেখ করেন যে, দেরিতে বপনে ভাল ফলন, রোগ প্রতিরোধক ও তাপ সহনশীলতার পক্ষে যথেষ্ট তথ্য আবেদন পত্রে সন্নিবেশ করা হয়নি। এ ছাড়াও ডিইউএস টেষ্টের ফলাফলে দেখা যায় প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত (বিএ ডব্লিউ-৮৯৭) থেকে কোন ডিস্টিংটিভ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়নি। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত বিএডব্লিউ-৯২৩ এর পূর্ণাংগ তথ্য যেমন- দেরিতে বপন, তাপ সহনশীল ও ডিষ্টিংটিভ বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি তথ্যসহ পরবর্তীতে কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বিএডব্লিউ-৯৩৬ (বারি গম-২২) এর অনুমোদন।

গমের প্রস্তাবিত জাতটি গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT), মেক্সিকো হতে বাছাইকরণের মাধ্যমে এ জাতটি নির্বাচন করা হয়। গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে ৫/৬ টি কুশি বিশিষ্ট জাতটির উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃমিঃ। পাতার রং হালকা সবুজ। বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫-১১০ দিন সময় লাগে যা কাঞ্চনের সমকক্ষ। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪০-৪৫টি। পরিপক্ক দানার রং সাদা (এ্যামবার)। ১০০০টি পুষ্ট দানার ওজন ৪৬-৪৮ গ্রাম। জাতটি পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে এবং পাতার দাগ রোগ সহনশীল। জাতটি তাপ সহনশীল ও চিটা প্রতিরোধী। দানায় আমিষের ভাগ ১২-১২.৫%। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৬০০-৪৮ কেজি। আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য এ জাতটি উপযুক্ত (উপরোক্ত তথ্যাদি গম গবেষণা কেন্দ্রের আবেদন পত্রে উল্লেখ রয়েছে, দেখা যেতে পারে)।

প্রস্তাবিত জাতটি দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, কুমিল্লা ও রংপুর) ৮টি স্থানে (গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর সদর, মেলান্দহ, কুমিল্লা, মাগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর) মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে। ৮টি স্থানের মধ্যে প্রস্তাবিত জাতটি ৫টি স্থানে (কিশোরগঞ্জ, জামালপুর সদর, মেলান্দহ, রংপুর ও দিনাজপুর) জীবন কাল চেক জাতের (কাঞ্চন/প্রতিভা) সমান, ২টি স্থানে (গাজীপুর, মাগুড়া) ২-৩ দিন বেশী এবং ১টি স্থানে (কুমিল্লা) ২-৩ দিন কম পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটির ফলন চেক জাতের তুলনায় ৭টি স্থানে (গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, মেলান্দহ, মাগুড়া, কুমিল্লা, রংপুর ও দিনাজপুর) বেশী এবং ১টি স্থানে (জামালপুর সদর) কম পাওয়া গিয়েছে। ৪টি স্থান (গাজীপুর, মাগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর) থেকে ছাড়করণের পক্ষে, ১টি স্থান (কুমিল্লা) থেকে বিপক্ষে ও অবশিষ্ট ৩টি স্থান (কিশোরগঞ্জ, মেলান্দহ ও জামালপুর সদর) থেকে পুনরায় ট্রায়ালের সুপারিশ করেছেন। প্রস্তাবিত জাতটির ১৯৯৮-৯৯ ও ১৯৯৯-২০০০ উৎপাদন মৌসুমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ডিইউএস টেষ্টের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। উক্ত ডিইউএস টেষ্টে প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত

(বিএডব্লিউ-৮৯৭ ও বিএডব্লিউ-৮৯৮) থেকে ডিষ্টিংটিভ বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে (কপি সংযুক্ত)। জাতটির বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ও তাপ সহনশীল এবং আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য উপযুক্ত ও ফলন আশানুরূপ বিবেচনা করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত বিএডব্লিউ-৯৩৬ কৌলিক সারিটিকে "বারি গম-২১" নামে সারা দেশে আবাদের জন্য জাতীয় জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা।

ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়নে কি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে সে সম্বদ্ধে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের জন্য পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক মহাপরিচালক (বীজ), বীজ উইং এর নিকট একটি পত্র দেয়া হয়। গত ইং ২৬/১২/৯৯ তারিখ মহাপরিচালক (বীজ), বীজ উইং এর সভাপতিত্বে এ সম্পর্কিত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডিএই, বিএডিসি ও এসসিও এর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। মৌল ও ভিত্তি বীজ বিশেষ করে ধান, গম ও পাট বীজের প্রত্যয়নের বেলায় এসসিএ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ও কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করবে সে বিষয়ে ইং ১৮/২/৯৮ তারিখে মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভার ফলোআপ অনুসারে ইং ৯/৩/৯৮ তারিখে এস সি এ এর সম্মেলন কক্ষে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ধান, গম ও পাট বীজের মৌল ও ভিত্তি বীজের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত একটি অনুমোদিত পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং সে সাথে প্রেরিত পদ্ধতির ওপর মতামত বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে ৩ (তিন) সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণের বিষয়টিও উল্লেখ ছিল। মহাপরিচালক (বীজ) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা কালে কোন সংস্থা থেকে মতামত পাওয়া যায়নি বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। তখন সভায় উপস্থিত বিএডিসি'র প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, ইতোমধ্যে বিএডিসি থেকে মতামত সম্বলিত একটি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রেরিত প্রস্তাবের একটি কপি সভায় পেশ করেন। উক্ত প্রস্তাব তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কোন সংস্থা থেকে সভার পূর্বে কোন মতামত না পাওয়া যাওয়ায় ইং ৯/৩/৯৮ তারিখের সভায় মৌল ও ভিত্তি বীজের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত অনুমোদিত পদ্ধতিটি সাময়িক ভাবে চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য করা হয় এবং তা অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় মৌল ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতিটি আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কারিগরি কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়নের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি কারিগরি কমিটির সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট মতামতের জন্য এসসিএ অতিশীঘ্র প্রেরণ করবে এবং পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় প্রাপ্ত মতামতসহ পদ্ধতিটি উপস্থাপন করবে।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ আমন ১৯৯৯-২০০০ মৌসুমে মূল্যায়নকৃত ধানের হাইব্রিড জাতের অনুমোদন।

বিগত ১৯৯৯-২০০০ আমন মৌসুমে ২টি বীজ আমদানীকারক যথা-আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ ও মল্লিকা সীড কোম্পানী কর্তৃক আমদানীকৃত ৬টি হাইব্রিড ধানের অনষ্টেশন ও অনফার্ম ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিলো। উল্লেখ্য যে, আমন/১৯৯৯-২০০০ মৌসুম থেকেই হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক এসসিএ কর্তৃক কোড নম্বর প্রচলন করা হয়। জাত ৬টির মধ্যে এক্স ওয়াই-৯৬৩ (কোড নং-০০১), আই এ এইচ এস-১০০-০০১ (কোড নং-০০২) , আই এ এইচ এস-২০০-০০৩ (কোড নং-০০৫) ও এস ওয়াই-১০ (কোড নং-০০৬) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর এবং এফ এল এম-২ (সোনার বাংলা-২ কোড নং-০০৩) ও আর এফ-১ (সোনার বাংলা-৩, কোড নং- ০০৪) মল্লিকা সীড কোম্পানীর।

উল্লেখ্য যে, অনিবার্য কারণবশতঃ আলোচ্য সূচী-৬ অদ্যকার সভার আলোচনা করা সম্ভব হয়নি তবে এবিষয়ে যথাশিঘ্র সম্ভব পরবর্তীতে একটি সভা আহক্ষান করা হবে।

বিবিধ-১ ঃ বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন।

বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের বিষয়ে সভায় সদস্যগণের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের বিষয়ে আগামী কারিগরি কমিটির সভায় ৬ (ছয়)টি বিভাগীয় পর্যায়ে সেমিনার অনুষ্ঠানের বিস্তারিত কার্যপত্র (ভিন্ন ভিন্ন ভাবে) এসসিএ উপস্থাপন করবে।

বিবিধ-২ ঃ কারিগরি কমিটির সভা আহ্বান ঃ

কারিগরি কমিটির সভা আহক্ষানের বিষয়ে সদস্যগণের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির সভা বছরে কম পক্ষে ৪ (চার) বার (তিন মাস অন্তর) এবং প্রয়োজনে বিশেষ সভা আহ্বান করা যেতে পারে।

উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত করা হয়।

স্বাক্ষর/-	স্বাক্ষর/-
(মনির উদ্দিন খান)	(ডঃ জহুরুল করিম)
সদস্য সচিব	চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড	কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও	ও
পরিচালক	নির্বাহী সভাপতি
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	বিএআরসি
গাজীপুর-১৭০১।	ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

৪/৭/২০০০ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম সভার উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১।	ডঃ শেখ মোঃ এরফান আলী	সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি, ঢাকা
২।	ডঃ এস বি ছিদ্দিকী	পরিচালক, (কৃষি), বিজেআরআই
৩।	ডঃ এম এম ছালাম	সিএসও (কৃষিতত্ত্ব), বিনা
৪।	ডঃ এ বি সাখোয়াত হোসেন	পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র
৫।	ডঃ এম এ বাসার উদ্দিন	পরিচালক, বিএআরআই, গাজীপুর
৬।	মোঃ আঃ ওয়াদুদ ভূইয়া	অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই
৭।	আব্দুর রহিম হাওলাদার	মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
৮।	আনোয়ারুল হক	এসএসবি
৯।	এফ আর মালিক	স্ব-ত্ত্বাধিকারী, মল্লিকা সীড কোং
১০।	এস এম মনওয়ারুল ইসলাম	প্রিজুট ম্যানেজার, আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ
১১।	মোঃ শাহ আলী হুমায়ুন	জেনারেল ম্যানেজার, আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ
১২।	মোঃ আঃ ছালাম	মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিআরআরআই
১৩।	জি এম মঈনুদ্দিন	মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
১৪।	মোঃ গাজীউল হক	ব্যবস্থাপক (খামার), বিএডিসি
১৫।	মোঃ রেজাউল করিম	প্রধান বীজতত্ত্ববীদ, কৃষি মন্ত্রণালয়
১৬।	ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া	প্রফেসর, বশেমুরকৃবি, কৃষি

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৮তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের বিশেষ সভা গত ১৪/৮/২০০০ খ্রি. (৩/৪/১৪০৭বাং) তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় ডঃ জহুরুল করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য, কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে সংযোজিত হলো।
সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জনাব মনির উদ্দিন খানকে অনুরোধ করেন।
আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ ৪/৭/২০০০ইং (২০/৩/১৪০৭ বাং) তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ৩৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।
সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি, জনাব মনির উদ্দিন খান বিগত ৩৭তম সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে জানান যে, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ০৬/০৭/২০০০ ইং তারিখের ৯১২ (১৬) সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে কমিটির সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীর উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। এছাড়া অদ্যকার সভায়ও কোন সদস্য মন্তব্য করেননি।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩৭তম সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৩৭তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি ঃ
গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বি এ ডব্লিউ-৯৩৬ কৌলিক সারিটিকে "বারি গম-২১" নামে সারা দেশে আবাদের জন্য কারিগরি কমিটি কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৪তম সভায় উক্ত জাতটিকে "বারি গম-২১" নামে সারা দেশে আবাদের জন্য ছাড়করণ করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে আলোকপাত করেন যে, নূতন ছাড়কৃত জাতের বহুল প্রচারের জন্য জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত জাতের বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন কৌশল সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা আবশ্যক।
সিদ্ধান্ত ঃ এখন থেকে নূতন জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়কৃত জাতের বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন কলা-কৌশলের উপর নূন্যতম ২০০০ (দুই হাজার) কপি লিফলেট বহুল প্রচারের জন্য ডিএই, বিএডিসি ও এনজিও দের নিকট বিতরণ করবে।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ আলুর প্রস্তাবিত জাত "আরিন্ডা" অনুমোদন।
প্রস্তাবিত আরিন্ডা জাতটি কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর কর্তৃক বাংলাদেশের আবহাওয়ায় উপযোগীতা যাচাই এর জন্য আমদানীকৃত। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে আলু গাছ মাঝারী ধরণের এবং পাতা দ্রুত গঠিত হয়। কান্ড খুব শক্ত। বড় পাতা, হাল্কা সুবজ রংয়ের। গাছ ৯০ থেকে ৯৫ দিনে মারা যায়। টিউবার লম্বা থেকে ডিম্বাকৃতি হয়। চামড়া মোলায়েম ও হাল্কা হলুদ রংয়ের হয়। টিউবারের ভিতরের মাংস হলুদাভ এবং গায়ে অগভীর চোখ থাকে। রোগবালাই থেকে জাতটি মুক্ত। গড় ফলন ২৮.১ টন/হেঃ যা ডায়ামান্ট (২৪.৬ টন/হেঃ) থেকে বেশী। উপরোক্ত তথ্যাদি কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রদত্ত সংযুক্ত আবেদন পত্রে উল্লেখ রয়েছে)।
দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, যশোর ও রাজশাহী) ৬টি স্থানে (গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, পাহাড়তলী, জামালপুর, বগুড়া ও যশোর) প্রস্তাবিত জাতটি বিগত রবি/১৯৯৭-৯৮ মৌসুমে মাঠ মূল্যায়নের জন্য আবেদন করা হয়। তন্মধ্যে ৫টি স্থান (গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ বগুড়া, যশোর ও পাহাড়তলী) থেকে মূল্যায়ন ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। জাতটির জীবনকাল ৮৫-৯৭ দিন পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটির ফলন ৫টি স্থানেই চেক জাত (ডায়ামন্ট) থেকে বেশী পাওয়া গিয়েছে। এ জাতটি ৪টি স্থান (গাজীপুর, যশোর, বগুড়া ও মুন্সিগঞ্জ) থেকে ছাড়করণের পক্ষে মতামত দিয়েছে কিন্তু চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে ছাড়করণের বিষয়ে কোন মন্তব্য করেনি।
সভায় উপরোক্ত প্রস্তাবিত জাতটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা করা হয় এবং দেখা যায় যে, জাতটি রোগবালাই মুক্ত, চেকজাত (ডায়ামন্ট) থেকে ফলন বেশী হওয়ায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রবর্তিত প্রস্তাবিত আলুর জাত "আরিন্ডা" ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ আলুর প্রস্তাবিত জাত "রাজা" অনুমোদন।
প্রস্তাবিত রাজা জাতটি কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএরআরআই, গাজীপুর কর্তৃক বাংলাদেশের আবহাওয়ায় উপযোগীতা যাচাই এর জন্য আমদানীকৃত। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে গাছ মাঝারি ধরণের এবং পাতা দ্রুত গঠিত হয়। কান্ড খুব শক্ত। মাঝারি পাতা গাঢ় সবুজ রংয়ের হয়। প্রায় ৯০-৯৫ দিনে গাছ মারা যায়। টিউবার ডিম্বাকৃতি হয়। চামড়া কিছুটা খসখসে ও গাঢ় লাল রংয়ের হয়। টিউবারের ভিতরের মাংস হলুদাভ এবং গায়ে অগভীর চোখ থাকে। জাতটি রোগবালাই থেকে অনেকটা মুক্ত। স্বাদে দেশী জাতের আলুর মত, বেশ

আঠালো ভাব আছে। তা ছাড়া জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ যেমন চিপ্‌স খেতে সুস্বাদু। গড় ফলন ২৮.৭ টন/হেঃ যা কার্ডিনাল (২৬.৭ টন/হেঃ) থেকে বেশী।

দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রংপুর, যশোর ও রাজশাহী) ৭টি স্থানে(গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, পাহাড়তলী, জামালপুর, বগুড়া, দেবীগঞ্জ ও যশোর) প্রস্তাবিত জাতটি বিগত রবি/১৯৯৭ মৌসুমে মাঠ মূল্যায়নের জন্য আবেদন করা হয়। তন্মধ্যে ৬টি স্থানে মূল্যায়ন ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। ৩টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতটির জীবনকাল ৯৮-১০৮ দিন পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু চেক জাতের জীবনকাল কোন স্থানেই উল্লেখ করেনি। প্রস্তাবিত জাতটির ফলন ১টি স্থানে (গাজীপুর) চেক জাত (কার্ডিনাল) থেকে বেশী ও ৪টি স্থানে কম পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটি ৩টি স্থান (যশোর, বগুড়া ও মুন্সিগঞ্জ) থেকে ফলন কম হওয়া সত্ত্বেও জাতটির রং, আকার আকৃতি, আগাম জাত ও অন্যান্য গুণাবলীর কারণে ছাড়করণের পক্ষে মতামত দিয়েছে। দেবীগঞ্জ থেকে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু চট্টগ্রাম থেকে ছাড়করণের বিষয়ে কোন মন্তব্য করেনি।

সভায় উক্ত প্রস্তাবিত জাতটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যেমন উক্ত জাতটির আঠালোভাব (স্টিকিনেস) বেশী, সুস্বাদু, দেশী জাতের মত লাল রং এবং আগাম জাত প্রভৃতি গুণাবলী সম্পন্ন বিবেচনা করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রবর্তিত প্রস্তাবিত আলুর জাত "রাজা" ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ আমন ১৯৯৯-২০০০ মৌসুমের ধানের হাইব্রিড জাতের মূল্যায়নকৃত ফলাফলের পর্যালোচনা।

বিগত ১৯৯৯-২০০০ আমন মৌসুমে ২টি বীজ আমদানীকারক যথা- আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ ও মল্লিকা সীড কোম্পানী কর্তৃক আমদানীকৃত ৬টি হাইব্রিড ধানের অনষ্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আমন/১৯৯৯-২০০০ মৌসুম থেকেই হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক এসসিএ কর্তৃক কোড নম্বর প্রচলন করা হয়। জাত ৬টির মধ্যে আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর ৪টি জাত যথা ১। এক্স ওয়াই-৯৬৩ (কোড নং-০০১), ২। আইএএইচএস-১০০-০০১ (কোড নং-০০২),৩। আই এ এইচ এস-২০০-০০৩ (কোড নং-০০৫) ও ৪। এস ওয়াই-১০ (কোড নং-০০৬) এবং মল্লিকা সীড কোম্পানীর ২টি জাত যথা ১। এফএলএম-২ (সোনার বাংলা-২ কোড নং-০০৩) ও ২। আরএফ- ১ (সোনার বাংলা-৩, কোড নং- ০০৪)।

সভায় উপরোক্ত ৬টি হাইব্রিড ধানের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ফলাফল মূল্যায়নে ৬টি হাইব্রিড ধানের মধ্যে আই এ এইচ এস-১০০-০০১ (কোড নং-০০২) জাতটি সুগন্ধিযুক্ত, রপ্তানীর জন্য উপযোগী বিধায় ও ফলন সন্তোষজনক ও হওয়ায় নিম্নের শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধীকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

১। বিদেশে জাতটির বাজার জরিপ সন্তোষজনক হতে হবে।

২। উক্ত জাতটির উন্নত মিলিং ক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩। মূলত ঃ রপ্তানীকরণের উদ্দেশ্যে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

৪। উপরোক্ত শর্তের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট হাইব্রিড জাত আমদানীকারক কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় দাখিল করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ উপরোক্ত শর্তপূরণ সাপেক্ষে আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ প্রস্তাবিত আমন হাইব্রিড ধানের জাতটি আইএইচএস-১০০-০০১ (সুগন্ধি) জাত হিসাবে নিবন্ধিকরণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বোরো/২০০০ মৌসুমের হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা।

বোরো/২০০০ মৌসুমে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৯ (নয়) টি বীজ আমদানীকারক (১) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত দুইটি জাত যথা (ক) আই আর-৬৯৬৯০ (খ) আই আর-৬৮৮৭৭ ২। এসি আই লিঃ এর দুইটি জাত যথা (ক) আলোক-৯৩০২৪ (খ) আলোক-৯৪০২৪ ৩। মল্লিকা সীড কোম্পানীর দুইটি জাত যথা (ক) সোনার বাংলা-৩ (RF-1) ও (খ) সোনার বাংলা-৪ (FLM-2) (৪) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিমিটেড এর ৪টি জাত যথা (ক) জেড এফ-০৮ (খ) জেড এফ-৩১ (গ) জেডএফ-৩২ (ঘ) এসওয়াই-৬৩ (৫)। এগ্রো প্রসেস (বাংলাদেশ) লিঃ এর দুইটি জাত যথা (ক) প্যাং-৩ (খ) প্যাং-৪ (৬)। সুপ্রীম সীড কোম্পানীর তিনটি জাত যথা (ক) হাইব্রিড ধান নম্বর-৯৯-১ (খ) হাইব্রিড ধান নম্বর-৯৯-৩ (গ) হাইব্রিড ধান নম্বর-৯৯-৫, ৭। এ্যালাইড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ এর একটি জাত যথা (ক) পি এইচ বি-৭১, (৮)। গ্যাঞ্জেস ডেভঃ কর্পোঃ এর দু'টি জাত যথা (ক) জে বি এস-১ (খ) জে বি এস-২ ও (৯)। ব্র্যাক এর দুইটি জাত যথা (ক) জি বি-১ ও (খ) জি বি-৩ সর্বমোট ২০টি হাইব্রিড ধানের জাত (এস সি এ প্রদত্ত কোড নং-H-০০৭ থেকে H-০১১, H-০১২, H-০১৩ ও H-০২৪ বাদে) দেশের ৬ (ছয়) টি অঞ্চলের ৬ (ছয়)টি অনষ্টেশন ও অনফার্মে মাঠ মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল।

উক্ত ট্রায়ালের মাঠ মূল্যায়ন ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ফলাফল ও বর্তমান মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ১। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাত ২টির (আই আর- ৬৯৬৯০ ও আই আর ৬৮৮৮৭৭) বর্তমান মজুতকৃত বীজ দিয়ে পাইলট টেষ্ট সম্পন্ন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

২। অবশিষ্ট প্রস্তাবিত বোরো হাইব্রিড জাত সমূহের বিষয়ে মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন ও বর্তমান নিবন্ধন পদ্ধতির উপর সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন দলনেতা, সদস্য সচিব, এসসিএ, বীজ উইং (কৃষি মন্ত্রণালয়) এবং সংশ্লিষ্ট হাইব্রিড ধান আমদানীকারক প্রতিনিধি নিয়ে একটি জাতীয় কর্মশালা আগামী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভার পর অনুষ্ঠিত হবে, উক্ত কর্মশালায় যাবতীয় অর্থের সংস্থানের জন্য এসসিএ, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসির নিকট প্রস্তাব পাঠাবে।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ আই ৩৮-৯০ (বিএসআরআই আখ-৩১) এর অনুমোদন।

প্রস্তাবিত আই ৩৮-৯০ ক্লোনটি বাংলাদেশ আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। বিএসআরআই এর বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী-৩১ জাতের কান্ড লম্বা, রং হলুদাভ সবুজ, তবে অনাবৃত অংশ বেগুনী হলুদ। পর্বমধ্য (Internode) সিলিন্ডার আকৃতির এবং উহাতে কোন ফাটা দাগ (Growth split), কর্কি-প্যাচ (Corky patch) ও বাডগ্রুপ (Budgrove))দেখা যায় না, তবে মাঝে মাঝে আইভির মার্কিং (Ivory marking)দেখা যায়। কান্ড শক্ত, উহাতে কোন ফাঁপা নেই। গিরা সমান ও এবং পাতা ঝরার দাগ স্পষ্ট। গ্রোথ রিং ফোলা এবং স্পষ্ট। চোখ মাঝারি ধরণের এবং ওভেট (Ovet) আকৃতির; পরিপক্ক চোখের উপরের অংশ গ্রোথ রিং স্পর্শ করে থাকে। পাতার খোল (Leaf sheath) কান্ডের সাথে হালকা ভাবে লেগে থাকে। পাতা শুকিয়ে গেলে সাধারণত ঝড়ে পড়ে না। প্রচুর পরিমাণে হুল দেখা যায় তবে ঝড়ে পড়ে। লিগিউল ডেলটয়েড (Ligule deltoid) আকৃতির।

এ জাতের ইক্ষুতে ফুল হয়। জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল ও বন্যা, জলাবদ্ধতা, খরা সহ্য করতে পারে। এ জাতটি রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে ঈশ্বরদী-২০ ঈশ্বরদী-২৮ এর মত এবং পোকা মাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে ঈশ্বরদী-১৬ জাতের চেয়ে ভাল। ইহা একটি মধ্যম পরিপক্ক জাত। প্রস্তাবিত ক্লোনটির ফলন ৭৪-১১৩ টন/হেঃ যা ঈশ্বরদী-১৬, ঈশ্বরদী-১৮ এবং ঈশ্বরদী-২০ এর চেয়ে বেশী (বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী কর্তৃক প্রদত্ত সংযুক্ত আবেদন পত্রে উল্লেখ রয়েছে, দেখা যেতে পারে)।

সভায় প্রস্তাবিত আখের জাতটির উপর বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রতিনিধি ছাড়করণের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ উক্ত জাতটির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের প্রস্তাবিত আই-৩৮-৯০ কৌলিক সারিটি বিএসআরআই আখ-৩১ জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের নিমিত্তে প্রস্তাবিত কমিটি বাস্তবায়ন, বাজেট ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম অনুমোদন।

সভায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ১) উক্ত বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের বিষয়ে উপস্থাপিত প্রস্তাবিত কমিটি, বাজেট ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

২) উক্ত সেমিনার অনুষ্ঠানের বিষয়ে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী মহা-পরিচালক, ডিএই মহোদয়ের সহিত আলোচনাক্রমে তারিখ চূড়ান্ত করবেন।

আলোচ্য বিষয় ঃ বিবিধ।

Seedmen's Society of Bangladesh এর ৭ আগষ্ট/২০০০ইং তারিখের আবেদনপত্র ও জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৪তম সভার আলোচ্য সূচী ৭ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক আলু জাত Binthjee, Desiree, Baraka, Jaerla, Ukama & Egenheimer এর ছাড়করণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই বলেন যে, উক্ত জাতগুলি অনষ্টেশন এবং অনফার্ম অন্ততঃ এক বৎসর পরীক্ষা না করে ছাড়করণের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া সঠিক হবে না। সভায় উক্ত বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ Seedmen's Society of Bangladesh আসন্ন রবি মৌসুমে (২০০০-২০০১) উক্ত জাতগুলি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই কে প্রয়োজনীয় বীজ সরবরাহ করবে।

অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

স্বাক্ষর/-	স্বাক্ষর/-
(মনির উদ্দিন খান)	(ডঃ জহুরুল করিম)
সদস্য সচিব	সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড	কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	ও নির্বাহী সভাপতি, বিএআরসি

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৪০তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০তম (বিশেষ) সভা গত ০২-০৭-২০০১খ্রি. তারিখ বিকাল ২:৩০ ঘটিকায় ডঃ এম এ হামিদ মিয়া, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো। সভায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য সূচী অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জনাব মনির উদ্দিন খানকে অনুরোধ করেন। সদস্য সচিব আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ ব্রি উদ্ভাবিত ২ (দুই) টি হাইব্রিড ধানের (আই আর-৬৮৮৭৭ এবং আইআর-৬৯৬৯০) পাইলট প্রোডাকশন প্লট মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা।

সদস্য সচিব জানান যে, "ফসলের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি (সংশোধিত)" অনুসরণপূর্বক গত ১৯৯৯-২০০০/ বোরো মৌসুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও ৮ (আট) টি বীজ আমদানীকারকের সর্বমোট ২০ (বিশ) টি হাইব্রিড জাতের সাথে দেশে ৬ (ছয়) টি অঞ্চলের ৬ (ছয়)টি অনষ্টেশন ও ৬ (ছয়) টি অনফার্মে উক্ত জাত ২ (দুই) টি মূল্যায়িত হওয়ার পর কারিগরি কমিটির ৩৮তম বিশেষ সভায় পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়। উক্ত জাত ২ (দুই) টির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাত-২ (দুই)টি (আইআর-৬৮৮৭৭ এবং আই আর-৬৯৬৯০) বর্তমান মুজতকৃত বীজ দিয়ে পাইলট প্রোডাকশন টেষ্ট সম্পন্ন করে মূল্যায়ণ প্রতিবেদন কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে"। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৬তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্ত-১ এর মাধ্যমে ২০০০-২০০১/বোরো মৌসুমে দেশের ২০ (বিশ) টি এলাকায় উক্ত জাত ২ (দুই) টির পাইলট প্রোডাকশন টেষ্ট স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। অতঃপর ব্রি এর গত ২১-১-২০০০ইং তারিখের ৯৮ সংখ্যক স্মারকের আবেদনের প্রেক্ষিতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২৮-১-২০০১ইং তারিখের ১২৩ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে কারিগরি কমিটি কর্তৃক উক্ত পাইলট প্রোডাকশন প্লট মূল্যায়নের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে আহবায়ক, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বহিরাঙ্গন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে দলের সদস্য সচিব এবং ব্রি এর মনোনীত প্রতিনিধিকে সদস্য করে একটি মূল্যায়ণ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি দেশের ৬ (ছয়)টি অঞ্চলের ২৩ (তেইশ)টি জেলায় প্রস্তাবিত হাইব্রিড আই আর-৬৮৮৭৭ লাইনটি সর্বমোট ২৭ (সাতাশ)টি স্থানের এবং আইআর-৬৯৬৯০ লাইনটির সর্বমোট ২৫ (পঁচিশ)টি স্থানের মূল্যায়ন ফলাফল প্রতিবেদন সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটির নিকট প্রেরণ করেছেন। ব্রি উদ্ভাবিত ২ (দুই)টি হাইব্রিড ধানের (আইআর-৬৮৮৭৭ এবং আইআর-৬৯৬৯০) পাইলট প্রোডাকশন প্লট মূল্যায়ণ ফলাফল নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

আলোচনায় বুঝা যায় যে প্রস্তাবিত হাইব্রিড আইআর-৬৮৮৭৭ এর ধান ঝরে যাওয়ার প্রবণতা আছে। মাঠ মূল্যায়ন কমিটি এই বিষয়ে প্রায় দ্বিধাবিভক্ত। যেহেতু ধান পাকার পরে মাঠে ঝরে গিয়ে ফলনের ক্ষতি হবে এই আশংকায় উপরোক্ত কমিটি বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধীকরণের বিপক্ষে মত পোষণ করে। মাঠ মূল্যায়ন দল হাইব্রিড আইআর-৬৯৬৯০ এর মাঠ পর্যায়ের অধিকাংশ জায়গায় গুণাগুণের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ইতিবাচক মতামত দিয়েছে। এর ফলন সর্বনিম্ন ৫.৩২, সর্বোচ্চ ৯.৫৬ টন প্রতি হেক্টরে পাওয়া গিয়েছে। ২৫টি জায়গাতে মূল্যায়নের ভিত্তিতে ১৯ জায়গাতে নিবন্ধনের জন্য মাঠ মূল্যায়ন কমিটি সুপারিশ করেছে।

প্রস্তাবিত লাইনটির অন্যান্য গুণাবলী পূর্বেই এক সভায় আলোচনা করত: শুধু ফলনের দিকটা আরো ভাল করে দেখার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত বোরো মৌসুমে ২৫টি জায়গাতে আবাদ করা হয়েছে। পর্যালোচনায় আরো দেখা গিয়েছে যে, একমাত্র যশোর এবং বরিশাল অঞ্চলে সবগুলো জায়গাতে ফলনের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশী। কাজেই কমিটি এই লাইনটিকে যশোর এবং বরিশাল এলাকাতে বাণিজ্যিক ভাবে আবাদের জন্য সুপারিশ করে। তবে অন্যান্য যে সমস্ত জেলায় এর উৎপাদন ভাল পাওয়া গিয়েছে সেগুলোতে এ জাতটি পর্যায়ক্রমে বিস্তার করা যায়।

ব্রি'র প্রস্তাবিত আইআর-৬৯৬৯০ হাইব্রিড ধান-হিসাবে যশোর বরিশাল অঞ্চলে উৎপাদনের নিমিত্তে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত-১ ঃ ব্রি'র প্রস্তাবিত আইআর ৬৯৬৯০ হাইব্রিডটি ব্রি হাইব্রিড ধান-১ হিসাবে যশোর ও বরিশাল বিভাগের উৎপাদনের নিমিত্তে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় বিবিধ-১ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশের ৬ (ছয়)টি অঞ্চলের সদ্য সমাপ্ত ৬টি (ছয়)টি "বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার" বাস্তবায়নের অগ্রগতি আলোচনা।

এ ব্যাপারে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সভাকে জানান যে, বিএআরসি'র আর্থিক সহায়তায় ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর যৌথ উদ্যোগে জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৯তম মূলতবী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ১৮-৬-২০০১খ্রি. তারিখে রাজশাহী বিভাগে, ২১-৬-২০০১খ্রি. তারিখে সিলেট বিভাগে, ২৪-৬-২০০১খ্রি. তারিখে বরিশাল বিভাগে, ২৭-৬-২০০১ খ্রি. তারিখে খুলনা বিভাগে, ২৮-৬-২০০১ খ্রি. তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগে, এবং ৩০-৬-২০০১ খ্রি. তারিখে ঢাকা বিভাগে আঞ্চলিক বীজ প্রযুক্তি সেমিনার সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অতিশিঘ্রই সকল বিভাগের কার্যবিবরণী পাওয়া যাবে। আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ ৬ (ছয়) টি বিভাগে অনুষ্ঠিত বীজ প্রযুক্তি সেমিনার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন আগামী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ এসএসএ)

বিবিধ-২ ঃ ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রধান উদ্ভিদ প্রজননবিদ, তূলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা এর কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য পদ পরিবর্তন প্রসঙ্গে।

সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ তার পক্ষে কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থিত থাকা অনেক সময় সম্ভব হয়ে উঠে না। সভায় আরো আলোচনা হয় যে প্রধান উদ্ভিদ প্রজননবিদ, তুলা উন্নয়ন বোর্ড এর পদটি বর্তমানে রংপুর আছে বিধায় তাঁর পক্ষেও কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের পরিবর্তে বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে সদস্য হিসাবে মনোনয়নের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।
(ক) নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা এর সাথে আলোচনা করে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য পদ পরিবর্তন করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে এসসিএ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিবিধ-৩ ঃ বিএডিসি ধান-১ (সুবিদ) জাতটির অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সভার মাত্র একদিন পূর্বে উক্ত বিএডিসি ধান-১ (সুবিদ) এর বিষয়ে পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী চিঠি প্রাপ্ত হয়েছেন। সে কারণে পূর্ণাঙ্গ তথ্য পেশ করা সম্ভব হয়নি। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিএডিসি ধান-১ (সুবিদ) জাত হিসাবে ছাড়করণের লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ বিএডিসি ও এসসিএ)।

বিবিধ-৪ ঃ ব্র্যাকের জি বি-৪ হাইব্রিড ধান আমদানীর আবেদন প্রসঙ্গে।

ব্র্যাক এর আবেদন পত্রটিও মাত্র এক দিন পূর্বে অর্থাৎ ০১-৭-২০০১ইং তারিখে এস সি এ'র হস্তগত হয়। বিষয়টি সম্পর্কে পরিচালক, এস সি এ সভায় আলোচনার জন্য উত্থাপন করলে এই মর্মে নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সী ব্র্যাকের জিবি-৪ হাইব্রিড এর বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

স্বাক্ষর/-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম এ হামিদ মিয়া)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

০২/৭/২০০১ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০তম বিশেষ সভা উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা ঃ-

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১)	ড.লুৎফর রহমান	প্রফেসর, বাকৃবি
২)	এসবি ছিদ্দিকী	পরিচালক (কৃষি), বিজেআর, আই
৩)	রফিকুল হায়দার	উপপরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
৪)	আবদুল আউয়াল	বিএসআরআই
৫)	এ কে এম ফসিউল আলম	উপ পরিচালক ডিএই
৬)	এম এম হামিদ	বিনা
৭)	মহিউল হক, প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন	ব্রি, গাজীপুর
৮)	মোঃ রেজাউল করিম	প্রধান বীজ তত্ত্ববীদ, এম ও এ
৯)	এম এ খালেক মিয়া	প্রফেসর, বশেমুরকৃবি
১০)	মোহাম্মদ আবদুর সাত্তার	আর এফ ও, এসসিএ
১১)	ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক	বিএআরসি
১২)	ডঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম	পরিচালক, (গবেষণা) বিএআরআই
১৩)	এ এফ এম হাবিবুর রহমান	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
১৪)	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	প্রধান, জিআরএস, ব্রি, গাজীপুর
১৫)	আবদুর রহিম হাওলাদার	মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, এসসিএ

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৪২তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভা গত ১৪/৮/২০০১ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম এ হামিদ মিয়া, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য সুচী অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক, জনাব মনির উদ্দিন খানকে অনুরোধ করেন। সদস্য সচিব আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনার সূচনা করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১তম সভার কার্যবিবরণী।

সদস্য সচিব জানান যে, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ৭/৮/২০০১ খ্রি. তারিখের ১১০৭(১৮) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয় এবং এ ব্যাপারে সুপ্রীম সীড কোম্পানীর প্রতিনিধি তাঁর জাত ছাড়করণের সুপারিশ সম্পর্কে সিদ্ধান্তটি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি বলে উল্লেখ করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর কার্যবিবরণীটি নিম্নলিখিতভাবে সংশোধন করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৫ এর সিদ্ধান্ত ঃ

১) আফতাব বহুমুখী ফার্মের ZF-31 (কোড নং H-০৩৬) প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

২) আফতাব বহুমুখী ফার্মের ZF-37 (কোড নং H-০৩৯) প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

৩) সুপ্রীম সীড কোম্পানীর Hybrid Rice No. 99-5 (কোড নং H- ০৪৩) প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতটি যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি।

ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে কারিগরি কমিটির ৩৭তম ও ৩৮তম সভায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রস্তাবিত পদ্ধতিটির উপর মতামতের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য ও প্রতিষ্ঠানের নিকট পাঠানো হয়েছিল (এসসিএ পত্র নং ঃ ৯৫৫(১৬ তাং-১৬/৭/২০০০ইং, পত্র নং- ১১৯৪(১৬) তাং-৬/৯/২০০০ইং)। তিনটি স্থান/প্রতিষ্ঠান থেকে মন্তব্য এসেছে (প্রফেসর লুৎফর রহমান, বিএইউ, বিএডিসি ও বিনা)। কারিগরি কমিটির ৩৯তম সভায় ব্রিডার ও ভিত্তি বীজের মান উন্নয়নে প্রত্যয়ন পদ্ধতির উপর সর্বশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি মহোদয় সাহেব কে অবহিত করেন যে, উপস্থাপিত তিনটি প্রতিষ্ঠানের মতামতের ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে।

কিন্তু সভা চলাকালীন সময়ে ১৬টি বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে বলে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠাণ ব্রিডারগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি তিনটি প্রতিষ্ঠানের মতামত সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবেন বলে উল্লেখ করা হয়। কমিটিকে ২০/৪/২০০১ইং তারিখের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট মতামত সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট প্রেরণ করতে বলা হয়।

কমিটি নিম্নরূপ ঃ

১। ডাঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	আহ্বায়ক
২। ডঃ আব্দুল আউয়াল, পিসিবি (গ্রেড-১), বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঈশ্বরদী, পাবনা	সদস্য
৩। জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, সিএসও, ব্রি, গাজীপুর	সদস্য
৪। ডঃ এম এ হামিদ, পরিচালক (গবেষণা), বিনা, ময়মনসিংহ	সদস্য
৫। জনাব মোঃ গাজীউল হক, ব্যবস্থাপক (খামার), বিএডিসি, ঢাকা	সদস্য
৬। জনাব রুহুল আমীন সরওয়ার, সিএসও, জিআরএস, বারি, গাজীপুর	সদস্য
৭। জনাব ননী গোপাল রায়, সিএসটি, এসসিএ, গাজীপুর	সদস্য-সচিব।

উক্ত কমিটি ইং ১৫/৫/২০০১ তারিখে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করেন। অদ্যকার সভায় উক্ত সংশোধিত পদ্ধতিটি জনাব ননী গোপাল রায়, মূখ্য বীজ প্রযুক্তিবিদ, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উপস্থাপন করেন। প্রতিটি বিষয়ের উপর পৃথকভাবে আলোচনা করা হয় এবং কিছু সংশোধনপূর্বক চূড়ান্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ হাইব্রিড ধানের DUS Test পদ্ধতি প্রণয়ন।

২২/৩/২০০১ ইং তারিখে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভার আলোচ্য বিষয় ৬ এর সিদ্ধান্ত হয় যে, হাইব্রিড ধানের DUS Test পদ্ধতিটির প্রয়োজন আছে কি না এবং প্রয়োজন থাকলে পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য আলোচ্য বিষয়-২ এ গঠিত কমিটিকেই দায়িত্ব দেয়া হয়। অতঃপর কমিটি হাইব্রিড ধানের DUS Test এর প্রয়োজন আছে বলে মতামত দেন এবং তাদের কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হাইব্রিড ধানের DUS Test পদ্ধতিটি মোঃ জাকির হোসেন, ভ্যারাইটি টেষ্টিং অফিসার, বীপ্রএ অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করেন এবং বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কমিটির আহক্ষায়ক ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর এই মর্মে মতামত দেন যে, বিষয়টি নিয়ে সকল প্রতিষ্ঠানের মতামত সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক হবে। পরিশেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

১) হাইব্রিড ধানের DUS Test পদ্ধতিটির সহিত জাদক (Zadok) স্কেলের একটি Appendix সংযোজন করতে হবে।

২) উল্লেখিত কমিটি F1 হাইব্রিড ধান বীজের মাঠমান (Field Standard) ও বীজমান (Seed Standard) নির্ধারণপূর্বক পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ আলুর DUS Test পদ্ধতির অনুমোদন।

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র (টিসিআরসি), বিএআরআই, গাজীপুর এর কোন প্রতিনিধি অদ্যকার সভায় উপস্থিত না থাকায় ও সময় স্বল্পতার জন্য বিষয়টি পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয়- বিবিধ-১ ঃ GB-4 এবং CNSGC-6 (সোনার বাংলা-১) হাইব্রিড বীজ আমদানীকরণ।

এ প্রসঙ্গে সদস্য সচিব সভায় অবহিত করেন যে, ব্র্যাকের জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৫তম সভার আলোচ্য বিষয় ৮এর সিদ্ধান্ত "গ" মোতাবেক নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে এক বছরের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

শর্তসমূহ ঃ

১) জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের জাতটি ব্র্যাক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানী করতে পারবে না।

২) আগামী বোরো (২০০০-২০০১), ব্র্যাক জিবি-৪ হাইব্রিড ধান স্থানীয় ভাবে ৩০টন উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বিপণন করতে পারবে।

উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৭তম সভার আলোচ্য বিষয় ৩ এ ব্রাকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, তাঁরা ২৬টন বীজ স্থানীয় ভাবে উৎপাদন করেছেন। সভাপতি মহোদয় উক্ত বীজ উৎপাদন উদ্যোগকে স্বাগত জানান। কিন্তু উক্ত জাতটি (জি বি-৪) নিবন্ধিত হয়নি বিধায় আগামী বোরো মৌসুমে (২০০১-২০০২) পুনঃ ট্রায়াল করার মাধ্যমে নিবন্ধিত করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভাপতি মহোদয় আরো উল্লেখ করেন যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৩০ তারিখ ৬/৮/২০০১ ইং মোতাবেক ব্র্যাক CNSGC-6 হাইব্রিড ধান বীজ আমদানীর অনুমতিদানের জন্য আবেদন করেন। আবেদন পত্রটি অল্প সময় পূর্বে হস্তগত হওয়ায় সভার কার্যপত্রে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়নি, তবে অদ্যকার সভায় আলোচনা করা যেতে পারে বলে ঐক্যমত প্রকাশ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনায় দেখা যায় উক্ত জাতটির (CNSGC-6) Perfomance, দেশে বীজের ঘাটতি আছে কি না, আমদানীর প্রয়োজন আছে কিনা এবং মল্লিকা সীড কোং এর সাথে চাইনিজ কোং (মুল কোম্পানী) এর চুক্তি বলবৎ আছে কি না, ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভার আলোচ্য বিষয়-৭ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক এসিআই লিঃ, ম্যাকডোনাল্ড (বাংলাদেশ) প্রাঃ লিঃ, মল্লিকা সীড কোম্পানী এবং গেনজেস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এ চারটি কোম্পানীর বরাবরে সাময়িকভাবে ছাড়কৃত ৪টি (আলোক-৬২০১, লোকনাথ-৫০৩, সিএনএসজিসি-৬ ও অমরশ্রী-১) হাইব্রিড ধানের জাত আগামী ৩ (তিন) বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী ব্যতীত অন্য কোন কোম্পানী বীজ বিক্রয় বা বীজ উৎপাদনের নিমিত্তে আমদানী করতে পারবে না।

সভায় মল্লিকা সীড কোং এর কোন প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় উক্ত প্রশ্নাবলীর সঠিক উত্তর জানা যায়নি। আলোচনান্তে সকল সদস্য মল্লিকা সীড কোঃ এর প্রতিনিধির উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সবশেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক ব্র্যাকের জিবি-৪ হাইব্রিড জাতটি আগামী বোরো মৌসুমে পুনরায় ট্রায়াল করতে হবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ ও ব্র্যাক)।

৩) কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং কর্তৃক গঠিত হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরীবিক্ষণ, মূল্যায়ন ও বিদেশ থেকে বীজ আমদানীর পরিমাণ নির্ধারনের জন্য গঠিত কমিটি CNSGC-6 জাতটি আমদানীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

বিবিধ-২ ঃ বিএসিডি-ধান-১ (সুবিদ) জাত ছাড়করণের আবেদনপত্র বিবেচনা।

অদ্যকার সভায় বিএডিসি ধান-১ (সুবিদ) জাতটির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উক্ত জাতটির ছাড়করণের নিমিত্তে সংগ্রহ ও বাছাই কার্যক্রম উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিএডিসিকে ধন্যবাদ জানানো হয়। সদস্যগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বিএডিসির প্রস্তাবিত সুবিদ জাতটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটকে দিয়ে সঠিকভাবে ছাড়করণের ব্যবস্থা করবে। যদি উক্ত জাত কোন দিন ছাড়করণ করা হয় তখন বিএডিসি'র অবদান যেন স্বীকার করা হয় এই মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত বিএডিসি ধান-১ (সুবিদ) জাতটি বিএডিসি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটকে দিয়ে সঠিকভাবে ছাড়করণের ব্যবস্থা করবে (দায়িত্ব ঃ বিএডিসি ও ব্রি) এবং ছাড়করণ না হওয়া পর্যন্ত বিএডিসি এ জাতের বীজ উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম গ্রহণ করবে না।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম এ হামিদ মিয়া)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

১৪/৮/২০০১খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভার উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১)	মোঃ রেজাউল করিম	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, এমওএ
২)	মোসলেহ উদ্দিন আহম্মেদ	পরিচালক, সরেজমিন, ডিএই
৩)	ননী গোপাল রায়	মূখ্য বীজ প্রযুক্তিবিদ, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর
৪)	ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া	প্রফেসর, বশেমুরকৃবি
৫)	ডঃ এম এ বারী	পিএসও রোগতত্ত্ব, বিএআরআই
৬)	ডঃ এম এ হামিদ	পরিচালক, বিনা
৭)	এ কে এম ফসিউল আলম	উপপরিচালক, ডিএই
৮)	ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক	সদস্য পরিচালক (শস্য), ব্রাক
৯)	মোঃ আবু বক্কর	সেক্টর স্পেশালিষ্ট (কৃষি)
১০)	মোঃ শরীফ উদ্দিন	ব্র্যাক
১১)	আনোয়ারুল হক	এসএসবি
১২)	সুধীর চন্দ্রনাথ	ব্র্যাক
১৩)	মোঃ আজিজুল হক	ব্র্যাক
১৪)	মোহাম্মদ আব্দুল সাত্তার	এসসিএ, ঢাকা
১৫)	মোহাম্মদ মাসুম	সুপ্রিম সীড কোং
১৬)	মোঃ গাজীউল হক	ম্যানেজার, বিএডিসি
১৭)	ডঃ এ ডব্লিউ জুলফিকার	ব্রি, গাজীপুর
১৮)	জি এম সানাউল্লাহ	পরিচালক, ব্রি, গাজীপুর
১৯)	ডঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম	পরিচালক, বিএআরআই
২০)	এস,বি ছিদ্দিকী, পরিচালক (কৃষি)	বিজেআরআই

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৪৩তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভা গত ২৪/০১/২০০২খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কারিগরি কমিটির চেয়ারম্যান এবং নির্বাহী চেয়ারম্যান বিএআরসি, ডঃ এম, নূরুল আলম এর মন্ত্রণালয়ে জরুরী সভা থাকায় তিনি প্রফেসর ডঃ আব্দুল হালিম খান, ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪৩তম সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ করেন। এ প্রেক্ষিতে প্রফেসর ডঃ আব্দুল হালিম খান এর সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়। সভা চলার কিছুক্ষণ পরে সভাপতি মহোদয় ডঃ হালিম খান বিশেষ জরুরী কাজে অন্যত্র চলে যাওয়ায় তিনি ডঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) কে সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভাপতির দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য সূচী অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক, জনাব মতিলাল বণিককে অনুরোধ করেন। সদস্য সচিব আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

সদস্য সচিব জানান যে, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২৩/৮/২০০১ ইং তারিখের ১১৫৭ (১৮) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয় এবং এ ব্যাপারে কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি এবং অদ্যকার সভায় ও কোন সদস্য মন্তব্য করেননি।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি অদ্যকার সভায় পাঠ করা হয়। সকল সদস্য উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি অবহিত হন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ হাইব্রিড ধানের DUS Test পদ্ধতি অনুমোদন এবং মাঠমান (Field Standard) ও বীজমান (Seed Standard) নির্ধারণ।

গত ২২/৩/২০০১ইং তারিখে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভার আলোচ্য বিষয় ৬ এ বর্ণিত বিষয়ে হাইব্রিড ধানের DUS Test পদ্ধতিটির প্রয়োজন আছে কি না এবং প্রয়োজন থাকলে পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ব্রিডারগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি নিম্নরূপ ঃ

১। ডঃ মোঃ আব্দুল খালেক মিঁয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,	আহ্বায়ক
২। ডঃ আব্দুল আউয়াল, পিসিবি (গ্রেড-১), বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঈশ্বরদী, পাবনা	সদস্য
৩। জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, সিএসও, ব্রি, গাজীপুর	সদস্য
৪। ডঃ এম এ হামিদ, পরিচালক (গবেষণা), বিনা, ময়মনসিংহ	সদস্য
৫। জনাব মোঃ গাজীউল হক, ব্যবস্থাপক (খামার), বিএডিসি, ঢাকা	সদস্য
৬। জনাব রুহুল আমীন সরওয়ার, সিএসও, জিআরএস, বারি, গাজীপুর	সদস্য
৭। জনাব ননী গোপাল রায়, সিএসটি, এসসিএ, গাজীপুর।	সদস্য-সচিব।

উক্ত কমিটি ১৫/৫/২০০১ ইং তারিখে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করবেন। কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভায় আলোচ্য বিষয়-৩ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক F1 হাইব্রিড ধান বীজের মাঠমান (Field Standard) ও বীজমান (Seed Standard) নির্ধারণপূর্বক পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করেন। দাখিলকৃত হাইব্রিড ধানের DUS Test পদ্ধতিটি মোঃ জাকির হোসেন, ভ্যারাইটি টেষ্টিং অীফসার, বীজ প্রতয়ন এজেন্সী, গাজীপুর কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভায় উপস্থাপন করেছিলেন এবং F1 হাইব্রিড ধান বীজের মাঠমান (Field Standard) ও বীজমান (Seed Standard) ছকপত্র মোতাবেক ৪৩তম সভায় উপস্থাপন করেন।

উক্ত বিষয়সমূহের ওপর আলোচনার সূচনা করে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী গঠিত কমিটির নিকট জানতে চান যে, হাইব্রিড ধানের মাঠমান ও বীজমান কোন দেশের Standard কে পর্যালোচনা করে নির্ধারণ করা হয়েছে। মাঠমান ও বীজমান নির্ধারক বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ডঃ মোঃ আব্দুল খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জানান যে, চীন ও বাংলাদেশের এ সংক্রান্ত স্বীকৃত তথ্যাবলী পর্যলোচনা করে F1 হাইব্রিড ধান বীজের মাঠমান (Field Standard) ও বীজমান (Seed Standard) নির্ধারণ করা হয়েছে। যে সব তথ্যাদি (Literature) মাঠমান ও বীজমান তৈরীর জন্য পর্যলোচনা করা হয়েছে তা reference আকারে উল্লেখ থাকলে ভাল হয় বলে সভায় উপস্থিত সদস্যরা মত প্রকাশ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) হাইব্রিড ধানের প্রস্তাবিত DUS Test পদ্ধতিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

(২) F1 হাইব্রিড ধান বীজের মাঠমান (Field Standard) ও বীজমান (Seed Standard) জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ আলুর DUS Test পদ্ধতির অনুমোদন।

নিয়ন্ত্রিত ফসলের ক্ষেত্রে ডিইউএস টেষ্ট করা জাত ছাড়করণের একটি বিশেষ অংশ হিসাবে স্বীকৃত। সে লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ধান, গম ও পাট এই তিনটি ফসলের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং এসসিএ গাজীপুরের নিজস্ব কন্ট্রোল ফার্মে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। আলু এটি নিয়ন্ত্রিত ফসলের অন্তর্ভূক্ত বিধায় এ ফসলের ডিইউএস টেষ্ট কার্যক্রমও শুরু করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে গত ২০/০১/২০০১ইং তারিখে এসসিএ গাজীপুর এর সভা কক্ষে আলুর ডিইউএস টেষ্ট Procedures and Descriptors Development এর উপর এসসিএ, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, ডিএই, বিএডিসি, বীজ উইং ও বিএইউ এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে দিনব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় আলুর ডিইউএস টেষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে একটি খসড়া পদ্ধতি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় আলুর ডিইউএস টেষ্ট বিষয়ে বিস্তরিত আলোচনান্তে একটি খশড়া পদ্ধতি প্রনয়ণ করা হয় এবং ইহাকে অধিকতর সঠিক ও নির্ভূল করার জন্য সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি নিম্নরূপ ঃ

১। ডঃ মোঃ আবদুস ছিদ্দিক, প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	আহবায়ক
২। ডঃ মোঃ ইকবাল আখতার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর	সদস্য
৩। জনাব মোঃ সাদেক আলী, পিএসও, বারি, গাজীপুর	সদস্য
৪। এ কে এম ফসিউল আলম, উপ-পরিচালক, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা	সদস্য
৫। জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন, ব্যবস্থাপক (বীপ্রকে), বিএডিসি, ঢাকা	সদস্য
৬। জনাব মোঃ জাকির হোসেন, ভিটিও, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	সদস্য
৭। জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, এসসিএ, গাজীপুর	সদস্য-সচিব।

উক্ত কমিটি গত ০১/০২/২০০১ ইং তারিখে বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে পদ্ধতিটি চূড়ান্ত করে। সভায় কমিটির সদস্য সচিব ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, জনাব আব্দুর রহিম হাওলাদার পদ্ধতিটির সাধারণ বর্ণনা (General discription) উপস্থাপন এবং কমিটির সদস্য ডঃ মোঃ ইকবাল আখতার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর পদ্ধতিটির Mininum list of characters সমূহ বর্ণনা করেন। আলোচনাকালে পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই বলেন যে, পদ্ধতিটির General discription এর Test layout year-1 এর At normal seed rate এর স্থলে At recommended seed rate হলে ভাল হবে। জনাব মোঃ খায়রুল বাসার, পিএসও, ব্রি, উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন Growth stage সমূহের বর্ণনা\Appendix- এ সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তাৎক্ষনিকভাবে পদ্ধতিটির সংশোধনী আনা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আলুর প্রস্তবিত ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিটি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ প্রস্তাবিত তোষাপাটের (ও-৭২) ট্রায়ালকৃত কৌলিক সারিটির মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং ডিইউএস টেষ্ট এর ফলাফল মূল্যায়ন পূর্বক জাত হিসাবে অনুমোদন।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তোষাপাট ও-৭২ কৌলিক সারিটি ২০০১-২০০২ বৎসরে ৫টি অঞ্চলে (ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, যশোর ও রংপুর) মাঠ মূল্যায়নের জন্য যথাক্রমে ২,১,২,২,২টি=৯টি প্লট (কৃষকের মাঠে) স্থাপন করা হয়। মাঠ মূল্যায়নের জন্য ৫টি অঞ্চলের ৯টি প্লটের মূল্যায়ন ফলাফল ছকে (সংযোজিত) উপস্থাপন করা হলো। সব জায়গাতেই চেক জাত হিসাবে ও-৯৮৯৭ জাতটি ব্যবহার করা হয়েছে। মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রায় সকল স্থানেই চেক জাতের (ও-৯৮৯৭) তুলনায় প্রস্তাবিত (ও-৭২) সারিটির উচ্চতা ও গোড়ার ব্যাস বেশী (গড় উচ্চতা চেক জাতঃ ৩.১৬ মিঃ প্রস্তাবিত জাতের: ৩.৩৭ মিঃ এবং গড় গোড়ার ব্যাসঃ চেক জাত ঃ ১৫.৭৯ মিঃমিঃ এবং প্রস্তাবিত জাতের: ১৭.৮৭ মিঃমিঃ)। প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটির পাতার বৈশিষ্ট্য ৫টি অঞ্চলেই ওভেট (Ovate) পাতা সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন। রোগ ও পোকার আক্রমণ ক্ষতির পর্যায়ে পড়েনা। ৫টি অঞ্চলেই ছাড়করণের পক্ষে (হ্যাঁ) মতামত দিয়েছে।

DUS Test of proposed variety (0-72): the *olitorius* candidate variety 0-72 is characterised by ovate leaf shape. This character of 0-72 is sufficiently distinct from the released *olitorius*_varieties which have (0-9897) ovate lanceolate and lanceolate leaf shape. First flowering of the proposed and check varieties were noted 158 and 164 days respectively. Therefore the distinctness was confirmed. Uniformity study revealed that 4 out of 1000 plants i.e. 0.4% were offtypes. These offtypes had lanceolate leaf shape. So, the candidate variety (0-72) was uniform. Stability : In test plots 1^{st}, 2^{nd} and 3^{rd} year in repeated propagation there was no variation and segregation noted, so stability confirmed.
Conclusion : the proposed variety (0-72) is distinct with check variety (0-9897) by ovate shaped leaves.

আলোচনার সূচনা করে ডঃ শামসুদ্দিন, পিএসও, বিজেআরআই জাতটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ও-৯৮৯৭ এবং ও-৭২ তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেন। প্রস্তাবিত জাতের সারের মাত্রা চেক জাতের চেয়ে তুলনামূলক কম লাগে। প্রস্তাবিত জাতের বয়স ১২০ দিন হলেই কাটার উপযুক্ত হয়। ডিইউএস টেষ্ট এর প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত জাতের প্রথম ফুল আসার তারিখ বপন থেকে ১৫৮ দিন এবং চেক জাতের বপন থেকে ১৬৪ দিন এবং সারিটির সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট হিসেবে ওভেট পাতার উল্লেখ রয়েছে। চেক জাতের চেয়ে সার্বিক বিবেচনায় উন্নত বিধায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) বীজ প্রত্যয়ন ফি পুনঃ নির্ধারণ প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ

বীজ প্রত্যয়ন ফি পুনঃ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় সকল সদস্য একমত পোষণ করেন যে, বীজ প্রত্যয়ন ফি পুনঃ নির্ধারন করা আবশ্যক এবং এ বিষয়ে নিম্নলিখিত সদস্যবর্গের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উক্ত কমিটিকে বীজ প্রত্যয়ন ফি পুনঃ নির্ধারণপূর্বক একটি সুপারিশসহ সদস্য-সচিব কারিগরি কমিটির নিকট পত্র জারীর ৪৫ দিনের মধ্যে প্রেরণ করতে বলা হয়।

কমিটি নিম্নরুপ ঃ

১। ডঃ জি এম পানাউল্লা, পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই, ঢাকা	আহবায়ক
২। জনাব এ কে এম ফসিউল আলম, উপ-পরিচালক, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা	সদস্য
৩। জনাব মোঃ গাজীউল হক, ব্যবস্থাপক (খামার), বিএডিসি, ঢাকা	সদস্য
৪। জনাব মোঃ খায়রুল বাসার, পিএসও, বিআরআরআই, গাজীপুর	সদস্য
৫। জনাব মোঃ রেজাউল করিম, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
৬। সভাপতি, সীডম্যান সোসাইটি অব বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা	সদস্য
৭। জনাব ননী গোপাল রায়, সিএসটি, এসসিএ, গাজীপুর	সদস্য-সচিব

বিবিধ ঃ ক) বীজ প্রত্যয়ন ফি পুনঃ নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত ঃ গঠিত কমিটি পত্র প্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে বীজ প্রত্যয়ন ফি পুনঃ নির্ধারণপূর্বক একটি পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা প্রণয়ন করে কারিগরি কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট প্রেরণ করবে।

বিবিধ ঃ খ) To specify obnoxious weeds of notified crops in Bangladesh প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে সকল সদস্য মতামত দেন যে, দেশে নোটিফাইড ফসলে আপত্তিকর আগাছার শতকরা হার উল্লেখ থাকলেও ফসলভিত্তিক আগাছার তালিকা উল্লেখ নেই বিধায় অনেক ক্ষেত্রে বীজ উৎপাদন, বীজ প্রত্যয়ন, গবেষক ও মাঠ কর্মিগণ বিশেষ বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এহেন অবস্থা নিরসনে দেশে নোটিফাইড ফসলের obnoxious weeds এর একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত কমিটি গঠণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কমিটি নিম্নরূপ ঃ

১। ডঃ গাজী জসিমউদ্দিন, বিভাগীয় প্রধান, কৃষিতত্ব বিভাগ, ব্রী, গাজীপুর	আহবায়ক
২। জনাব মোঃ জালালউদ্দিন, ব্যবস্থাপণ (বীপ্রক), বিএডিসি, ঢাকা	সদস্য
৩। প্রতিনিধি, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বারি, গাজীপুর	সদস্য
৪। প্রতিনিধি, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বিনা, ময়মনসিংহ	সদস্য
৫। জনাব মোঃ রফিক হায়দার, উপ-পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা	সদস্য
৬। জনাব মোঃ নাসিমূল বারি, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭। জনাব ননী গোপাল রায়, সিএসটি, এসসিএ, গাজীপর	সদস্য-সচিব

সিদ্ধান্ত ঃ নোটিফাইড ফসলের আপত্তিকর আগাছার (Obnoxious weed) তালিকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করে গঠিত কমিটি একটি পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক সুপারিশসহ পত্র জারীর ৪৫ দিনের মধ্যে কারিগরি কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর এর নিকট প্রেরণ করবে।

বিবিধ ঃ গ) কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের দুইটি সদস্য পদ স্থলাভূক্তকরণ প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

উক্ত বিষয়ে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মহোদয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকেন বিধায় তার পক্ষে কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থিত থাকা অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাঁর পরিবর্তে বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে সদস্য হিসেবে রাখা যেতে পারে। সভায় আরো আলোচনা হয় যে, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রজনন) তূলা উন্নয়ন বোর্ড এর পদটি বর্তমানে রংপুরে আছে বিধায় তার পক্ষে কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থিত থাক সম্ভব হচ্ছেনা। এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের পরিবর্তে বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে সদস্য হিসাবে মনোনয়নের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

খ) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রজনন), তূলা উন্নয়বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা এর পরিবর্তে উপ-পরিচালক, সদর দপ্তর, তূলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকাকে সদস্য হিসেবে মনোনয়নের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মতিলাল বণিক)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৪৭তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৭তম সভা গত ১৭/৩/২০০৪খ্রি. তারিখ বিকাল ২.৩০ ঘটিকায় ডঃ এম নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য জনাব মোঃ আবুল হোসেন, সদস্য-সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, মাণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে উপস্থাপন করতে বলেন। কার্যপত্র উপস্থাপনের প্রারম্ভে সভাপতি মহোদয় অদ্যকার সভায় বিবিধ আলোচ্য বিষয় অর্ন্তভূক্তিকরণের নিমিত্তে সদস্যবর্গের নিকট থেকে আহব্বান করেন এবং এ প্রসংগে বিএডিসির প্রতিনিধির নিকট হতে আন্ডার সাইজ ও ওভার সাইজ নির্ধারণ বিষয়ে পর্যালোচনার নিমিত্তে বিবিধ আলোচ্য বিষয়তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতঃপর জনাব হাওলাদার কারিগরি কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পক্ষে কার্যপত্রের আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৬তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
কারিগরি কমিটি, জাতয়ী বীজ বোর্ডের ৪৬তম সভা গত ১৪/৯/২০০৩ইং তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ৪/১০/২০০৩ইং তারিখের ১৩০৩ (১৬) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে উক্ত সভার কার্যবিবরনীটি কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীটির উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার আলোচ্য সভায় পুনরায় মতামতের ভিত্তিতে বিগত সভার কার্যবিবরণীটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৪৬তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৪৬তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা।
কারিগরি কমিটির ৪৬তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন, প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং, সভায় জানান যে, কারিগরি কমিটির ৪৬তম সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম সভায় বাংলাদেশ ঈক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের দুটি প্রস্তাবিত জাত (ক) বিএসআরআই আখ ৩৫ ও (খ) বিএসআরআই আখ ৩৬ নতুন জাত হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয় এবং ইতোমধ্যে ইহা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ গত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি অবহিত হন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত গমের ক) বিএডব্লিউ ৯৬৬ ও (খ) বিএডব্লিউ ১০০৬ কৌলিক সারি দুটি যথাক্রমে বারি গম ২২ (সুফী) ও বারি গম ২৩ (বিজয়) হিসাবে ছাড়করণ প্রসংগে।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত বারি গম ২২ (সুফী) জাতটি বিগত ১৯৯৮ সালে দুটি কৌলিক সারি COQ/F61.70//CNDR/3/OLN/4/PHOS ও MRNG/ALDAN//CNO এর মধ্যে গম গবেষণা কেন্দ্রে সংকরায়ণ ঘটানো হয়। পরের বছর প্রাপ্ত এফ-১ এর সাথে কাঞ্চন জাতের টপ ক্রস করা হয়। অতঃপর এফ-২ বীজ হতে বিভিন্ন প্রজন্মে বাছাই করার পর বিএডব্লিউ ৯৬৬ নামে কৌলিক সারিটি নির্বাচন করা হয়। প্রস্তাবিত বারি গম ২৩ (বিজয়) এর কৌলিক সারিটি নেপালে সংস্কারায়ণকৃত আঞ্চলিক নার্সারীর মাধ্যমে ১৯৯৭ সালে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়। এ কৌলিক সারিটি বিভিন্ন নার্সারীতে ফলন পরীক্ষায় উচ্চফলনশীল প্রমাণিত হওয়া বি এ ডব্লিউ ১০০৬ নামে নির্বাচন করা হয়।

(ক) গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, পরীক্ষাকালীন সময়ে প্রস্তাবিত বারি গম ২২ (সুফী) জাতটি চার-পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট, গাছের উচ্চতা ৯০-১০২ সেন্টিমিটার। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ। শীষ বের হতে ৫৮-৬২ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০০-১১০ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৫০-৫৫টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকার ছোট। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৬০০-৪৮০০ কেজি এবং দেরীতে বপনে জাতটি কাঞ্চনের চেয়ে শতকরা ১০-২০ ভাগ ফলন বেশী হয়।
উপরের কান্ডের গিটে মাঝারী সংখ্যক লোম থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। নিশান পাতার খোলে ও কান্ডে মাঝারী থেকে বেশী মোমের মত আবরণ থাকে যা শীষে কম থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় খাঁজ কাটা, ঠোঁট মাঝারী (প্রায় ৫-৬ মিলিমিটার) এবং ঠোঁটে সামান্য কিছু কাটা থাকে। দানা সাদা ও আকারে মাঝারী থেকে ছোট (হাজার দানার ওজন ৩৬-৪২ গ্রাম)। এ জাতটি বপনের উপযুক্ত সময়

নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ণ মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত গম বপনের উপযুক্ত সময়)। তবে জাতটি তাপসহনশীল তাই ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় ভাল ফলন দেয়। আটায় শক্তিশালী গ্লুটেন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান থাকায় জাতটি পাউরুটি তৈরীর জন্য খুবই উপযোগী। বাংলাদেশে ছাড়কৃত কোন জাতের মধ্যে পাউরুটি তৈরীর গুণাগুণ দেখা যায় না।

উক্ত জাতটি ২০০২-২০০৩ মৌসুমে দেশে ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রংপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লা) ১০টি স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ১০টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ৪টি স্থানে ছাড়করণের সুপারিশ করে নাই এবং দুটি স্থানে পুনঃ ট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ২০০১ এবং ২০০২ মৌসুমে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস (DUS) টেষ্ট সম্পন্ন করে জাতের বর্ণনা (Varietal descriptors) তৈরী করা হয়েছে এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য (Distinct characters) চিহ্নিত করা হয়েছে।

(খ) গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, পরীক্ষাকালীন সময়ে প্রস্তাবিত বারি গম ২৩ (বিজয়) জাতটি চার পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট, গাছের উচ্চতা ৯৫-১০৫ সেন্টিমিটার। পাতা চওড়া ও হালকা সবুজ। শীষ বের হতে ৬৫ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৩-১১২ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৩৫-৪০টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে ছোট। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৪৩০০-৫০০০ কেজি এবং দেরিতে বপনে জাতটি ভাল ফলন দিতে সক্ষম। গাছের রং গাঢ় সবুজ। উপরের কান্ডের গিটে অল্প সংখ্যক চুল থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। শীষে বেশী মোমের মত আবরণ থাকে যা কান্ডে ও নিশান পাতার খোলে কম থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় চওড়া, ঠোট খুবই ছোট (প্রায় ১ মিলিমিটার) এবং ঠোঁটে অনেক কাটা থাকে। দানা সাদা ও আকারে বড়। এ জাতটি বপনের উপযুক্ত সময় নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ণ মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত গম বপনের উপযুক্ত সময়)। তবে জাতটি তাপসহনশীল তাই ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় ভল ফলন দেয়। আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্যও জাতটি উপযোগী।

উক্ত জাতটি ২০০২-২০০৩ মৌসুমে দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রংপর, রাজশাহী ও কুমিল্লা) ১০টি স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ১০টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ৪টি স্থানে ছাড়করণের সুপারিশ করে নাই এবং দুইটি স্থানে পুনঃ ট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ২০০১ এবং ২০০২ মৌসুমে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস (DUS) টেষ্ট সম্পন্ন করে জাতের বর্ণনা (Varietal descriptors) তৈরী করা হয়েছে এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট (Distinct characters) চিহ্নিত করা হয়েছে।

ডঃ আবদুর রশিদ গোমস্তা, পরিচালক (গবেষণা), বিআরআরআই জানতে চান যে, প্রস্তাবিত দুটি জাতেরই তাপ সহনশীলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ ব্যাপারে গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক পরীক্ষা-নীরিক্ষার কোন ফলাফল আছে কি না। এ মর্মে ডঃ এ বি সাখাওয়াত হোসেন Affiliate Scientist, CIMMYT, এতদসংক্রান্তে যশোর এবং রাজশাহী অঞ্চলের ফলাফল উপস্থাপন করেন। ডঃ আবদুল হামিদ, মহা পরিচালক, বিনা বলেন যে, জাত দুটির Glaucosity বেশী আছে কিন্তু তাপ সহনশীল ক্ষমতা কতটুকু তার সুনির্দিষ্ট পরীক্ষিত ফলাফল থাকা প্রয়োজন। জনাব মোঃ রেজাউল করিম, উধর্ক্ষতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বি এ আর আই উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাত দুটি যে সমস্ত এলাকায় দেরীতে আমন কাটা হয় সে সমস্ত এলাকায় চাষ করে ভাল ফলন পাওয়া যাবে। ড. মোঃ আবদুল রাজ্জাক সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বলেন যে, প্রচলিত গম উৎপাদন এলাকা রাজশাহী এবং পাবনা থেকে মূল্যায়ন দল জাত দুটিকে ছাড়করণের সুপারিশ করে নাই এবং এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন কারণও উল্লেখ করে নাই। আবার Bipolaris sorokiniana এর আক্রমণ বা প্রার্দুভাব থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে অনুমোদন এর সুপারিশ করা হয়েছে যদিও তিনি উল্লেখ করেন যে, Bipolaris sorokiniana সহিষ্ণু জাত এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি এ প্রসংগে তিনি আরো বলেন, মাঠ মূল্যায়ন দলের তথ্য সংগ্রহের ভিত্তি আরো মজবুত হওয়া আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে মাঠ মূল্যায়ন দলকে সঠিক নির্দেশনা প্রদানসহ সহজতরভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে বর্তমান মূল্যায়ন ফরম সংশোধন করা যেতে পারে। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় বলেন, বর্তমান মাঠ মূল্যায়ন দলকে আরো বস্তুনিষ্ঠভাবে মতামত ব্যক্ত করা উচিত। এ ব্যাপারে এসসিএ কে আরো তৎপর হতে হবে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ গমের প্রস্তাবিত জাত দুটির মাঠ মূল্যায়ন দলের সুস্পষ্ট মতামতসহ অর্থাৎ ছাড়করণের সুপারিশের কারণসমূহ বা সুপারিশ না করার কারণসমূহ উল্লেখসহ সুস্পষ্ট মতামত কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। একই সাথে এ বছরের গবেষণার ফলাফলও সন্নিবেশিত করতে হবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ ও গম গবেষণা কেন্দ্র)।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বোনা আউশ ধানের প্রস্তাবিত (ক) বি আর ৬০৫৮-৬-৩-৩ ও (খ) বি আর ৫৫৪৩-৫-১-২-৪ কৌলিক সারি দুটি যথাক্রমে ব্রি ধান ৪২ ও ব্রি ধান ৪৩ হিসাবে ছাড়করণ প্রসংগে।

প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৪২ এর কৌলিক সারিটি বিআর ১৪ এবং আইআর ২৫৫৮৮-৭-৩-১ এর মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত এবং প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৪৩ এর কৌলিক সারিটি বিআর ১৪ এবং বিআর ২১ এর মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত।

(ক) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৪২ জাতটিতে আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট বিদ্যমান। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেন্টিমিটার। জীবনকাল ৯৫-১০০ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৪.৩২ গ্রাম। পাকা ধানের রং সাদা (Straw coloured)। চাল মাঝারী মোটা ও রং সাদা। এ জাতের গাছে কোন কোন শীষের উপরিভাগে ২-৪টি ধানের সুংগ আছে। প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৪২ এর জীবনকাল বোনা আউশ মৌসুমের উফশী জাত বিআর ২৪ এর চেয়ে প্রায় এক সপ্তাহ আগাম এবং গড়ে প্রায় এক টন ফলন বেশী হয়। বিআর ২৪ জাতটি কেবল বৃষ্টি বহুল এলাকার জন্য উপযোগী। পক্ষান্তরে প্রস্তাবিত জাতটি বোনা আউশ মৌসুমের খরা প্রবণ ও বৃষ্টি বহুল উভয় এলাকার জন্য উপযোগী।

উক্ত জতিটি ২০০৩ সনে বোনা আউশ মৌসুমে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, যশোর, বরিশাল, রাজশাহী ও কুমিল্লা) ৭টি স্থানে ট্রায়ালের স্থাপন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৭টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। মূল্যায়ন দল ১টি স্থানে পুনঃ মূল্যায়নের নিমিত্তে সুপারিশ করেছেন ও একটি স্থানে প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাতের চেয়ে আগাম ও বেশী ফলনশীল বলে মন্তব্য করেছেন তবে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়নি। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ২০০১ এবং ২০০২ মৌসুমে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস (DUS) টেষ্ট সম্পন্ন করে জাতের বর্ণনা (Varietal descriptors) তৈরী করা হয়েছে এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য (Distinct characters) চিহ্নিত করা হয়েছে।

খ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৪৩ জাতটি আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট বিদ্যমান। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৮-১০০ সেন্টিমিটার। জীবনকাল ৯৮-১০৫ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২.১৬ গ্রাম। পাকা ধানের রং সাদা (Straw coloured)। চাল মাঝারী মোটা ও রং সাদা। এ জাতের গাছে শীষের উপরিভাগে ২-৪টি ধানে সুংগ আছে। এ জাতটির জীবন কাল বোনা আউশ মৌসুমের উফশী জাত বিআর ২৪ এর চেয়ে প্রায় ৪-৫ দিন আগাম এবং গড়ে প্রায় এক টন ফলন বেশী হয়। বিআর ২৪ জাতটি কেবল বৃষ্টি বহুল এলাকার জন্য উপযোগী। পক্ষান্তরে প্রস্তাবিত জাতটি বোনা আউশ মৌসুমের খরা প্রবণ ও বৃষ্টি বহুল উভয় এলাকার জন্য উপযোগী।

উক্ত জাতটি ২০০৩ বোনা আউশ মৌসুমে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, যশোর, বরিশাল, রাজশাহী ও কুমিল্লা) ৭টি স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৭টি স্থানের মধ্যে ৫টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। মূল্যায়ন দল একটি স্থানে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করে নাই এবং অন্য ১টি স্থানে কোন মন্তব্য করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ২০০১ এবং ২০০২ মৌসুমে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস (DUS) টেষ্ট সম্পন্ন করে জাতের বর্ণনা (Varietal descriptors) তৈরী করা হয়েছে এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য (Distinct characters) চিহ্নিত করা হয়েছে।

জনাব এ কে এম এনামুল হক মিয়া, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) সরেজমিন, ডিএই বলেন যে, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের অনেক স্থানে বোনা আউশ ধানের চাষাবাদ করা হয় কিন্তু ঐ সকল অঞ্চলে প্রস্তাবিত জাত দুটির কোন ট্রায়াল করা হয়নি। তাছাড়া ট্রায়ালের স্থানসমূহ কিভাবে নির্বাচন করা হয় তা তিনি ব্রি এর প্রতিনিধির নিকট জানতে চান। এই প্রেক্ষিতে ডঃ আবদুস ছালাম, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি জানান যে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষি সম্প্রাসারণ বিভাগের উপ-পরিচালক ও থানা কৃষি কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততায় ট্রায়ালের স্থানসমূহ নির্বাচন ও ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। তিনি আরো জানান যে, নোয়াখালী অঞ্চলে বোনা আউশের চাষ হয় তবে ঐ অঞ্চলে লবণাক্ততার সমস্যা রয়েছে। প্রস্তাবিত জাত দুটিতে লবনাক্ত সহিষ্ণুতা নেই বিধায় ঐ অঞ্চলে ট্রায়াল করা হয়নি। তিনি আরোও জানান যে, প্রস্তাবিত জাত দুটি দেশের খরা প্রবণ এলাকায় ভাল ফলন দিতে সক্ষম।

ডঃ আবদুর রশিদ গোমস্তা, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে, বোনা আউশের উদ্ভাবিত উফশী জাতসমূহ এ যাবৎ জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। তাই এ জাত দুটি ছাড়করণ করা হলে স্থানীয় বোনা আউশ জাতের পরিবর্তে উফশী বোনা আউশ চাষাবাদের প্রসার ঘটবে।

ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বলেন যে, যেহেতু প্রস্তাবিত বোনা আউশের জাত দুটির জীবন কাল ৯৮-১০০ দিনের মধ্যে এবং খরা সহনশীল ক্ষমতাসম্পন্ন, সেহেতু বোনা আউশ এলাকার জন্য জাত দুটিকে উপযুক্ত জাত হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় বলে যে, বিআর ২১ ও বিআর ২৪ এর পর বোনা আউশের তেমন কোন ভাল জাত বের হয়নি। তিনি আরো বলেন, দেশের সব অঞ্চলেই কম বেশী বোনা আউশের চাষাবাদ হয়ে থাকে এবং সাধারণতঃ গরীব চাষীরাই কম খরচে বোনা আউশের চাষাবাদ করে থাকে। এ জাত দুটি ছাড়করণ করা হলে বোনা আউশ অঞ্চলের গরীব চাষীরা উপকৃত হবে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৬০৫৮-৬-৩-৩ এবং বিআর ৫৫৪৩-৫-১-২-৪ কৌলিক সারি দুটি উফশী আগাম জাত এবং খরা প্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী বিবেচনাপূর্বক প্রস্তাবিত জাত দুটিকে বোনা আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য যথাক্রমে ব্রি ধান ৪২ ও ব্রি ধান ৪৩ হিসাবে ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।
খ) জাত দুটি বোনা আউশ মৌসুমে খরাপ্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী এবং বোনা আউশের উফশী জাতের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম জীবনকাল সম্পন্ন, ইহার সুনির্দিষ্ট তথ্য জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণের উদ্দেশ্যে জাত ছাড়করণের আবেদন ফরমে সংযোজন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ ব্রি, গাজীপুর।)

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক গমের প্রজনন বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতার মান ৮৫% ভাগ থেকে কমিয়ে ৮০% করা প্রসংগে।

পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র গত ২৯/০৬/০৩ উং তারিখের ১১৫৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট এই মর্মে আবেদন করেন যে, গমের প্রজনন বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতার মান সর্বনিম্ন ৮৫% নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু ধানের প্রজনন বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতার মান সর্বনিম্ন ৮০%। ধানের বীজের খোসা (আবরণ) থাকায় বাহিরের আর্দ্রতা শোষণ থেকে বীজকে রক্ষা করতে পারে, কিন্তু গমের বীজে কোন আবরণ না থাকার ফলে সহজে আর্দ্রতা গ্রহণ করতে পারে ফলে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। গম কাটার মৌসুমে সাধারণতঃ কিছু বৃষ্টি পাত হয়ে থাকে এবং বেশী বৃষ্টিপাত হলে গম মাড়াই, বীজ শুকানো এবং সুষ্টভাবে বীজ সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্তমান সুবিধাদির মাধ্যমে গম মাড়াই করে রোদে শুকিয়ে কুলরুমে বীজ সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে কিন্তু ঘন ঘন লোড সেডিং এর ফলে বীজাগারে সঠিক তাপমাত্রা রাখা সম্ভব হয় না। ফলে প্রতি বৎসরই প্রজনন বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা সর্বনিম্ন ৮৫% এ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে নুতন জাতের প্রজনন বীজের অংকুরোদগম মান সম্মত না হওয়ার ফলে বিএডিসি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বীজ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। তাই ধানের মত গমের প্রজনন বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতার মান সর্বনিম্ন ৮০% এ নির্ধারণ করার জন্য প্রস্তাব করেছেন।

বিষয়টি গত ১২/৭/০৩ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির বিশেষ সভায় উপস্থাপন করা হলে ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) উল্লেখ করেন যে, প্রজনন বীজ হলো বীজের মডেল। এই মডেল বীজকে অনুসরণ করেই অন্যান্য বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা হয়। তাই এ বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা উচ্চ পর্যায়ে রাখার আবশ্যকতা রয়েছে। তবে বাস্তব প্রেক্ষাপটে বিষয়টি বিবেচনার জন্য আরো পর্যালোচনার প্রয়োজন। ডঃ এ বি সাখাওয়াত হোসেন, Affiliate Scientist, CIMMYT, গম পরিপক্কতার মৌসুমে অনাকাঙ্খিত বৃষ্টিপাতের দরুণ গম বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা সর্বনিম্ন ৮৫% থেকে কমিয়ে ধানের মত ৮০% নির্ধারণ করার অনুরোধ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে উক্ত সভায় একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত উপ-কমিটি মৌল গম বীজের অংকুরোগম ক্ষমতা রিভিউ করে একটি প্রতিবেদন সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট দাখিল করে।
গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদনটি অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে দেখা যায়, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর জাতীয় বীজ পরীক্ষাগারে গত ১৯৯৯-২০০৪ সন পর্যন্ত ৫ বছরের পরীক্ষিত মৌল গম বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা ৮৫% এর নিম্নের হার বেশ লক্ষনীয়।

এ প্রেক্ষিতে ডঃ এ বি সাখাওয়াত হোসেন বলেন, গম পরিপক্ক অবস্থায় সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই এবং আমাদের দেশে বাতাসের আর্দ্রতা বেশী থাকার দরুণ সর্বক্ষেত্রে গমের মৌল বীজে সর্বনিম্ন ৮৫% অংকুরোদগম ক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই মৌল বীজ নির্ধারিত মাত্রায় মানসম্পন্ন অংকুরোদগম ক্ষমতা না হওয়ার দরুণ অবীজ হিসাবে বিক্রয় করতে হয়। এতে করে মৌল গম বীজের প্রায়ই ঘাটতি দেখা দেয়। মহাপরিচালক, বিনা বলেন যে, মৌল গম বীজে অন্যান্য গুণাগুণ সঠিক মাত্রা বজায় রাখা হলে অংকুরোদগম ক্ষমতা ৮৫% থেকে কমিয়ে ৮০% নির্ধারণ করা হলে বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব ফেলার কথা নয়।

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) বলেন, মৌল বীজ উৎপাদন খুবই ব্যয় স্বাপেক্ষ, বাস্তবতার নিরীক্ষা দেখা যায় বর্ষা মৌসুমে কোন কোন সময় আমাদের দেশে বাতাসের আর্দ্রতা প্রায় ৯৫% বিরাজ করে। পক্ষান্তরে পাকিস্তান ও ভারতের অধিকাংশ স্থানেই বাতাসের আর্দ্রতা আমাদের দেশের তুলনায় অনেক কম থাকে। সে কারণে পাকিস্তান ও ভারতের মৌল গম বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা সর্বনিম্ন ৮৫%

এ সংরক্ষণ করা যত সহজ আমাদের দেশে তত সহজ নহে। তাই মৌল গম বীজে Genetic Purity মান বাজায় রাখা হলে অংকুরোদগম ক্ষমতা সর্বনিম্ন ৮০% নির্ধারণ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় বলেন যে, গঠিত কমিটির সুপারিশ এবং অদ্যকার সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে যুক্তিসংগত কারণেই মৌল গম বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা সর্বনিম্ন ৮০% নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ প্রসংগে তিনি আরো বলেন, তবে মৌল গম বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা ৮৫% এর উপরে সংরক্ষণের নিমিত্তে গম গবেষণা কেন্দ্রকে আরো সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ মৌল বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা ৮৫% থেকে কমিয়ে সর্বনিম্ন ৮০% নির্ধারণ করার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বীজ প্রত্যয়ন ফি পুনঃ নির্ধারণ।

ডঃ মোঃ আবদুল খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুরকে আহ্বায়ক করে বীজ প্রত্যয়ন ফি পূনঃ নির্ধারন সংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়নের নিমিত্তে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিটির পক্ষ থেকে একটি খসড়া সুপারিশপত্র কমিটির সদস্য সচিব, জনাব ননী গোপাল রায় কারিগরি কমিটির ৪৫তম সভায় বিবিধ আলোচ্য বিষয়ে উত্থাপন করেন।

এ প্রেক্ষিতে আলোচনা শেষে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বীজ প্রত্যায়ন ফি পূণঃ নির্ধারনের সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্তে Field Inspection, Germination Test, Purity Test, Moisture Test এবং Seed Health Test প্রভৃতিসহ একটি পূর্ণাংগ বীজ পরীক্ষার ফি পূনঃ নির্ধারণের যৌক্তিকতা বিস্তারিত বর্ণনাসহ কমিটির সদস্য সচিবকে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে বলা হয়।

এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক কমিটির সদস্য সচিব জনাব ননী গোপাল রায় কর্তৃক বীজ প্রত্যয়ন ফি পুনঃ নির্ধারনের বিষয়টি কারিগরি কমিটির ৪৬তম সভায় উপস্থাপন করা হলে ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক সদস্য পরিচালক (শস্য) উল্লেখ করেন যে, বীজ পরীক্ষার প্রকৃত খরচ কত হচ্ছে এবং বর্তমান প্রস্তাবনায় কত টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বীজ পরীক্ষার প্রকৃত খরচ ও কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত বীজ পরীক্ষার খরচ বিবরণী পাশাপাশি উল্লেখ করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক অদ্যকার সভায় জনাব আখতার হোসেন সরকার, গঠিত উপ-কমিটির সদস্য সচিব ও মুখ্য বীজ প্রযুক্তিবিদ, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর পূর্ব নির্ধারিত বীজ পরীক্ষার ফি এবং কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত বীজ পরীক্ষার ফি পাশাপাশি সংযোজন পূর্বক সভায় উত্থাপন করে ইহার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, নমুনা পরীক্ষার নিমিত্তে ব্যবহৃত বিদ্যুৎসহ অন্যান্য আনুষাংগিক খরচ বেড়ে যাওয়ায় পূর্ব নির্ধারিত ফি থেকে কমিটি কর্তৃক সুপারিশমালায় যুক্তিসংগতভাবে ফি পুনঃ নির্ধারনের বিষয়টি প্রস্তাবনায় রাখা হয়েছে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় বলেন যে, গঠিত কমিটির সুপারিশমালা বর্তমান প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক বলে অদ্যকার সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দও একমত পোষন করেছেন বিধায় প্রস্তাবিত বীজ পরীক্ষার ফি পুনঃ নির্ধারনের সুপারিশ গ্রহণ করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বীজ পরীক্ষার ফি পুনঃ নির্ধারণ করার নিমিত্তে নিম্নবর্ণিতভাবে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

ক) প্রতি ফসলের জাত ও শ্রেণীভিত্তিক প্রতিহেক্টর বা অংশ বিশেষের জন্য মাঠ প্রতায়ন ফি-	২৫ টাকা
খ) অংকুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষার ফি (প্রতি নমুনা)-	২৫ টাকা
গ) বিশুদ্ধতা পরীক্ষার ফি (প্রতি নমুনা)-	২৫ টাকা
ঘ) আর্দ্রতা পরীক্ষার ফি (প্রতি নমুনা)-	২৫ টাকা।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ অনুষ্ঠিত ৬টি বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার-২০০১ এর সুপারিশমালা পর্যালোচনা।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিএআরসি এর আর্থিক সহায়তায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উদ্যোগে ৬টি বিভাগীয় (যথাঃ রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকা) বীজ প্রযুক্তি সেমিনার বিগত ১৮/৬/০১ ইং তারিখ থেকে ৩০/৬/০১ইং তারিখ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখিত ৬টি বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনারের বিভাগওয়ারী গৃহীত সুপারিশমালা ৪৫তম কারিগরি কমিটির সভায় উত্থাপন করা হলে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অনুষ্ঠিত ৬টি বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনারের সুপারিশসমূহ জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্যাটগরী অনুযায়ী সন্নিবেশ করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের করণীয় কার্য নির্ণয়পূর্বক একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে দায়িত্ব দেয়া হয়। সে মোতাবেক একটি প্রতিবেদন কারিগরি কমিটির ৪৬তম সভায় উপস্থাপন করা হলে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনারের সুপারিশসমূহের মধ্যে যেগুলো বাস্তবায়নযোগ্য তা সুনির্দ্দিষ্ট করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং একই সাথে বাস্তবায়নের কৌশলও নির্ধারণ করতে হবে (দায়িত্ব ঃ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী)।

উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অদ্যকার সভায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে উপস্থিত স্যবৃন্দের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০০১ সনে ৬টি বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনারের সুপারিশসমূহ রেকর্ড করে রাখতে বলা হলো এবং সেই সাথে বিএআরসির আর্থিক সহায়তায় ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর যৌথ উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে একটি বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের প্রস্তাবনা দাখিল করবে। উল্লেখ্য যে, বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠিত হওয়ার এক মাসের মধ্যেই গৃহীত সুপারিশসমূহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। (দায়িত্ব ঃ বিএআরসি এবং এসসিএ)।

আলোচ্য বিষয়- বিবিধ ঃ আলু বীজের আন্ডার সাইজ এবং ওভার সাইজে অতিরিক্ত গ্রেড নির্ধারণ প্রসংগে।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ও প্রতিনিধিগণের মধ্য হতে অদ্যকার সভায় বিবিধ সূচী আহ্বান করা হলে, জনাব যতিশ চন্দ্র সরকার, যুগ্ম পরিচালক (কোয়ালিটি কন্ট্রোল), বিএডিসি, ঢাকা বলেন যে, আলু বীজের আন্ডার সাইজ এবং ওভার সাইজে অতিরিক্ত দুটি (Under size 20-27mm & Over size 56-60mm) গ্রেড নির্ধারণ করা আবশ্যক। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, আলু বীজের আন্ডার সাইজ এবং ওভার সাইজ জাত ভিত্তিক ও শ্রেণী ভিত্তিক একটি গ্রেড তালিকা প্রণয়নপূর্বক প্রস্তাবনা আকারে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আলু বীজের আন্ডার সাইজ এবং ওভার সাইজের গ্রেড তালিকা জাত ভিত্তিক ও শ্রেণী ভিত্তিক প্রণয়নপূর্বক প্রস্তাবনা আকারে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে (দায়িত্ব ঃ বিএডিসি)।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ আবুল হোসেন)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৪৯তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৯তম (বিশেষ) সভা গত ২৩/৯/২০০৪ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ডঃ এম, নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য জনাব মোঃ আবুল হোসেন, সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে অনুরোধ করেন। সদস্য সচিব, আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করতে বলেন। অতঃপর জনাব হাওলাদার কারিগরি কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পক্ষে কার্যপত্রের আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। আলোচনার শুরুতে সভাপতি মহোদয় বিগত ৪৮তম সভার কার্যবিবরণীর পরিসমর্থনের বিষয়টি জানতে চাহিলে জনাব হাওলাদার বলেন যে, আগামী সভায় ৪৮তম সভা এবং অদ্য বিশেষ সভার কার্যবিবরণী পরিসমর্থনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ আলু বীজের জাত ছাড়করণ মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুমোদন ও বীজ আলু আমদানী।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভার আলোচ্য সূচী-৪ এ প্রচলিত ও টিসিআরসি কর্তৃক সংশোধিত " Revised procedure of potato variety evaluation system in Bangladesh (Exotic & Logelly developed)" আলু বীজ ছাড়করণ মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় আলু বীজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিমিত্তে ট্রায়াল স্থাপন ও বীজ আলু আমদানী প্রভৃতি বিষয় প্রাধান্য পায়। আলোচনা শেষে প্রস্তাবিত পদ্ধতির মধ্যে পূর্ববর্তী পদ্ধতির মত Insect Reaction টেষ্ট ব্যবস্থা বহাল রেখে কারিগরি কমিটি কর্তৃক একটি সুপারিশ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রেরিত সংশোধিত পদ্ধতিটি অদ্যকার সভায় ডঃ হারুন অর রশিদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি, গাজীপুর কর্তৃক উপস্থাপন করা হলে ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বলেন যে, উক্ত পদ্ধতির বিভিন্ন দিক যথা Insect Reaction, Dry matter range এবং Non-refrigerated storbiality প্রভৃতির নির্দিষ্ট মাত্রা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে ডঃ হারুন অর রশিদ বলেন Insect Reaction এক্ষেত্রে Colorado potato beetle মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। বি আই সিদ্দিক বলেন দেশে বর্তমানে ছয়টি potato ফ্লেক্স কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কারখানা গুলোর উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হলে দেশে বহু আলু উৎপাদন করা প্রয়োজন। জনাব মোহাম্মদ মাসুম, চেয়ারম্যান সুপ্রীম সীড কোং বলেন যে, আলু ছাড়করণের নিমিত্তে প্রথমে ৫ বছর ছিল বর্তমানে ৩ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে ইহা ২ বছর নির্ধারণ করার প্রস্তাব করেন। সভাপতি মহোদয় টিসিআরসির মতামত জানতে চাওয়া হলে এ প্রেক্ষিতে ডঃ হারুন বলেন আলু Degenaration Test, Storability & Farmer acceptability দেখার ক্ষেত্রে কম পক্ষে ২ থেকে ৩ বছর সময় প্রয়োজন। এ প্রসংগে প্রফেসর আবদুল খালেক বলেন ইন্ডাষ্ট্রিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় ২ বছর সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত জানতে চাওয়া হলে মিলের জাতগুলোর ছাড়করণের ক্ষেত্রে অল্প সময় বিবেচনা করা যেতে পারে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। পরিশেষে বাংলাদেশ বীজ উৎপাদক কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান জনাব আনোয়ারুল হক এর ২২/৮/২০০৪ইং তারিখের প্রেরিত বেসরকারী পর্যায়ে উপযোগীতা যাচাই ও ট্রায়ালের জন্য নতুন জাতের (নমুনা স্বরূপ) বীজ আলু আমদানী প্রসংগটি উত্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় টিসিআরসির প্রতিনিধির নিকট ট্রায়ালের নিমিত্তে আলু বীজের পরিমাণ জানতে চান। এ প্রেক্ষিতে ডঃ হারুন অর রশিদ বলেন ২০০ কেজির স্থলে ২০০০ কেজি বীজ আমদানী করা অত্যাধিক মনে হয়। ইহা ৫০০ কেজি নির্ধারণ করা যেতে পারে। ডঃ এ বি এম মফিজুর রহমান, মহা পরিচালক, ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট জানতে চান যে, যেহেতু টিসিআরসি, বিএডিসি, এসসিএ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আলু বীজ দিতে হবে সেহেতু ২০০ কেজির স্থলে ২০০০ কেজি আমদানী করলে দেশে কি ক্ষতি হতে পারে। এ প্রসংগে ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক বলেন, একটি বা দুটি কোম্পানী এই পরিমাণ বীজ আমদানী করলে দেশের তেমন ক্ষতি না হলেও এ ক্ষেত্রে বেশী সংখ্যক কোম্পানী বীজ আমদানী করলে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত বীজের বাজারজাত ব্যাহত হবে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যবহার ও রপ্তানীযোগ্য জাতগুলোর ক্ষেত্রে ২ বছরের এবং সাধারণ জাতসমূহের ক্ষেত্রে ৩ বছর ট্রায়ালের প্রচলন করার নিমিত্তে " Revised procedure of potato variety evaluation system in Bangladesh (Exotic & Lolly developed)" পদ্ধতিটি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

খ) টিসিআরসি এক সপ্তাহের মধ্যে বিএডিসি, এসসিএ এবং প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধি নিয়ে আলু বীজ আমদানীর পরিমাণ নির্ধারণের একটি সুপারিশমালা প্রনয়ণ করবে। (দায়িত্ব ঃ টিসিআরসি ও এসসিএ)

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ হাইব্রিড ধান বীজ ৯৯-৫ (হীরা) ঢাকা অঞ্চলে বিপণন ও আবাদের অনুমোদন।

জনাব মোহাম্মদ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানী ২৬/৮/০৪ইং তারিখে হাইব্রিড ধান বীজ ৯৯-৫ (হীরা) জাতটি ঢাকা অঞ্চলে বিপণন ও আবাদের জন্য সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড মহোদয় বরাবর অনুরোধ করেন। পত্রে উল্লেখ করেন যে, যথারীতি পাঁচটি অঞ্চলে অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে ব্র্যাক বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাকী মাত্র একটি অঞ্চলের জন্য বিশেষ বিবেচনায় অনুমোদন দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ব্র্যাকের জিবি-৪ জাতটি ২০০১-২০০২ বোরো মৌসুমে ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের জন্য এবং ২০০২-২০০৩ মৌসুমে কুমিল্লা, যশোর ও ময়মনসিংহ চেক জাত হতে ২০% বেশী ফলন পাওয়ায় কারিগরি কমিটির ৪৬ সভায় জাতটিকে সারা দেশে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম সভায় জিবি-৪ জাতটি দেশের চাষ যোগ্য সকল এলাকায় আবাদের জন্য নিবন্ধন করা হয়। কোন প্রকার বিশেষ বিবেচনায় উক্ত জাতটির অনুমোদন দেওয়া হয় নাই। এ বিষয়ে ব্র্যাকের জিজি-৪ জাতটি ২০০১-২০০২ এবং ২০০২-২০০৩ মৌসুমের মূল্যায়নকৃত ফলাফল উপস্থাপন করা হলে, জনাব মোহাম্মদ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানী এর ২৬/৮/০৪ইং তারিখের আবেদন পত্রটি প্রত্যাহার করার ঘোষণা দেন। তবে তিনি বলেন যে ঢাকা অঞ্চলে এ জাতটির চাহিদা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জনাব মোজাম্মেল হক হাওলাদার, উপ-পরিচালক, ডিএই, হাইব্রিড ধান বীজ ৯৯-৫ (হীরা) জাতটি ঢাকা অঞ্চলের কয়েকটি ফলাফল অবহিত করেন। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ হাইব্রিড ধান বীজ ৯৯-৫ (হীরা) জাতটির ঢাকা অঞ্চলে বিগত মৌসুমের চাষী পর্যায়ের উৎপাদন ফলাফল ডিএই উপস্থাপন করবে।
(দায়িত্ব ঃ ডিএই এবং এসসিএ)

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বীজ আলুর গ্রেড পুনঃ নির্ধারণ।

মহাব্যবস্থাপক (বীজ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের পত্র নং-মাঃনিঃ (আলু) কারিগরি- ১০৭/২০০৩-০৪ তাং-১৯/৭/২০০৪ইং মূলে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এবং সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবরে বীজ আলুর গ্রেড পুনঃ নির্ধারণের বিষয়ে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন। পত্রমূলে তিনি বর্তমানে আলুর গ্রেড যথা গ্রেডে ২৮-৩৫ মিঃমিঃ, বি গ্রেড ৩৬-৮৫ মিঃমিঃ এর পাশাপাশি ২০-২৭ মিঃমিঃ (আন্ডার সাইজ) ও ৫৬-৬০ মিঃমিঃ (ওভার সাইজ) দুটি নতুন গ্রেড অর্ন্তভূক্তির প্রস্তাব করেন। পত্রে আরো উল্লেখ করেন যে, আমদানীকৃত বেসিক বীজ আলু (ই-ক্লাস) দ্বারা ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রচলিত গ্রেডের বীজ আলু ছাড়াও ছোট (আন্ডা সাইজ) এবং বড় (ওভার সাইজ) আকারের বীজ আলু উৎপাদিত হয় এবং এ সকল বীজ আলুর গুণগতমান, উৎপাদনশীলতা ও জেনেটিক্যাল বিশুদ্ধতা প্রচলিত গ্রেডের বীজ আলুর সমতুল্য। আরো উল্লেখ করেন যে, বিএডিসির নিজস্ব খামারে ওভার সাইজ বীজ আলু দ্বারা আবাদকৃত বীজ ফসলে প্রতি হিলে কান্ডের সংখ্যা, বীজ আলুর সংখ্যা, বীজ আলুর গড় ওজন ও একর প্রতি গড় ফলন ৫৫-৬০ মিঃমিঃ সাইজের বীজ আলু দ্বারা আবাদকৃত বীজ ফসলের তুলনায় অধিক ভাল। অপরদিকে আন্ডার সাইজ অর্থাৎ ২০-২৭ মিঃমি বীজ আলু ব্যবহার করা হলে গুণগতমান সম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদনে সহায়ক হবে। চাষী পর্যায়েও এ সাইজে বীজ আলুর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। অপর দিকে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ২০০৩-২০০৪ উৎপাদন মৌসুমে ব্যবহৃত ওভারসাইজ ও আন্ডার সাইজ ভিত্তি বীজ আলু দ্বারা আবাদকৃত বীজ ফসলের মাঠ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক পরিদর্শনপূর্বক মাঠ প্রত্যয়ন প্রদান করেন। বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা কালে ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি বলেন যে, ব্রিডার ও ভিত্তি আলু বীজের গ্রেডের কৃষকের কোন লাভ-লোকশান জড়িত নাই। কিন্তু প্রত্যায়িত শ্রেণীর বীজ আলুর বিভিন্ন আকার ও মূল্যের সাথে কৃষকের লাভ-লোকশান জড়িত। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত আন্ডার সাইজ ও ওভার সাইজ ব্যবহৃত বীজ আলু উৎপাদনে কি ধরনের প্রভাব রাখে তা দেখা যেতে পারে। অতঃপর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিএডিসির প্রস্তাবিত বীজ আলুর গ্রেড ২টি যথা ২০-২৭ মিঃমি (আন্ডার সাইজ) ও ৫৬-৬০ মিঃমিঃ (ওভার সাইজ) অনুমোদনের নিমিত্তে বিএডিসির ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হলো। উক্ত সাইজের ভিত্তি বীজ আলু শুধুমাত্র বিএডিসির নিজস্ব খামারে বীজ আলু উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে হবে কৃষকের মধ্যে বিতরণ বিক্রি করা যাবে না।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ভারতীয় তোষা পাট জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাত বাংলাদেশে মূল্যায়ন ও ছাড়করণ।

বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-কৃষি/বীজ উইং/বীজ-প্রশা-৬৫/০২/৩৫৯ তাং ১১/৯/২০০৪ মূলে উদ্ভাবিত ভারতীয় তোষা পাট জেআরও০৫২৪ (নবীন) জাতটি বাংলাদেশের নিয়ম নীতির আলোকে ছাড়করণের বিষয়ে কারিগরি কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের মতামত/সুপারিশ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। পত্রে উল্লেখ্য যে, বিগত ১৯৯৯ সালে বন্যা জনিত কারণে বীজ সংকটের আশংকায় মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় উক্ত জাতের ১০০০ মেঃ টন বীজ আমদানীর অনুমতি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভার আলোচ্য সূচী-৬ এ ভারতীয় তোষা পাট জাত জেআরও-৫২৪ (নবীন) বাংলাদেশে মূল্যায়ন ও ছাড়করণ প্রক্রিয়ার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, নিয়ম মাফিক উক্ত ভারতীয় জাতের উপযোগীতা পরীক্ষা করা হচ্ছে। যেহেতু পাট একটি

নিয়ন্ত্রিত ফসল তাই পাটের জাত ছাড়করণে যথারীতি ডিইউএস টেষ্ট ও মাঠ মূল্যায়ন সম্পাদন করা দরকার। বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা কালে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, ভারতীয় জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতটির মূল্যায়ন ও ছাড়করণ বিষয়ে বিএডিসি ও বিজেআরআই এর মতামত নেয়া দরকার। ডঃ সামসুদ্দিন আহমদ, প্রকল্প পরিচালক, বিজেআরআই বলেন যে, আমাদের দেশে ভারতীয় পাট বীজ আবাদের মূল কারণ হলো আমাদের দেশে উৎপাদিত পাট বীজ যথাসময়ে কৃষকের কাছে পৌছে না। ফলে কৃষকরা ভারত বা অন্য কোন উৎস থেকে পাট বীজ সংগ্রহ করে আবাদ করেন। এ বিষয়ে মোঃ বেলায়েত হোসেন, মূখ্য বীজ প্রযুক্তিবিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন আমাদের দেশের উৎপাদিত পাট বীজ প্রায় প্রতি বৎসর অবিক্রিত থাকে। এ প্রসংগে জনাব বিআই সিদ্দিক, সভাপতি, সীড ফেডারেশন অব বাংলাদেশ বলেন যে, ভারতীয় নবীন পাট বীজের জাতটি আগে বপনপূর্বক আগে কর্তন করে কৃষকরা যথাসময়ে আমন ফসল চাষ করতে পারেন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, নবীন জাতটির স্বল্প জীবনকাল হওয়ায় আমাদের দেশের কৃষকের মধ্যে এর চাহিদা থাকতে পারে। অপরদিকে জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক হাওলাদার, উপ-পরিচালক, ডিএই বলেন যে, ভারতীয় কোন পাট জাতই বাংলাদেশের জাত থেকে ভাল ফলন দেয় না।

সিদ্ধান্ত ঃ ভারতীয় পাট বীজ জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতটির মূল্যায়ন ও ছাড়করণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ ও বিজেআরআই)।

আলোচ্য বিষয় বিবিধ ঃ মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৮তম সভার আলোচ্য সূচী বিবিধ খ এর সিদ্ধান্ত (খ) এর প্রতি সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং আলোচনাপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্তটি নিম্নরূপ সংশোধন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত আখের জাত মূল্যায়নে বিএসএফআইসি পরিচালক (ইক্ষু উন্নয়ন ও গবেষণা) কে অথবা তার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে মূল্যায়ন দলে কো-অপ্ট সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ আবুল হোসেন)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫০তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫০তম সভা গত ১৬/৫/২০০৫ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বিবিধ আলোচনায় আলোচ্য বিষয় অর্ন্তভূক্তির জন্য আহব্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে ডঃ আব্দুস সালাম, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, ব্রি, গাজীপুর বলেন যে, বিভিন্ন এনজিও এবং প্রাইভেট সেক্টর কর্তৃক বরেন্দ্র এলাকায় ধানের জাত নিয়ে গবেষণা করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ইহা যুক্তিসংগত কিনা এ ব্যাপারে তিনি অদ্যকার সভায় বিবিধ আলোচ্য বিষয়তে অন্তর্ভূক্তির আহব্বান জানালে সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে একটি পুর্ণাংগ কার্যপত্র প্রণয়ণ পূর্বক আগামী সভায় উত্থাপন করতে বলেন। অতঃপর কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ৪৯তম বিশেষ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

সদস্য সচিব জানান যে, কারিগরি কমিটির ৪৯তম বিশেষ সভার কার্যবিবরনিটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর গত ১৬-১০-২০০৪ ইং তারিখের ১৫৮৮ (১৬) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। এ ব্যাপারে কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় পুণরায় মতামতের ভিত্তিতে বিগত সভার কার্যবিবরনিটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৪৯তম বিশেষ সভার কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৪৮তম ও ৪৯তম বিশেষ সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

কারিগরি কমিটির ৪৮তম ও ৪৯তম বিশেষ সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নসহ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৬তম সভায় অনুমোদনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সদস্যগণ উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি অবহিত হন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত (ক) বিএডব্লিউ-৯৬৬ (খ) বিএডব্লিউ-১০০৬ ও (গ) বিএডব্লিউ-১০০৮ কৌলিক সারি তিনটি যথাক্রমে বারি গম-২২ (সূফী), বারি গম-২৩ (বিজয়) ও বারি গম-২৪ (প্রদীপ) হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।

গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম-২২ (সূফী) জাতটি ১৯৯৮ সালে দুটি কৌলিক সারি COQ/F61. 70//CNDR/3/OLN/4/PHOS ও MIRNG/ALDAN// CNO এর মধ্যে সংকরায়ণ ঘটানো হয়। পরের বছর প্রাপ্ত এফ-১ এর সাথে কাঞ্চন জাতের টপ ক্রস করা হয়। অতঃপর এফ-২ বীজ হতে বিভিন্ন প্রজন্মে বাছাই করার পর বিএডব্লিউ-৯৬৬ নামে কৌলিক সারিটি নির্বাচন করা হয়।

প্রস্তাবিত বারি গম-২৩ (বিজয়) এর কৌলিক সারিটি নেপালে সংকরায়ণকৃত আঞ্চলিক নার্সারীর মাধমে ১৯৯৭ সালে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়। এ কৌলিক সারিটি বিভিন্ন নার্সারীতে ফলন পরীক্ষায় উচ্চফলনশীল প্রমাণিত হওয়ায় বিএডব্লিউ-১০০৬ নামে নির্বাচন করা হয়।

বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত বারি গম-২৪ (প্রদীপ) একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। নেপালে বিগত ১৯৯১ সালে G162 এবং BL 1316 লাইন দুইটির মধ্যে শংকরায়নের পর ১৯৯২ সালে F1 এর সহিত NL.297 কে male parent হিসেবে top cross করা হয়। পরবর্তীতে F3 এবং F4 জেনারেশন modified bulk পদ্ধতির মাধ্যমে কৌলিক সারিটি বাছাই করা হয়। নেপালে শংকরায়ণকৃত এ কৌলিক সারিটি আঞ্চলিক নার্সারী (EGPSN) মাধ্যমে ১৯৯৮ সালে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়। এ কৌলিক সারিটি বিভিন্ন নার্সারীতে এবং ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমানিত হওয়ায় বিএডব্লিউ-১০০৮ নামে নির্বাচন করা হয়।

ক) বি এ ডব্লিউ-৯৬৬ প্রস্তাবিত বারি গম-২২ (সূফী) ঃ চার-পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট, উচ্চতা ৯০-১০২ সেঃমিঃ। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ। শীষ বের হতে ৫৮-৬২ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০০-১১০ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৫০-৫৫টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকার ছোট। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৬০০-৪৮০০ কেজি এবং দেরীতে বপনে জাতটি কাঞ্চনের চেয়ে শতকরা ১০-২০ ভাগ ফলন বেশী হয়। গাছের রং গাঢ় সবুজ।

উপরের কান্ডের গিটে মাঝারী সংখ্যক লোম থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো নিশান পাতার খোলে ও কান্ডে মাঝারী থেকে বেশী মোমের মত আবরণ থাকে যা শীষে কম থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় খাঁজ কাটা, ঠোঁট মাঝারী (প্রায় ৫-৬ মিঃ মিঃ) এবং ঠোঁটে সামান্য কিছু কাটা থাকে। দানা সাদা ও আকারে মাঝারী থেকে ছোট (হাজার দানার ওজন ৩৬-৪২ গ্রাম)। এ জাতটি বপনের উপযুক্ত সময় নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ণ মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত গম বপনের উপযুক্ত সময়)। তবে জাতটি তাপ সহনশীল তাই ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় ভাল ফলন দেয়। আটায় শক্তিশালী গ্লুটেন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান থাকায় জাতটি পাউরুটি তৈরীর জন্য খুবই উপযোগী। বাংলাদেশে ছাড়কৃত কোন জাতের মধ্যে পাউরুটি তৈরীর গুণাগুণ দেখা যায় না।

জাতটি ২০০২-২০০৩ মৌসুমে দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রংপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লা) ১০টি স্থানে ট্রায়াল হয়। তন্মধ্যে ৪টি স্থানে মূল্যায়ন দল ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করেছে ৪টিতে করে নাই এবং দুইটি স্থানে পুনঃ ট্রায়াল চেয়েছে।

খ) বি এ ডব্লিউ-১০০৬ প্রস্তাবিত বারি গম-২৩ (বিজয়)ঃ চার-পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট, গাছের উচ্চতা ৯৫-১০৫ সেঃমিঃ। পাতা চওড়া ও হালকা সবুজ। শীষ বের হতে ৬০-৬৫ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৩-১১২ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৩৫-৪০টি দানার রং সাদা চকচকে ও আকার ছোট। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৪৩০০-৫০০০ কেজি এবং দেরীতে বপনে জাতটি ভাল ফলন দিতে সক্ষম। গাছের রং গাঢ় সবুজ। উপরের কান্ডের গিটে অল্প সংখ্যক লোম থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। শীষে বেশী মমের মত আবরণ থাকে যা কান্ডে ও নিশান পাতার খোলে কম থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় চওড়া, ঠোঁট খুবই ছোট (প্রায় ১ মিঃমিঃ) এবং ঠোঁটে অনেক কাটা থাকে। দানা সাদা ও আকারে বড়। এ জাতটি বপনের উপযুক্ত সময় নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ণ মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত গম বপনের উপযুক্ত সময়)। তবে জাতটি তাপ সহনশীল তাই ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় ভাল ফলন দেয়। আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্যও জাতটি উপযোগী।

জাতটি ২০০২-২০০৩ মৌসুমে দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রংপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লা) ১০টি স্থানে ট্রায়াল হয়। ১০টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ৪টি স্থানে ছাড়করণের সুপারিশ করে নাই এবং দুইটি স্থানে পুনঃ ট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে।

গ) বি এ ডব্লিউ-১০০৮ প্রস্তাবিত বারি গম-২৪ (প্রদীপ) ঃ বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায়ও এ জাতটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। জাতটি তাপ সহনশীল, দানা আকারে বেশ বড় ও সাদা। আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য এ জাতটি খুবই উপযোগী। গম গবেষণা কেন্দ্র প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায় যে, পরীক্ষাকালীন সময়ে প্রস্তাবিত বারি গম-২৪ (প্রদীপ) জাতটি চার-পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট, গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেন্টিমিটার। পাতা চওড়া ও গাঢ় সুবজ। শীষ বের হতে ৬৪-৬৬ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০২-১১০ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫৫টি। দানার রং সাদা চকচকে ও আকারে বেশ বড়। পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৫০০-৫১০০ কেজি এবং দেরীতে বপনে জাতটি কাঞ্চনের চেয়ে শতকরা ১০-২০ ভাগ ফলন বেশী হয়। উপরের কান্ডের গিটে মাঝারী সংখ্যক চুল/লোম থাকে। চারা অবস্থায় কুশিগুলো হালকাভাবে হেলানো থাকে। শীষে, কান্ডে ও নিশান পাতার খোলে মোমের মত আবরণ খুব কম থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় চওড়া ও খাঁজ কাটা, ঠোঁট বেশ লম্বা (প্রায় ১৫-২০ মিলিমিটার) এবং ঠোঁটে অনেক কাটা থাকে। এ জাতটি বপনের উপযুক্ত সময় নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ণ মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত গম বপনের উপযুক্ত সময়)। তবে জাতটি তাপ সহনশীল তাই ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় ভাল ফলন দেয়।

২০০৩-২০০৪ মৌসুমে দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রংপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লা) ৯টি স্থানে ট্রায়াল হয়। ৮টি স্থানে চেক জাত থেকে বেশী ফলন পাওয়ায় মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে জাতকরণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। কুমিল্লার দেবীদ্বারে জাতটির ছাড়করণের পক্ষে অথবা বিপক্ষে কোন মতামত দেয় নাই।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ২০০১-২০০২ এবং ২০০২-২০০৩ মৌসুমে প্রস্তাবিত জাত তিনটির ডিইউএসটেষ্ট (DUS Test) সম্পন্ন করে জাতের বর্ণনা (Varietal descriptors) তৈরী করা হয়েছে এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট (Distinet characters) চিহ্নিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বিএডব্লিউ-৯৬৬ এবং বিএডব্লিউ-১০০৬ কৌলিক সারি দুটি কারিগরি কমিটির ৪৭তম সভায় ছাড়করণের নিমিত্তে উত্থাপন করা হলে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "গমের প্রস্তাবিত জাত দুটির মাঠ মূল্যায়ন দলের সুস্পষ্ট মতামতসহ অর্থাৎ ছাড়করণের সুপারিশের কারণসমূহ বা সুপারিশ না করার কারণসমূহ উল্লেখসহ সুস্পষ্ট মতামত কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। একই সাথে এ বছরের গবেষণার ফলাফলও সন্নিবেশিত করতে হবে (দায়িত্ব ঃ এসসিও ও গম গবেষণা কেন্দ্র)"।
গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতবেক জাত দুটির আঞ্চলিক মূল্যায়ন দলের সুস্পষ্ট মতামত এবং সেই সাথে ২০০২-২০০৩ বছরের গম গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণার ফলাফলসহ অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়।

ডঃ মোঃ আবু সুফিয়ান, সিএসও ও পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র, নসিপুর, দিনাজপুর প্রস্তাবিত কৌলিক সারি তিনটির চেক জাতের সাথে তুলনামূলক ফলাফল তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। উক্ত বিশ্লেষণমূলক তথ্যে দেখা যায় তিনটি জাতেরই অধিকাংশ স্থানে চেক জাত থেকে ভাল ফলন পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিএডব্লিউ-৯৬৬ এর আটায় শক্তিশালী গ্লোটেন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান থাকায় পাউরুটি তৈরীর জন্য জাতটি খুবই উপযোগী। অপর দিকে বিএডব্লিউ-১০০৮ চাপাতি তৈরীর জন্য একটি উপযুক্ত জাত। তিনটি জাতই তাপ সহনশীল বিধায় আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্য (ডিসেম্বর মাসের ১৫ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত) প্রস্তাবিত তিনটি জাতই উপযোগী বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ডঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বলেন যে, জাত তিনটির মধ্যে আবহাওয়া ভেদে কোন এলাকার জন্য কোনটি উপযুক্ত তাহা নির্ণয় হওয়া আবশ্যক। সেই সাথে ১০০৮ জাতটির দানা বড় বিধায় সেচ ছাড়া ও সেচযুক্ত জমিতে হেক্টর প্রতি বীজের পরিমাণ কি হবে তা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে জনাব সাইফুজ্জামান, উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি বলেন যে, বাংলাদেশে গমের আবাদকৃত প্রত্যেক স্থানেই প্রস্তাবিত তিনটি জাতই বপন করা যাবে। তবে কম স্থায়ীত্ব শীত এলাকায় বিএডব্লিউ-৯৬৬ অপেক্ষাকৃত ভাল ফলন দিবে। বিএডব্লিউ-১০০৮ জাতের গম বীজের আকার বড় হওয়া সত্ত্বেও সেচ ছাড়া ১০০ কেজি এবং সেচযুক্ত স্থানে ১২০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। সভাপতি মহোদয় দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত সহিষ্ণু এলাকার উপযোগী গমের জাত উদ্ভাবনের বিষয়ে গম গবেষণার নিকট জানতে চান। এ প্রেক্ষিতে ডঃ এ বি সাখাওয়াত হোসেন Affiliate Scientis, CIMMYT বলেন যে, দুর্বল ও মধ্যম লবণাক্ত এলাকায় শতাব্দী ও সৌরভ জাতের সন্তোষজনক ফলন পাওয়া গিয়েছে। তিনি আরো বলেন লবণাক্ত সহিষ্ণু গমের জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে বিএডব্লিউ-৯৬৬ কৌলিক সারিটি পাউরুটি তৈরীর গুণাগুণ সমৃদ্ধ, তাপ সহনশীল, বিএডব্লিউ-১০০৬ ও বিএডব্লিউ-১০০৮ কৌলিক সারি দুটির *Bipolaris sorokiniana* রোগের প্রতিরোধক, আমন কাটার পরে দেরীতে বপনযোগ্য এবং চেক জাত থেকে অধিকাংশ স্থানেই ফলন বেশী পাওয়ায় জাত তিনটিকে ছাড়করণের পক্ষে মতামত দেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো ঃ
সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত বিএডব্লিউ-৯৬৬, বিএডব্লিউ-১০০৬ ও বিএডব্লিউ-১০০৮ কৌলিক সারি তিনটিকে যথাক্রমে বারি গম-২২ (সুফী), বারি গম-২৩ (বিজয়) ও বারি গম-২৪ (প্রদীপ) হিসাবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ হাইব্রিড আমন/২০০৩-২০০৪ এবং ২০০৪-২০০৫ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা।
আমন/২০০৩-২০০৪ মৌসুমে নিম্নবর্ণিত হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানী কর্তৃক (১) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর দুটি জাত (ক) এল পি-৫০ (খ) এল পি-৭০ এবং সুপ্রীম সীড কোম্পানীর একটি জাত (ক) হাইব্রিড ধান নং-৯৯-৫ (হীরা) মোট ৩টি হাইব্রিড ধানের সাথে বিআর-১১ Standard চেকজাত সহ সর্বমোট (৩+১) ৪টি ধানের জাত (যা এস সি এ প্রদত্ত কোড নম্বর এইচ-০৭৩ থেকে এইচ-০৭৬ পর্যন্ত) ব্যবহার করে দেশের ৬টি কৃষি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) অনষ্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়।
উক্ত অঞ্চলসমূহের মাঠ মূল্যায়ন দলের মূল্যায়ন প্রতিবেদন চেক জাতের সাথে প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের অন্যান্য বৈশিষ্টসহ ফলনের তারতম্যের হার বিশ্লেষণপূর্বক কারিগরি কমিটির ৪৮তম সভায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের এইচ-০৭৩ এবং এইচ-০৭৫ জাত দুটির কোনটিই Standard চেকজাত বিআর-১১ থেকে কোন স্থানেই ২০% এর অধিক ফলন পরিলক্ষিত হয়নি। উল্লেখ্য যে, এইচ-০৭৬ জাতটির বীজ অংকুরিত হয়নি বিধায় ট্রায়াল বাস্তবায়িত হয়নি।
এ প্রসংগে জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোং উল্লেখ করেন যে, হাইব্রিডের জীবনকালের চেয়ে চেক জাতের জীবনকাল অনেক বেশী ছিল। তিনি আরো বলেন যে, দেশের চাষীরা আমন মৌসুমে স্বাভাবতই কম জীবনকাল সম্পন্ন জাত চাষাবাদের প্রত্যাশী।
ডঃ এ আর গোমস্তা, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে, হাইব্রিড জাতের সাথে দীর্ঘ ও স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন কমপক্ষে দুটি চেক জাত ব্যবহার করে হইব্রিড এবং চেক জাতের দিন প্রতি প্রাপ্ত ফলন হিসেবে (Per day crop yield) বিবেচনায় আনা যেতে পারে। জনাব হাওলাদার বলেন যে, হাইব্রিড জাত নিবন্ধন পদ্ধতির সর্বশেষ সংশোধনের পূর্বেই গত আমন মৌসুমের ট্রায়াল বাস্তবায়িত হওয়ায় এক্ষেত্রে স্বল্প

জীবনকাল সম্পন্ন চেক জাত ব্যবহৃত হয়নি। তবে চলতি আমন/২০০৪-২০০৫ মৌসুমে হাইব্রিড ধান মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-৩১ চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে ডঃ লুৎফুর রহমান মত প্রকাশ করেন যে, Per day crop yield setimate এর ভিত্তিতে হাইব্রিড ধানের নিবন্ধন পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% ফলন প্রাপ্তির ভিত্তিতে নিবন্ধিত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। "গত ২০০৩-২০০৪ আমন মৌসুমে ট্রায়ালকৃত এইচ-০৭৩ এবং এইচ-০৭৫ জাত দুটি চেকজাত (বিআর-১১) সহ Per day crop yield estimate পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল আগামী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে"।

উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক Per day crop yield Analysis সহ অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলো। সেই সাথে আমন/২০০৪-২০০৫ মৌসুমে (১) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর একটি জাত (ক) ব্রি হাইব্রিড ধান-২ (২) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর দুটি জাত (ক) এল পি-৫০ (খ) এল পি-৭০ এবং (৩) সিনজেনটা বাংলাদেশ লিঃ এর একটি জাত (ক) এনকে-৩২-৬৮ চেক জাত ব্রি ধান-৩১ এর সাথে কোড নম্বর এইচ-০৮৩ থেকে এইচ-০৮৭ পর্যন্ত ব্যবহার করে দেশের ৬টি কৃষি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) অনষ্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। কারিগরি কমিটির ৪৮তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক Per day crop yield Analysis সহ উক্ত ফলাফলও অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে ডঃ আবদুর রাজ্জাক বলেন যে, কোন কোন অঞ্চলের যেমন হাওর অঞ্চলের জন্য বোরো মৌসুমে স্বল্প জীবনকাল জাতের প্রয়োজন থাকলেও সকল অঞ্চলের জন্য স্বল্প জীবনকাল জাতের প্রয়োজন নাও থাকতে পারে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি সুপ্রিম সীড বলেন যে, হাইব্রিড এর ক্ষেত্রে Per day yield count অবশ্যই বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন স্বল্প জীবনকালের হাইব্রিড জাত বিবেচনায় আনলে আমন কাটার পর পরই আগাম রবি ফসল চাষাবাদ করে চাষী লাভবান হবে। এ প্রেক্ষিতে ডঃ এ ডব্লিউ জুলফিকার বলেন যে, চেক জাতের সাথে প্রত্যেক হাইব্রিড জাতের ফলন সমতা আনার জন্য Per day yield count করা আবশ্যক। অতঃপর সভাপতি মহোদয় বলেন যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যপারে Statisical Analysis ফলাফল আরো সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা প্রয়োজন ছিল। আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় বিগত ২০০৩-২০০৪ ও ২০০৪-২০০৫ আমন মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল ব্রি, পরিসংখ্যান বিভাগের সহায়তায় Statisical Analysis সহ সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করবে। (দায়িত্ব ঃ ব্রি ও এসসিএ)

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ ব্রি বি আর-৬১১০-১০-১-২ এবং বিআর-৫৮৭৭-২১-২-৩ কৌলিক সারি দুটি যথাক্রমে ব্রি ধান-৪৪ আমন মৌসুমের এবং ব্রি ধান-৪৫ বোরো মৌসুমের নুতন জাত হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।

(ক) কৌলিক সারি নং-বিআর ৬১১০-১০-১-২ ঃ ব্রি প্রদত্ত তথ্য মতে ইহা ব্রি ধান-৩০ ও ৩১ এর মধ্যে সংস্করায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে দক্ষিনাঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমের ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় ব্রি ধান-৪৪ হিসেবে ছাড়করণের প্রস্তাব করেন। কৌলিক সারিটিতে উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। উচ্চতা ১২৫-১৩০ সেঃমিঃ। জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৯৬ গ্রাম। চাল মাঝারী মোটা ও রং সাদা। জীবনকাল বি আর-১১ এর সমান। বিআর-১১ কেবল বৃষ্টি ও সেচ নির্ভর এলাকার জন্য উপযোগী। পক্ষান্তরে ব্রি ধান-৪৪ স্বাভাবিক রোপা মৌসুমে বিআর-১১ এর ন্যায় চাষ করা ছাড়াও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জোয়ার ভাটার জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাত হিসাবে পরীক্ষিত।

২০০১-২০০২ মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলের (বরিশাল, যশোর, রাজশাহী ও কুমিল্লা) ৮টি স্থানে ট্রায়াল হয়। ৫টি স্থানে সুপারিশ করা হয়েছে, ২টি স্থানে সুপারিশ করে নাই এবং ১টি স্থানে পুনঃ ট্রায়াল চেয়েছে।

(খ) কৌলিক সারি নং-বিআর ৫৮৭৭-২১-২-৩ ঃ ব্রি এর বর্ণনা মতে উক্ত কৌলিক সারিটি বিআর-২ এবং টেটেপ (TETEP) এর মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমের ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। ব্রি ধান-৪৫ এ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। গাছের উচ্চতা ৯৮ সেঃমিঃ। জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৬ গ্রাম। রং হালকা সোনালী (Straw color), চাল মাঝারী মোটা ও রং সাদা। শীষের উপরিভাগের ধানে ছোট সুংগ আছে।

জীবনকাল ব্রি ধান-২৮ এর চেয়ে ৪-৫ দিন আগাম এবং গড়ে প্রায় ০.৫ টন ফলন বেশী হয়। কান্ড বেশ শক্ত এবং সহজে হেলে পড়ে না। জাতটি মোটামোটি ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। গাছের কান্ড বেশ শক্ত। সে কারণে বোরো মৌসুমের উফশী জাত ব্রি ধান-২৮ এর মত সহজে হেলে পড়ে না ও ফলন বেশী হয়।

জাতটি ২০০১-২০০২ মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলের (বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লা) ৮টি স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। ৫টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করেছে, ২টি স্থানে ছাড়করণের সুপারিশ করে নাই এবং ১টি স্থানে পুনঃ ট্রায়াল চেয়েছে।
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ২০০০-২০০১ এবং ২০০১-২০০২ আমন/বোরো মৌসুমে প্রস্তাবিত জাত দুটির ডিইউ টেষ্ট (DUS Test) সম্পন্ন করে জাতের বর্ণনা (Varietal descriptors) তৈরী করা হয়েছে এবং জাত দুটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য (Distinct characters) চিহ্নিত করা হয়েছে।

ব্রি কর্তৃক প্রস্তাবিত জাত দুটির ছাড়করণের বিষয় সভায় উপস্থাপন করা হলে ডঃ আবদুস সালাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, ব্রি বিআর ৬১১০-১০-১-২ ও বিআর ৫৮৭৭-২১-২-৩ কৌলিক সারি দুটির চেক জাত যথাক্রমে বিআর-১১ ও ব্রিধান-২৮ এর সাথে তুলনামূলক গুণাগুণ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন দেশের দক্ষিনাঞ্চলে আমন মৌসুমে তেমন কোন ভাল জাত নেই বিধায় বিআর-৬১১০-১০-১-২ স্থানীয় জাত থেকে ফলন অনেক বেশী এবং দানার আকার মোটা হওয়ায় উপকূলীয় এলাকার জনগণ ইতিমধ্যে জাতটি আবাদের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।
অপর দিকে বিআর-৫৮৭৭-২১-২-৩ বোরো মৌসুমে জন্য চেক জাত বিধান-২৮ থেকে প্রস্তাবিত জাতটি মোটামোটি ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে, কান্ড শক্ত, সহজে হেলে পড়ে না এবং আনুপাতিক হারে ধান মোটা ও ফলন বেশী।

অতঃপর এ বিষয়ে ডঃ আবদুর রাজ্জাক সদস্য পরিচালক (শস্য) বলেন যে, বিআর-১১ এর পরে বহুদিন যাবত চাষীদের চাহিদা মাফিক রোপা আমনের কোন ভাল জাত পাওয়া যায়নি। তাই এ জাতটি ছাড়করণ করা হলে চাষীরা রোপা আমন মৌসুমে একটি প্রত্যাশিত জাত পাবে বলে তিনি আশা করেন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক জাতটি মোটা ধান বিধায় চাষাবাদ এলাকায় আর্থ সামাজিক অবস্থার উপর কোন প্রভাব ফেলবে কি না জানতে চাওয়া হলে, ডঃ আবদুস সালাম বলেন যে, চেক জাত থেকে প্রায় ১ টন ফলন বেশী হওয়ায় চাষীরা উক্ত জাতটি চাষাবাদ করে লাভবান হবেন বলে তিনি জানান। অতঃপর সভাপতি মহোদয় বিআর-৬১১০-১০-১-২ কৌলিক সারিটি জলমগ্নতা সহিষ্ণু, চেক জাত ব্রি ধান-১১ থেকে অপেক্ষাকৃত ফলন বেশী পাওয়া এবং বিআর-৫৮৭৭-২১-২-৩ কৌলিক সারিটি ঠান্ডা ও রোগবালাই প্রতিরোধক এবং চেক জাত ব্রি ধান-২৮ থেকে ফলন অপেক্ষকৃত বেশী পাওয়ায় প্রস্তাবিত জাত দুটিকে ছাড়করণের পক্ষে মতামত দেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো ঃ
সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভবিত বিআর-৬১১০-১০-১-২ ও বিআর- ৫৮৭৭-২১-২-৩ কৌলিক সারি দুটি যথাক্রমে ব্রি ধান-৪৪ আমন মৌসুমে দক্ষিনাঅঞ্চলের জোয়ার ভাটা এলাকায় ও ব্রি ধান-৪৫ বোরো মৌসুমে আগাম জাত হিসাবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বারি এর কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রে যাচাইকৃত আলুর ৩টি (আলট্রা, ডুরা ও এসটারিক্স) জাত যথাক্রমে বারি আলু-২৩ (আল্ট্রা), বারি আলু-২৪ (ডুরা) ও বারি আলু-২৫ (এসটারিক্স) হিসাবে ছাড়করণ।
জাতগুলি এ দেশের আবহাওয়ায় উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য আমদানীকৃত। নতুন জাত প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র প্রতি বছরই নিত্যনতুন বিদেশী আলুর জাত মূল্যায়ন করছে। ১৯৭১ সাল হতে এ পর্যন্ত ২৬টি বিদেশী জাত ও জার্মপ্লাজম হতে উদ্ভাবিত ৪টি জাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিদেশে রপ্তানী যোগ্য জাত বাছাইয়ের প্রচেষ্টা চলছে। এদের মধ্যে উপরোক্ত জাতগুলি প্রতিশ্রুতিশীল প্রমানিত হয়েছে।

(ক) বারি আলু-২৩ (আল্ট্রা) ঃ গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪-৫টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত আংশিক হেলানো। পাতা ঘন ও হালকা সবুজ। ৯০-৯৫ দিনে পরিপক্কতা লাভ করে। ডিম্বাকৃতি লম্বাটে। রং হলুদাভ উজ্জ্বল সাদা। শাসের রং হলুদাভ সাদা। চোখ অগভীর।
জাতটি ২০০৩-২০০৪ মৌসুমে ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর ও যশোর) ৬টি স্থানে ডায়মন্ট চেক জাতের সাথে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ৪টি স্থানে ছাড়করণের সুপারিশ করা হয়েছে, একটি স্থানে সুপারিশ করা হয়নি এবং যশোর অঞ্চলে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা না হওয়ায় পুনঃ ট্রায়ালের সুপারিশ করেছে।

(খ) বারি আলু-২৪ (ডুরা) ঃ গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪-৫টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত আংশিক হেলানো। পাতা ঘন ও হালকা সবুজ। ৯০-৯৫ দিনে পরিপক্কতা লাভ করে। ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি হয়। রং হলুদাভ উজ্জ্বল লাল। শাসের রং হলুদাভ সাদা। চোখ অগভীর।

উক্ত জাতটি ২০০৩-২০০৪ মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর ও যশোর) ৬টি স্থানে ডায়মন্ট চেক জাতের সাথে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। ৫টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করেছে, যশোর অঞ্চলে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা না হওয়ায় পুনঃ ট্রায়ালের সুপারিশ করেছে।

(গ) বারি আলু-২৫ (এসটারিক্স) ঃ গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪-৫টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত আংশিক হেলানো। পাতা ঘন ও হালকা সবুজ। ৯০-৯৫ দিনে পরিপক্কতা হয়। টিউবার ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি হয়। রং উজ্জ্বল লাল। শাসের রং ক্রীম হলুদ সাদা। চোখ অগভীর।

২০০৩-২০০৪ মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলের (বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লা) ৮টি স্থানে ডায়মন্ট চেক জাতের সাথে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। ৬টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল সুপারিশ করা হয়েছে, ২টি স্থানে করে নাই এবং ১টি স্থানে পুনঃট্রায়াল চেয়েছে।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ২০০১ এবং ২০০২ মৌসুমে প্রস্তাবিত জাত তিনটির ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পন্ন করে জাতের বর্ণনা (Varietal descriptors) তৈরী করা হয়েছে এবং জাত তিনটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য (Distinct characters) চিহ্নিত করা হয়েছে।

ডঃ হারুন অর রশিদ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কন্দাল গবেষণা কেন্দ্র, বারি প্রস্তাবিত জাত তিনটির তুলনামূলক গুণাগুণ সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনটি জাতই চেক জাত থেকে ফলন ভাল। তিনি আরো বলেন, জাতগুলির ড্রাই মেটার ভাল এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

জনাব জহিরুদ্দিন তালুকদার, জেনারেল ম্যানেজার (সীড), বিএডিসি বলেন যে, বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়াজাতকরণ মিলগুলি চালু রাখতে হলে বিদেশ থেকে আলু আমদানী করতে হবে। এমতাবস্থায় উক্ত জাতগুলি ছাড়করণ করা হলে প্রক্রিয়াজাতকরণ মিলগুলির জন্য সহায়ক হবে এবং আমাদের চাষীরাও লাভবান হবে। এ প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ ও একই মত প্রকাশ করেন।

জনাব আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) বলেন যে, বিদেশে রপ্তানীযোগ্য ও স্থানীয় মিলগুলিতে ব্যবহারের জন্য বেশী ড্রাই মেটার সমৃদ্ধ নুতন জাতের প্রয়োজন রয়েছে বিধায় তিনটি জাতকেই ছাড়করণ করা যেতে পারে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় বলেন যে, দেশে বর্তমানে ডায়ামন্ট ও কার্ডিনাল ব্যতীত অন্যান্য জাতগুলো চাষীদের মাঝে তেমন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি। তাছাড়া তিনটি জাতই চেক জাত থেকে ভাল ফলন, বিদেশে রপ্তানী ও দেশীয় শিল্পে ব্যবহার যোগ্য এবং রোগবালাই অপেক্ষাকৃত কম বিধায় জাত তিনটিকে নতুন জাত হিসাবে ছাড়করণের পক্ষে মতামত প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক যাচাইকৃত আলুর ৩টি (আলট্রা, ডুরা ও এসটারিক্স) জাতকে যথাক্রমে বারি আলু-২৩ (আলট্রা), বারি আলু-২৪ (ডুরা) ও বারি আলু-২৫ (এসটারিক্স)।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বিবিধ।

(ক) কারিগরি কমিটির ৪৮তম সভায় হাইব্রিড ধানের অনুরুপ বিদেশ থেকে বীজ আলু আমদানীপূর্বক নিবন্ধিকরণের জন্য একটি সুপারিশমালা প্রণয়নের নিমিত্তে ডঃ লুৎফুর রহমান, জেষ্ঠ্যতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহকে আহক্ষায়ক করে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপকমিটি গঠন করা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে গঠিত উপ কমিটির একটি সুপারিশমালা অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে সদস্য পরিচালক (শস্য) বলেন যে, হাইব্রিড ধানের অনুরূপ বিদেশ থেকে আলু আমদানীপূর্বক নিবন্ধিকরণের সুপারিশ না করণের ক্ষেত্রে গঠিত উপ-কমিটি আলু একটি সংবেদনশীল ফসল বিবেচনার কথা উল্লেখ করেছেন। তার মতে শুধু সংবেদনশীল ফসল হিসেবে বিবেচনায় এনে আলু আমদানীপূর্বক নিবন্ধনের সুপারিশ করা যুক্তি সংগত নহে। তিনি আরো বলেন মূল্যায়নের জন্য কোন কে ছাড় দেওয়া ঠিক হবে না। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, কমিটি কর্তৃক যে তিনটি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে উহা বিষয়টিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথেষ্ট নহে। যে ভাবে সুপারিশমালা প্রণয়ণ করার কথা সেভাবে তা আসে নাই। উক্ত বিষয়টির উপর কমিটির আরো সভা আহ্বান করে সুনির্দিষ্ট ভাবে সুপারিশমালা প্রনয়ণ করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ গঠিত উপ-কমিটি আগামী ১ মাসের মধ্যে উক্ত বিষয়টির উপর সুস্পষ্ট সুপারিশমালা প্রনয়ণ পূর্বক পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে (দায়িত্ব ঃ গঠিত উপ-কমিটি)

(খ) কারিগরি কমিটির ৪৯তম (বিশেষ) সভায় টিসিআরসি এক সপ্তাহের মধ্যে বিএডিসি, এসসিএ এবং প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধি নিয়ে আলু বীজ আমদানীর পরিমাণ নির্ধারনের একটি সুপারিশমালা প্রনয়ণ করবে (দায়িত্ব ঃ টিসিআরসি ও এসসিএ)। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক টিসিআরসি, বিএডিসি, এসসিএ এবং প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিমিত্তে বিদেশ থেকে বীজ আলু আমদানীর পরিমাণ নির্ধারনের একটি সুপারিশমালা অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে জনাব মাসুম, সুপ্রিম সীড কোম্পানী বলেন যে, মূল্যায়নসহ

বিভিন্ন গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য ৫০০ কেজির পরিবর্তে আরো-বেশী পরিমাণের বীজ আলু আমদানীর পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রসংগে ডঃ আবদুর রাজ্জাক বলেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ে ট্রায়ালের জন্য ৫০০ কেজি আলুই যথেষ্ট। সভাপতি মহোদয় পরীক্ষা নিরীক্ষার নিমিত্তে আলু আমদানীর বিষয়ে গঠিত উপ কমিটির সুপারিশমালাই যুক্তিযুক্ত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ গঠিত উপ-কমিটির সুপারিশ মোতাবেক পূর্ব নির্ধারিত ২০০ কেজির পরিবের্তে টিসিআরসির ৫টি ষ্টেশনে প্রতিটিতে ৫০ কেজি হিসাবে ২৫০ কেজি, দেবীগঞ্জ খামারে বীজ পরিবর্ধনের জন্য ২২৫ কেজি এবং এসসিএ কর্তৃক ডিইউএস ও স্প্রাউট টেষ্ট সম্পন্ন করার নিমিত্তে ২৫ কেজিসহ সর্বমোট ৫০০ কেজি বীজ আলু আমদানীর অনুমতি প্রদানের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

(গ) হাইব্রিড ধান-৯৯-৫ (হীরা) জাতটিকে ঢাকা অঞ্চলে বিপণন ও আবাদের অনুমোদন।

জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান সুপ্রীম সীড কোম্পানী, কারিগরি কমিটির ৪৮তম ও ৪৯তম বিশেষ সভায় বিষয়টি ঢাকা অঞ্চলেও জাতটির চাষাবাদের অনুমতির আবেদন জানান। এ প্রেক্ষিতে কারিগরি কমিটির ৪৯তম বিশেষ সভায় জাতটি ঢাকা অঞ্চলের বিগত মৌসুমের চাষী পর্যায়ে উৎপাদন ফলাফল উপস্থাপন করবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। সে মোতাবেক বিগত ২০০৩-২০০৪ মৌসুমের ডিএই কর্তৃক প্রদত্ত তারতম্যের হাইব্রিড ধান-৯৯-৫ (হীরা) জাতটির চেক জাত ব্রিধান-২৮ থেকে ফলনের তারতম্যের হার উপস্থাপন করা হলে সদস্য পরিচালক (শস্য) বলেন যে, ঢাকা অঞ্চলের প্রদত্ত ফলাফল সন্তোষজনক বাধিয়া জাতটিকে ঢাকা অঞ্চলেও নিবন্ধন করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসিও একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ সুপ্রিম সীড কোম্পানীর হাইব্রিড ধান-৯৯-৫ (হীরা) জাতটিকে ঢাকা অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

(ঘ) ভারতীয় তোষা পাট জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাত বাংলাদেশে মূল্যায়ন ও ছাড়করণ।

কারিগরি কমিটির ৪৯তম বিশেষ সভায় বিষয়টি উত্থাপিত হলে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ভারতীয় পাট বীজ জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতটির মূল্যায়ন ও ছাড়করণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে। এ প্রেক্ষিতে বিজেআরআই ঢাকা থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৬তম সভায় বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিষয়টি উত্থাপিত হলে স্থানীয় নিয়ম নীতির আলোকে বাংলাদেশে ছাড়করণ বিষয়ে কারিগরি কমিটির মাধ্যমে সুপারিশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সদস্য পরিচালক (শস্য) জাতটি এ দেশে ছাড়করণ করা হলে প্রজনন বীজ কোথা থেকে সরবরাহ করা হবে তার উৎস জানতে চান। জনাব ডঃ সামসুদ্দিন হামিদ, বিভাগীয় প্রধান, প্রজনন বিভাগ, বিজেআরআই বলেন যে, জাতটি যেহেতু ভারতীয় কাজেই প্রজনন বীজের উৎস ভারতেই হওয়ার কথা। তিনি আরো বলেন বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ওএম-১, ও ও-৭২ এবং ও-৯৮৯৭ জাত তিনটি ফলন ও আঁশের মান জেআরও-৫২৪ (নবীন) থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল তবে চাষীরা জাতটির বীজ সময়মত সরবরাহ পায় বলেই তারা এ জাতটি চাষাবাদ করে থাকে। এ প্রেক্ষিতে মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বলেন যে, বাংলাদেশে এমন অনেক মিল আছে যেখানে ভারতীয় পাট ক্রয়ে অনিহা প্রকাশ করে থাকে। জনাব মাসুম, সুপ্রীম সীড কোম্পানী বলেন যে, বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদিত তোষা পাটের বীজ চাষীরা সময়মত সরবরাহ পান না এ ছাড়া জেআরও-৫২৪ জাতটির ভারতে বীজ উৎপাদন খরচ অনেক কম। উক্ত জাতের উৎপাদিত পাট বিক্রিতে চাষীদের কোন অসুবিধা হয় না। জাতটির জীবনকালও কম বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন উক্ত জাতটির আঁশের মান ও জীবন কাল যাচাইয়ের জন্য আরো গবেষণা দরকার। জাতটির প্রজনন বীজ কিভাবে সংগ্রহ করা যাবে এ বিষয়েও জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ভারতীয় তোষা পাট জেআরও-৫২৪ (নবীন) দেশে ছাড়করণের নিমিত্তে জাতটির গুণাগুণ আরও যাচাই-বাচাই এবং প্রজনন বীজ সংগ্রহের উৎসসহ একটি সুনির্দিষ্ট পূর্নাঙ্গ তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করবে (দায়িত্ব ঃ বিজেআরই, বীজ উইং ও এসসিএ)।

(ঙ) ননোটিফাইড ফসলের বীজ মান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারণ প্রসংগে ননোটিফাইড ফসলের ক্ষেত্রে নোটিফাইড ফসলের অনুরূপ বীজের মান (Seed Standard) নির্ধারিত না থাকায় জাতীয় ও আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগারে ননোটিফাইড ফসলের মার্কেট মনিটরিং বীজ নমুনার পরীক্ষার ফলাফল প্রদানে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বীজ আইন ও বীজ বিধির আলোকে মার্কেট মনিটরিং পরীক্ষার মাধ্যমে সকল ফসলের বীজের মান নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উপর অর্পিত। এমতাবস্থায় জাতীয়ভাবে ননোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক। বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে, সদস্য পরিচালক (শস্য) বলেন যে, নোটিফাইড ফসলের অনুরুপ ননোটিফাইড ফসলের ক্ষেত্রে বীজ মান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারিত থাকা আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে পরিচালক (গবেষণা), বারি ও মহা ব্যবস্থাপক (বীজ) একমত পোষণ করেন।

সভাপতি মহোদয় ননোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান নির্ধারণের নিমিত্তে একটি উপ-কমিটি গঠনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

নোটিফাইড ফসলের অনুরুপ ননোটিফাইড ফসলের ক্ষেত্রেও বীজমান ও মাঠমান নির্ধারণের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হলো। ঃ

১। ডঃ মতিউর রহমান, পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	আহ্বায়ক
২। ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	সদস্য
৩। প্রতিনিধি, বীজ পরীক্ষাগার, বিএডিসি,	সদস্য
৪। প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	সদস্য
৫। প্রতিনিধি, বিনা, ময়মনসিংহ	সদস্য
৬। প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার্স এন্ড ডিলার এসোসিয়েশন	সদস্য
৭। প্রতিনিধি ব্র্যাক	সদস্য
৮। আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভেরাইটি টেষ্টিং), বীজ প্রত্যয়ন এজন্সী, গাজীপুর	সদস্য-সচিব

উক্ত কমিটি পার্শ্ববর্তী (ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলংকা) দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ননোটিফাইড ফসলের গ্রহণযোগ্য বীজমান ও মাঠমান প্রণয়নপূর্বক একটি সুপারিশমালা তৈরী করবে।

(চ) কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৭তম সভার সিদ্ধান্ত মোতবেক বিএআরসির আর্থিক সহায়তায় ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর যৌথ উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে একটি বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত রয়েছে। উক্ত সেমিনার সুষ্ঠ বাস্তবায়নের নিমিত্তে একটি সাংগঠনিক কমিটির রূপরেখা প্রণয়ন করা আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, জাতীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার বিএআরসির আর্থিক সহায়তায় বিএআরসি ও এসসিএ এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব সিদ্ধান্ত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিএআরসি ও এসসিএ এর প্রতিনিধি একত্রিত হয়ে সুষ্ঠু বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে। এ বিষয়ে অদ্যকার সভায় বিস্তারিত আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই বলে তিনি জানান।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ হামিদুর রহমান)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫১তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫১তম (বিশেষ) সভা গত ২১/৮/২০০৫খ্রি. তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ডঃ এম, নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।
সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বিবিধ আলোচনায় আলোচ্য বিষয় অর্ন্তভূক্তির জন্য আহস্বান জানান। অতঃপর কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ ২০০৪-২০০৫ বোরো মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
সদস্য সচিব ২০০৪-২০০৫ বোরো মৌসুমে মোট ১৩টি বীজ কোম্পানীর ২৪টি হাইব্রিড জাত, স্বল্প জীবনকাল ব্রি ধান- ২৮ ও দীর্ঘ জীবনকাল ব্রি ধান-২৯ চেক জাতসহ নিম্নবর্ণিত সর্বমোট ২৬টি ধানের (কোড নম্বর এইচ-০৮৮ থেকে এইচ-১১৩ পর্যন্ত) ট্রায়ালকৃত ফলাফল উপস্থাপন করেন।

ক্র ঃ নং	বীজ কোম্পানীর নাম	প্রস্তাবিত জাতের নাম	ক্র ঃ নং	কোম্পানীর নাম	প্রস্তাবিত জাতের নাম
১	আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ	(ক) LP-70 (খ) LP-50 (পুনঃ ট্রায়াল)	৭	চেনস ক্রপ-সাইন্স বাংলাদেশ লিঃ	Richer-101 (পনুঃ ট্রায়াল)
২	সুপ্রীম সীড কোম্পানী	(ক) হাইব্রিড ধান নং- HS-273 (পুনঃ ট্রায়াল)	৮	সী ট্রেড ফার্টিলাইজার লিঃ	(ক) Tinapata-40 (২য় বর্ষ)
		(খ) নং- HSLY-2			(খ) Tinpata-10
৩	মল্লিকা সীড কোম্পানী	(ক) HTM-4			(গ) Tinpata Super
		(খ) HTM-5	১০	ন্যাশনাল সীড কোম্পানী লিঃ	(ক) Taj-1 (GRA-2)
৪	ব্র্যাক	(ক) HB-8 (Jagoron-2) (২য় বর্ষ)			(খ) Taj-2 (GRA-3)
		(খ) BW001 (Jagoron-3)	১১	ইষ্ট ওয়েষ্ট সীড বাংলাদেশ লিঃ	(ক) HTM-202
৫	এ সি আই লিমিটেড	(ক) ACI-1			(খ) HTM-303
		(খ) ACI-2	১২	মাসুদ সীড কোম্পানী	Kahinoor-1 (GRA-1)
৬	সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ	(ক) Lu You-2 (Surma-1)	১৩	নর্থ সাউথ সীড লিঃ	(ক) HTM-66
		(খ) Lu You-3 (Surma-2)			(খ) HTM-707

উল্লেখ্য যে, উপস্থাপনকৃত হাইব্রিড জাতগুলোর মধ্যে LP-50, HS-273 ও Richer-101 এ তিনটি জাত পুনঃট্রায়াল করা হয় এবং HB-8 ও Tinpata-40 এ দুটি জাত পরপর দুই বৎসর ট্রায়াল করা হয় এবং অবশিষ্ট জাতগুলো এক বৎসর ট্রায়াল সম্পাদন করা হয়েছে।
ডঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম, অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ উথাপিত ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত জাতগুলোর ফলন অনফার্ম থেকে অনষ্টেশনে সাধারনত ভাল হয় যেটাকে Yield gap বলা হয়। কিন্তু এখানে অনষ্টেশনের তুলনায় অনফার্মের ফলন ভাল। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন Replication এর মধ্যে Yield gap অত্যন্ত বেশী বিধায় বিষয়টি দেখা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয়ও একমত পোষণ করেন। ডঃ নাসির উদ্দিন বলেন যে, ট্রায়াল বাস্তবায়নের মাঠের ভাল এবং খারাপ দিকগুলি নোট করা হলে বেশী ফলন অথবা কম ফলনের ব্যাখ্যা পাওয়া যেত। এ বিষয়ে একটি Monitoring team গঠন করে ট্রায়ালের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি দূর করা যেত। ডঃ জুলফিকার, সিএসও, ব্রি এ বিষয়ে উল্লেখ করেন যে, ২০০৪-২০০৫ বোরো মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতের সংখ্যা বেশী হওয়াতে ব্রি এর অনষ্টেশন, গাজীপুরে ভাল জমি পাওয়া এবং প্রতিটি ট্রায়াল একই স্থানে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নাই। এ অবস্থায় কোন জাত একটু বেশী সুবিধাজনক স্থানে থাকার কারণে যে ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে তা হেক্টরে প্রকাশ করায় তুলনামূলক অধিক বলে প্রতিয়মান হয়েছে।
আলোচনার এক পর্যায়ে জনাব এফ আর মালিক উল্লেখ করেন যে, কোন জাতের এক বৎসরের ট্রায়ালকৃত ফলাফলের সাথে বিগত অন্য এক বৎসরের ট্রায়ালকৃত ফলাফল হাইব্রিড জাত নিবন্ধনের জন্য বিবেচনা করা যাবে কিনা জানতে চাইলে ডঃ মোঃ আঃ রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি বলেন যে, কোন জাত নিবন্ধনের জন্য পরপর দুই বৎসরের ফলাফল অবশ্যই বিবেচনা করা প্রয়োজন, অন্যথায় হাইব্রিড জাত ও পরিবেশের Interaction নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

তিনি আরো বলেন অনষ্টেশন ও অনফার্মে পরপর দুই বৎসরের গড় ফলন চেক জাত থেকে কমপক্ষে ২০% এর অধিক হলেই প্রস্তাবিত কোন হাইব্রিড জাতকে অঞ্চলভিত্তিক নিবন্ধনের সুপারিশ করা যেতে পারে। উক্ত প্রস্তাবনার সাথে ডঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক একমত পোষন করে বলেন ট্রায়ালে জাতের সংখ্যা ১৫ এর অধিক হলে দ্বিতীয় সেট স্থাপন করা আবশ্যক।

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সভাকে অবহিত করেন যে, ভবিষ্যতে হাইব্রিড ট্রায়াল যাতে আরও সুষ্ঠু ও ফলপ্রসুভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে দিকে এসসিএ জোরালো দৃষ্টি রাখবে।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় ২০০৪-২০০৫ মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধান জাতের গোপনীয় কোড উন্মুক্ত করেন এবং উপস্থিত সকল সদস্যকে অবহিত করেন। উন্মুক্ত কোডের জাতসমূহের পুনঃট্রায়াল, দুই বৎসর ট্রায়াল এবং এক বছরের ট্রায়াল ফলাফল উপস্থিত সদস্য বর্গ ও প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রানবন্ত আলোচনার মাধ্যমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ১। প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের দুই বৎসর ট্রায়ালের ক্ষেত্রে পরপর দুই বৎসরের অনষ্টেশন ও অনফার্মের গড় ফলন চেক জাত হতে কমপক্ষে ২০% এর অধিক হলেই উক্ত জাতকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনের সুপারিশ করা হবে।

২। এক বছরের ট্রায়ালকৃত জাতগুলোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী আগামী বোরো মৌসুমে ইচ্ছা পোষণ করলে দ্বিতীয় বর্ষের ট্রায়ালের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে। উক্ত নিয়মে প্রস্তাবিত Tinpata-40 জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা এবং ব্র্যাকের HB-8 জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রংপুর অঞ্চলসমূহের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

৩। পুনঃ ট্রায়ালকৃত চেনস ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিঃ এর রাইচার-১০১ জাতটি দেশের ছয়টি অঞ্চলে অন ষ্টেশন ও অনফার্মে চেক জাত থেকে ২০% অধিক ফলন পাওয়ায় দেশের সকল অঞ্চলের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

৪। পুনঃ ট্রায়ালকৃত আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর LP-50 জাতটি রাজশাহী এবং সুপ্রীম সীড কোম্পানীর HS-27 জাতটি ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে অন ষ্টেশন ও অনফার্মে চেক জাত থেকে ২০% এর অধিক ফলন পাওয়ায় অঞ্চল ভিত্তিক সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত জাত দুটির পূর্ব নিবন্ধিত অঞ্চলসমূহ বহাল থাকবে।

৫। RCB design এ ট্রায়াল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতের সংখ্যা ১৫ এর অধিক হলে দ্বিতীয় সেট ট্রায়াল স্থাপন করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ ২০০৩-২০০৪ এবং ২০০৪-২০০৫ আমন মৌসুমের ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা।

অতঃপর পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ক্রমান্বয়ে ২০০৩-২০০৪ ও ২০০৪-২০০৫ উৎপাদন মৌসুমের হাইব্রিড আমন ট্রায়ালের ফলাফল সভায় উপস্থাপন করেন। ২০০৩-২০০৪ আমন মৌসুমে দুটি কোম্পানীর তিনটি হাইব্রিড ধানের সাথে বিআর-১১ Standard চেকজাত সহ সর্বমোট (৩+১) ৪টি ধানের জাত (যা এস সি এ প্রদত্ত কোড নম্বর এইচ-০৭৩ থেকে এই-০৭৬ পর্যন্ত) এবং ২০০৪-২০০৫ আমন মৌসুমে ৩টি কোম্পানীর ৪টি হাইব্রিড ধানের সাথে ব্রিধান-৩১ Standard চেকজাত সহ সর্বমোট (৪+১) ৫টি ধানের জাত (যা এস সি এ প্রদত্ত কোড নম্বর এইচ-০৮৩ থেকে কোড নং-এইচ-০৮৭ পর্যন্ত) ব্যবহার করে দেশের ৬টি কৃষি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) অনষ্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়াল স্থাপন করা হয় যা নিম্নরূপ-

২০০৩-২০০৪ মৌসুম ঃ

ক্রঃ নং	কোম্পানীর নাম	প্রস্তাবিত জাতের নাম	ক্রঃ নং	কোম্পানীর নাম	প্রস্তাবিত জাতের নাম
১.	আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ	ক) LP-70	২	সুপ্রীম সীড কোম্পানী	হাইব্রিড ধান নং-৯৯-৫ (হীরা)

২০০৪-২০০৫ মৌসুম ঃ

ক্রঃ নং	কোম্পানীর নাম	প্রস্তাবিত জাতের নাম	ক্রঃ নং	কোম্পানীর নাম	প্রস্তাবিত জাতের নাম
১.	ব্রি, গাজীপুর	ক) ব্রি হাইব্রিড ধান-২	৩	সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ	এনকে-৩২৬৮
২.	আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ	ক) LP-70, (খ) LP-50			

'এখানে উল্লেখ্য যে, এইচ-০৭৬ জাতটির বীজ অংকুরিত হয়নি বিধায় ট্রায়াল বাস্তবায়িত হয়নি। কারিগরি কমিটির ৪৮তম ও ৫০তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক Per day crop yield Analysis সহ অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে ডঃ মোঃ আবুদর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, গড় ফলনের ক্ষেত্রে উভয় মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতগুলোর কোনটিরই চেক জাত থেকে সন্তোষজনক ফলন পাওয়া যায়নি। ডঃ লুৎফুর রহমান একমত পোষণ করে উল্লেখ করেন যে, গড় ফলন এবং দিন প্রতি (Per day yield count) ফলনের ক্ষেত্রে কোন জাতেরই Performance সন্তোষজনক নহে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০০৩-২০০৪ এং ২০০৪-২০০৫ আমন মৌসুমের ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল অন ষ্টেশন ও অন ফার্মে সন্তোষজনক পাওয়া যায়নি বিধায় কোন জাতকেই নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো না।

আলোচ্য বিষয়-বিবিধ ঃ সিলেট বিভাগে মাঠ মুল্যায়ণ দল গঠন প্রসংগে।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আঞ্চলিক বহিরাংগন অফিসার এবং মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য সচিব, চট্টগ্রাম অঞ্চল পত্র মারফত জানিয়েছেন যে, সম্প্রতি মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সিলেট জেলার সমন্বয়ে সিলেট কৃষি অঞ্চল নামে একটি নতুন অঞ্চল গঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভার ৪ (৩) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষি অঞ্চলভিত্তিক সিলেট অঞ্চলে মাঠ মূল্যায়ন দল গঠন করা প্রয়োজন। সে মোতাবেক সিলেট কৃষি অঞ্চলের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবিত মাঠ মূল্যায়ন দলকে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

১। অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, সিলেট অঞ্চল, সিলেট	দলনেতা
২। উপ-পরিচালক, বীজ বিপনন, বিএডিসি, সিলেট অঞ্চল, সিলেট	সদস্য
৩। কীটতত্ত্ববিদ, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, আকবরপুর, সিলেট	সদস্য
৪। উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, হবিগঞ্জ	সদস্য
৫। ব্রিডার (প্রার্থীত জাতের)	সদস্য
৬। আঞ্চলিক বহিরাংগন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, চট্টগ্রাম	সদস্য-সচিব

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ হামিদুর রহমান)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫২তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫২তম সভা গত ২৩/০২/২০০৩ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম, নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।
সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বিবিধ আলোচনায় আলোচ্য বিষয় অর্ন্তভূক্তের জন্য আহব্বান জানান। অতঃপর কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। জনাব মোঃ তালেব আলী শেখ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ৫০তম ও ৫১তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
সদস্য সচিব জানান যে, কারিগরি কমিটির ৫০তম ও ৫১তম (বিশেষ) সভা যথাক্রমে গত ১৬/৫/২০০৫ খ্রি. ও ২১/৮/২০০৫ খ্রি. তারিখ ডঃ এম, নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী দুটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২/৬/২০০৫ইং তারিখের ৯৫৬ (১৬) সংখ্যক ও ৬/৯/২০০৫ ইং তারিখের ১৬৯৩ (২৫) স্মারকদ্বয়ের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। এ ব্যাপারে কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় পুনরায় মতামতের ভিত্তিতে বিগত সভার কার্যবিবরণী দুটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৫০তম ও ৫১তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী দুটি পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৫০তম ও ৫১তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবয়নের অগ্রগতির পর্যালোচনা।
কারিগরি কমিটির ৫০তম ও ৫১তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নসহ জাতীয় বীজ বোর্ডে ৫৮তম ও ৫৯তম সভায় অনুমোদনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সদস্যগণ উক্ত সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি অবহিত হন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বিএসআরআই কর্তৃক প্রস্তাবিত আখের আই ৮-৯৫ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩৭ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।
প্রস্তাবিত বিএসআর আখ-৩৭ জাতটি ১৯৯৩ সালে কোক-৩১ এর সাথে সিপি ৫০-৭২ জাতের সংস্কারায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনা মতে সংস্কারায়িত প্রজাতিটি অন্যান্য জাতের সাথে পরপর দুই বৎসর বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এরপর জাতটি আই-৮-৯৫ হিসেবে প্রাথামিক (Preliminary), অগ্রগামী (Advanced) ও পরপর তিন বৎসর আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় ইক্ষু জাত ঈশ্বরদী ২০ এবং ঈশ্বরদী ২৮ এর সাথে তুলনা করার পর ২০০২ সালে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়।

প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী-৩৭ জাতের কান্ড (stalk) মাঝারী লম্বা, মধ্যম আকারের এবং রং হলুদাভ সবুজ। পর্ব মধ্য (internode) সিলিন্ডার (cylinder) আকৃতির। কান্ড শক্ত ও ছোট ফাঁপা (pipe) দেখা যায়। গিরা (node) সমান (even) এবং পাতা ঝরার দাগ স্পষ্ট। চোখ (bud) গোলাকার (roundish) আকৃতির, ছোট এবং পরিপক্ক চোখের উপরের অংশ গ্রোথরিং (Growth ring) স্পর্শ করে থাকে। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ রং এর। পাতার খোল সুবজ বর্ণের ও কান্ডের সাথে হালকাভাবে লেগে থাকে। ডিউল্যাপ (Dewlap) ত্রিকোণাকৃতির (triangular) এবং সবুজ বর্ণের। ভিতরের অরিকল (inner auricle) ট্রানজিশনাল-২ (transitional-2) ও বাহিরের অরিকল ট্রানজিশনাল-১ (transitional-1)। এ জাতের ইক্ষুতে ফুল হয় না। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ট্রায়ালকৃত অঞ্চলে প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী-৩৭ জাতের গড় ফলন ক্ষমতা ঈশ্বরদী-২০ এবং ঈশ্বরদী-২৮ এর চেয়ে ভাল এবং বিভিন্ন ট্রায়ালের স্থানে ঈশ্বরদী-৩৭, ঈশ্বরদী-২০ ও ঈশ্বরদী-২৮ এ হেক্টর প্রতি ফলন যথাক্রমে ৯৩.৩২ থেকে ১১৭.৫০, ৭৫.৯৯ থেকে ১১৮.৭১ এবং ৭৮.৬০ থেকে ১২২.৯৬ টন পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। গুড়ের গুণগত মান ভাল। ইহা একটি আগাম পরিপক্ক জাত। পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ হতে এ জাতের ইক্ষুতে চিনি ধারণ ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং ফেব্রুয়ারী মাসে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায়। জাতটি খরা, জলাবদ্ধতা ও বন্যা সহিষ্ণু। কৃত্রিম পরীক্ষায় এ জাতটি রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে মানদন্ড হিসাবে ব্যবহৃত ঈশ্বরদী-২০ এর মত এবং ঈশ্বরদী-২৯ এর চেয়ে প্রতিরোধী। প্রাকৃতিক পরিবেশে লাল পচা রোগের প্রার্দুভাব দেখা যায়।

উক্ত জাতটি ২০০২ মৌসুমে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রংপুর ও রাজশাহী) ৭টি স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে ৫টি স্থানে চেক জাত থেকে ফলন বেশী এবং রোগবালাই অপেক্ষাকৃত কম ও অপুষ্পক প্রভৃতি গুণাবলীর জন্য ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। ঢাকা অঞ্চলের শ্রীপুরে ফলন সন্তোষজনক নয় ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের মেলান্দহ, জামালপুরে চেক জাতের তুলনায় ফলন কিছুটা কম। কিন্তু ঢলেপড়া (Wilt) রোগের প্রার্দুভাব বেশী বলে মাঠ মূল্যায়ন দল উক্ত অঞ্চলে জাতটিকে ছাড়করণের সুপারিশ করে নাই। অদ্যকার সভায় এ বিষয়ে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সদস্য সচিব মতামত পেশ করেন।

আলোচনার শুরুতে ডঃ মোঃ আলমগীর মিয়া, প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএসআরআই, ঈশ্বরদী, পাবনা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রস্তাবিত জাতের বিভিন্ন গুণাগুণ সভায় উপস্থাপন করেন। জনাব তালেব আলী শেখ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, আখের ই ৮-৯৫ ক্লোনটি ছাড়করণের নিমিত্তে পূর্ববর্তী জাতের সাথে উহার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকা আবশ্যক। ইহা ছাড়াও তিনি ভিন্ন ভিন্ন টেষ্টে ভিন্ন ভিন্ন চেক জাত ব্যবহারের কারণ জানতে চাইলে ডঃ মোঃ আলমগীর মিয়া বলেন যে, বিভিন্ন প্রতিকূল আবহাওয়া (বন্যা, খরা ও জলাবদ্ধতা) ও ভিন্ন ভিন্ন কৃষি আবহাওয়ায় প্রস্তাবিত জাতটির ফলনের তারতম্য, পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা প্রভৃতি বিষয়গুলো সঠিকভাবে মূল্যায়নের নিমিত্তে ভিন্ন ভিন্ন টেষ্টে ভিন্ন ভিন্ন চেক জাত ব্যবহার করা হয়েছে। ডঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ বলেন যে, অতীতে জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে Quantitative character দেখা হলেও বর্তমানে জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে Quantitative এবং Quatative উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় আনা হয় এবং জাত ছাড়করণের এ ধারা অব্যাহত রাখা দরকার।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় এ প্রসংগে বলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন টেষ্টে ভিন্ন ভিন্ন চেক জাত ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বলেন যে, আখের জীবনকাল ও পরিপক্কতা সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা দরকার। তাছাড়া জাতটি ছাড় করা হলে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের সুব্যবস্থা রাখতে হবে। অতঃপর মাঠ মূল্যায়ন দলের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আই-৮-৯৫ কৌলিক সারিটি ঈশ্বরদী-৩৭ নামে ঢাকা অঞ্চলে চেক জাত থেকে ফলন কম হওয়ায় এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে রোগবালাই এর প্রাদুর্ভাব বেশী পরিলক্ষিত হওয়ায় উক্ত দুটি অঞ্চল ব্যতীত দেশের অন্যান্য অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

খ) জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় ভিন্ন ভিন্ন টেষ্টে ভিন্ন ভিন্ন চেকজাত ব্যবহারের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল ও পরিপক্কতার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দাখিল করবেন (দায়িত্ব ঃ বিএসআরআই)

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বিবিধ-(১) ঃ ভারতীয় তোষা পাট জেআরও-৫২৪ (নবীন) দেশে ছাড়করণের নিমিত্তে জাতটির গুণাগুণ আরও যাচাই-বাছাই এবং প্রজনন বীজ সংগ্রহের উৎসসহ একটি সুনির্দিষ্ট পূর্ণাঙ্গ তথ্য বিজেআরআই কর্তৃক অদ্যকার সভায় উপস্থাপনের কথা ছিল। এ বিষয়ে বিজেআরআই এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, উক্ত ভারতীয় জাতটির বিভিন্ন গুণাগুণের উপর গবেষণা করা হয় এবং গবেষণা ফলাফলে দেখা যায় যে, ফলন ভাল হলেও আঁশের মান দেশে উদ্ভাবিত জাতসমূহের তুলনায় নিম্নমানের। তাছাড়া গত বৎসরের আবহাওয়াগত কারণে ফলাফলের উপর কোন চূড়ান্ত মন্তব্য করা সম্ভব না বিধায় আরও এক বৎসর ট্রায়াল করা দরকার। ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বলেন যে, উক্ত ভারতীয় জাতটি বাংলাদেশে ছাড়করণের বিষয়ে বিজেআরআই এর স্বত্ত্বাধিকার থাকা দরকার বলে উল্লেখ করেন। অতঃপর এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ আসন্ন (২০০৫-২০০৬) মৌসুমে উক্ত ভারতীয় জাত জেআরও ৫২৪ (নবীন) এর আঁশের গুণাগুণের উপর এবং বীজ উৎপাদনের উপর গবেষণা সম্পাদনপূর্বক ফলাফল পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে (দায়িত্বঃ বিজেআরআই ও এসসিএ)।

(২) আখের বীজ প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণ ঃ আখ একটি নোটিফাইড ফসল বিধায় সংশোধিত বীজ অধ্যাদেশ-১৯৭৭ এর সেকশন-৮ এর সাব-সেকশন (ঘ) এর অধীন আখের মৌল ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়ন আবশ্যক এবং ইহা ছাড়াও আখের নতুন জাত ছাড়করণের অংশ হিসেবে ডিইউএস (DUS) টেষ্ট কার্যক্রম শুরু করা প্রয়োজন। আখ ফসলের বীজ প্রত্যয়ন করতে হলে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিষয়টির উপর একটি প্রশিক্ষণও দেওয়া দরকার। অতঃপর এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) এসসিএ পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় অন্যান্য নোটিফাইড ফসলের অনুরূপ আখ ফসলের বীজ প্রত্যয়ন ও ডিইউএস(DUS) টেষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে একটি পুর্ণাঙ্গ আলোচ্য বিষয় অন্তর্ভূক্ত করবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)।

খ) বিএসআরআই এর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাপূর্বক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের আখ ফসলের উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (দায়িত্ব ঃ বিএসআরআই ও এসসিএ)।

৩) এ সি আই লিঃ এর হাইব্রিড আলোক-৯৩০২৪ জাতটির নাম পরিবর্তনের আবেদন প্রসংগে।
২০০৩ সনের জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম সভায় এ সি আই লিঃ এর আলোক-৯৩০২৪ জাতটি কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িক নিবন্ধন দেয়া হয়। এ সি আই লিঃ কর্তৃক উক্ত হাইব্রিড আলোক-৯৩০২৪ জাতটির নাম পরিবর্তন করে ধানী-৯৩০২৪ নামে বাজার জাত করণের নিমিত্তে ১৬/২/২০০৬ইং তারিখে সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সমীপে একটি আবেদন করে।

উক্ত আবেদনপত্রটি কারিগরি কমিটির ৫২তম সভায় বিবিধ আলোচ্য বিষয়তে উত্থাপন হলে প্রফেসর লুৎফুর রহমান বলেন যে, কোন ক্রমেই পূর্ব অনুমোদিত আলোক নাম পরিবর্তন করে অন্য কোন নামে বাজার জাত করা সমীচিন হবে না। এ প্রেক্ষিতে ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) বলেন যে, জাত নিবন্ধনের পরে এ ধরণের নাম পরিবর্তনের প্রচলন শুরু করলে জাতের নামে ভূল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে সাধারণ চাষীরা বিশেষভাবে প্রতারিত হইতে পারে। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, প্রাথমিকভাবে যে নামে নিবন্ধিত হবে সে নামেই উহা বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তিতে কোনক্রমেই জাতের নাম পরিবর্তন করা যাবে না। ভবিষ্যতে যেন কেহ এরূপ নাম পরিবর্তনের প্রয়াস না নেন। বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ এ সি আই লিঃ এর হাইব্রিড আলোক-৯৩০২৪ জাতটির নাম পরিবর্তনের আবেদনটি বিবেচনা করা হলো না।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ তালেব আলী শেখ)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫৩তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম (বিশেষ) সভা গত ০৬/৭/২০০৬ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম, নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বিবিধ আলোচনায় আলোচ্য বিষয় অর্ন্তভূক্তির জন্য আহব্বান জানান। এ পর্যায়ে ডঃ এম এ বাকী, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি গাজীপুর বিবিধ আলোচ্য সূচীতে ধানের প্রজনন বীজের বর্তমান মুল্যের উপর আলোচনা রাখার অনুরোধ জানান এবং জনাব দেওয়ান নেছার আহম্মেদ বীজ প্রত্যয়ন ফি সম্পর্কিত একটি বিবিধ আলোচ্য সূচী রাখার অনুরোধ জানান। অতঃপর কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, বীজ প্রত্যয়ন ফি ও ধানের প্রজনন বীজের বর্তমান মূল্য এ দুইটি বিষয়ই আগামী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উত্থাপিত হবে। অতঃপর জনাব কামাল মোস্তফা, তিনপাতা কোয়ালিটি সীড বাংলাদেশ লিঃ হাইব্রিড ধানের মত আলুর জাত ছাড়করণ বিষয়ের উপর একটি বিবিধ আলোচ্য বিষয় রাখার অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে জনাব এ আর হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভি টি) জানান যে, ডঃ মোঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ প্রেক্ষিতে কাজ চলছে, আগামী কারিগরি কমিটির সভায় এ বিষয়ে একটি পৃথক আলোচ্য বিষয় রাখা হবে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। জনাব মোঃ তালেব আলী শেখ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ বোরো/২০০৪-২০০৫ ও ২০০৫-২০০৬ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
বোরো/২০০৫-২০০৬ মৌসুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ ২৫টি বীজ কোম্পানীর সর্বমোট (১ম বর্ষ ২৫টি + ২য় বর্ষ ২০টি) ৪৫টি হাইব্রিড ধানের জাত দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) অনষ্টেশন ও অনফার্মে মোট ১২টি লোকেশনে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ট্রায়াল সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্তে উল্লেখিত ৪৫টি জাত ৩টি সেটে (A,B & C) প্রত্যেক সেটে ১৫টি হাইব্রিড ও ২টি চেক জাত (ব্রি ধান-২৮ ও ব্রি ধান-২৯সহ) প্রতি স্থানে ১৭×৩ =৫১টি জাতের ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক যথাসময়ে উল্লেখিত ট্রায়ালের মাঠ মূল্যায়িত হওয়ার পর প্রাপ্ত ফলাফল "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি" অনুসরণপূর্বক এসসিএ কর্তৃক বিশ্লেষণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ট্রায়ালকৃত সব ক'টি হাইব্রিড জাতই স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন অর্থাৎ ১৫০ দিনের নিম্নে পাওয়া গিয়েছে বিধায় শুধু মাত্র ব্রি ধান-২৮ চেক জাতটির সাথে Heterosis% বিশ্লেষণ পূর্বক উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় বিষয়টির উপর সক্রিয় আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে আহ্বান জানান।

ডঃ মোঃ নাসির উদ্দিন, উপদেষ্টা, ইউনাইটেড সীড স্টোর উল্লেখ করেন যে, এ বৎসরের ফলাফলে বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি একই অঞ্চলে অনষ্টেশন ও অনফার্মে ফলাফল বেশ তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এ বৎসর প্রায় ৪৫টি হাইব্রিড জাত মূল্যায়নে এসেছে। এতগুলো জাত এক সাথে ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন বেশ কঠিন। মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর বলেন যে, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে অনস্টেশন ও অনফার্মে উভয় লোকেশনেই প্রায় ১০০% জাতের ফলন চেক জাত থেকে ২০% এর অধিক কিন্তু অন্য চারটি অঞ্চলে এ রকমটি দেখা যাচ্ছে না। কাজেই এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ মোজ্জাম্মেল হক, ময়মনসিংহ অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য সচিব ও আঞ্চলিক বহিরাংগন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, ঢাকা বলেন যে, আরএআরএস, জামালপুর অনষ্টেশনে ট্রায়াল প্লটের ধান থোর অবস্থায় গভীর নলকুপটি হঠাৎ বিকল হওয়ায় একনাগারে ১০-১২ দিন সেচ দেয়া যায়নি বলে চেকজাতসহ হাইব্রিডের ফলন কম হয়। অন্যদিকে জনাব শফিকুর রহমান, কুমিল্লা অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য সচিব ও আঞ্চলিক বহিরাংগন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, চট্টগ্রাম জানান যে, কুমিল্লা সদর উপজেলায় অনফার্মের "A" Set ট্রায়াল প্লটের কৃষকের সেচ যন্ত্রটি মাঝে মধ্যে বিকল হওয়ায় পরিমিত সেচের অভাবে চেকজাতের ফলন কম হয়। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় যে, আনুপাতিক হারে হাইব্রিড জাতের ফলন ভাল হয়।

ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) বলেন যে, ট্রায়ালে যে হাইব্রিড জাতগুলোর ফলন চেক জাত থেকে ২০% অধিক সেগুলোর নিবন্ধনের বিধান আছে। তবে এখানে দেখা যাচ্ছে কোন কোন অঞ্চলে হাইব্রিড জাতের ফলন হেক্টর প্রতি ৫ টনের নীচে কিন্তু চেক জাত থেকে ফলন ২০% এর অধিক অপর দিকে কোন কোন অঞ্চলে হাইব্রিডের হেক্টর প্রতি ফলন ৬ টনের অধিক হলেও চেক জাত থেকে

ফলন ২০% এর ও বেশী নয়। তাই একটি হাইব্রিড জাত কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে নিবন্ধিত হতে হলে ন্যূনতম ফলনের পরিমাণ নির্ধারণ থাকা দরকার। জনাব মোঃ আবদুল বারী, পরিচালক (সরেজমিন উইং), ডিএই উক্ত প্রস্তাবনার সাথে একমত পোষণ করেন।

ডঃ এম এ বাকী, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর উল্লেখ করেন যে, যে সকল ট্রায়ালে চেক জাতের ফলন বাহ্যিক কারনে নিম্নমানের হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত ট্রায়াল ফলাফল বাতিল করা যেতে পারে। ইউনাইটেড সীড স্টোর এর প্রোপ্রাইটর জনাব মোঃ আবু তাহের উল্লেখ করেন যে, প্রদত্ত ফলাফল তথ্যে দেখা যায়, মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক রংপুর অনষ্টেশনে ফসল পরিপক্ক অবস্থায় প্রচন্ড শিলা বৃষ্টি হওয়ায় চেক জাত থেকে হাইব্রিডের ফলন কম হয়। এক্ষেত্রে শুধু মাত্র অনফার্মের ফলাফলের ভিত্তিতে হাইব্রিড জাতগুলোকে ছাড়করণের বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন। জনাব মোঃ মাসুম সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিঃ বলেন যে, আমদানীকৃত হাইব্রিড বীজের মান নিশ্চিত করার স্বার্থে হাইব্রিড জাত যে নামে নিবন্ধন করা হবে সে নামেই বাজারজাত করতে হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আমদানীকৃত বীজ উচ্চমান সম্পন্ন হতে হবে এবং Supplying কোম্পানীর নামও প্যাকেটের গায়ে লিখতে হবে। এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্পষ্ট নির্দেশনা থাকার জন্য অনুরোধ করেন। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করা দরকার এবং বীজের গুণাগুণ পরীক্ষা করার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে দেওয়া আবশ্যক।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে হাইব্রিড ধানের আবাদ প্রচলন করা হয়েছে। হাইব্রিড ধান আবাদে সাধারণ চাষীকে অনেক Invest করতে হয়। এ ক্ষেত্রে চাষী যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে দিকে সবার বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন, হাইব্রিড জাতের মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতিটি আরও পর্যালোচনা এবং বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক সংশোধন করা প্রয়োজন। আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় ২০০৫-২০০৬ বোরো মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের এসসিএ কর্তৃক সংরক্ষিত কোড নম্বর উন্মুক্ত করেন এবং ফলাফল Compilation পূর্বক উপস্থাপন করতে বলেন। অতঃপর Compilation Report উপস্থাপন করা হলে এবং বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত- ১ ঃ ২০০৪-২০০৫ এবং ২০০৫-২০০৬ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেক জাত থেকে গড় ফলন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলোকে সাময়িকভাবে ও শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলোঃ

(ক) ন্যাশনাল সীড কোঃ লিঃ এর TAJ-2 (GRA-3) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-০৮৮ ও এইচ-১৩২)।

(খ) মল্লিকা সীড কোম্পনীর HTM-4 (সোনার বাংলা-৬) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-০৮৯ ও এইচ-১২৫)

(গ) নর্থ সউথ সীড লিঃ এর HTM-606 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-০৯০ ও এ-১২১)।

(ঘ) সী ট্রেড ফার্টিলাইজার লিঃ L.P-108 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-০৯১ ও এইচ-১২১)।

(ঙ) সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ এর LU You-3 (Surma-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-০৯২ ও এইচ-১২৮)।

(চ) তিনপাতা কোয়ালিটি সীড বাংলাদেশ লিঃ এর TINPATA-10 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-০৯৪ ও এইচ-১২৮)।

(ছ) তিনপাতা কোয়ালিটি সীড বাংলাদেশ লিঃ এর TINPATA-40 হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-০৯৫ ও এইচ-১২২)।'
(জ) ইস্ট ওয়েস্ট সীড বাংলাদেশ লিঃ এর HTM-202 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-০৯৬ ও এইচ-১৩০)।

(ঝ) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর L.P-70 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোডন নং এইচ-০৯৭ ও এইচ-১৩৫)।

(ঞ) সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ এর LU You-2 (Surma-1) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-০৯৮ ও এইচ-১৩৬)।

(ট) এসিআই লিঃ এর ACI-1 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১০১ ও এইচ-১২৭)।

(ঠ) ব্র্যাক কর্তৃক দেশে সর্ব প্রথম উদ্ভাবিত BWOO1 (Jagoron-3) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১০২ ও

(ড) এসিআই লিঃ এর ACI-2 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১০৩ ও এইচ-১২৩)।

(ঢ) ব্র্যাক এর HB-08 (Jagoron-3) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১০৬ এইচ-১২৯)।

(ণ) নর্থ সাউথ সীড লিঃ এর HTM-707 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এই-১০৭ ও এইচ-১০৭ ও এইচ-১৪১)।

(ত) ন্যাশনাল সীড কোঃ লিঃ এর TAJ-1 (GRA-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১০৮ ও এইচ-১৩৭)।

(থ) ইষ্ট ওয়েস্ট সীড বাংলাদেশ লিঃ এর HTM-303 হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১১১ ও এইচ-১৩১)।

(দ) তিনপাতা কোয়ালিটি সীড বাংলাদেশ লিঃ এর TINPATA SUPER হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১১২ ও এইচ-১৫৩)।

সিদ্ধান্ত-২ ঃ এক বছরের আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৩ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজারজাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

সিদ্ধান্ত-৪ ঃ বীজের গুণাগুণ পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে দিতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৫ ঃ বর্তমান হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতিটির সামগ্রিক বিষয়াবলীর উপর পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক একটি সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্যবর্গের নিয়ে একটি উপকমিটি গঠন করা হলো। গঠিত কমিটি আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে উক্ত বিষয়ে একটি সুপারিশমালা প্রণয়নপূর্বক সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট দাখিল করবে।

১। জনাব মোঃ আঃ রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা	আহবায়ক
২। ডঃ মোঃ আ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	সদস্য
৩। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪। ব্রি, গাজীপুর এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫। বিএডিসি'র একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬। বেসরকারী খাতের একজন প্রতিনিধি (ব্র্যাক)	সদস্য

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক জার্মপ্লাজম থেকে যাচাইকৃত ফেলসিনা জাতটিকে বারি আলু-২৫ হিসেবে ছাড়করণ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক জার্মপ্লাজম থেকে যাচাইকৃত হল্যান্ডের ফেলসিনা জাতটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

আলু গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে, জাতটির শর্করার পরিমাণ বেশী থাকায় এবং ভাল ফলন দেওয়ায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত দেশের Flakes Industry তে কাচাঁমাল হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এটিকে নির্বাচন করা হয়েছে। জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৫-৬টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত ও খাড়া, আংশিক হেলানো। পাতা ঘন, মোটা ও গাঢ় সবুজ। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাটে। আলুর রং সাদা, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং হলুদ বা সাদা। চোখ অগভীর। বিগত কয়েক বছরের গবেষণায় দেখা গেছে যে, এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট ও কার্ডিনালের সমকক্ষ।

গত দু বছরের পরীক্ষায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যথাক্রমে গড় ফলন হেঃ প্রতি ২৫.৩ এবং ২০.৮ মেঃ টন পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে ডায়ামন্টের ফলন যথাক্রমে ২১.৪ এবং ২০.১ মেঃ টন পাওয়া যায় এবং কৃষকের মাঠে গড়ে ২৩.৮ এবং ২০.৮ মেঃ টন ফলন পাওয়া যায়।

উক্ত জাতটি ২০০৫-২০০৬ মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রাজশাহী) ৫টি স্থানে মাঠ মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৫টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে (ময়মনসিংহ ব্যতীত) জাতটিকে চেক জাতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ফলন বেশী পাওয়ায় মাঠ মূল্যায়ন দল জাতটি ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে সুপারিশ করেছেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলের জামালপুরে প্রস্তাবিত জাতটির ফলন চেক জাতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় মাঠ মূল্যায়ন দল উক্ত অঞ্চলে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই।

উল্লেখ্য যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনুমোদিত আলুর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ভ্যারাইটি টেষ্টিং উইং এর মাধ্যমে ২০০৪-২০০৫ ও ২০০৫-২০০৬ মৌসুমে জাতটির ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

আলোচনার শুরুতে জনাব মোঃ মনজুর হোসেন, উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর উক্ত ফেলসিনা জাতের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল সভায় উপস্থাপন করেন। অতঃপর উপস্থাপিত ও দাখিলকৃত আবেদন পত্রে সন্নিবেশিত তথ্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা কালে ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, আবেদন পত্রে প্রস্তাবিত ও চেক জাতের শর্করার পরিমাণ পাশাপাশি উল্লেখ করা হয় নাই। এ ছাড়াও বিগত কয়েক বছরের ফলাফল তথ্য সংযোজন করা উচিৎ ছিল। প্রস্তাবিত জাতটি অল্প দিনে (৬০ দিনে) অন্যান্য জাত থেকে অধিক ফলন দেয়ায় জাতটির একটি বিশেষ গুণ রয়েছে এবং জাতটির আলুর আকৃতি, ওজন, রং ও প্রভৃতি গুণাগুণ অন্যান্য জাত থেকে আকর্ষণীয় বলে বাজারজাত করার ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সার্বিক বিবেচনায় জাতটি ছাড়করণ করা যেতে পারে তবে জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণের পূর্বে আবেদন পত্রে সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন করা আবশ্যক।

ডঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ উল্লেখ করেন যে, আবেদনপত্রের দ্বিতীয় অংশে বিস্তারিত তথ্যাদি দেয়া হয় নাই। জাতটিকে ছাড়করণ করতে হলে আবেদনপত্রের উক্ত অংশটি সঠিকভাবে পূরণ করা প্রয়োজন।

জনাব জ্যোতিশ চন্দ্র সরকার, যুগ্ম পরিচালক, বিএডিসি উল্লেখ করেন যে, বিএডিসি ডোমার ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির ফলন ডায়ামন্ট থেকে বেশী পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি স্থানীয় Flakes Industry তে ব্যবহার যোগ্য এবং ডায়ামন্ট বাদে চাষীদের কাছে তেমন কোন গ্রহণযোগ্য জাত নেই বলে জাতটিকে ছাড়করণ করা যেতে পারে। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, জাতটি ছাড় করা হলে দেশে খাবার আলুর প্রয়োজনীয়তা মিটানোসহ নিঃসন্দেহে স্থানীয় শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হবে। তবে কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতটির ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবহারযোগ্য ফলাফল আছে কিনা তা জানতে চান। এ বিষয়ে জনাব মোঃ আবু এনামদার, পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি জানান যে, ইতোমধ্যে বিসিআই'র ল্যাবরেটরীতে এ ধরণের টেষ্ট সম্পাদন করে ষ্টার্চ বেশী পাওয়ার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক যাচাইকৃত ফেলসিনা জাতটিকে বারি আলু-২৫ হিসেবে ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

(খ) প্রস্তাবিত জাতটিকে জাতীয় বীজ বোর্ডের জাত ছাড়করণ আবেদন ফার্মে প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ টিসিআরসি)।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ তালেব আলী শেখ)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫৪তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভা গত ১৩/১২/২০০৬ খ্রি.তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ডঃ এম, নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। অতঃপর জনাব মোঃ তালেব আলী শেখ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ৫২তম ও ৫৩তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

সদস্য সচিব জানান যে, কারিগরি কমিটির ৫২তম ও ৫৩তম (বিশেষ) সভা যথাক্রমে গত ২৩/২/২০০৬ খ্রি. ও ০৬/০৭/২০০৬ খ্রি. তারিখ ডঃ এম, নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে আরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাকার্যবিবরণী দুটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১৯/৩/২০০৬ইং তারিখের ৩৭৭ (১৬) সংখ্যক ও ১৮/৭/২০০৬ইং তারিখের ১২৩৫ (১৬) সংখ্যক স্মারকদ্বয়ের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। এ ব্যাপারে কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় পুনরায় মতামতের ভিত্তিতে বিগত সভার কার্যবিবরণী দুটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৫২তম ও ৫৩তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী দুটি পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৫২ ও ৫৩তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতির পর্যালোচনা।

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ২০০৫-০৬ মৌসুমে ভারতীয় জাত জেআরও ৫২৪ (নবীন) এর আঁশের গুণাগুণের উপর এবং বীজ উৎপাদনের উপর গবেষণা সম্পাদনপূর্বক ফলাফল প্রতিবেদন বিজেআরআই থেকে অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। সভাপতি মহোদয় বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে জনাব চন্দন কুমার সাহা, পিএসও, বিজেআরআই আগামী ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিবেন বলে জানান।

আখ ফসলের বীজ প্রত্যয়ন ও ডিইউএস(DUS) টেষ্ট কার্যক্রম শুরুর জন্য চলতি মাসেই একটি মিটিং এ বসার ব্যাপারে এসসিএর পরিচালক এবং মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট একমত হন। তিনি এ ব্যাপারে বিএসআরআই কে পত্র প্রদানের জন্য এসসিএ কে পরামর্শ দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বিজেআরআই ভারতীয় পাট জেআরও ৫২৪ (নবীন) জাতের উপর আগামী ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিবেন।
(খ) এসসিএ থেকে একটি পত্রের মাধ্যমে ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে চলতি মাসেই মিটিং এর আহব্বান করবেন।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমন ধানের প্রস্তাবিত বিআর-৫২২৬-৬-৩-২ সারিটি ব্রি ধান-৪৬ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।

প্রস্তাবিত ব্রিধান-৪৬ এর কৌলিক সারিটি বিআর-১১ এবং স্বর্ণলতার ক্রসের ফলে সৃষ্ট F_1 এর সাথে পুণরায় ARC 14766A লাইনের সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ব্রি এর বর্ণনামতে প্রস্তবিত জাতটি রোপা আউশ কাটার পর অথবা ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রোপন করা যায় এবং হেক্টর প্রতি ফলন ৪.০-৪.৫ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়। এ ছাড়াও প্রস্তাবিত জাতটির ফলন বিআর ২২ থেকে প্রায় ১ টন বেশী কিন্তু জীবন কাল সমান। এ জাতের ডিগ পাতা চওড়া, খাড়া ও লম্বা। ধান মাঝারী মোটা অনেকটা বিআর১১ এর মত। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০৫-১০৮ সেঃ মি। ১০-১৫ আগষ্ট বীজ বপন করলে এ জাতের জীবনকাল ১২৪-১২৬ দিন হয়। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৫.২ গ্রাম। চাল মাঝারী মোটা এবং পেটে সাদা দাগ আছে। উক্ত জাতটি ২০০৫ সনে রোপা আমন মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলের (কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট) ৮টি স্থানে ট্রায়াল হয়। ট্রায়ালকৃত ফলাফলে জাতটির জীবনকাল ১২১-১২৭ দিন, হেক্টর প্রতি ফলন ৪.২৩ থেকে ৬.৩১ টন এবং পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণও অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া গিয়েছে। সকল অঞ্চল থেকেই জাতটি ছাড়করণের সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পন্ন করা হয়েছে।

আলোচনার শুরুতে জনাব আবদুস সালাম, সিএসও, ব্রি, গাজীপুর উক্ত সারিটির গুণাগুণ ও বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন করেন। অতঃপর উপস্থাপিত ও দাখিলকৃত আবেদনপত্রে সন্নিবেশিত তথ্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা কালে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানী চন্দন কুমার সাহা এই সারির ট্রায়াল দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রদান করলে ভাল হতো বলে তার মত তুলে ধরেন।

প্রস্তাবিত জাতটি বিআর ২২ এর চেয়ে প্রায় ১টন/হেক্টর ফলন বেশী দেয় এবং নাবী জাত হিসাবে উপযোগী। সার্বিক বিবেচনায় জাতটি ছাড় করা যেতে পারে বলে মত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমন ধানের প্রস্তাবিত বিআর-৫২২৬-৬-৩-২ সারিটি ব্রি ধান-৪৬ হিসেবে ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত বোরো ধানের প্রস্তাবিত আইআর-৬৩৩০৭-৪বি-৪-৩ সারিটি ব্রি ধান-৪৭ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।

প্রস্তাবিত ব্রিধান-৪৭ এর কৌলিক সারিটি IR51511-B-B-34-B এবং TCCP266-2-49-B-B-3 সংকরায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে উদ্ভাবন করা হয়। পরবর্তীতে ইরি-ব্রি যৌথ সহযোগিতায় মাঠে ও গবেষণাগারে লবণাক্ত সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করা হয়। ব্রি এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত জাতটি চারা অবস্থায় ১০-১২ ডিএস/মিঃ লবণাক্ততা মাত্রা প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং অংগজ বৃদ্ধির সম্পন্ন অবস্থায় ৬ ডিএস/মিঃ লবণাক্ততা মাত্রা সহ্য করে ফলন দিতে পারে যা প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাত ব্রি ধান-২৮ সহ অন্যান্য বোরো ধানের জাত পারে না। প্রস্তাবিত জাতটি লবণাক্ত পরিবেশে ব্রি ধান-২৮ এর চেয়ে হেক্টর প্রতি ১.৫ টনের বেশী ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতের ডিগ পাতা চওড়া, খাড়া ও লম্বা। ধানের দানা মোটা। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০-১০৫ সেঃ মিঃ এবং জীবনকাল ১৫০-১৫৫ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৭.১ গ্রাম। চাল মোটা এবং বড় সাদা দাগ আছে।

উক্ত জাতটি ২০০৫ সনে বোরো উৎপাদন মৌসুমে যশোর অঞ্চলের সাতক্ষিরা জেলার ৭টি লোকেশনে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ফলাফলে জাতটির জীবনকাল ১৩০-১৪৬ দিন, হেক্টর প্রতি ফলন ৫.৪ থেকে ৮.৩ টন এবং পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ মুক্ত পাওয়া যায়। উক্ত অঞ্চলের সাতটি লোকেশন থেকে জাতটি ছাড়করণের সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস টেষ্ট (DUS test) সম্পন্ন করা হয়েছে।

আলোচনার শুরুতে জনাব আবদুস সালাম সিএসও, ব্রি, গাজীপুর উক্ত সারিটির গুণাগুণ ও বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন করেন। অতঃপর উপস্থাপিত ও দাখিলকৃত আবেদনপত্রে সন্নিবেশিত তথ্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। ডঃ এম এ খালেক মিয়া এবং এ কে এম আনোয়ারুল হক এর প্রশ্নের জবাবে জনাব আবদুস সালাম বলেন যে, লবণাক্ততা সহ্য ক্ষমতা ও স্বল্প মেয়াদী গুণাগুণের কারণে প্রস্তাবিত সারিটিকে জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে জনাব তালেব আলী শেখ জানতে চান যে, কেন ব্রি ধান ২৯ এর পরিবর্তে ব্রি ধান ২৮ কে চেকজাত হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। জনাব আবদুস সালাম, সিএসও জানান যে, ট্রায়ালের জন্য নির্বাচিত সাতক্ষীরা অঞ্চলে উফশী জাতের ধানের ব্রি ধান-২৮ জাতটি বেশী চাষ হয়। দীর্ঘ মেয়াদী ব্রি ধান ২৯ জাতের তেমন উপযোগীতা নাই বিধায় ব্রি ধান-২৯ এর পরিবর্তে ব্রি ধান ২৮ জাতকে, চেক জাত হিসাবে বিবেচনায় আনা হয়েছে। আলোচনায় জানা যায় জাতটি প্রচলিত ব্রি ধান ২৮ এর চেয়ে ১-১.৫ টন/হেঃ বেশী ফলন দেয়। অতঃপর সার্বিক বিবেচনায় জাতটি ছাড় করা যেতে পারে বলে সবাই মত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত বোরো ধানের প্রস্তাবিত আইআর-৬৩৩০৭-৪বি -৪-৩ সারিটি ব্রি ধান-৪৭ হিসাবে ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আউশ ধানের প্রস্তাবিত বিআর-৫৫৬৩-৩-৩-৪-১ সারিটি ব্রি ধান-৪৮ হিসাবে ছাড়করণ প্রসংগে।

প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৪৮ এর কৌলিক সারিটি বিআর-১৫৪৩-৯-২-১ এবং আইআর০১৩২৪৯-৪৯-৩-২-২ এর সাথে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ব্রি এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত জাতটির জীবনকাল বিআর ২৬ জাতের সমান। জাতটির Amylose এর পরিমান (২৬.৪%) বিআর ২৬ জাত থেকে (২১.৮%) বেশী হওয়ায় ভাত ঝরঝরে হয়। চাল মাঝারী আকৃতির এবং ফলন বিআর ২৬ এর চেয়ে হেক্টর প্রতি ০.৫ টনেরও বেশী। এ জাতের কান্ড বিআর ২৬ এর চেয়ে অধিকতর মজবুত এবং ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা। শীষের শেষ প্রান্তে ধানে শুং থাকতে পারে। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০৫-১১০ সেঃ মিঃ এবং জীবন কাল ১০৮-১১০ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২১.৩ গ্রাম। চাল মাঝারী মোটা এবং সাদা।

উক্ত জাতটি ২০০৫ সনে রোপা আউশ মৌসুমে দেশের ৬টি অঞ্চলের (কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, সিলেট, রাজশাহী ও যশোর) ৮টি স্থানে ট্রায়াল হয়। ট্রায়ালকৃত ফলাফলে জাতটির জীবনকাল ১০৫-১১৩ দিন, হেক্টর প্রতি ফলন ৪.৯৮ থেকে ৬.৪৬ টন পাওয়া গিয়েছে। ব্রি ফার্ম গাজীপুর ও রাজশাহীতে জাতটির কোন রোগবালাইয়ের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে অন্যান্য ৬টি স্থানে জাতটিতে sheath blight অল্প মাত্রায় (Trace) পরিলক্ষিত হয়েছে। ৮টি স্থানের মধ্যে ৭টি স্থানে জাতটি ছাড়করণের সুপারিশ করা হয়েছে এবং রাজশাহী অঞ্চলে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পন্ন হয়েছে।

আলোচনার শুরুতে জনাব আবদুস সালাম, সিএসও, ব্রি গাজীপুর উক্ত সারিটির গুণাগুণ ও বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, প্রস্তাবিত ধানের চাল Amylose এর পরিমাণ বেশী থাকায় ভাত ঝরঝরে হয়। চেকজাত বিআর ২৬ এর অন্যান্য গুণাগুণ ভাল হওয়া সত্ত্বেও ভাত বেশী আঠালো হওয়ায় কৃষক ও ভোক্তা পর্যায়ে এ জাতের চালের ব্যাপারে আপত্তি থাকায় অসুবিধা দূরীকরণার্থে এই সারিটিকে জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য আবেদন করা হয়েছে। এ কে এম আনোয়ারুল ইসলাম, অতিঃ পরিচালক, ডিএই বলেন যে, উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত সারিটির sheath blight রোগটি চেকজাতের চেয়ে কিছুটা বেশী। এমতাবস্থায় জাতটির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করার জন্য অনুরোধ করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে জনাব তালেব আলী শেখ বলেন যে, অননুমোদিত স্বর্ণ জাতটি আমাদের দেশের সীমান্ত এলাকায় Sheath blight রোগের আক্রমণের মাত্রা আশঙ্কাজনক নয়। তাছাড়া বাংলাদেশের সকল জাতই Sheath blight প্রতিরোধী নয়। তাই অন্যান্য গুণাগুণ বিবেচনায় নয় বরং ভাত ঝরঝরে হয় এ বিবেচনায় জাতটি ছাড়করণের জন্য সভাপতি মহোদয় আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, রোগ বালাইয়ের প্রাদুর্ভাবের তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। জাতটির রোগ বিস্তারের প্রার্দুভাব সম্পর্কে সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা সাপেক্ষে জাত ছাড়করণ করা যেতে পারে বলে সবাই মত প্রকাশ করেন।
সিদ্ধান্ত ঃ (ক) ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আউশ ধানের প্রস্তাবিত বিআর-৫৫৬৩-৩-৩-৪-১ সারিটি রোগ বিস্তারের প্রার্দুভাব সম্পর্কে সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা করা সাপেক্ষে ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।
(খ) জাতের বিবরণীতে সীথ ব্লাইট রোগের আক্রমণ প্রবণতার উল্লেখ থাকতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বিবিধ-১।
সভাপতি মহোদয় হরিধান সম্পর্কে এবং জাতটি বিধি মোতাবেক ছাড়করণের ব্যবস্থা সম্পর্কে উপস্থিত সকলের মতামত জানতে চান। জনাব আনোয়ারুল হক, সহ-সভাপতি সীডমেন সোসাইটি অব বাংলাদেশ বলেন যে, জাতটি হরি ও ব্রি এর যৌথ নামে ছাড়করণের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। জনাব আব্দুস সালাম, সিএসও ব্রি বলেন, ব্রি ছাড়াও যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান জাতটি ছাড়করণের ব্যবস্থা নিতে পারে। এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় জাতটি নিয়ে এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু করার জন্য বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান জনাব ডঃ এম এ খালেককে পরামর্শ দেন।
সিদ্ধান্ত ঃ বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হরি ধান নিয়ে গবেষণা ও জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ তালেব আলী শেখ)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫৫তম বিশেষ সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৫তম (বিশেষ) সভা গত ২৮/৫/২০০৭ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

সভাপতি মহোদয় কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। জনাব মনজুর-ই-মোহাম্মদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ আমন/২০০৫-২০০৬ ও ২০০৬-২০০৭ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জনাব মনজুর-ই- মোহাম্মদ এবং তার পক্ষে উপ-পরিচালক (ভিটি) জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার কর্তৃক ২০০৫-২০০৬ আমন মৌসুমে আবাদকৃত হাইব্রিড এইচ-১১৪ থেকে এইচ-১২০ মোট ৭টি এবং ২০০৬-২০০৭ আমন মৌসুমে আবাদকৃত হাইব্রিড এইচ-১৭২ থেকে এইচ-১৮৪ মোট ১৩টি জাতের পরীক্ষণের ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। ফলাফল পর্যালোচনাকালে জনাব মোঃ মাহাবুর রহমান, প্রতিনিধি এ আর মালিক বলেন, দাখিলকৃত ফলাফল Statistical Analysis পূর্বক দাখিল করা উচিত ছিল। আবদুল আজিজ, প্রতিনিধি ব্র্যাক বলেন যে, হাইব্রিডের জীবনকাল চেক জাত ব্রিধান-৩১ এর চেয়ে ১৫-২০ দিন কম পরিলক্ষিত হচ্ছে বিধায় চেকজাত হিসেবে ব্রিধান-৩১ এর পরিবর্তে ভবিষ্যতে ব্রিধান-৩৩ ব্যবহার করা যায় কিনা তা বিবেচনার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানী বলেন যে, রোপা আমন মৌসুমে হাইব্রিডের জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন:- (ক) রোপা আমন ধানের হাইব্রিড জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে দিনপ্রতি ফলন (Per day yield) কে বিবেচনায় আনা এবং
(খ) যে সমস্ত জাত ইতোমধ্যে বোরো মৌসুমে অঞ্চল ভিত্তিক নিবন্ধিত হয়েছে সে জাতগুলোকে আমন মৌসুমে এক বছরের ট্রায়াল ফলাফলের ভিত্তিতে নিবন্ধনের বিষয়টি বিবেচনা করা।

ডঃ মোঃ আবদুস সালাম, বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ ও রিসার্চ কো-অর্ডিনেটর, ব্রি বলেন যে, রোপা আমনে হাইব্রিডের জীবনকাল ব্যবহৃত চেকজাত ব্রিধান-৩১ এর চেয়ে কম বিধায় ব্রিধান-৩১ এর পাশাপাশি ব্রিধান-৩৩কে চেকজাত হিসেবে রাখা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, তবে যে কোন অবস্থায়ই হউক না কেন হাইব্রিড জাতের ধানের ফলন চেক জাতের ফলনের চেয়ে অবশ্যই ২০% বেশী হতে হবে। জনাব এ ডব্লিউ জুলফিকার, সিএসও এবং প্রকল্প পরিচালক, হাইব্রিড রাইস, ব্রি, গাজীপুর ডঃ আবদুস সালাম এর সাথে একমত পোষণ করেন এবং বলেন যে, যেহেতু আমন মৌসুমে ধানের উৎপাদন ক্ষমতা (Potentiality) কম এই জন্য দিনপ্রতি ফলনের ভিত্তিতে জাতের নিবন্ধন হওয়া যুক্তিযুক্ত। ডঃ নাসির, প্রতিনিধি ইউনাটেড সীড কোম্পানী বলেন যে, চেক জাতের ফলন কম হওয়ার ফলে (বিশেষ করে রংপুর অঞ্চলে) হাইব্রিডের ফলন তুলনামূলকভাবে বেশী হয়েছে। এতে করে হাইব্রিডের প্রকৃত ফলন ক্ষমতা মূল্যায়ন করা কঠিন। এ বিষয়টির প্রতিও ভবিষ্যতে নজর রাখা প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, হাইব্রিড জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে চেক জাত থেকে কম পক্ষে ২০% এর অধিক ফলন প্রাপ্তির বিষয়টি কোনক্রমেই ছাড় দেওয়া উচিত হবে না।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় বলেন যে, কৃষকের স্বার্থে হাইব্রিড জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ফলনকে অবশ্যই প্রধান্য দিতে হবে। এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন যে, এই কার্যপত্রে চেক জাতের সাথে গড় ফলন এবং দিন প্রতি ফলনের বিষয়ে হাইব্রিড জাতের তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে বিধায় অদ্যকার সভায় কোন বস্তুনিষ্ঠ সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব নয়।

এমতাবস্থায় এই কার্যপত্র থেকে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার নিমিত্তে ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) কে আহ্বায়ক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। উক্ত কমিটির আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে কার্যপত্রে উল্লেখিত ফলাফল রিভিউসহ পর্যালোচনাপূর্বক একটি প্রতিবেদন তৈরীপূর্বক কারিগরি কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট দাখিল করবে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ আমন/২০০৫-২০০৬ ও ২০০৬-২০০৭ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনাসহ রিভিউ করণের নিমিত্তে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো ঃ

১। জনাব মোঃ আঃ রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা	আহবায়ক
২। জনাব এ ডব্লিউ জুলফিকার, সিএও ও প্রকল্প পরিচালক, হাইব্রিড রাইস ব্রি, গাজীপুর	সদস্য
৩। জনাব মোঃ নুরুল হক, উপ পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪। জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রিম সীড কোম্পানী	সদস্য
৫। জনাব মোঃ মাহবুব আনাম, ব্যবস্থাপক, চেইন্স ক্রপ সাইন্স কোম্পানী লিঃ	সদস্য
৬। জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	সদস্য-সচিব

সভায় আরো কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মনজুর-ই-মোহাম্মদ)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫৬তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৬তম সভা গত ২৩/৭/২০০৭ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। জনাব মনজুর ই মোহাম্মদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম এবং ৫৫তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভা ১৩/১২/২০০৬ খ্রি. তারিখ এবং ৫৫তম (বিশেষ) সভা গত ২৮/৫/২০০৭ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী দু'টি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর স্মারক নং যথাক্রমে ২০৪৬(১৬) তাং ২৪/১২/২০০৬ এবং ৯৬৪(৬৪) তাং ০৩/৬/২০০৭ খ্রি. মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণী দু'টির উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার আলোচ্য সভায় মতামতের ভিত্তিতে বিগত সভার কার্যবিবরণী দু'টি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম এবং ৫৫তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী দু'টি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভা এবং ৫৫তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কারিগরি কমিটির ৫৪তম সভা এবং ৫৫তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত সদস্যবৃন্দ উক্ত অগ্রগতির বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে জনাব মনজুর ই মোহাম্মদ, সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর নোটিফাইড ফসলের আওতাধীন আখ ফসলের বীজ প্রত্যয়ন ও ডিইউএস (DUS) টেস্ট কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষকের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান। চেয়ারম্যান, বিএআরসি মহোদয় মহাপরিচালক, ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের মতামত চাইলে তিনি জানান যে ৫৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের জন্য কত টাকার প্রয়োজন হবে তার সম্ভাব্য খরচের প্রাক্কলন এবং কোন কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা জানিয়ে পত্র দিলে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট সম্ভব হলে নিজ অর্থায়নে এবং প্রয়োজনে বিএআরসি'র সহযোগীতায় প্রশিক্ষণটি আয়োজন করবে বলে তিনি মতামত পেশ করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
সিদ্ধান্ত ঃ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ৫৩ জন কর্মকর্তাকে দু'টি ব্যাচে প্রশিক্ষণের জন্য কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তার একটি প্রাক্কালিন পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর মহা পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট বরাবর প্রেরণ করবে এবং অনুলিপির মাধ্যমে চেয়ারম্যান, বিএআরসিকে অবহিত করবেন। (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৫তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমন/২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
দাখিলকৃত প্রতিবেদনটির উপর আলোচনায় জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল, সুপ্রীম সীড কোং অংশগ্রহণ করেন এবং বলেন যে, গত আমন হাইব্রিড জাতের মোট ফলনের পরিবর্তে দিন প্রতি ফলনকে পুনঃবিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। কেননা আমন মৌসুমে আগাম জাতের হাইব্রিড ধান কর্তন করে পরবর্তী রবি ফসলের জন্য জমি ছেড়ে দিতে পারলে রবি ফসলের বর্ধিত ফলন দ্বারা হাইব্রিডের তুলনামূলক নিম্ন ফলন জনিত ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। এ প্রেক্ষিতে ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) জানান যে, সরকারী গেজেট অনুযায়ী ২০% বা ততোধিক Heterosis সম্পন্ন হাইব্রিড ধানের জাতকেই শুধু রেজিস্ট্রেশন দেয়া যাবে। নিম্ন ফলনের হাইব্রিড ধানের জাতকে দিন প্রতি ফলনের বিবেচনায় এনে রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ দিলে দেশের মোট ধান উৎপাদনের (Total Prodeuction) পরিমাণ কমে যাবে। অন্য দিকে আমন মৌসুমে ধান চাষ হয়ে থাকে মূলতঃ বৃষ্টি নির্ভর হিসেবে এবং স্বল্প খরচে। তাই স্বল্প খরচের মধ্যেই রোপা আমনের ফলন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানে পানি সেচসহ অন্যান্য উপকরণ খরচ বৃদ্ধি করে যদি নিম্ন ফলন পাওয়া যায় তবে ইউনিট প্রতি উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে যা কাম্য নয়।

এ পর্যায়ে ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বশেমুরকৃবি বলেন যে, মোট Heterosis এবং দিন প্রতি Heterosis পাশাপাশি কলামে উপস্থাপন করলে উভয়ের মধ্যে তুলনা করতে সুবিধা হতো। ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক বলেন যদিও কলামে উল্লেখ নেই কিন্তু বিশ্লেষণে দেখা গেছে প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতগুলির অনষ্টেশন ও অনফার্মে দিন প্রতি Heterosis অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ২০% এর নীচে। এ পর্যায়ে ডঃ লুৎফুর রহমান, অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ বলেন যে, কোম্পানীগুলির দাবী অনুযায়ী যদি ক্রপিং প্যাটার্ন স্বল্প মেয়াদী নিম্ন ফলনশীল হাইব্রিড জাতের সন্নিবেশ লাভজনক হয় তবে সাংবাৎসরিক ক্রপিং প্যাটার্নের লাভ লোকসানের উপর ট্রায়াল স্থাপন ও তার পারফরম্যান্স প্রদর্শন করতে পারেন। ডঃ মোঃ নাসির, প্রতিনিধি, ইউনাইটেড সীড বলেন যেহেতু বিভিন্ন অঞ্চলে হাইব্রিড ও চেকজাতের ফলনে ভিন্নতা এসেছে, তাই এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না। বরং হাইব্রিড কোম্পানীগুলোকে আরো ট্রায়ালের সুযোগ দেয়া যেতে পারে। ডঃ এ ডব্লিউ জুলফিকার, বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি বলেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত ট্রায়ালের ধানের বিভিন্ন Stage এর Monitoring Report গুলি সন্নিবেশিত করলে ধানের কোন গ্রোথ স্টেজ কেমন অবস্থায় ছিলো তা বুঝা যেত। ডঃ মাহবুবুর রহমান খান, প্রতিনিধি, এ আর মালিক কোং আমন মৌসুমে হাইব্রিড জাত রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে স্বল্প জীবনকালকে বিবেচনায় আনার অনুরোধ জানান। জনাব মনজুর ই মোহাম্মদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, ডঃ মোঃ আবদুর রজ্জাক, পরিচালক (শস্য) এর সাথে এক মত প্রকাশ করে বলেন, যেহেতু সরকারী গেজেট অনুসারে কোন হাইব্রিড ধানের জাতকে চেক জাতের চেয়ে কম পক্ষে ২০% বেশী ফলন দিতে হবে সেহেতু দিনপ্রতি ফলন বিবেচনায় এনে নিম্ন ফলনশীল জাতকে রেজিষ্ট্রেশন দিলে একদিকে যেমন দেশের সার্বিক উৎপাদন কমে যাবে অন্য দিকে আইনগতভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। সকলের মতামত বিবেচনাপূর্বক সভাপতি মহোদয় কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫৫তম (বিশেষ) সভায় গঠিত রিভিউ কমিটির সিদ্ধান্তই বহাল রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন কোম্পানীগুলো তাদের জাতের পুনঃট্রায়াল করতে পারবে।

সিদ্ধান্ত ঃ আমন/২০০৫-২০০৬ ও ২০০৬-২০০৭ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনাসহ রিভিউ কমিটির সুপারিশমালাই গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তবে কোম্পানীগুলো ইচ্ছা পোষণ করলে তাদের প্রস্তাবিত জাতের পারফরমেন্স প্রমাণের জন্য পুনরায় ট্রায়াল স্থাপন করতে পারবেন।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত টিএনডিবি-১০০ এবং কিউ-৩১ লাইন দু'টিকে যথাক্রমে বিনা ধান-৭ ও বিনা ধান-৮ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।

(ক) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বর্ণনামতে বিনা ধান-৭ কৌলিক সারিটির নং টিএনডিবি-১০০। এটি একটি মিউট্যান্ট লাইন এবং এর মাতৃ জাতের নাম তাই নেগুয়েন (Tai Nguyen)। আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি কমিশন (IAEA) এর একটি প্রকল্পের আওতায় মাতৃজাত তাই নেগুয়েনের এস,র এই লাইনটি মিশ্রণ বংশধারা (Segregating generation) ভিয়েতনাম হতে পাওয়া যায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে পরীক্ষণের মাধ্যমে এই মিউট্যান্ট লাইনটিকে শুদ্ধ (Pure) করা হয়। পরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে ফলন পরীক্ষায় ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় এই মিউট্যান্টকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

বিনা ধান-৭ এ আধুনিক উফশী আমন জাতের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই বিদ্যামন। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃমিঃ এবং হেলে পড়েনা; জীবনকাল ১১৫-১২০ দিন, ধানের রং উজ্জ্বল বর্ণের এবং বেশী লম্বা ও চিকন। ১০০০ ধানের ওজন ২৪.৯ গ্রাম এবং ফলন ৪.৫-৫.৫ টন/হেঃ।

বিনা ধান-৭ প্রচালিত জাত ব্রি ধান-৩০ ও ব্রি ধান-৩২ অপেক্ষা কিছুটা খাট এবং প্রায় ১৫-২০ দিন আগে পাকে। ধান ও চাউল ব্রি ধান-৩০ এর মতো কিন্তু ব্রি ধান-৩২ এর তুলনায় লম্বা ও চিকন। আগাম পাকলেও এটি ব্রি ধান-৩০ ও ব্রি ধান-৩২ এর তুলনায় ফলন বেশী দেয়। যে সব অঞ্চলে রবিশস্য, গম বা আলু করা হয় সে সব অঞ্চলের জন্য এ জাতটি খুবই উপযোগী। প্রস্তাবিত জাতটির ২০০৬-২০০৭ আমন মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৯টি লোকেশনে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল। তন্মধ্যে যশোর, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের ৫টি স্থানে চেকজাত ব্রিধান-৩২ থেকে ফলন বেশী পাওয়ায় ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ময়মনসিংহ অঞ্চলে ট্রায়ালকৃত ৪টি স্থানের মধ্যে কোন স্থানেই চেকজাত থেকে ফলন বেশী না হওয়ায় জাতটিকে সুপারিশ করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত জাতটি ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-২০০৭ আমন মৌসমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র কন্ট্রোল খামারে ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয় এবং জাতের ভিন্নরুপ বৈশিষ্ট্য নির্ণয়পূর্বক জাতের বর্ণনা (Varietal Descriptor) তৈরী করা হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রদত্ত তথ্যমতে বিনা ধান-৮ কৌলিক সারিটির নং ওয়াই-১২৮১। এটি একটি মিউট্যান্ট লাইন এবং এর মাতৃ হল কিউ-৩১ (Q-31)। আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি কমিশন (IAEA) এর একটি প্রকল্পের আওতায় মাতৃজাত কিউ-৩১ এর এম,আর এই লাইনটির মিশ্রিত বংশধারা (Segregating generation) মালোয়েশিয়া হতে পাওয়া যায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে

পরীক্ষণের মাধ্যমে এই মিউট্যান্ট লাইনটিকে শুদ্ধ (Pure) করা হয়। পরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে ফলন পরীক্ষায় ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় এই মিউট্যান্টকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।
বিনা ধান-৮ এ আধুনিক উফশী আমন জাতের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সেঃমিঃ এবং হেলে পড়েনা; জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন, ধানের রং উজ্জ্বল বর্ণের এবং বেশী লম্বা ও চিকন। ১০০ ধানের ওজন ২৭.৫ গ্রাম এবং ফলন ৪.০-৫.০ টন/হেঃ।

বিনা ধান-৮ প্রচলিত জাত ব্রি ধান-৩০ ও ব্রি ধান-৩২ অপেক্ষা কিছুটা খাট এবং প্রায় ৫-৭ দিন আগে পাকে। ধান ও চাউল ব্রি ধান-৩০ এর তুলনায় লম্বা ও চিকন। আগাম পাকলেও এটি ব্রি ধান-৩০ ও ব্রি ধান-৩২ এর তুলনায় ফলন বেশী দেয়। যে সব অঞ্চলে রবিশস্য, গম বা আলু করা হয় সে সব অঞ্চলের জন্য এ জাতটি খুবই উপযোগী।

প্রস্তাবিত জাতটির ২০০৬-২০০৭ আমন মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৯টি লোকেশনে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল। তন্মধ্যে যশোর, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের ৫টি স্থানে চেকজাত ব্রিধান-৩২ থেকে ফলন বেশী পাওয়ায় ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ময়মনসিংহ অঞ্চলে ট্রায়ালকৃত ৪টি স্থানের মধ্যে কোন স্থানেই চেকজাত থেকে ফলন বেশী না হওয়ায় জাতটিকে সুপারিশ করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত জাতটি ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-২০০৭ আমন মৌসুমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র কন্ট্রোল খামারে ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয় এবং জাতের ভিন্নরূপ বৈশিষ্ট্য নির্ণয়পূর্বক জাতের বর্ণনা (Vrietal Descriptor) তৈরী করা হয়। আলোচনার শুরুতে ডঃ মোঃ আলী আজম, সিএসও, প্রজনন বিভাগ, বিনা প্রস্তাবিত বিনা ধান-৭ ধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এ জাতের ফলন ৪.৫ থেকে ৫.৫ টন, জীবনকাল ১১৫ থেকে ১২০ দিন, চাল লম্বা এবং চিকন। অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৪.৯%। ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক এবং ডঃ এম এ ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি উভয়ই একমত প্রকাশ করেন যে ২৫% এর নীচে এ্যামাইলোজ থাকলে ভাত গলে আঠালো হয়ে যায় এবং ভাতের সংরক্ষণ ক্ষমতা কমে যায়। এ কারণে কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয় হয় না। ডঃ মোঃ নাসির উদ্দিন, ইউনাইটেড সীড ষ্টোর বলেন ভাতে এ্যামাইলোজ কম থাকলে দ্রুত হজম হয় এবং ডায়াবেটিস রোগীর জন্য ইহা উপযোগী নহে। ডঃ এম নূরুল আলম, চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড প্রশ্ন রাখেন যে, কেন ৯টির মধ্যে ৪টি স্থানের মাঠ মূল্যায়ন কমিটি এই জাতকে সুপারিশ করে নাই। এ প্রেক্ষিতে ডঃ মোঃ আলী আজম, সিএসও, বিনা বলেন যে, সেচের অভাবে উক্ত চারটি স্থানে ফলন কম হয়েছে। ডঃ মোঃ আবদুর রজ্জাক এ প্রসংগে বলেন রোপা আমন মূলতঃ বৃষ্টি নির্ভর, তাই সেচের অভাবে জাতের সুপারিশ আসে নাই, এমনটি গ্রহণযোগ্য নহে। ডঃ মোঃ আব্দুল মান্নান, মহা পরিচালক, বিএসআরআই প্রস্তাব করেন যে, যেহেতু মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ৫টি অঞ্চলের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে তাই ঐ সকল অঞ্চলের জন্য জাত হিসেবে অবমুক্ত (Release) করা যেতে পারে। ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বশেমুরকৃবি অনুরূপ মত প্রকাশ করে বলেন প্রস্তাবিত বিনা ধান-৭ (টিএনডিবি-১০০) জাতটি প্রস্তাবিত বিনা ধান-৮ (কিউ-৩১) লাইন থেকে অপেক্ষাকৃত এ্যামাইলোজ % বেশী এবং জীবনকাল কম বিধায় উক্ত জাতটি অঞ্চলভিত্তিক ছাড়করণ করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে জনাব মনজুর ই মোহাম্মদ, সদস্য সচিব এবং ডঃ এম নূরুল আলম, সভাপতি, কারিগরি কমিটি উভয়েই একমত প্রকাশ করে বলেন, যেহেতু ৫টি স্থানে জাতটিকে মাঠ মূল্যায়ন কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে এবং ময়মনসিংহের ৪টি স্থানে জাতটিকে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করে নাই এমতাবস্থায় এ্যামাইলোজ % বেশী এবং জীবনকাল কম বিধায় জাতটিকে ময়মনসিংহ অঞ্চলে পুনঃট্রায়াল স্বপক্ষে অঞ্চলভিত্তিক ছাড়করণ করা যেতে পারে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ভারতীয় পাট জাত জেআরও-৫২৪ (নবীন) এর গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা প্রসংগে।
কারিগরি কমিটির ৫৪তম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিজেআরআই ভারতীয় পাট জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতের আঁশের গুণাগুণ ও বীজ উৎপাদনে গবেষণা ফলাফল জানুয়ারী/০৭ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার সিদ্ধান্ত ছিল। বিজেআরআই থেকে উক্ত গবেষণালব্ধ ফলাফল অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে এ ব্যাপারে জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই নিম্নোক্ত ৬টি কারণে জেআরও-৫২৪ জাতটি ছাড়করণ সমীচিন হবে না বলে উল্লেখ করেন।

ক) দেশী তোষা পাটের চেয়ে জেআরও-৫২৪ জাতের ফলন কম হয়।
খ) আগাম বপনের কারণে জেআরও-৫২৪ জাতে আগাম ফুল আসার প্রবণতা বেশী।
গ) রোগ ও পোকা মাকড়ের আক্রমন ও -৭২ এর তুলনায় জেআরও-৫২৪ জাতে বেশী।
ঘ) জেআরও-৫২৪ জাতের আঁশের মান ও-৭২ জাতের চেয়ে তুলনামুলকভাবে নিম্নমানের।
ঙ) জেআরও-৫২৪ জাতের আমদানীকৃত বীজের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশে যথাযথ নয়।
চ) দেশীয় তোষা জাতের চেয়ে জেআরও-৫২৪ জাতের বীজের ফলন কম হয়।

এ পর্যায়ে জনাব আনোয়ারুল হক, এসএসবি বলেন যে, আমরা আমদানীকারকগণ পাটের জেআরও-৫২৪ জাতের যে বীজ আমদানী করি তা প্রত্যায়িত শ্রেণীর। কিন্তু বিজেআরআই যে বীজ সংগ্রহ করেছে তা কোন উৎসের বীজ সংগ্রহ করেছেন জানা দরকার। ডঃ লুৎফুর রহমান, অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, বিজেআরআই যদি খোলা বাজার থেকে বীজ ক্রয় করে থাকে তবে নির্ধারিত মানের বীজ পেয়েছে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। আবার যদি বিএডিসি থেকেও সংগ্রহ করে থাকে সেক্ষেত্রে যেহেতু বিএডিসি উক্ত বীজ আমদানীর জন্য অনুমোদিত সংস্থা নয় তাই তারা অফিসিয়ালী বলতে পারেন না এটি প্রত্যায়িত শ্রেণীর অথবা প্রত্যায়িত নয়। আলোচনার এ পর্যায়ে বিজেআরআই এর বিজ্ঞানী ডঃ এম আবক্কাস আলী বলেন যে, এই বীজ দু'টি উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে প্রথমতঃ বিএডিসি এবং দ্বিতীয়ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ নিরোধ উইং থেকে। ডঃ এম নূরুল আলম, চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি বলেন যে, যেহেতু এদেশে তোষা পাটের বীজের চাহিদা রয়েছে এং ভারতীয় জেআরও-৫২৪ জাতের বীজ অনুমোদিত পন্থায়ই আমদানী করা হয়ে থাকে, সেহেতু এই জাতের পাট ফসল, আঁশ এবং কৃষক পর্যায়ে বীজ উৎপাদনের উপযোগীতা নিরুপণের জন্যই বিজেআরআইকে গবেষণা রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছিল। এ ব্যাপারে আরো গবেষণার জন্য বিজেআরআই, ডিএই, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এবং বিএডিসির সমন্বয়ে গবেষণা কর্মসূচী প্রণয়ণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিজেআরআই, ডিএই, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এবং বিএডিসির সমন্বয়ে জেআরও-৫২৪ জাতের উপর আরো ট্রায়াল ও গবেষণা কর্মসূচী গ্রহণ করবে। মাঠ দিবসের সময় নার্স (NARS) প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে (দায়িত্ব ঃ বিজেআরআই, ডিএই, এসসিএ ও বিএডিসি)।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের আই ১৩১-৯৭ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩৮ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত বিএসআরআই আখ-৩৮ জাতটি ১৯৯৫ সালে আই-২৭৩-৯১ এর সাথে ঈশ্বরদী ২৮ জাতের সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। সংকরায়িত প্রজাতিটি অন্যান্য জাতের সাথে পর পর দুই বৎসর বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়। অতঃপর এ প্রজাতিটি আই ১৩১-৯৭ হিসেবে প্রাথমিক (Preliminary), অগ্রগামী (Advanced) ও পরপর তিন বৎসর আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় ইক্ষু জাত ঈশ্বরদী ২০ এবং ঈশ্বরদী ২৯ এর সাথে তুলনা করার পর ২০০৪ সালে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়।

প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী ৩৮ জাতের কান্ড (Stalk) লম্বা, মধ্যম আকারের এবং রং হলুদাভ সবুজ। পর্ব মধ্য (internode) কোনাইডাল (conoidal) আকৃতি। কান্ড শক্ত ও ফাপা (Pipe) দেখা যায় না। গিরা (node) ফোলা (Sollen) এবং পাতা ঝরার দাগ স্পষ্ট। চোখ (dud) ওভেট (ovate) আকৃতির, ছোট এবং পরিপক্ক চোখের উপরের অংশ গ্রোথরিং (Growth ring) স্পর্শ করে থাকে। পাতা মাঝারী চওড়া ও গাঢ় সবুজ রং এবং অধিকাংশ পাতা হেলে পড়ে। পাতার খোল (leaf sheath) সবুজাভ হলুদ বর্ণের (greenish yellow) এবং কান্ডের সাথে হালকাভাবে লেগে থাকে। পাতার খোলে (leaf sheath) প্রচুর পরিমাণ হুল দেখা যায় এবং ঝড়ে পড়ে না। ডিউল্যাপ (Dewlap) ত্রিকোনাকৃতির (triangular) এবং পাটল (pinkish) বর্ণের। ভিতরের অরিকল (inner auricle) ডেনটয়েড (dentoid) ও বাহিরের অরিকল ডেনটয়েড (dentoid) আকৃতির। এ জাতের ইক্ষুতে কদাচিৎ ফুল দেখা যায়। প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী-৩৮ জাতের ফলন ক্ষমতা মানদন্ড হিসাবে ঈশ্বরদী-২০ এবং ঈশ্বরদী-২৯ এর চেয়ে ভাল। পরীক্ষাকালীন সময়ে ঈশ্বরদী-৩৮, ঈশ্বরদী-২০ ও ঈশ্বরদী-২৯ এ হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ৮৬.১৪ থেকে ১৮১.৬১, ৭৬.৭৮ থেকে ১২৯.৯২ এবং ৭৫.৪৯ থেকে ১৩৮.৮২ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া গিয়েছে। গুড়ের গুণগত মান ভাল। ইহা একটি আগাম পরিপক্ক জাত। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ হতে এ জাতের ইক্ষুতে চিনি ধারণ ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং জানুয়ারী মাসে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায়। জাতটি খরা জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু তবে বন্যা সহিষ্ণু ক্ষমতা বেশী। কৃত্রিম পরীক্ষায় এ জাতটি রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে মানদন্ড হিসাবে ব্যবহৃত ঈশ্বরদী-২০ এবং ঈশ্বরদী-২৫ এরমত তবে লাল পচা রোগের প্রতি মাঝারী ধরণের প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। প্রাকৃতিক পরিবেশে লাল পচা রোগের প্রার্দুভাব দেখা যায় নাই।

উক্ত জাতটি ২০০৪ মৌসুমে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রংপুর ও রাজশাহী) ৭টি স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ট্রায়ালকৃত ৭টি স্থানেই চেক জাত থেকে ফলন বেশী এবং ব্রিকস (brix) এর পরিমাণ বেশী পাওয়ায় ও রোগবালাইয়ের প্রার্দুভাব কম থাকায় মাঠ মূল্যায়ন দল প্রস্তাবিত ক্লোনটি জাত হিসাবে ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে সুপারিশ করেছেন।

আলোচনার শুরুতে ডঃ মোঃ আব্দুল মান্নান, মহা পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রস্তাবিত জাতের বিভিন্ন গুণাগুণ উপস্থাপন করেন। জনাব মনজুর ই মোহাম্মদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, আখের আই-১৭১-৯৭

ক্লোনটি ছাড়করণের নিমিত্তে চেকজাত হিসেবে কেন ঈশ্বরদী-২০ ও ঈশ্বরদী-২৯কে নির্বাচন করা হয়েছে তা জানা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বশেমুরকৃবি অনুরুপ অভিমত ব্যক্ত করে বরেন যে, চেক জাত হিসেবে আধুনিক কালে ছাড়কৃত ঈশ্বরদী-৩৪ কে বিবেচনা করা যেত। এ পর্যায়ে ডঃ মোঃ আব্দুল মান্নান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা বলেন যে, ২০০৪ সালের আগেই তিন বছর পূর্ব থেকে ঈশ্বরদী-২০ ও ঈশ্বরদী-২৯ কে চেক হিসেবে ব্যবহার করে ট্রায়াল শুরু হয়। তাই পরবর্তীতে চেক জাত পরিবর্তনের সুযোগ ছিল না। তবে প্রস্তাবিত লাইনটি ঈশ্বরদী-৩২ এর সাথেও তুলনামুলক পরীক্ষণে ভাল ফল দিয়েছে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের আই-১৩১-৯৭ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩৮ নামে একটি নূতন জাত হিসেবে সারা দেশে আবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৮ বিবিধ ঃ

(ক) জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৩তম (বিশেষ)৯নং সিদ্ধান্তে টিসিআরসি বিভিন্ন আলু জাতের ট্রায়াল ফলাফল সর্বোচ্চ ২ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করা যায় কিনা তা কারিগরি কমিটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার কথা উল্লেখ রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এ প্রেক্ষিতে সাউথপুল কোল্ড ষ্টোরেজ লিঃ কর্তৃক Lady Rosetta এবং Lady Olymia দু'টি জাতের বীজ আলু (ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ভ্যারাইটি) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানীর অনুমতি চেয়েছেন।

এ আলোচনার শুরুতে ডঃ মোহাম্মদ হোসেন, পিএসও, টিসিআরসি, বিএআরআই, বলেন যে, ২ বছরের ট্রায়ালের ফলাফলের উপর নির্ভর করে আলুর জাত ছাড়করণ করা ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি আরো উল্লেখ করেন আলুর রোগবালাই, জাতের সংরক্ষণ ক্ষমতা ও ব্যবহার উপযোগীতা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য কমপক্ষে তিন বছর সময় প্রয়োজন। ডঃ লুৎফুর রহমান, অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বলেন যে, বিগত দুই বছরের তথ্য উপাত্ত সহ টিসিআরসি কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্ট হাতে পেলে কারিগরি কমিটি সে ব্যাপারে বিবেচনা করতে পারে। ডঃ এম নূরুল আলম, সভাপতি, কারিগরি কমিটি বলেন যে, এ ব্যাপারে টিসিআরসি কার্যপত্র আকারে একটি প্রতিবেদন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাধ্যমে কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন করবেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ টিসিআরসি বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রায়ালকৃত আলু জাত সমূহের তথ্য ভিত্তিক একটি প্রতিবেদন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাধ্যমে কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন করবে (দায়িত্ব ঃ টিসিআরসি ও এসসিএ)।

(খ) দেশে পাট বীজের চাহিদা পূরণকল্পে কারিগরি কমিটি কর্তৃক পরিকল্পনা ও প্রস্তাব গ্রহণ প্রসংগে।

ডঃ এম নূরুল আলম, সভাপতি, কারিগরি কমিটি, এ বিষয়ে আলোচনায় সূত্রপাত করে বলেন যে, দেশে পাট বীজের প্রকৃত চাহিদা ও যোগান সম্পর্কিত বিষয়ে একটি পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা কারিগরি কমিটির পক্ষ থেকে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা প্রয়োজন। সেই হিসেবে তিনি উপস্থিত সদস্যবৃন্দের আলোচনায় অংশ নিতে আহব্বান জানালে, জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, অতিঃ মহা-ব্যবস্থাপক (খামার) বিএডিসি বলেন যেমন প্রকল্প পরিকল্পনা সাপেক্ষে বিএডিসি কর্তৃক ২০০৮-২০০৯ মৌসুমে ১০০০ মেঃ টন, ২০০৯-২০১০ মৌসুমে ১২০০ মেঃ টন এবং ২০১০-২০১১ মৌসুমে বছরে ১৫০০ মেঃ টন পাটবীজ উৎপাদন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। জনাব আসাদুজ্জামান, পরিচালক (কৃষি) বিজেআরআই জানান যে, কৃষক পর্যায়ে ২০০ মেঃ টন এবং বিজেআরআই এর নিজস্ব খামারে ৫০ মেঃ টন অর্থাৎ মোট ২৫০ মেঃ টন বীজ বিজেআরআই কর্তৃক উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এ পর্যায়ে ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য-পরিচালক (শস্য) বলেন যে, বর্তমানে কৃষক তার জমিতে প্রচলিত পদ্ধতিতে পাটবীজ উৎপাদনে তেমন আগ্রহী নহে। তাই পাট বীজের চাহিদা পুরণের ক্ষেত্রে কৃষকের উৎপাদনের উপর নির্ভর করা উচিত হবে না।

এমতাবস্থায় বিএডিসি, বিজেআরআই, ডিএই প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মোট উৎপাদিত বীজের পরিমাণকে হিসেবে এনে বাদ বাকি ঘাটতি বীজ আমদানীর ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিএডিসি কর্তৃক আগামী তিন বছরের মধ্যে ১৫০০ মেঃ টন এবং বিজেআরআই কর্তৃক ২৫০ মেঃ টন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলো। বাকী ঘাটতি পাট বীজ অন্যান্য আভ্যন্তরীন উৎস এবং আমদানীর মাধ্যমে পুরণ করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মনজুর-ই-মোহাম্মদ)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫৭তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৭তম (বিশেষ) সভা গত ১২/৮/২০০৭খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম, নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য সূচী অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। জনাব মোঃ বদরুদ্দিন, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন। পরে তিনি জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য সূচীসমূহ বিস্তারিত ভাবে সভায় উপস্থাপন করিতে বললে তিনি সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে টিসিআরসি কর্তৃক প্রেরীত আলুর জাতসমূহের তথ্য ভিত্তিক প্রতিবেদনের বিষয়টি সর্ব প্রথম উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ টিসিআরসি কর্তৃক বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রায়ালকৃত আলুজাতসমূহের তথ্য ভিত্তিক প্রতিবেদনের উপর পর্যালোচনা।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক, মিসেস শামসুর নাহার বেগম, টিসিআরসি কর্তৃক বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রায়ালকৃত আলুজাতগুলির প্রাপ্ত তথ্যের উপর পরিচিতি মূলক আলোচনা করেন। পরবর্তীতে তার পক্ষে জনাব মোঃ মঞ্জুর হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি তাদের সম্পাদিত গবেষণা কর্মের উপর তথ্যাদি উপস্থাপন করেন। আলোচনার শুরুতেই ডঃ এম এ কাদের, এগ্রিকনসার্ন লিঃ উল্লিখিত আলুর জাত গুলির Participatory Yield Trail এবং সেগুলি সম্পর্কে কৃষকের প্রতিক্রিয়া জানতে চান। জবাবে ডঃ মুহাম্মদ হোসেন, পিএসও, টিসিআরসি জানান যে, জাতগুলির Participatory Yield Trial সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামী মৌসুমে বিভিন্ন অঞ্চলে মাঠ মূল্যায়ন কালে কৃষক পর্যায়ে সঠিক জনপ্রিয় জাতগুলি খুঁজে পাওয়া আরো সহজ হবে। ডঃ আব্দুল মান্নান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট বলেন যে, আলু একটি রোগ বালাই সংবেদনশীল ফসল বিধায় নতুন কোন জাত ছাড়করণের পূর্বে রোগ বালাইয়ের বিষয়টি পরীক্ষিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, এ প্রেক্ষিতে মূল আলোচ্য বিষয় হলো টিসিআরসি কর্তৃক আলু ফসলের মূল্যায়ন সময়কাল কমিয়ে এনে ২ বছর করা যায় কিনা এবং তা কিভাবে সম্ভব তা চিহ্নিত করা। এই বিষয়ের উপর টিসিআরসির বিজ্ঞানী এবং উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। ডঃ মুহাম্মদ হোসেন, পিএসও, টিসিআরসি বলেন যে, পরীক্ষণের ১ম বছরে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত আলু জাতের সুপ্ততা (Dormancy) থাকে বিধায় (Sprouting) হতে অনেক সময় লেগে যায় এতে করে দেরীতে লাগানোর ফলে স্বাভাবিক ফলনের চেয়ে আলু ফলন কম হয়ে থাকে এবং সেই সংগে ভাইরাসজণীত রোগের লক্ষণও তেমন প্রকাশ পায় না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছরে এসে এদেশের আবহাওয়ায় ফলন এবং রোগ-বালাই এর পরিবর্তিত সঠিক চিত্র পাওয়া যায়। ৪র্থ বৎসরে আঞ্চলিক ফিল্ড ট্রায়াল করা হয় এবং মাঠ মূল্যায়ন ফলাফলের উপর ভিত্তি করে জাত ছাড়করণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। তা ছাড়া বর্তমানে জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক পরপর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে বলেও তিনি অবহিত করেন। তাই দুই বৎসরের মধ্যে জাত ছাড়করণ করলে রোগ বালাইয়ের ঝুঁকি থেকেই যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। উদাহরণ স্বরুপ তিনি উল্লেখ করেন যে, টিসিআরসি কর্তৃক ইতিপূর্বে মরিন ও ওরিগো জাত দুটিতে রোগ বালাইয়ের প্রতিক্রিয়া সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ না করে অধিক ফলনের ভিত্তিতে অতি দ্রুততার সাথে জাত ছাড়করণ করা হয়েছে বিধায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই এজাতগুলো ভাইরাজনীত রোগ দ্বারা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হওয়ায় কৃষকের মাঠে মোটেই টিকে থাকতে পারেনি। আলোচনায় অংশ নিয়ে ডঃ এম এ হামিদ, মহাপরিচালক, বিনা বলেন যে, টিসিআরসি'র প্রচলিত মুল্যায়ন সিস্টেমকে ভাঙ্গা উচিৎ হবে না।

কেননা আলু একটি সংবেদনশীল ফসল তাই এর মাধ্যমে আলুর বিভিন্ন রোগ দেশে মহামারি আকারে ছাড়িয়ে পড়তে পারে। তবে বিদেশী কোম্পানীগুলির সাথে আমাদের দেশীয় আমদানীকারকগণ চুক্তির মাধ্যমে Advance Yield Trail এর বীজ আলু এনে টিসিআরসিকে দিলে হয়তো এদেশে মূল্যায়ন সময় কমানো যেতে পারে। ডঃ আব্দুল মান্নান, মহাপরিচালক, বিএসআরআই বলেন যে, দীর্ঘ মেয়াদী মূল্যায়ন কাল যাতে কৃষককে বাধাগ্রস্থ করতে না পারে এজন্য মুল্যায়ন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি যুগপৎভাবে বীজ আলুর বর্ধন (Multiplication) প্রক্রিয়া চালানো যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, বিগত দুই তিন বছরে দেশে খাবার আলু এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল জাত হিসেবে ব্যবহারের জন্য ৭টি আলুর জাত যথা- জারালা, বিনজে, বারাকা, ফেলসিনা, এস্টারিক্স, ডুরা আলট্রা ও ছাড়করণ করা হয়েছে। এ জাতগুলোর কৃষকের মাঝে গ্রহণ যোগ্যতা ও বীজ বর্ধন বিষয়ে বিএডিসি'র নিকট জানতে চাওয়া হলে বিএডিসি'র প্রতিনিধি জানান যে, এ জাতগুলোর বীজ বর্ধন কার্যক্রম এবং কৃষকের মাঝে জনপ্রিয়তা স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলছে। সভাপতি মহোদয় উক্ত জাতগুলোর বীজ বর্ধন কর্মসূচী আগামীতে ব্যাপক ভাবে গ্রহণের জন্য বিএডিসিকে পরামর্শ দেন। সেই সাথে জানতে চান যে, গ্রীন হাউসের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বছরে একাধিকবার আলু গ্রো-আউট টেষ্টের মাধ্যমে আলু জাত ছাড়করণের সময় কমানো সম্ভব কি না। জবাবে ডঃ মুহাম্মদ হোসেন, পিএসও, টিসিআরসি জানান যে, গ্রীন হাউসের পরীক্ষণের সুযোগ পেলে জাত ছাড়করণের সময় কমিয়ে আনা সম্ভব। তবে সেক্ষেত্রে বৃহদাকার গ্রীন

হাউস নির্মাণ করতে হবে, যা নির্মাণ করতে প্রায় ৪-৫ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। সভাপতি মহোদয় টিসিআরসির পরিচালককে অনতিবিলম্বে একটি বড় আকারের গ্রীন হাউস নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করার জন্য বলেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক ৩য় বৎসর মূল্যায়ন সম্পন্নকৃত ৫টি জাত যথাক্রমে Lady Rosetta, Innovator, Markies, Espirit ও Courage কে আগামী মৌসুমে মাঠ মূল্যায়নের নিমিত্তে ট্রায়াল বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে। মাঠ মূল্যায়ন ফলাফল এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক ডিইউএস টেষ্টের সম্পাদিত ফলাফল কারিগরি কমিটিতে পর্যালোচনা সাপেক্ষে জাতগুলি ছাড়করনের ব্যাপারে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে (দায়িত্ব ঃ টিসিআরসি ও এসসিএ)

খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা, ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রে একটি বৃহদাকার গ্রীন হাউস নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব অনতিবিলম্বে চেয়ারম্যান, বিএআরসির নিকট প্রেরণ করবে। (দায়িত্বঃ টিসিআরসি)।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ বোরো/২০০৬-০৭ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বোরো/২০০৬-২০০৭ মৌসুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ ৪২ টি হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানীর সর্বমোট (১ম বর্ষ ৪৬টি, ২য় বর্ষ ২১টি এবং পুনঃট্রায়ালকৃত ১৪টি) ৮১টি হাইব্রিড ধানের জাত দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) অনষ্টেশন ও অনফার্মে মোট ১২টি লোকেশনে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। উক্ত ট্রায়াল সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্তে উল্লেখিত ৮১টি জাত ৫টি সেটে (A,B,C,D & E) বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক সেটে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের নিম্নে) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৮ এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের উর্ধ্বে) ব্রি ধান-২৯ চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করে ৫টি সেটে যথাক্রমে A সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-১৮৫ থেকে এইচ-২০২), B সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-২০৩ থেকে এইচ-২২০), C সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-২২১ থেকে এইচ-২৩৯), D সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-২৪০ থেকে এইচ-২৫৬) এবং E সেটে ১৯টি (কোড নং এইচ-২৫৭ থেকে এইচ-২৭৫) সর্বমোট ৯১টি জাতের (চেকজাতসহ) ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাঠ মুল্যায়ন দল কর্তৃক যথাসময়ে উল্লেখিত ট্রায়াল সমূহের মাঠ মূল্যায়িত হওয়ার পর প্রাপ্ত ফলাফল "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি" অনুসরণপূর্বক এসসিএ কর্তৃক বিশ্লেষণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতের মধ্যে যেগুলির জীবনকাল ১৫০ দিন বা তার চেয়ে কম সেগুলিকে চেকজাত স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন ব্রিধান ২৮ এর সথে তুলনা করে Heterosis % বিশ্লেষণ পূর্বক উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় বিষয়টির উপর সক্রিয় আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে আহ্বান জানান। আলোচনা কালে এফ আর মালিক, মল্লিকা সীড কোং বলেন যে, পুনঃ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে তিন বছরের গড় ফলনের পরিবর্তে শেষ বৎসরের ফলন বিবেচনা করা যেতে পারে এবং দেশের ৫টি অঞ্চলে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত জাতকে সারা দেশের জন্য রেজিস্ট্রেশণ করার বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রস্তাব রাখেন। জনাব মোঃ আজিজুল হক, ব্যবস্থাপক ব্র্যাক অনুরূপ প্রস্তাব রেখে বলেন যেহেতু ব্র্যাকের এইচ বি-৮ হাইব্রিড জাতটি রংপুর অঞ্চল ছাড়া অন্য সব অঞ্চলে ইতিমধ্যেই বাজার জাত করণের জন্য রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে। জাতটি রংপুর অঞ্চলে পুনঃট্রায়ালে ৩য় বৎসরে এসে ভাল করেছে। ৩য় বৎসরের ফলন অথবা ৩য় ও ২য় বছরের গড় ফলন বিবেচনা করার অনুরোধ জানান। এ পর্যায়ে এই বিষয়ের উপর আলোচনায় ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) বলেন যে, পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে যেহেতু বিগত সব বছরের ফলনের গড়কে বিবেচনা করার নিয়ম প্রচলিত আছে, সেহেতু এই নিয়ম ভঙ্গ করে শেষের ২ বৎসরের গড় বিবেচনা করলে নতুন নতুন জটিলতার সৃষ্টি হবে।

ডঃ মোঃ আঃ ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি এবং ডঃ আঃ খালেক মিয়া, বশেমুরকৃবি অনুরুপ মত প্রকাশ করে বলেন যে, যেহেতু পূর্ববর্তী সকল বছরের গড় ফলন বিবেচনার আইন বলবৎ আছে, তাই শুধুমাত্র শেষ বৎসর বা শেখ দুই বৎসরের গড় ফলন বিবেচনা করা ঠিক হবে না। এ পর্যায়ে মোঃ বদরুদ্দিন, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এবং সভাপতি মহোদয় বলেন যে যেহেতু পুনঃট্রায়ালকৃত জাতের রেজিস্ট্রেশন দিতে গেলে পূর্ববর্তী সকল বছরের ফলনের গড় বিবেচনা করা হয় তাই শেষের বৎসরের ফলন বা শেষের দুই বছরের গড় ফলন বিবেচনার সুযোগ নেই।

জনাব মোঃ মাসুম, সুপ্রীম সীড কোম্পানী বলেন যে, কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপিত কার্যপত্রের বীজের তালিকায় অন্যান্য তথ্য সাথে ঐ বীজের Origin দেশের উদ্ভাবিত প্রদত্ত নাম উল্লেখ করা আবশ্যক। জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, আরএফও, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, ঢাকা বলেন যে, মাঠ পর্যায়ে ৯১টি (চেকজাত সহ) জাতের ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন। কেননা অনফার্মে একই স্থানে এতো পরীক্ষণ প্লটের

জন্য জমি পাওয়া কঠিন। তা ছাড়া বীজ বপন থেকে কর্তন পর্যন্ত নিবিড় পর্যবেক্ষন ও পরিচর্য্যা করাও দুরুহ ব্রাপার। তাই মাঠে বাস্তাবায়নের জন্য হাইব্রিড জাতের সংখ্যা সীমিত রাখা প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় একমত পোষন করে বলেন যে, হাইব্রিড জাতের ক্রমবৃদ্ধির কারণে এসসিএ'র পক্ষে এতো কাজের চাপ সামলানো কঠিন। তাই এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায়, এ বিষয়ে উপস্থিত সকলের পরামর্শ কামনা করেন। জনাব আজিজুল হক, ব্র্যাক বলেন যে, ট্রায়ালের জন্য বীজ প্রদানকারী কোম্পানীগুলির যোগ্যতা যাচাই করা যেতে পারে। ডঃ এম এ হামিদ, মহা পরিচালক, বিনা বলেন যে, হাইব্রিড ট্রায়ালে বর্তমানে ব্যবহৃত RCB ডিজাইনের পরিবর্তে ল্যাটিস ডিজাইন বা অগমেন্টেড ডিজাইন অনুসরণ করলে অল্প জায়গাতেই অধিক পরীক্ষণ প্লট করা সম্ভব। ডঃ মোঃ আঃ ছালাম পরিচালক (গবেষণা) ব্রি বলেন যে, অগমেন্টেড ডিজাইনে জায়গা কম লাগে ঠিকই কিন্তু এই ডিজাইনে যেহেতু একটি মাত্র রেপ্লিকেশন ব্যবহৃত হয় তাই সঠিক ও সুক্ষ্মভাবে হিসাব রাখা ব্যবহারিকভাবে খুবই কঠিন। তিনি বলেন জাতের সংখ্যা কমানোর জন্য বীজ প্রদানকারী কোম্পানীগুলি নিজেরাই এক বা দুই বছর নিজেদের পরীক্ষণ প্লটে পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই (Screenedout) করে ভাল দুই একটি জাত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে ট্রায়ালের জন্য দিতে পারেন।

জনাব আব্দুস সোবহান ফেরদৌসী, আরএফও, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, বগুড়া এ প্রসংগে আলোকপাত করে বলেন যে, কোম্পানী প্রতি একটি জাত হিসেবে ট্রায়ালের বিষয়টি বিবেচনা করলে জাতের সংখ্যা কমে আসতে পারে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, এই বিষয়টি নিয়ে গঠিত উপ কমিটি বর্তমান হাইব্রিড জাত মুল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতিটি প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আগামী কারিগরি কমিটির সভায় বিষয়টির উপর সঠিক দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় আজকের কার্যপত্র অনুযায়ী কিভাবে দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করিলে জনাব মোঃ মাসুম, সুপ্রিম সিড কোম্পানী লিঃ বলেন যে, বিগত বছরগুলির মতো এবারও যে সকল হাইব্রিড জাতের গড় ফলন ২০% বা তদুর্ধ বেশী সেগুলিকে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে এবং সেই সাথে যে সকল জাতগুলো ইতিপূর্বে ট্রায়ালকৃত ৬টি অঞ্চলের মধ্যে ৫টি অঞ্চলে উর্ত্তীন্ন হলে সে সকল জাতগুলোকে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরনে বিবেচনা রাখার প্রস্তাব করেন।

আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় ২০০৬-০৭ বোরো মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের কোড (এসসিএ কর্তৃক সংরক্ষিত) উন্মুক্ত করেন এবং ফলাফল Compilation পূর্বক উপস্থাপন করতে বলেন। অতঃপর Compilation Report উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ঃ

সিদ্ধান্ত-১ ঃ ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-২০০৭ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনস্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে গড় ফলন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর L.P.106 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৪৯ ও এইচ-২০১)।

খ) সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ এর H.R-422 (Surma-4) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করাহলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৪৮ ও এইচ-২১৪)।

গ) মুক্তারপুর ভান্ডার এর S-2B (Krishan-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৪৯ ও এইচ-২০৩)।

ঘ) মেটাল সীড কোং লিঃ এর HRM-01 (Agrani7) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৫০ ও এইচ-২২০)।

ঙ) মেটাল সীড কোং লিঃ এর Ropushe Bangla-1 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৫১ ও এইচ-২১২)।

চ) কামাল সীড কোং লিঃ এর Ropushe Bangla-1 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ ১৫২ ও এইচ-২০৫)

ছ) আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন লিঃ এর HB-09 (Alloran-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৫৫ ও এইচ -২০৪)।

জ) সুপ্রিম সীড কোঃ লিঃ এর Supereme Hybride-5 (Heera-5) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৫৭ ও এইচ-২১০)।

ঝ) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর WBR-2 (Modhomoti 2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৫৮ ও এইচ-২১৯)।

ঞ) সিদ্দিকী সীডস কোং লিঃ এর HG-202 (Manik-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১৫৯ ও এইচ-২৩২)।

ট) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর WBR-5 (Modhomoti 5) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৬০ ও এইচ-২০৭)।

ঠ) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর L.P.05 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৬২ ও এইচ-১৯৯)।

সিদ্ধান্ত ২-ঃ ২০০৪-২০০৫, ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-২০০৭ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের পুনঃ ট্রায়ালকৃত অনস্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে গড় ফলন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) মল্লিকা সীড কোম্পানীর পুনঃট্রায়ালকৃত HTM-4 (সোনার বাংলা-৬) হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-০৮৯, এইচ-১২৫ ও এইচ-১৮৯)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতিপূর্বে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

খ) সুপ্রিম সীড কোঃ লি এর পুনঃট্রায়ালকৃত HS-273 (Supreme Hybrid-2) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ- ০৬০, এইচ-১০৫ ও এইচ-১৯৭)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতিপূর্বে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত-৩ ঃ বীজ আমদানী কারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রায়াল আবেদন পত্রে অন্যান্য তথ্যের সাথে উৎস দেশের সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবিত জাতের প্রদত্ত নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৪ ঃ এক বছরের আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রিড করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৫ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

সিদ্ধান্ত-৬ ঃ বীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report সঠিক সময় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ বদরুদ্দিন)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নুরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫৮তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫৮তম সভা গত ২৪/৩/২০০৮ খ্রি. তারিখ সকাল ০৯.৩০ ঘটিকায় ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে অনুরোধ করেন। জনাব নির্মল কুমার সাহা, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী-কে সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৬তম ও ৫৭তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
কারিগরি কমিটির ৫৬তম ও ৫৭তম (বিশেষ) সভা যথাক্রমে গত ২৩/৭/২০০৭ইং ও ১২/৮/২০০৭ইং তারিখ ডঃ এম নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী দুটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ০৭/৮/২০০৭ ইং তারিখের ২০০(২৫) সংখ্যক ও ২৩/৮/০৭ইং তারিখের ২৭৪ (৬০) সংখ্যক স্মারকদ্বয়ের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছিল। উক্ত কার্যবিবরণী দু'টির উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ কোনরূপ মতামত বা মন্তব্য না করায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৬তম এবং ৫৭তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী দু'টি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ আমন/২০০৭-২০০৮ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
আমন/২০০৭-০৮ মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান (১) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ১টি জাত (ক) ব্রি হাইব্রিড ধান-২ (২য় বর্ষ), (২) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর ১টি জাত (ক) সুপার হাইব্রিড ধান এস এল-৮ এইচ (২য় বর্ষ), (৩) এ আর মালিক এন্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ এর একটি জাত (ক) বিজয়-৩ (২বর্ষ); (৪) সেমকো, সেতু মার্কেটিং কোম্পানী এর দুইটি জাত (ক) সেমকো-৭০১ (ডিএফ-৪৬) (খ) সেমকো-৭০২ (এসএন ১৭৫), (৫) ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট এর দুটি জাত (ক) টিকে-৬ (বাম্পার ধান-৩) (খ) টিকে -৮ (বাম্পার ধান-৭), (৬) ম্যাপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর দুটি জাত (ক) ম্যাপ-১ (ফুজিয়ান-৪) (খ) ম্যাপ-২ (ফুজিয়ান-৫), (৭) ব্র্যাকের একটি জাত (ক) BW001 (জাগরণ-৩), (৮) এসিআই লিঃ এর দুটি জাত (ক) আর্লী-১১৫ (খ) মাষ্টার, (৯) বীজঘর এ্যাগ্রি ফার্ম এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর একটি জাত (ক) স্বর্ণালী বাফি-১ এবং (১০) সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিঃ এর একটি জাত (ক) এস এইচ-৭ সহ মোট ১০টি প্রতিষ্ঠান/হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানীর ১৪টি হাইব্রিড জাতের সাথে চেক জাত ব্রি ধান-৩১ ও ব্রিধান-৩৩ (পর্যবেক্ষণ চেকজাত) সহ সর্বমোট ১৬টি জাতের ট্রায়ালের উদ্দেশ্যে (যা অত্র দপ্তর প্রদত্ত কোড নম্বর এইচ-২৭৬ থেকে এইচ-২৯১ পর্যন্ত চেক জাতসহ) দেশের ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে অনস্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়াল বাস্তবায়নের পর মাঠ মুল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য থাকে, যে সকল জাতগুলো পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে সে সকল জাতের ক্ষেত্রে ১ম এবং ২য় বছরের প্রাপ্ত অনস্টেশন ও অনফার্মের Heterosis % এর গড় ফলন উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% এর অধিক পাওয়ার ভিত্তিতে (একের অধিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে) সাময়িক নিবন্ধনের বিধান রয়েছে। ট্রায়ালকৃত জাতসমূহের প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা ও বিস্তারিত আলোচনার জন্য আহব্বান করা হলে জনাব মোঃ তোফসির সিদ্দিকী, পরিচালক, এফ ডি, সভায় উল্লেখ করেন যে, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে কোড নং এইচ-২৯১ এর অনস্টেশন ফলন চেকজাত হতে খারাপ অপর দিকে অনফার্মের ফলন খুবই ভাল। একই অঞ্চলে একই জাতের ফলনে এ ধরণের তারতম্য থাকার কি কারণ থাকতে পারে তা জানতে চান। এ বিষয়ে ডঃ এম এ খালেক মিয়া, অধ্যাপক, বশেমুরকৃবি, গাজীপুরও জনাব সিদ্দিকীর সাথে একমত পোষণ করেন।

এ প্রেক্ষিতে ডঃ লুৎফুর রহমান, জোষ্ঠ্যতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ বলেন যে, অনফার্মেও ফলন সকল ক্ষেত্রে খারাপ হয়েছে সেটা ট্রায়ালে দেখা যায়নি। তবে কোন জাতের Genetic make up ও পরিবেশগত কারণে একই অঞ্চলে কিংবা বিভিন্ন অঞ্চলে ফলনের তারতম্য হতে পারে। এ বিষয় জনাব মোঃ আঃ সোবহান ফেরদৌসি, আর এফ ও, বগুড়া বলেন যে, হাইব্রিড ট্রায়াল অত্যন্ত সতর্কতা ও যত্নসহকারে বাস্তবায়ন করা হয় এবং এ বিষয়ে কোন গাফিলতি করা হয় না। জনাব মোঃ আজিজুল হক, ম্যানেজার, আর এস পি আর, ব্র্যাক জানান যে, বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিন্তু আশাব্যঞ্জক কোন ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। আমন মৌসুমে ফলাফল ভাল না হওয়ার পিছনে পরিবেশগত কিংবা। কারণ থাকতে পারে। এ সকল কারণগুলো বের করা দরকার বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে ড. ময়নুল হক, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বশেমুরকৃবি, বলেন যে, রংপুর অঞ্চলে হাইব্রিড ট্রায়াল পরিদর্শন কালে কিছু কিছু জাতে Lodging পরিলক্ষিত হয়েছে। সভাপতি মহোদয় বলেন যে,

হাইব্রিড জাত মূল্যায়নের বর্তমানে যে অনুমোদিত পদ্ধতি বা নীতি বিদ্যমান আছে সে অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হবে। এ বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম করার সুযোগ নেই। তবে ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন কোম্পানী এসসিএ এর সাথে আরো সম্পৃক্ত হয়ে সঠিক ভাবে ট্রায়াল মূল্যায়নে অবদান রাখতে পারেন। অবশেষে সভাপতি মহোদয় ২০০৭-০৮ আমন মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের কোড নং উন্মুক্ত করে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

১) আমন/২০০৭-২০০৮ মৌসুমে ট্রায়ালকৃত কোন Suitable বা মানসম্পন্ন জাত না পাওয়ায় কোন হাইব্রিড জাতকেই নিবন্ধনের সুপারিশ করা হয় নাই।

২) হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদনকারী/আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীদে কে বৃষ্টি নির্ভর (under rainfed condition) চাষাবাদ করা যায় এমন উপযোগী ও উচ্চফলনশীল হাইব্রিড জাত আমন মৌসুমে ট্রায়ালের জন্য নির্বাচন করতে হবে। (দায়িত্ব ঃ সংশ্লিষ্ট হাইব্রিড ধান বীজ প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানী)।

৩) এসসিএ এর সাথে আলোচনাপূর্বক ট্রায়াল বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে কোম্পানীসমূহের অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। (দায়িত্ব ঃ এসসিএ ও সংশ্লিষ্ট হাইব্রিড ধান বীজ প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী)।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমন ধানের প্রস্তাবিত বিআর-৬৫৯২-৪-৬-৪ সারিটি ব্রি ধান-৪৯ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।

প্রস্তাবিত ব্রিধান-৪৯ এর কৌলিক সারিটি বিআর-6592-4-6-4| উক্ত কৌলিক সারিটি ব্রি উদ্ভাবিত অগ্রবর্তী সারি বিআর- 6962-12-4-1 এর সাথে আইআর- 33380-7-2-1-3 এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। ব্রি'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত জাতটির জীবনকাল ব্রি ধান ৩২ এর চেয়ে ৩-৪ দিন বেশী তবে বি আর-১১ জাতের চেয়ে এক সপ্তাহ আগাম। ব্রি ধান ৪৯ এর ঢলে পড়া প্রতিরোধ ক্ষমতা বিআর ১১ এর সমান যা ব্রি ধান ৩২ এ নেই। এ জাতে ফুল ফোটা ৩-৪ দিনের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যায় বলে বিআর ১১ এর চেয়ে হেক্টর প্রতি আধা টন এবং ব্রি ধান ৩২ এর চেয়ে ১ টন বেশী। এ জাতের চাল বহুল কাংক্ষিত নাইজারশাইলের মত। এছাড়া অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি বিআর ১১ জাতের মতই তবে বিআর ১১ এর চেয়ে খাটো। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া এবং লম্বা। এ জাতের ধানের দানা বিআর ১১ এবং ব্রিধান ৩২ জাতের চেয়ে চিকন। দানার উপরিভাগ সূচালো। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০ সেঃ মিঃ। এ জাতের জীবন কাল ১৩২-১৩৪ দিন এবং ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২০ গ্রাম। ধানের শীষে দানাগুলো খুব ঘনভাবে সজ্জিত থাকে। পাকা ধানের রং খড়ের মত।
উক্ত জাতটি ২০০৬ রোপা আমন মৌসুমে দেশের ৭টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৯টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৯টি স্থানের মধ্যে ৭টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। ২টি স্থানে মূল্যায়ন দল কোনরূপ মন্তব্য করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং চেক জাত থেকে প্রস্তাবিত জাতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।
ডঃ তমাল লতা আদিত্য, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, প্রস্তাবিত জাতটির Salient feature সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করে জানান যে, প্রস্তাবিত জাতটির ব্রিধান-৩২ থেকে দিন বেশী তবে বিআর-১১ এর চেয়ে প্রায় ৭ দিন কম। ফলন ব্রিধান ৩২ থেকে বেশী এবং বিআর-১১ এর সমতুল্য। ডঃ এম এ সালাম, পরিচালক (গবেষণা) ব্রি, বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটির বিশেষ বৈশিষ্ট হলো চারার উচ্চতা বিআর ১১ জাতের চেয়ে লম্বা হওয়ায় অপেক্ষাকৃত বেশী পানিতে রোপন যোগ্য তবে পরিপক্ক অবস্থায় বিআর ১১ জাত থেকে তুলনামূলকভাবে গাছ কিছুটা খাটো হওয়ায় এর Lodging registance আছে। ডঃ লুৎফুর রহমান, জৌষ্ঠ্যতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখ করেন যে, Salient feature দেখে জাতটি ফলনের দিক থেকে ব্রিধান ৩২ এর চেয়ে বেশী এবং বিআর ১১ জাতের সমকক্ষ মনে হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিআর ১১ থেকে ভাল ফলনও পরিলক্ষিত হয়েছে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় এ জাতটির কৃষিতাত্ত্বিক গুণাগুণ ও breeding point of view তে নাইজারশাইলের মত এবং Amylose content ২৫% এর বেশী রয়েছে বিধায় জাতটির ছাড়করণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত বিআর-৬৫৯২-৪-৬-৪ সারিটিকে ব্রিধান-৪৯ হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ BSMRAU, সালনা কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমন ধানের প্রস্তাবিত বিইউ ধান-১ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।

বিইউ ধান ১ এর কৌলিক সারি নং BU 9625-12-15-50-74-123 যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত কৌলিসম্পদ KK8 এবং বাংলাদেশের বাদশাভোগ এর মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় বেশ কয়েক বছর পরীক্ষা করে সন্তোষজনক ফলন পাওয়ায় উক্ত সারিকে আমন মৌসুমের জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

প্রস্তাবিত বিইউ ধান ১ জাতের গাছ আকারে খাট এবং এটি একটি photoinsensitive জাত। এ জাতের উচ্চতা ১০৪ সে.মি. এবং জীবন কাল ১২০-১২৫ দিন। ১০০০টি ধানের ওজন ২৭.৭ গ্রাম, ধানের রং বাদামী, চাল সরু এবং রং সাদা। সরু জাতের ধানের চেয়ে গাছ খাট হওয়ায় জাতটি ঢলে পড়ে না। সরু জাতের প্রায় সব গুণাগুণ এ জাতটির মধ্যে বিদ্যমান, উপরোক্ত স্থানীয় সরু জাতসমূহের চেয়ে হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ১.৫ টন বেশী। জীবনকালও প্রচলিত সরু ধানসমূহ এবং আধুনিক সরু জাত ব্রি ধান ৩৭ এবং ব্রি ধান ৩৮ এর চেয়ে প্রায় ১ মাস কম।

উক্ত জাতটির ২০০৭ আমন মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর ও রংপুর) ৯টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৯টি স্থানের মধ্যে ৭টি স্থানেই জাতটিকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কোনরূপ মন্তব্য করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পরপর ২ বছর ডিইউ টেষ্ট (DUS Test) সম্পন্ন করা হয়।

আলোচনার শুরুতে ডঃ আবদুল হামিদ, অধ্যাপক, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বশেমুরকৃবি, প্রস্তাবিত জাতের Salient feature সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করে বলেন যে, আমন মৌসুমে অনেক জাত ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত মাঠে থাকে। কিন্তু প্রস্তাবিত জাতটি নভেম্বরের পূর্বে কাটা যাবে। ফলে বিশেষ করে দেশের উত্তর অঞ্চলে চাষীরা এ ধান কর্তন করে আগাম শীতকালীন শস্য আবাদ করতে পারবেন। অতঃপর ডঃ শহীদুল ইসলাম, পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই বলেন যে, মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত জাতে BLB, Sheath blight, Sheath rot and Brown spot প্রভৃতি রোগের লক্ষণ বিষয়ে উল্লেখ আছে। এ সকল রোগ বালাই ETL এর মধ্যে আছে কিনা তা উল্লেখ করা দরকার। এ প্রেক্ষিতে অধ্যাপক ডঃ আবদুল হামিদ বলেন যে, জুন মাসে বীজ তলায় ধান ফেলায় কিছুটা রোগ বালাই এর প্রার্দুভাব ঘটেছে তবে জুলাই মাসের ১ম দিকে বীজতলায় বীজ বনুলে এমনটি হয় না। ডঃ এম এ সালাম, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাতটির উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যের দিকটি বিবেচনা করলে ব্রি ধান ৩৯ এর সাথে চেক করা হলে ঠিক হতো। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যেহেতু প্রস্তাবিত জাতটি Non Aromatic ফলে Non Aromatic জাতের সাথে তুলনা করা সঠিক হতো। এ প্রেক্ষিতে ডঃ লুৎফুর রহমান বলেন যে, ব্রি ধান ৩৯ এর সাথে প্রস্তাবিত জাতটির DUS Test এর ফলাফলে অবশ্যই ভিন্নতা থাকা আবশ্যক। ব্রি ধান ৩৯ এর সাথে DUS Test ভিন্নতা থাকলে জাতটির চালের গুণাগুণ (Quality Rice) ও জীবনকালের ভিত্তিতে ছাড়করণ করা যেতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, এ জাতটির বিশেষ বৈশিষ্ট হলো সর্বপ্রথম যার পিতৃ ও মাতৃ কৌলিক সারির (Parent lines) উভয়টিই দেশীয় জার্মপ্লাজম থেকে ব্যবহার করে উদ্ভাবন করা হয়েছে যা breeding point of view তে অত্যন্ত উৎসাহ ব্যঞ্জক বলে মন্তব্য করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত জাতের সঠিক বপন/রোপণ তারিখ উল্লেখসহ ব্রিধান ৩৯ এর সাথে DUS Test এর ফলাফল সম্বলিত প্রতিবেদন জাতীয় বীজ বোর্ড সভায় দাখিল সাপেক্ষে জাতটিকে বিইউ ধান-১ হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো (দায়িত্ব ঃ এসসিএ ও বশেমুরকৃবি)।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আউশ ধানের প্রস্তাবিত বিআর-৫৫৬৩-৩-৩-৪-১ সারিটি ব্রি ধান-৪৮ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।
ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আউশ ধানের প্রস্তাবিত বিআর-৫৫৬৩-৩-৩-৪-১ সারিটি sheath blight রোগ বিস্তারের প্রার্দুভাব সম্পর্কে সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা করা সাপেক্ষে ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সী কর্তৃক জনাব মোঃ নুরুল হক, উপ পরিচালক (সম্প্রসারণ), ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকাকে আহ্বায়ক করে জনাব মোঃ আবুল হোসেন, ব্যবস্থাপক (কর্মসূচী), বিএডিসি, কৃষি ভবন, মতিঝিল, ঢাকা, ডঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন, সিএসও এবং প্রধান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি গাজীপুর, ডঃ মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, এসএসও, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বারি, গাজীপুর, ডঃ মোঃ আবদুস ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি কে সদস্য এবং জনাব আব্দুর রহিম হাওলাদার, উপ পরিচালক (ভ্যারাইটি টেষ্টিং), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে সদস্য সচিব করে একটি পর্যবেক্ষণ টিম গঠন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ব্রি কর্তৃক চারটি স্থানে যথা (ক) বিএডিসি ফার্ম, ইটাখোলা, হবিগঞ্জ; (খ) ব্রি, গাজীপুর; (গ) শ্রীপুর, গাজীপুর; এবং (ঘ) কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়ায় ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। গঠিত কমিটি উক্ত জাতটির ট্রায়ালকৃত স্থানগুলোতে Sheath blight রোগ পর্যবেক্ষণ করে একটি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর দাখিল করেন। অতঃপর উপস্থাপিত প্রতিরেদনটি কারিগরি কমিটির সভায় পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রস্তাবিত জাতের Sheath blight রোগের প্রকোপ

মাত্রায় সহনীয় পর্যায়ে আছে এবং জাতটির Sheath blight প্রতিরোধী বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যও এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় উক্ত কমিটি জাতটি ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আউশ ধানের প্রস্তাবিত ৫৫৬৩-৩-৩-৪-১ সারিটি Sheath blight রোগের প্রাদুর্ভাব সহনীয় মাত্রায় থাকায় প্রস্তাবিত সারিটি ব্রি ধান ৪৮ হিসেবে সারা দেশে আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত টিএনডিবি-১০০ লাইনটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়কৃত বিনা ধান-৭ এর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফলাফল প্রসংগে।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত টিএনডিবি-১০০ লাইনটি বিনা ধান-৭ হিসেবে ছাড়করণের নিমিত্তে গত ২০০৫-০৬ মৌসুমে ময়মনসিংহ অঞ্চলের যে ৪টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল জাতটিকে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করে নাই সে সকল স্থানে পুনঃট্রায়াল করার জন্য কারিগরি কমিটির ৫৬তম সভায় সিদ্ধান্ত ছিল। ঐ সকল স্থানে ২০০৬-০৭ আমন মৌসুমে পুনঃট্রায়াল বাস্তবায়নপূর্বক মাঠ মূল্যায়ণ করা হয়। উক্ত জাতটি ৪টি স্থানেই মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। আলোচনার শুরুতে মাঠ মুল্যায়ণ দলের মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। আলোচনান্তে যেহেতু জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভায় জাতটিকে আমন মৌসুমে দেশের সকল অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ করা হয়েছে, সেহেতু শুধু ময়মনসিংহ অঞ্চলের পুনঃট্রায়ালের ফলাফলসহ পুনরায় জাতীয় বীজ বোর্ডে উঠানোর প্রয়োজন নেই বলে কমিটি মনে করে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত টিএনডিবি-১০০ লাইনটি বিনা ধান-৭ হিসেবে ইতিপূর্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪ তম সভায় আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ করা হয়েছে এবং কারিগরি কমিটির ৫৬তম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে উক্ত ছাড়কৃত জাতটি ময়মনসিংহ অঞ্চলের ট্রায়াল ফলাফলও সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে। তাই এ জাতটিকে জাতীয় বীজ বোর্ডে পুনরায় উত্থাপনের প্রয়োজন নেই।

আলোচ্য বিষয়-বিবিধ-ক ঃ আলুর গ্রেড নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর আবেদন।

জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, ঢাকা কর্তৃক দাখিলকৃত ২০০৭-০৮ সালে উৎপাদিত ভিত্তি বীজ আলু পূর্বের ন্যায় 'এ' গ্রেড (২৮-৪০ মিঃ মিঃ), 'বি' (৪১-৫৫ মিঃ মিঃ), 'আন্ডার সাইজ' (২০-২৭ মিঃ মিঃ) এবং ওভার সাইজ (৫৬-৬০ মিঃ মিঃ) এ ৪টি গ্রেডে প্রত্যয়ন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন। বিষয়টির উপর সভাপতি মহোদয় আলোচনার সূত্রপাত করে বলেন যে, আলুর বর্তমান গ্রেড তিনটি যথা- গ্রেড-এ (২৮-৩৫ মিঃ মিঃ ব্যাস), গ্রেড-বি (৩৬-৪৫ মিঃ মিঃ ব্যাস) ও গ্রেড-সি (৪৬-৫৫ মিঃ মিঃ ব্যাস) যা আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে এটা পরিবর্তন করা হলে আন্তর্জাতিক ভাবে দেশ ক্ষতিগস্থ হতে পারে এবং সাথে সাথে দেশের কৃষকরাও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত আলুর গ্রেড তিনটি যথা-গ্রেড-এ (২৮-৩৫ মিঃ মিঃ ব্যাস), গ্রেড-বি (৩৬-৪৫ মিঃ মিঃ ব্যাস) ও গ্রেড-সি (৪৬-৫৫ মিঃ মিঃ ব্যাস) বহাল থাকবে। তবে এ বিষয়ে আগামী সভায় বিস্তারিত আলোচনার জন্য পুনরায় উত্থাপন করতে হবে। উক্ত সভায় আর্ন্তজাতিক আলুর গ্রেড সম্বন্ধে বিএডিসি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটির মাধ্যমে উপস্থাপন করবে। (দায়িত্ব ঃ বিএডিসি ও এসসিএ)।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(ননী গোপাল রায়)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫৯তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৯তম সভা ০৫/০৬/২০০৮ খ্রি. তারিখ বিকাল ০২.৩০ ঘটিকায় ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সভায় আলোচ্য বিষয়তে অন্তর্ভুক্ত করার মত কোন বিষয় আছে কিনা জানতে চান। আলোচনার শুরুতে ডঃ মোঃ শরীফুল ইসলাম মার্কেটিং ম্যানেজার, এসিআই লি আলোক-৯৩০২৪ হাইব্রিড ধান জাতের নাম পরিবর্তন বিষয় একটি আলোচ্য সূচী অন্তর্বুক্তির জন্য অনুরোধ জানান। অতঃপর সভঅপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শরু করার জন্য জনাব ননী গোপাল রায়, সদস্য সচিক, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপপরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সীকে সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৮তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটির ৫৮তম সভা গত ২৪/৩/২০০৮ ইং তারিখ ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়াম্যান, কারিরগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডে সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরনীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ১২/৪/২০০৭ইং তারিখের ২৩৯০(২৭) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরনীটির উপর অদ্যাবিধ কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভঅয় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ কোনরুপ মতামত বা মন্তব্য না করায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২৮তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৮তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তাবায়নের অগ্রগতি।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৮তম সভঅর সিদ্ধান্তসমূহ ইতিমদ্যে আসন্ন জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬তম সভঅর সদস্য সচিব ও মহা পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হইয়াছে। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬তম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরপরই এ বিষয়ে বাস্ত বায়নের অগ্রগতি জানা যাবে।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফলস গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর তিনটি জাত ক) কারেজ খ) স্পিরিট ও গ) লেডি রোসেটা ছাড়করণ প্রসংগে।

ক) কারেজ ঃ কন্দাল ফসল গেবষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কযেক বছর যাবত দেশের কিছু বিদেশী জার্মপ্লাজম উপযোগিতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হচ্ছে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত "কারেজ" প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত ও খাড়া আংশিক হেলানো, পাতা মাঝারি ও গাঢ় সবুজ। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু গোল থেকে ডিম্বাকৃতি। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃন। আলু শাসের রং হলুদাভ সাদা। চোখ হালকা গভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা যায়, এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ২৬.৫৭ এবং ২৬.০৯ টন পাওয়া যায়, অপর পক্ষে ডায়ামন্টের ফলন পাওয়া যায় যথাক্রমে ২৮.৭৬ এবং ২৯.২৮ মেঃ টন।

উক্ত জাতটি ২০০৭ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ১টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। অন্য ৫টি স্থানের মধ্যে ৩টি স্থানে চেকজাতের চেয়ে ফলন কম হওয়ার দরুন জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই, ১টি স্থানে কোন চেকজাত ব্যবহার করা হয়নি এবং ১টি স্থঅনে পুনঃট্রায়ালের কথা উল্লেখ রয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

খ) স্পিরিট ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত দেশে কিছু বিদেশী জার্মাপ্লাজম টিসিআরসি কর্তৃক মুল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে জার্মানীর হল্যান্ডের জাত "স্পিরিট" প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাচ লম্বা উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত ও খাড়া আংশিক হেলানো, পাতা মাঝারি ও গাঢ় সুবজ। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। আলুর রং সাদা, চামড়া মসৃন। আলু শাসের রং হলুদাভ সাদা। চোখ অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা যায়, এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বৎসরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ২৬.৬২ এবং ২৯.০০ টন পাওয়া যায় অপর পক্ষে ডায়ামন্টের ফলন পাওয়া যায় যাথাক্রমে ২৮.৭৬ এবং ২৯.২৮ মেঃ টন।

উক্ত জাতটি ২০০৭ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থঅনে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে, ১টি স্থানে কোন চেকজাত ব্যবহার করা হয়নি এবং ১টি স্থানে পুনঃট্রায়াল স্থাপন করার কথা উল্লেখ রয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

গ) লেডি রোসেটাঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত দেশের কিছু বিদেশী জার্মপ্লাজম উপযোগিতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত "লেডি রোসেটা" প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত ও খাড়া আংশিক হেলানো, পাতা মাঝারি ও গাঢ় সুবজ। ৯০/৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাল কলে। আলু গোলাকার। আলুর রং লাল, চামড়া কিছুটা মসৃন। আলুর শাসের রং হলুদাভ সাদা। চোখ হালকা গভীর বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা যায়, এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বৎসরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ২৫.৬১ এবং ২৯.৭০ টন পাওয়া যায় অপর পক্ষে ডায়ামন্টের ফলন পাওয়া যায় যথাক্রমে ২৮.৭৬ এবং ২৯.২৮ টন।

উক্ত জাতটি ২০০৭ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ কর হয়েছে, ১টি স্থানে সুপারিশ করে নাই এবং ১টি স্থানে কোন চেকজাত ব্যবহার করা হয়নি। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

আলোচনার শুরুতে ডঃ মনজুর হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি কর্তৃক আবেদনকৃত তিনটি আলু জাতের বর্ণনা সভায় উপস্থাপন করেন। আলোচনার শুরুতে ডঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি জানতে চান ডায়ামন্ট ও অন্যান্য ছাড়কৃত জাত থেকে প্রস্তাবিত জাত তিনটির কোন Significant পার্থক্য আছে কিনা। ডঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ প্রস্তাবিত তিনটি জাতের রোগ বালাই সম্পর্কে জানতে চান। অপর দিকে ডঃ কে এম এস জামান, সিএসও, বিনা প্রস্তাবিত জাতগুলোর Late blight রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে কি না জানতে চান। এসব প্রশ্নের উত্তরে ডঃ মোঃ আজিজুর রহমান, পরিচালক (গবেষণা), বারি জানান যে, দেশে বর্তমানে বেশ কয়েকটি আলুর Processing Industry গড়ে উঠেছে। এ সকল Processing Industry তে ব্যবহার উপযোগী তেমন ভাল জাত নেই। প্রস্তাবিত আলুর তিনটি জাতই Processing Industry তে ব্যবহার উপযোগী। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত আলুর তিনটি জাতই রোগবালাই ও পোকামাকড়ের প্রতিরোধ ক্ষমতা চেকজাত ডায়ামন্টের অনুরুপ অর্থাৎ মধ্যম প্রকৃতি তবে PLRV এর প্রতি অন্যান্য জাতের মতই সংবেদনশীল। অতঃপর ডঃ মোঃ আঃ মান্নান, মাহ পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট বলেন প্রস্তাবিত জাতগুলো Processing জাত হিসেবে Confine রাখতে না পারলে দেশে আলু ফলন কমে যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন। জনাব আনোয়ারুল হক, সভাপতি সীডম্যান সোসাইটি অব বাংলাদেশ কারেজ (Courage) জাতটি সম্বন্ধে বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটির ফলন ডায়ামন্ট এর সম সাময়িক। তবে এ জাতটির Dry matter বেশী ও Reducing sugar কম থাকার কারণে ভারতসহ বিভিন্ন দেশে ক্রিপস তৈরীতে এর জনপ্রিয়তা রয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন Courage জাতটি এ বছর ছাড়করণ না পেলে দেশের ২টি ক্রিপস Processing Industry কাঁচা মালের অভাবে এক বছর বন্ধ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। জনাব ননী গোপাল রায়, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে গ্রানুলা জাতটি সিঙ্গাপুরসহ অন্যান্য দেশে রপ্তানী হচ্ছে। দেশে Processing Industry তে ব্যবহার উপযোগী আলুর জাতের পাশাপাশি রপ্তানী যোগ্য জাত থাকলে আমাদের দেশের কৃষক ও ব্যবসায়ীরা লাভবান হতে পারে।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় ট্রায়াল ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং উল্লেখ করেন যে, ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানের মধ্যে মূল্যায়ন দল কর্তৃক প্রস্তাবিত কারেজ (Courage) জাতটিকে শুধুমাত্র ১টি স্থান থেকে ছাড়করণের পক্ষে এবং অপর ২টি জাত স্পিরিট (Esprit) ও লেডি রোসেটা (Lady Rosetta) কে ৪টি স্থান থেকে ছাড়করনের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন নতুন কোন জাত ছাড়করনের বিষয়ে মাঠ মূল্যায়নের প্রতিবেদন অবশ্যই গুরুত্বের সাথে প্রাধান্য দেওয়অ দরকার। এ বিষয়ে উপস্থাপতি তথ্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনা পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত কারেজ (Courage) জাতটিকে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করা হলো এবং স্পিরিট (Esprit) ও লেডি রোসেটা (Lady Rosetta) জাত ২টিকে যথাক্রমে বারি আলু- ২৭ ও বারি আলু-২৮ হিসেবে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ননোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারণ।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ৫০ তম সভার আলোচ্য বিষয়-৭ বিবিধ (চ) এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ননোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারণপূর্বক একটি পূর্ণাংগ প্রতিবেদন সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সী বরাবর দালিখ করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনটি অদ্যকার সভায় উপস্থাপান করা হয়।

আলোচনার শুরুতে ননোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমনা (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারণ বিষয়ক উপ-কমিটির আহবায়ক জনাব ডঃ মোঃ আজিজুর রহমান, পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উল্লেখ করেন যে, পরপর তিনটি সভার মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত ৬৫টি ননোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান নির্ধারনপূর্বক প্রস্তাবিত প্রতিবেদনটি অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভ্যারাইটি টেষ্টিং) উল্লেখ করেন যে, ননোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান নির্ধারনে পাশ্ববর্তী দেশ ভারত ও দেশে ইতিপূর্বে নির্ধারিত অন্তরবর্তীকালিন (Interim) বীজমান ও মাঠমান বিবেচনা করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, ননোটিফাইড ফসরের বীজমান ও মাঠমান নির্ধারনে কোন কোন ফসলে ভারতের মান থেকে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায় এবং সেটা কি কারনে করা হয়েছে জানতে চান। এ বিষয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জনাব মাহবুব আনাম সভাপতি বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার্স এন্ড ডিলার এসোশিয়েশন ননোটিফাইড ফসলের প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমান আরও পর্যালোচনা ও যাচাই বাছাইপূর্বক চূড়ান্ত করনের পক্ষে মত প্রদান করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ননোটিফাইড ফসরের প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমান নির্ধারনের বিষয়টি এসসিএ'র সমন্বয়ে দেশের বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও প্রাইভেট সীড সেক্টর/প্রতিষ্ঠানের লিখিত মতামত ও মন্তব্য সংগ্রহপূর্বক আগামী কারিগরি কমিটির সভায় পুনঃ উপস্থাপন করবে (দায়িত্বঃ এসসিএসহ সংশ্লিষ্ট সরকারী, বেসরকারী এবং প্রাইভেট সীড সেক্টরের প্রতিনিধি)।

আলোচ্যে বিষয়-৫ ঃ হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতিটির সামগ্রিক বিষয়াবলীর উপর পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য সুপারিশমালা প্রনয়ন।

হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতিটির সামগ্রিক বিষয়াবলীর উপর পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক একটি সুপারিশমালা প্রণয়ণের নিমিত্তে গত ০৬/৭/০৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি ফার্মগেট ঢাকাকে আহ্বায়ক করে একটি উপ কমিটি গঠন করা হয় যথা-১। ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর ২। কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি ৩। ব্রি, গাজীপুর এর একজন প্রতিনিধি, ৪। বিএডিসি'র এরকজন প্রতিনিধি ৫। বেসরকারি খাতের একজন প্রতিনিধি (ব্র্যাক) এবং ৬। জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভ্যারাইটি টেষ্টিং), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর, সদস্য-সচিব।

উল্লেখিত উপ-কমিটি কর্তৃক হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতিটির সামগ্রিক বিষয়াবলীর উপর পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক একটি সুপারিমালা প্রণয়ন করে সদস্য সচিব, কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর দাখিল করা হয়। উক্ত সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন করা হয়।

আলোচনার শুরুতে হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতিটির সামগ্রিক বিষয়াবলীর উপর পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির আহক্ষায়ক জনাব ডঃ মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি পরপর দুইটি সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অদ্যকার প্রস্তাবিত সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সুপরিশমালা প্রনয়নে হাইব্রিড জাত মূল্যায়নে সঠিকভাবে ট্রায়াল বাস্তবায়ন, F1 বীজ উৎপাদন ও বাজারজাত করনসহ অন্যান্য সামগ্রিক বিষয়াবলী বিবেচনা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত বেসরকারী প্রতিনিধি জনাব ডঃ মোঃ শরীফুল ইসলাম, মার্কেটিং ম্যানেজার, এসিআই এবং জনাব মাহবুব আনাম, সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েশন সভায় উল্লেখ করেন যে, বর্তমান ব্যবস্থায় দেশে F1 বীজ উৎপাদনের পাশাপাশি ৮ বৎসর পর্যন্ত F1 বীজ আমদানীর সুযোগ রয়েছে এবং অদ্যকার সুপারিশমালায় উক্ত আমদানীর সুযোগ ৮ বৎসর থেকে কমিয়ে ৫ বৎসর করা হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত হবেনা বলে মত প্রদান করেন। এতদব্যাতিত অন্যান্য সুপারিশমালার উপর উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ দেশে মানসম্পন্ন উচ্চফলনশীল হাইব্রিড ধানের নিবন্ধিকরন, সেই সাথে দেশে হাইব্রিড ধানের F1 বীজ উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে চলমান পদ্ধতিটির প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক নিম্ন বর্ণিত সুপারিশমালা অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

১। কোন কোম্পানী প্রতি মৌসুমে একটি বেশী জাত ট্রায়ালের জন্য আবেদন করতে পারবে না। তবে দেশে উদ্ভাবিত হাইব্রিড জাতের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে না।

২। আমদানীর সময়সীমা ৮ বছরের পরিবর্তে ৫ বছর ঠিক রাখা। কোন নিবন্ধিত জাত নিবন্ধনের ৪র্থ এবং ৫ম বছর থেকে দেশে যে পরিমাণ এফ-১ বীজ উৎপাদন করবে ঠিক সে পরিমাণ বীজই আমদানীর অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

৩। কোন জাত ৬টি অঞ্চলের মধ্যে কমপক্ষে ৪টি অঞ্চলে অনষ্টেশন ও অনফার্মে ২ বছরের গড় ফলন চেকজাত হতে ২০% এর অধিক ফলন পাওয়ার ভিত্তিতে দেশের সকল অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে পুনঃট্রায়ালের কোন সুযোগ থাকবে না।

৪। যে সকল জাত বাহির থেকে আমদানী করা হবে তাদের ক্ষেত্রে ২ বছর এব যে সকল জাত দেশের অভ্যন্তরে উদ্ভাবিত হবে সে ক্ষেত্রে ১ বছর ট্রায়াল করবে। তবে এ ক্ষেত্রে এসসিএ'র পর্যবেক্ষনে উদ্ভাবক কর্তৃক পূর্ববর্তী মাল্টিলোকেশন ট্রায়ালের প্রাপ্ত ফলাফল বিবেচনায় আনতে হবে।

৫। আমদানীকৃত যে সমস্ত হাইব্রিড জাতের নিবন্ধন দেয়া হবে সে সকল জাতের Amylose Content সর্বনিম্ন ২৫% থাকতে হবে।

৬। কোম্পানী কর্তৃক আমদানীকৃত হাইব্রিড জাতের নির্বাচনের ট্রায়াল প্লট এবং দেশে উদ্ভাবিত হাইব্রিড জাতের ট্রায়াল প্লট এসসিএ কর্তৃক মনিটরিং বাধ্যতা মূলক করতে হবে।

৭। কোড নম্বর সংরক্ষণের স্বার্থে ট্রায়ালের নিমিত্তে এসসিএকে উদ্ভাবক/আমদানীকারক কর্তৃক সরবরাহকৃত হাইব্রিড জাতের বীজ কোন প্রকার রাসায়নিক বীজ শোধক দ্বারা ট্রিটেট বীজ অথবা এমন কো সন্দেহ জনক সাংকেতিক চিহ্নিত বীজ গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এসসিএ কর্তৃক ট্রায়ালকৃত সকল জাতের বীজকে একই প্রকার বীজ শোধক দ্বারা শোধনের ব্যবস্থা করবে।

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত শর্তসমূহের জুলাই/২০০৮ থেকে ট্রায়ালকৃত জাতসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ হাইব্রিড ধানের অনুরুপ বিদেশ থেকে আলু বীজ আমদানীপূর্বক নিবন্ধিকরণের জন্য একটি সুপারিশ প্রণয়ন।

হাইব্রিড ধানের অনুরুপ বিদেশ থেকে আলু বীজ আমদানীপূর্বক নিবন্ধিকরণের জন্য একটি সুপারিশমালা প্রণয়ণের নিমিত্তে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৮তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডঃ লুৎফর রহমান, জেষ্ঠ্যতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহকে আহক্ষয়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি করা হয়।

উক্ত কমিটি হাইব্রিড ধানের অনুরুপ বিদেশ থেকে আলু বীজ আমদানীপূর্বক, নিবন্ধিকরণের জন্য একটি সুপারিশমালা প্রণয়ণপূর্বক সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর দাখিল করেছেন। এ বিষয়ে টিসিআরসি'র প্রতিনিধি জনাব ডঃ মুহাম্মদ হোসেন, সিএসও উল্লেখ করেন যে, আলুর প্রায় ১৮০টি বিভিন্ন প্রকারের রোগে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য রয়েছে। বর্তমান পদ্ধতি মাত্র ৪টি রোগের যথা Late blight, leaf rool, Mosaic ও Ring rot এর উল্লেখ আছে তাই পদ্ধতিটি আরও সংশোধন করা দরকার।

মোঃ রেজাউল করিম, উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ), বিএডিসি বলেন যে, বর্তমানে বিধেশ থেকে আলুর নতুন জাত আমদানীপূর্বক ছাড়করণের অনুমোদিত পদ্ধতি রয়েছে এবং উক্ত জাতের Basic Seed (ভিত্তি বীজের সমতুল্য) এনে বর্ধনপূর্বক বাজারজাত করা হয়ে থাকে। তবে প্রজনন বীজ উৎপাদনের অধিকার আমাদের দেশে নেই। ডঃ এ ডব্লিউ জুলফিকার, পরিচালক (প্রশাসন), ব্রি বলেন যে, বর্তমানে আমাদের দেশে ধানের Hybrid ও Open polinated এ দুই ধরনের জাতের আবাদ হচ্ছে এবং এ দুই ধরনের জাতের জন্য দুই ধরনের নিবন্ধন পদ্ধতি আছে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় বলেন যে, আলু একটি Reproduceable Crop এবং আমাদের দেশে অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের Breeder Seed উৎপদনের সক্ষমতা নেই। আলুর জাত ছাড়করণে তাড়াহুড়া করা হলে সঠিক জাত নির্বাচন কার্যক্রমে বিঘ্নতার সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া বর্তমান পদ্ধতির বাহিরে আরও একটি পদ্ধতি থাকবে কিনা তা পর্যালোচনা করা দরকার। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ একটি বিশেষ কমিটির মাধ্যরেম বর্তমান আলুর মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতিটি পর্যালোচনা করতে হবে এবং উক্ত পদ্ধতিটি সংশোধনের জন্য এবং বর্তমান পদ্ধতির বাহিরে আরও একটি পদ্ধতি থাকার বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ণ করে আগামী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে (দায়িত্ব ঃ SCA, TCRC, BADC, সংশ্লিষ্ট NGO's & Private Sectors প্রতিনিধি)।

আলোচ্য বিষয়-বিবিধ-ক ঃ আলু গ্রেড নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর আবেদন।
আলুর গ্রেড সংক্রান্ত বিষয়টি কারিগরি কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৮তম সভায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, বিএডিসি বীজ আলুর বর্তমান তিনটি গ্রেড যথা-গ্রেড-এ (২৮-৩৫ মিঃ মিঃ), ৫.গ্রেড-বি (৩৬-৪৫ মিঃমিঃ) ও গ্রেড-সি (৪৬-৫৫ মিঃ মিঃ) এর পরিবের্তে দুইটি গ্রেড যথা গ্রেড-এ (২৮-৪০ মিঃ মিঃ) ও গ্রেড-বি (৪১-৫৫ মিঃ মিঃ) করার জন্য আবেদন করেছে। উক্ত সভায় বিএডিসি কর্তৃক পরবর্তী সভায় আলুর গ্রেড সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দাখিল করার কথা রয়েছে। সে মোতাবেক বিএডিসি অদ্যকার সভায় নেদারল্যান্ড থেকে বীজ আলু আমদানীর ২টি ইনভয়েস দাখিল করেন। দাখিলকৃত ১ম ইনভয়েসে ইস্টার্ন ট্রেড কর্পোরেশন ৪/৭ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা নেদারল্যান্ড এর HZPC কোম্পানী থেকে Felshina ও Asterix জাতের Basic শ্রেণীর আলু আমদানী করে তাতে উভয় জাতের আলুর ক্ষেত্রে সাইজ/গ্রেড ২৮/৫৫ মিঃ মিঃ উল্লেখ আছে এবং অপর ইনভয়েসে দেখা যায় বিএডিসি, নেদারল্যান্ড থেকে বীজ আলু আমদানীর ২টি ইনভয়েস দাখিল করেন। দাখিলকৃত ১ম ইনভয়েসে ইস্টার্ন ট্রেড কর্পোরেশন ৪/৭ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা নেদারল্যান্ড এর HZPC কোম্পানী থেকে Felshina ও Asterix জাতের Basic শ্রেণীর আলু আমদানী করে তাতে উভয় জাতের আলুর ক্ষেত্রে সাইজ/গ্রেড ২৮/৫৫ মিঃ মিঃ উল্লেখ আছে এবং অপর ইনভয়েসে দেখা যায় বিএডিসি, নেদারল্যান্ড এর DEN HARTIGH কোম্পানী থেকে Basic শ্রেণীর গ্রানলা জাতের বীজ আলু আমাদানী করে।

এ ক্ষেত্রেও আলু সাইজ/গ্রেড ২৮/৫৫ মিঃ মিঃ উল্লেখ আছে। এ ছাড়াও বিএডিসি একটি প্রশিক্ষণ হ্যান্ড আউট দাখিল করেছেন তাতে ভারতের বীজ আলুর গ্রেড ৩০/৫৫ মিঃ মিঃ উল্লেখ আছে। বিএডিসি দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, বীজ আরু বর্তমান তিনটি গ্রেড থেকে ২টি গ্রেড থেকে ২টি গ্রেডে রুপান্তর করা হলে কাজের সুবিধা হবে, সময় ও শ্রমিকের সাশ্রয় ঘটবে, ফলে কৃষকের অর্থের সাশ্রয় হবে এবং বীজের সংরক্ষণ ও বিপনন ব্যবস্থাপনাতে অত্যন্ত সুবিধা হবে। ইহা ছাড়াও ২টি গ্রেড হলে বীজ আলুর মূল্য হ্রাস পাবে এবং সাধারণ কৃষ আথিক ভাবে লাভবান হবে।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ্য করেন যে, পূর্বে আর্ন্তজাতিক ভাবে বীজ আলুর তিনটি গ্রেড ছিল কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে বিদেশেও বীজ আলুর গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে। সে দিক বিবেচনা করে আমাদের দেশের বীজ আলুর গ্রেড পরিবর্তন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে উপস্থি অন্যান্য সদস্যবৃন্দও একই মতামত ব্যক্ত করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ বর্তমান বীজ আলুর তিনটি গ্রেড যথা-গ্রেড-এ (২৮-৩৫ মিঃ মিঃ ব্যাস), গ্রেড-বি (৩৬-৪৫ মিঃমিঃ ব্যাস) ও গ্রেড-সি (৪৬-৫৫ মিঃমিঃ ব্যাস) এর স্থলে দুটি গ্রেড যথা- গ্রেড-এ (২৮-৪০ মিঃ মিঃ) ও গ্রেড-বি (৪১-৫৫ মিঃ মিঃ) অনুমোদেরন জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-বিবিধ- খ ঃ বেসরকারী পর্যায়ে নোটিফাইড ফসলের উদ্ভাবিত/নির্বাচিত/আমদানীকৃত জাতের ছাড়করণ/ নিবন্ধিকরণ প্রসংগে।
বীজ অধ্যাদেশের ধারা-৭ অনুযায়ী জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়করণ কিংবা অনুমোদন নেই এমন কোন নোটিফাইড ফসরের বীজ, প্রাকেট জাত অবস্থায় বিক্রি না করার বিধান রয়েছে। ধান একটি নোটিফাইড ফসল হওয়া সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কোন কোন বীজ ব্যবসায়ী জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন নেই এমন বিভিন্ন জাতের ধানের বীজ প্যাকেটজাত অবস্থায় বিক্রি করছে। এই বিষয়ে ডঃ লুৎফুর রহমান, জেষ্ঠ্যতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ উল্লেখ করেন যে, প্রাগৈতিহাসিক ভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধানের বিভিন্ন জাত চাষাবাদ হচ্ছে এবং এ জাতগুলোর স্বাতন্ত্র বৈশিষ্টও রয়েছে। যে সমস্ত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট রয়েছে এ গুলো জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতির মাধ্যমে ছাড়করণ করা যেতে পারে। এর ফলে বীজ ব্যবসায়ী ও কৃষকবৃন্দ উভয়ই উপকৃত হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এ প্রেক্ষিতে জনাব ননী গোপাল রায়, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি উল্লেখ করেন যে, ঝিনাইদহের জনাব হরি বাবুর নির্বাচিত "হরি ধানের" জাতটি সরকারী বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক ছাড়করণ/নিবন্ধিত হয়নি। উক্ত জাতটি অনেক স্থঅনে প্যাকেটজাত অবস্থায় বিক্রি হচ্ছে, ফলে এসসিএ বীজ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে সংশ্লিষ্ট বীজ ডিলার ও এসসিএ'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, নোটিফাইড ফসলের জাতসমূহ ছাড়করণ/নিবন্ধিকরনের

ক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারী নিয়ম নীতি অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। অন্যথায় নতুন জাত ছাড়করণ/নিবন্ধনের মূল উদ্দেশ্যে ব্যহত হতে পারে। সভায় উপস্থিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দও একইমত পোষণ করেন। বিস্তাতির আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) অননুমোদিত নোটিফাইড ফসলের জাতের বীজ কোন ব্যক্তি/বীজ ডিলার/প্রতিষ্ঠানের নামে লেভেলিং করে বাজারজাত করা যাবে না।

খ) কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কর্তৃক নোটিফাইড ফসরের নতুন জাত উদ্ভান/ছাড়করণ/নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অবশ্যই যথাযথ প্রক্রিয়া ও নিয়ম নীতি অনুসরণ করতে হবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/উদ্ভাবনকারী)।

আলোচ্য বিষয়- বিবিধ-গ ঃ হাইব্রিড ধান জাত আলোক-৯৩০২৪ এর নাম পরিবর্তনে এসিআই লিঃ এর আবেদন।
জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম সভায় (১৩/১০/২০০৩ইং) হাইব্রিড ধান আলোক-৯৩০২৪ জাতটি কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন কর হয়। অদ্যকার সভায় এসিআই লিঃ এর প্রতিনিধি জনাব ডঃ মোঃ শরীফুল ইসলাম, মার্কেটিং ম্যানেজার উক্ত হাইব্রিড ধান জাতটি আলোক-৯৩০২৪ এর পরিবর্তে সুন্দরী-৯৩০২৪ নামে নিবন্ধন করার জন্য মৌখিক ভাবে আবেদন করেন। এ বিষয় ডঃ মোঃ আজিজুর রহমান, পরিচালক (গবেষণা) বারি উল্লেখ করেন যে, উক্ত আলোক-৯৩০২৪ জাতটির ফলনসহ অন্যান্য গুনাগুন ভাল হলে সে জাতটির নাম পরিবর্তন না করে বাজারজাত করলে কোন সমস্যা হওয়ায় কথা নয়। এ বিষয়ে ডঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি ও ডঃ এস এম জামান, সিএসও, বিনা একই মত প্রকাশ করেন।
এ বিষয় সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, জাতটির নাম পরিবর্তন করা হলেও তার নিবন্ধন বৎসর ঠিক রখতে হবে এবং এ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন পূর্বক ভবিষ্যতে অন্য কোন জাতের নাম পরিবর্তন করা যাবে না। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ নিবন্ধনকৃত বৎসর ঠিক রেখে এবং এ দৃষ্টান্ত উথাপনপূর্বক অন্য কোন হাইব্রিড ধান জাতের নাম পরিবর্তন করা যাবে না সাপেক্ষে এসিআই লিঃ এর অনুকুলে নিবন্ধিত আলোক-৯৩০২৪ জাতটির নাম পরিবতৃনপূর্বক “সুন্দরী-৯৩০২৪” নাম করনের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(ননী গোপাল রায়)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬০তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০তম সভা ১৯/৮/২০০৮ খ্রি. তারিখ জনাব এম হারুন-উর-রশীদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে, জনাব এম হারুন-উর-রশীদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড সরকারী কাজে অন্যত্র থাকায় সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় সভাপতি মহোদযের নির্দেশক্রমে সদস্য পরিচালক (শস্য) সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব ননী গোপাল রায়, সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, অদ্যকার সভার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সভায় পেশ করেন এবং আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে উপস্থঅপন করতে বলেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর জানান যে, বোরো/২০০৭-২০০৮ মৌসুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ ৫১টি হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানীর সর্বমোট ৯৬টি (১ম বর্ষ ৫৫টি, ২য় বর্ষ ২৬টি এবং পুনঃট্রায়ালকৃত ১৫টি) হাইব্রিড ধানের জাত দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) অনষ্টেশন ও অনফার্মে মোট ১২টি লোকেশনে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ট্রায়াল সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্ত উল্লেখিত ৯৬টি জাতের মধ্যে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিন পর্যন্ত) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৮ এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের উর্ধের্ক্ষ) জাতের সাথে ব্রি ধান-২৯ চেক জাত হিসেবে (প্রত্যেক সেটে) ব্যবহার করে ৬টি সেটে যথাক্রমে A সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-২৯২ থেকে এইচ-৩০৯), B সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-৩১০ থেকে এইচ-৩২৭), C সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-৩২৮ থেকে এইচ-৩৪৫), D সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-৩৮২ থেকে এইচ-৩৬৩), E সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ- ৩৬৪ থেকে এইচ-৩৮১) এবং F সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-৩৮২ থেকে এইচ-৩৯৯) সর্বমোট ৯৬টি জাতের (চেকজাতসহ) ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চরের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক যথাসময়ে উল্লেখিত ট্রায়াল সমূহের মাঠ মূল্যায়িত হওয়ার পর প্রাপ্ত ফলাফল "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরন পদ্দতি" অনুসরনপূর্বক এসসিএ কর্তৃক বিশ্লেষন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতসমূহ জীবনকালের ভিত্তিতে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিন পর্যন্ত) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৮ চেক জাতের সাথে এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের উর্ধের্ক্ষ) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৯ চেক জাতের সাথে Heterosis % বিশ্লেষন পূর্বক A, B, C, D, E, & F সেট এর জন্য Table No. ১ থেকে ১৮ পর্যন্ত অঞ্চলভিত্তিক ফলাফলের বিশ্লেষিত তথ্য এবং প্রত্যেক সেটে সংযুক্ত একটি Summary table এ গড় ফলন এবং Summary table এ কোড ওয়ারী সন্নিবেশিত Heterosis % সভার উপস্থাপন করা হয়। যে সকল জাত পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে সে সকল জাতের ক্ষেত্রে ১ম বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis% এবং ২য় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis % এর গড় ফলন উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুইটি অঞ্চলে ২০% বেশী হওয়া সাপেক্ষেই সংশ্লিষ্ট জাতগুলোকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চরের জন্য সাময়িক নিবন্ধনের বিধান রয়েছে এবং পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে অনুরুপভাবে অনষ্টেশন ও অনফার্মের তিন বছরের গড় ফলনের Heterosis% বিশ্লেষনের মাধ্যমে ফলাফল বিবেচনার বিধান রয়েছে।

উপস্থাপন শেষে সভাপতি মহোদয় ট্রায়ালকৃত ফলাফলের ওপর মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান জানান। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে জনাব এ কে এম শাহরিয়ার, আঞ্চলিক বহিরাংগন অফিসর, চট্রগাম বলেন যে, কুমিল্লা অঞ্চলে অনষ্টেশনে ট্রায়াল প্লটে BLB/BLS সহ গোড়া পঁচা রোগের আক্রান্ত হওয়ায় অন ফার্ম ট্রায়ালের চেয়ে ফলন কম সার প্রয়োজ করা সত্বেও জমি আনুপাতি হারে বেশী উর্বর ও সবসময় পানি থাকার দরুন এমনটি হয়েছিল। তবে অনফার্মের কৃষকের জমিতে আনুপাতিক হারে উর্বরতা কম থাকয় এমনটি হয়নি। তিনি আরো উল্লেখ করেন ভবিষ্যতে ট্রায়াল স্থানে মাটির গুনাগুন পরীক্ষা করে সারের মাত্রা নির্ধরন করলে এ ধরনের সমস্যা হবে না।

জনাব মোঃ আজিজুল হক, ম্যানেজার, ব্র্যাক বলেন যে, গত বোরো মৌসুমে ৯৬টি হাইব্রিড জাতের ট্রায়াল হয়েছে এবং দেখা যায় প্রতি বৎসরই হাইব্রিড জাতের ট্রায়াল কোম্পানীর সংখ্যা যেমন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সাথে জাতের সংখ্যাও বেড়েই চলেছে। এ ভাবে হাইব্রিড জাতের সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে আগামীতে অনষ্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়ালের নিমিত্তে জমি সংকুলানসহ ট্রায়াল ব্যবস্থাপনার ব্যাখাগ ঘটবে। এ প্রেক্ষিতে তিনি বর্তমান নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনের অনুরোধ জানান। ডঃ মোঃ আলী আজম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা, ময়মনসিংহ, বলেন যে গত মৌসুমে ট্রায়ালে ১০০টির বেশী জাত দেখা যায় এবং কিছু কিছু জাত Morphologically

একই রকম মনে হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ট্রায়ালে জাতের সংখ্যা বেশী হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন তারিখে মূল্যায়ন ও শস্য কর্তন করতে হয় বিধায় কমিটির সদস্যদের মাঠ মূল্যায়ন ও শস্য কর্তনে অংশগ্রহণ কষ্টকর হয়।

জনাব মোঃ মাসুম চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোঃ লিঃ উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানী হাইব্রিড জাতের জন্য Fancy নাম ব্যবহার করছেন যা বীজ বিধির পরিপন্থি। তাই Fancy নাম পরিহার করা দরকার। ডঃ এফ এইচ আনসারী, নির্বাহী পরিচালক, এসিআই লিঃ উল্লেখ করেন যে, হাইব্রিড ধান চাষে আমাদের দেশের কৃষকরা দিন দিন উৎসাহিত হচ্ছে এবং হাইব্রড ধান বীজ উৎপাদনে অনেক প্রতিষ্ঠান ও লোকবল জড়িত। তাই হাইব্রিড ধানের আবাদ আরও সম্প্রাসারন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন নীতিমালা আরও সহজ ও সহায়ক হিসেবে সংশোধন করা দরকার।

জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, ডিডি (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জানান যে, হাইব্রিড ট্রায়াল আরও সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত বর্তমান "হাইব্রিড ধান মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরন পদ্ধতিটি" সংশোধনের জন্য ইতিপূর্বে কারিগরি কমিটি কর্তৃক একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং উক্ত কমিটি কতৃক প্রনয়নকৃত একটি সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন করেন। জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোঃ, জনাব এফ আর মালিক, মল্লিকা সীড কোম্পানী ও মোঃ শাহজাহান, এডভাইজার, পেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিঃ সহ উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ বর্তমান "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতিটি" আরও আলোচনাপূর্বক অধিকতর সংশোধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এ প্রেক্ষিতে প্রফেসর ডঃ লুৎফুর রহমান, বাকৃবি, ময়মনসিংহ উল্লেখ করেন যে, একই জাত ভিন্ন ভিন্ন নামে ট্রায়াল ও বাজার জাত হয়ে থাকলে তা DNA Finger Printing এর মাধ্যমে চিহ্নিত করে রোধ করা সম্ভব হবে। তিনি প্রস্তাব করেন যে, বিভিন্ন কোম্পানী ট্রায়ালে অংশ গ্রহনের পূর্বে অন্ততঃ এক বৎসর নিজস্বভাবে ট্রায়াল মূল্যায়ন করবে এবং তা এসসিএ ও ব্রি যৌথভাবে মনিটর করবে। এ ছাড়াও প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষ ও পুনঃট্রায়ালগুলো পৃথক পৃথকভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং বর্তমান নীতি মালা অধিকতর সংশোধনের নিমিত্ত প্রনয়নকৃত সুপারিশমালা নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক পুনঃসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

আলোচনার এক পর্যায়ে ডঃ এ ডব্লিউ জুলফিকার, পরিচালক (প্রশাসন), ব্রি বলেন যে, দাখিলকৃত ফলাফল শিটে দেখা যায় ব্রি কতৃক উদ্ভাবিত ব্রি হইব্রিড ধান-২ জাতটি পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে তিন বছরের গড়ে কোন অঞ্চলেই ২০% Heterosis % অতিক্রান্ত না হলেও শেষের দুই বছরের অনষ্টেশন ও অনফার্মে গড়ে যথাক্রমে ঢাকা-৫৯.৫ এবং ১৮.২, ময়মনসিংহ-৯.০ এবং ৯.০, কুমিল্লা-৩৪.০ এবং ১৮.০ যশোর-২৬.৫ এবং ৩৭.৫, রাজশাহী-১৮.০ এবং ৩৩.০ ও রংপুর অঞ্চলে ৩০.০ এবং ১০.০ Heterosis% পাওয়া গিয়েছে। অনুরূপ ভাবে জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ) উল্লেখ করেন যে, বিএডিসি কর্তৃক আমদানীকৃত এসএল-৮এইচ হাইব্রিড জাতটি দুই বছরের অনষ্টেশন ও অনফার্মে গড়ে যথাক্রমে ঢাকা-৪.০ এবং ১১.০, ময়মনসিংহ ২য় বছরে ২০.৩ এবং ২১.২, কুমিল্লা-২৩.০ এবং ২৫.০, যশোর-২৬.০ এবং ১৮.০, রাজশাহী-২.০ এবং ১০.০ ও রংপুর--৪.০ এবং ১৪.০ Heterosis% পাওয়া গিয়েছে। এ জাত দু'টিকে বিশেষ বিবেচনায় নিবন্ধনের জন্য সভায় আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে ডঃ আব্দুস ছালাম পরিচালক (গবেষণা) ব্রি ও প্রফেসর ডঃ আব্দুল খারেক মিয়া, বশেমুরকৃবি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রাইভেট সেক্টরের পাশাপাশি পাবলিক সেক্টর থেকে দেশে কিছু হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন হলে ভাল হতো। প্রফেসর ডঃ লুৎফুর রহমান, বাকৃবি, ময়মনসিংহ বলেন যে, হাইব্রিড জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অনষ্টেশন ও অনফার্মের উভয় ক্ষেত্রে যদিও ২০% Heterosis % থাকার কথা উল্লেখ রয়েছে, তবে কমিটি মনে করলে জাতীয় স্বার্তে পাবলিক সেক্টর তেকে ভবিষ্যতে আরো ভাল হাইব্রিড জাত উন্নয়নে উৎসাহিত করনের লক্ষ্যে ব্রি এবং বিএডিসি'র উল্লেখিত হাইব্রিড জাত দুইটির ক্ষেত্রে যে সকল অঞ্চলে বর্তমান প্রচলিত ২০% এর স্থলে ১৮% পর্যন্ত Heterosis% কে বিবেচনায় এনে অঞ্চল ভিত্তিক নিবন্ধনের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। এ প্রেক্ষিতে জনাব ফারুক হোসেন, প্রতিনিধি, সিনজেন্টা বলেন যে, প্রাইভেট সেক্টরের তথা দেশের স্বার্থে ভবিষ্যতে পাবালিক সেক্টর থেকে আরো উন্নত হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন করতে পারলে বিদেশ থেকে হাইব্রিড জাতের বীজ আমদানীর নির্ভরশীলতা পর্যায়ক্রমে কমে যাবে। জনাব এফ আর মারিক, মল্লিকা সীড কোঃ বলেন যে, অদ্যাবধি দেশে বারো মৌসুমে চাষাবাদ যোগ্য কোন সরু ও সুগন্ধী জাত নেই, এমন কি বোরো মৌসুমে চেকজাত হিসেবে ব্যবহার যোগ্য কোন সরু ও সুগন্ধী জাত উদ্ভাবিত হয়নি। ফলে তার কোম্পানীর অনুকুলে ট্রায়ালকৃত মল্লিকা বাসমতি-১ (সুগন্ধী) হাইব্রিড জাতটি এ বছর ব্রিধান-২৮ এবং ব্রিধান-২৯ চেকজাতের সাথে ট্রায়াল দেওয়া হয়েছে যা কখনও প্রয়োজনীয় Heterosis% Meetup করে নিবন্ধন পাওয়া সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে প্রফেসর ডঃ লুৎফুর রহমান বলেন যে, বোরো মৌসুমে চাষাবাদ যোগ্য কোন সরু ও সুগন্ধী হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা সম্ভব হলে দেশে সুগন্ধী চাল উৎপাদনে অবশ্যই বিপ্লব সাধিত হবে। এ ক্ষেত্রে জাতটি নিবন্ধনের বিশেষ বিবেচনায় আনা যেতে পারে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

সভাপতি মহোদয় পাবলিক সেক্টরের দুইটি হাইব্রিড জাত ও মল্লিকা সীড কোম্পানীর বোরো মৌসুমের সুগন্ধী হাইব্রিড জাতটি জাতীয় স্বার্থে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

বিস্তারিত আলোচনার পর সভাপতি মহোদয় ২০০৭-২০০৮ বোরো মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের গোপনীয় কোড (এসসিএ কর্তৃক সংরক্ষিত) উন্মুক্ত করেন এবং ফলাফল Compilation পূর্বক উপস্থাপন করতে বলেন। ফলাফল উপস্থাপনের পর বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তবলী ১ ঃ

২০০৬-২০০৭ এবং ২০০৭-২০০৮ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুইটি অঞ্চলে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) বায়ার ক্রপ সাইন্স লি এর এ্যারাইজ TM তেজ (96110) হাইব্রিড জাতটি যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-২২৪ ও এইচ-৩৪২)।

খ) অটো ক্রপ কেয়ার লিঃ এর যমুনা (QDR 3) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-২৩৩ ও এইচ-৩০৩)।

গ) মিতালী এগ্রো সীড ইন্ডাষ্টিজ এর হীরা-৬ (HS 48) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-২৪০ ও এইচ-৩০৯)।

ঘ) সুপ্রিম সীড কোঃ এর হীরা-৪ (HSQ 1) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-২৭৫ ও এইচ-৩৩৬)।

ঙ) লিলি এন্ড কোং এর লিলি-১ (CNR 5104) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-২৪১ ও এইচ-৩০৫)।

চ) এ সি আই ফরমোলেশন লিঃ এর রাজকুমার (GH-14) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-২৭২ ও এইচ-৩১৪)।

ছ) এ সি আই ফরমোলেশন লিঃ এর সম্পদ (93024) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিহ ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-২৫৮ ও এইচ-৩০১)।

জ) এ সি আই এগ্রো কেমিক্যালস লিঃ এর ফলন (GH-12) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-২৬৫ ও এইচ-৩৪৩)।

ঞ) এফেক্স ক্রাপ্ট লিঃ এর সেরা (BRS 696) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-২৬৪ ও এইচ-৩০৬)।

ট) এনার্জি প্যাক এর এগ্রো জি-১ (EAL-9201) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-২৪৫ ও এইচ-৩৩১)।

ঠ) এনার্জি প্যাক এর এগ্রো জি-২ (EAL-9202) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-২৫২ ও এইচ-২৯৬)।

ড) মেসার্স কোয়ালিটি সীড কোং এর পান্না-১ (CGSC-1) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-২৪৭ ও এইচ-২৯৭)।

সিদ্ধান্তবলী ২ ঃ

২০০৫-২০০৬, ২০০৬-২০০৭ এবং ২০০৭-২০০৮ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের পুনঃট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে তিন বছরের গড় ফলন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাত গুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় জীব বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর পূনঃ ট্রায়ালকৃত WBR-2 (Modhomoti-2) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১৫৮, এইচ-২১৯ ও এইচ-৩০৮)। উল্লেখ্য যে, এ জাতিটি ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

খ) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত WBR-5 (Modhomotic-5) হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১৬০, এইচ-২০৭ ও এইচ-৩১৭)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকবাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

গ) মেটার সীড কোং লিঃ এর পূনঃ ট্রায়ালকৃত HRM-01 (Agrani-7) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপরিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১৫০, এইচ-২২০ ও এইচ-৩২২)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঘ) মেটার সীড কোং লিঃ এর পূনঃ ট্রায়ালকৃত HRM-02 (Sharathi-14) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপরিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১৫১, এইচ-২১২ ও এইচ-৩৩৩)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঙ) আলমগীর সীড কোঃ লিঃ এর পূনঃ ট্রায়ালকৃত চমক-১ (Chamak-1) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১৬৪, এইচ- ২০৯ ও এইচ-৩১০)।

চ) সুপ্রিম সীড কোঃ লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত Supreme Hybrid-5 (Heera-5) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১৫৭, এইচ-২১০ ও এইচ-৩১৩)। উল্লেখ্য যে, এ জাতিট ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ছ) এ সি আই লিঃ এর পূনঃ ট্রায়ালকৃত ACI-1 (TSS-64) হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১০১, এইচ-১২৭ ও ইচ-৩৪১)। উল্লেখ্য যে জাতটি ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নবিন্ধন করা হয়েছে।

জ) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর পূণঃ ট্রায়াকৃত L.P.05 হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১৬২, এইচ-১৯৯ ও এইচ-৩১৮)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

শর্ত ১ ঃ বীজ আমদনী কারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রায়াল আবেদন পত্রে অন্যান্য তথ্যের সাথে উৎসব দেশের সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবিত জাতের প্রদত্ত নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

শর্ত ২ ঃ এক বছরের আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বজি বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত ৩ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত ৪ ঃ বীজের গুণাগুণ পরীক্ষার নিমিত্তে Supplier কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report সঠিক সময় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৩ ঃ পাবলিক সেক্টরকে হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন/উন্নয়নে উৎসাহিত করনের লক্ষ্যে অনষ্টেশন ও অনফার্মে দুই বছরের গড় পলন বিশেষ বিবেচনায় প্রচলিত ২০% এর স্থলে ১৮% পর্যন্ত Heterosis % কে বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড ধান-২ জাতটিকে ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর এবং রাজশাহী এবং বিএডিসি কর্তৃক আমদানীকৃত এস এল ৮-এইচ হাইব্রিড জাতটিকে কুমিল্লা, যশোর এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

সিদ্ধান্ত ৪ ঃ বোরো মৌসুমে দেশে সুগন্ধী হাইব্রিড জাত না থাকায় রপ্তানী করণের লক্ষ্যে মল্লিকা সীড কোম্পানীর মল্লিকা বাসমতি-১ (সুগন্ধী) হাইব্রিড জাতটি দ্বিতীয় বছর ট্রায়াল সম্পন্ন শেষে ব্রিধান-২৮ এর সমকক্ষ ফলন পাওয়া সাপেক্ষে জাতটিকে নিবন্ধনের বিবেচনায় আনার নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।
সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্য ও বিভিন্ন বীজ কোম্পানীর প্রতিনিধিগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-
(ননী গোপাল রায়)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(এম হারুন-উর-রশীদ)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬১তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বজি বোর্ডের ৬১তম সভা ১১/১১/২০০৮খ্রি. তারিখ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায় জনা এম হারুন-উর-রশীদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয়ব বীজ বোর্ডে এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ২নং সম্মেলন কক্ষে অনুষি ।টত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী ভার কাজ শুরু করার জন্য জনা ননী গোপাল রায়, সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থি সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
কারিগরি কমিটির ৬০তম সভা গত ১৯/৮/২০০৮ইং তারিখ জনাব এম হারুন-উর-রশীদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরনীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ০১/৯/২০০৮ খ্রি. তারিখের ৪১৩০ (৭৫) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরন করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরনীটির উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ কোনরুপ মতামত বা মন্তব্য না করায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬০তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৯তম ও ৬০তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি।
বিগত ০৫/৬/২০০৮ইং ও ১৯/৮/২০০৮ ইং তারিখে ৫৯তম ও ৬০তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে অবগত করানো হয় এবং সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৯তম ও ৬০তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি সদস্যগণকে অবহিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৬৯০২-১৬-৫-১-১ কৌলিক সারিটি বোরো মৌসুমের জন্য ব্রি ধান-৫০ হিসেবে ছাড়করণ।
প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৫০ এর কৌলিক সারিটি বিআর 6902-16-5-1-1 উক্ত কৌলিক সারি ব্রি উদ্ভাবিত জাত ব্রি ধান-৩০ এর সাথে আইআর 67684B এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ব্রি এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল ব্রি ধান-২৮ এর চেয়ে ৭-৮ দিন নাবী কিন্তু ব্রিধান-২৯ জাতের চেয়ে ৭-৮ দিন আগাম। ব্রি ধান ৫০ ঢলে পড়া প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন যা চেক জাত বাসমতি (India) এবং বাসমতি ৩৮৬ (Pakistan) এ নেই। এ জাতে ফুল ফোটা ৫-৭ দিনের মধ্যেই সম্পন্ন হয় ও পরিপক্ক শিষগুলো ডিগ পাতার উপরে অবস্থান করে বিধায় পুরো ক্ষেত ম্যাটের মত দেখায়, ফলে দেখতে খুব আকর্ষণীয় হয়। ব্রি ধান-৫০ এর ফলন ব্রি ধান-২৮ এর মত কিন্তু বাসমতি ৩৮৬ (Pakistan) ও বাসমতি (India) এর চেয়ে ১ টন বেশি। এ জাতের ধানের চাউলের আকার-আকৃতি পাকিস্তানী এবং ভারতীয় বাসমতি চালের অনুরুপ।

উক্ত জাতটি ২০০৮ সনে বোরো মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে। অতঃপর প্রস্তাবের উপর ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধির মতামত প্রদানের জন্য বলা হলে ডঃ এ কে জি মোঃ এনামুল হক, সিএসরও ও প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি বিভিন্ন ট্রায়ারের ফলাফল উপস্থাপন করেন। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা পোকামাকড় ও রোগবালাইর প্রতি প্রস্তাবিত জাতটির প্রতিক্রিয়া জানতে চান। এ বিষয়ে ডঃ এম এ ছালাম, পরিচালক, গবেষণা, ব্রি বলেন যে, জাতটি বোরো মৌসুমে পোকামাড়ক ও রোগবালাই এর আক্রমন হয়।

এ প্রেক্ষিতে ডঃ লুৎফর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ বলেন যে, যেহেতু Indian বাসমতি এবং Pakistani বাসমতি-৩৮৬ চেক জাত হিসেবে তুলনা করা হয়েছে সেতেহু ভারত ও পাকিস্তানের বাসমতির সাথে প্রস্তাবিত জাতটির DNA finger printing করে এর আরাদা স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, ধান ও চালের

আকার আকৃতি ভারত ও পাকিস্তানের বাসমতির অনুরূপ বিধায় এ জাতটির স্থানীয় নাম "বাংলা বাসমতি" নামাকরণ করা যেতে পারে। উক্ত প্রস্তাবে সাথে নিম্ন স্বাক্ষরকারীসহ ডঃ আবদুল মান্নান, মহা পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য সদস্যবর্গ ঐক্যমত পোষন করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্তঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৬৯০২-১৬-৫-১-১ কৌলিক সারিটিকে ব্রি ধান-৫০ (বাংলা বাসমতি) হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

খ) উক্ত বিআর ৬৯০২-১৬-৫-১-১ কৌলিক সারিটিকে Indian বাসমতি এবং Pakistani বাসমতি-৩৮৬ জাতের সাথে DNA finger printing করতে হবে (দায়িত্বঃ ব্রি এবং এসসিএ)।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ও-৭৯৫ জাতটি বিজেআরআই তোষা-৫ (লাল তোষা) পাট হিসেবে ছাড়করণ।

প্রস্তাবিত ও-৭৯৫ জাতটি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। এই জাতটি আফ্রিকান বন্য জাত উগান্ডা রেড ও দেশী জাত ও-৪ এর মাধ্য সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিজেআরআই এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত ও-৭৯৫ জাতটি প্রধানতঃ ও-৭২, ও-৯৮৯৭ এবং ওএম-১ জাতের বপনের সময় বপন করলেও অকালে ফল আসেনা এ জাতটি উঁচু জমিতে বপন করা যায়। গাছ লম্বা, মসৃন, দ্রুত বর্ধনশীল, ও-৭২ জাতের চেয়েও দ্রুত বৃদ্ধিপায়। কান্ড লাল বা লালচে পত্র বোটার উপর অংশ তামাটে লাল। উপপত্র স্পষ্ট লাল, পাতা লম্বা ও চওড়া। মার্চ মাসের ১ তারিখে বপন করলেও আগাম ফুল আসে না। বীজের রং নীল।

উক্ত জাতটি ২০০৮-০৯ খরিফ মৌসুমে ঢাকা, বরিশাল ও রংপুর অঞ্চলের তিনটি অনস্টেশন ও তিনটি অনফার্মসহ মোট ছয়টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়নপূর্বক মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়। উল্লেখ্য যে, হেক্টর প্রতি গাছের ঘনত্ব বেশী থাকায় (Population Density Higher) এবং বার্ক (bark) পুরু হাওয়ায় ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানেই প্রস্তাবিত জাতটিকে ছাড়করণের জন্য মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে। অতঃপর প্রস্তাবিত জাতটির উপস্থিত পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রতিনিধির মতামত আহ্বান করা হয়। এই বিষয়ে ডঃ এম আবক্ষাস আলী, পিএসও, প্রজনন বিভাগ, বিজেআরআই প্রস্তাবিত জাতের বিভিন্ন ট্রায়াল ফলাপল সভায় উপস্থাপন করেন এবং জানান যে, চেকজাত থেকে প্রস্তাবিত জাতের ফলন বেশী এবং রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন ও অপেক্ষাকৃত কম। এ বিষয়ে জনাব মোঃ হাবিবুর হরমান, অতিরিক্ত পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা প্রস্তাবিত জাতের জলাবদ্ধতার প্রতিক্রিয়া জানতে চান। এ বিষয়ে ডঃ এম আবক্ষাস আলী উরে।রখ করেন যে, ফরিদপুরে ট্রায়াল বাস্তবায়ন কালে বিশেষ করে Harvesting stage জলাবদ্ধতা ছিল এবং তাতে কোন প্রকার রোগবালই পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে এ বিষয়ে জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান উল্লেখ করেন যে, Early stage এ জলাবদ্ধতার প্রতি প্রস্তাবিত জাতের প্রতিক্রিয়া জানা দরকার। প্রস্তাবিত জাতের প্রচলিত নাম রঙ্গিলা তোষা পাট না রেখে "লাল তোষা" পাট রাখার প্রস্তাব করেন। ডঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ প্রস্তাবিত জাতটি ক্রমানুসারে Pedigree No. উল্লেখ করার জন্য প্রস্তাব করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ও-৭৯৫ জাতটি Pedigree No. সংযোজন শর্ত সাপেক্ষে বিজেআরাআই তোষা-৫ (লাল তোষা) পাট হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-বিবিধ-১ ঃ জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ পরিবর্তে প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে নির্ধারণ।

ডঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ পদাধিকার বলে কারিগরি কমিটির সদস্য ছিলেন না। আগামী ফেব্রুয়ারী/২০০৯ মাসে ডঃ লুৎফুর রহমান চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করবেন বলে জানান। এ প্রেক্ষিতে কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে প্রধান কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ এর নাম প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাবের প্রতি উপস্থিত সকলসদস্য সম্মতি প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, ডঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপককে কারিগরি কমিটির সূচনালগ্ন থেকে একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে কারিগরি কমিটিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ ডঃ লুৎফর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ এর অবসর জনিত কারণে তাঁর স্থলে প্রধান, কৌলিতত্ত্ব প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে অনুমোদন দেওয়ার জ্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

সভার আর কোন আলোচন না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(ননী গোপাল রায়)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১

স্বাক্ষর/-
(এম হারুন-উর-রশীদ)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬২তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬২তম সভা ২৭/৫/২০০৯খ্রি. তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করা জন্য জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বজি প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬১তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটির ৬১তম সভা গত ১১/১২/২০০৮ তারিখ জনাব এম হারুন-উর-রশীদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১৯/১১/২০০৮ইং তারিখের ৪৬৪৭ (১৫) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবণীটির উপর অধ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় উপস্থি সদস্যবৃন্দ কোনরুপ মতামত বা মন্তব্য না করায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড্ ে৬১তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬১তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তাবায়নের অগ্রগতি।

বিগত ১১/১১/২০০৮ইং তারিখে ৬১তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তাবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে অবগত করানো হয় এবং সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬১তম সভায় সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তাবায়নের অগ্রগতি সদস্যগণকে অবহিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয় - ৩ ঃ আমন/২০০৮-২০০৯ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আমন/২০০৮-০৯ মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ	কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের নাম	ট্রায়ালকৃত জাতের নাম	মন্তব্য
১	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	ব্রি হাইব্রিড ধান-৪	
২	চেন্স ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিঃ	রাইচার-১০১	
		সবুজ সাথী (HTP-22)	
৩	নর্থ সাউথ লিঃ	টিয়া (HTM-707)	
৪	লাল তীর সীড লিঃ	ময়না (HTM-303)	
		বলাকা (TPN-001)	
৫	আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ	এল পি-১০০	
৬	মেটাল এগ্রো লিঃ	JKRH-401 (সাফল্য-১)	
৭	সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিঃ	এইচ এস ডি-৪১ (হীরা-১০)	
৮	হিমাদ্রী লিঃ	AE-001 (মনিহার-৩) এবং AE-002 (মনিহার-৪)	
৯	পেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিঃ	পাইনিয়ার পিএইচপি-৭১ (পেট্রো আমন-১৩০)	
		পাইনিয়র ২৭পি৭৭ (পেট্রো আমন-১২৫)	
১০	ডায়নামিক এগ্রো সায়েন্স বাংলাদেশ	ধানসিঁড়ি-২ (VRH 602 Snow white)	
		ধানসিঁড়ি-৫ (VRH 624 Hi grain)	
১১	ব্র্যাক	BW001 (জাগরন-৩) (২য় বর্ষ)	
১২	পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	এগ্রোধান-১১ (Pioneer 27P51)	
		এগ্রোধান-১২ (Pioneer-XR77932)	
১৩	বীজঘর এগ্রি ফার্ম এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি	আলোছায়া (বাফি-৫)	
১৪	এনার্জিপ্যাক	এগ্রোজি-১০০ (DHR-748)	
		এগ্রোজি-১১০ (DHR-775)	
১৫	টেক এডভান্টেজ	এগ্রোজি-২০০ (MR-14)	
		এগ্রোজি-২১০ (MR-16)	

মোট ১৫টি প্রতিষ্ঠান/হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানীর ২৩টি হাইব্রিড জাতের সাথে চেক জাত ব্রি ধান-৩১ ও ব্রি ধান-৩৯ (পর্যবেক্ষণ চেকজাত) সহ সর্বমোট ২৭টি জাতের দুটি সেটে (A&B set) ট্রায়ালের উদ্দেশ্যে (এসসিএ প্রদত্ত কোড নম্বর এইচ-৪০০ থেকে এইচ-৪২৬ পর্যন্ত চেক জাতসহ) দেশের ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে অনস্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়াল বাস্তবায়নে পর মাঠ মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়।

উক্ত মাঠ মূল্যায়ন ফলাফল (Compilation) পূর্বক পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন হলে আলোচন শুরুতে এ আর হাওরাদার, উপ-পরিচালক (ভিটি) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, দীর্ঘদিন যাবৎ আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানে ট্রায়াল দেয়া হলেও এ যাবৎ তেমন কোন ভাল জাত পাওয়া যায় নাই। এ ছাড়াও তিনি আমন হাইব্রিড ধানের ট্রায়াল বাস্তাবায়নে বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। এ বিষয়ে ড. এ ডব্লিউ জুলফিকার, পরিচালক (প্রশাসন), ব্রি বলেন যে, সুষ্ঠুভাবে ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য সঠিক ভাবে জমি ও কৃষক নির্বাচন করা দরকার। এ ছাড়া ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারসহ চেক জাত নির্বাচনে স্বল্প ও দীর্ঘ জীবনকাল বিবেচনা করা দরকার। এ বিষয়ে জনাব এস বি নাসিম জ্যৈষ্ঠ ভাইস প্রেসিডেন্ট, এনার্জিপ্যাক এগ্রো লিঃ, জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, উপদেষ্টা, প্রেট্রোক্যাম বাংলাদেশ লিঃ, জাব মনোয়ার ইসলা, অপারেটিভ ডিরেক্টর, আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ, ড. মোঃ আবদুস ছালাম, পরিচালক (গবেষণা) বিনা ও জনাব মকফর উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সুপ্রীম সীড কোঃ লিঃ একমত পোষণ করেন। অতঃপর ড. খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচঅলক (শস্য) বিএআরসি বরেন যে, ধানের হাইব্রিড ট্রায়ালে জাতের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং ট্রায়াল সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য জাতের সংখ্যা সীমিত পর্যায়ে রাখতে হবে। তিনি আরো উরে্লখ করেন যে, হাইব্রিড ট্রায়াল বাস্তবায়নে অনষ্টেশনে তেমন কোন অসুবিধা না হলেও অনফার্ম ট্রায়ালে কিচু অসুবিধ দেখা যায়। এ অসুবিধাগুলো দুর করা দরকার। সভাপতি সভায় উল্লেখ করেন যে, আমন মৌসুমে ভাল হাইব্রিড পাওয়া বেশ কঠিন। তবে ধানের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন বিষয়টি জাতীয় ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করে এর ব্যবস্থাপনাকে আরও জোরদার করা দরকার। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আমন মৌসুমের হাইব্রিড ধানের স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন জাতের সাথে ১৩০টি দিনের নিম্নে ব্রিধান ৩৯ এবং ১৩০ দিনের উপরের জাতসমূহের ক্ষেত্রে ব্রি ধান-৪৯ চেকজাত হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ (ক) বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের আই ১৩৩-০০ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩৯ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত বিএসআরআই আখ-৩৯ জাতটি ১৯৯৮ সালে বিসি-৫ এর সাথে ঈশ্বরদী ২৫ জাতের সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। সংকরায়িত প্রজাতটি অন্যান্য জাতের সাথে পর পর দুই বৎসর বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়। অতঃপর এ প্রজাতটি আই ১৩৩-০০ হিসেবে প্রাথমিক (Preliminary), অগ্রগামী (Advanced) ও পরপর তিন বৎসর আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় ইক্ষু জাত ঈশ্বরদী ৩২ এবং ঈশ্বরদী ৩৪ এর সাথে তুলনা করার পর ২০০৭ সালে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়।

প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী ৩৯ জাতের কান্ড (stalk) লম্বা, মধ্যম আকারের এবং রং হলুদাভ সবুজ। পর্ব মধ্য (internode) ববিন (bobin) আকৃতি। কান্ড শক্ত ও ফাঁপা (pipe) দেখা যায় না। গিরা (node) ফোলা (Sowllen) এবং পাতা ঝরার দাগ স্পষ্ট। চোখ (bud) মধ্যম ও ডিম্বাকৃতির (oval) আকৃতির এবং পরিপক্ক চোখের উপরের অংশ গ্রোথরিং (Growth ring) স্পর্শ করে থাকে। পাতা মাঝারী চওড়া ও গাঢ় সবুজ রং এবং অধিকাংশ পুরাতন পাতা হেলে পড়ে। পাতায় খোল (leaf sheath) সুবজাভ বেগুনে বর্ণের (greenish yellow) এবং কান্ডের সাথে হালকাভাবে লেগে থাকে। পাতায়া খোলে (leaf sheath) প্রচুর পরিমাণ হুল দেখা যায় না। ডিউল্যাপ (Dewlap) ত্রিকোনাকৃতির (triangular) এবং লালচে (redish) বর্ণের। ভিতরে অরিকল (inner auricle) ডেনটয়েড (dentoid) ও বাহিরের অরিকল ডেনটয়েড (dentoid) আকৃতির। এ জাতের ইক্ষুতে ফুল দেখা যায়।

প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী-৩৯ জাতের ফলন ক্ষমতা মানদন্ড হিসাবে ঈশ্বরদী-৩২ এবং ঈশ্বরদী-৩৪ এর চেয়ে ভাল। পরীক্ষাকালীন সময়ে ঈশ্বরদী-৯, ঈশ্বরদী-৩২ ও ঈশ্বরদী-৩৪ এ হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ৭১.৮১ থেকে ১৪০,০০, ৭০.৪৯ থেকে ১৩৫.০০ এবং ৬৪.৩০ থেকে ১২৫.০০ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া গিয়েছে। গুড়ের গুণগত মান ভাল। ইহা একটি আগাম পরিপক্ক জাত। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ হতে এ জাতের ইক্ষুতে চিনি ধারন ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং জানুয়ারী মাসে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায়। জাতটির গড় পোল হার (%) কেন (আখে বিদ্যমান চিনির পরিমাণ) উচ্চ পোল হার (%) কেন ইক্ষু জাত ঈশ্বরদী ৩৬ এর চেয়ে একটু কম হলেও অক্টোবর মাসে বেশী পোল হার (%) কেন পাওয়া যায়।

জাতিটি খরা জলাবদ্ধাত সহিষ্ণু তবে বন্যা সহিষ্ণু ক্ষমতা বেশী। কৃত্রিম পরীক্ষায় এ জাতটি রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে মানদন্ড হিসেবে ব্যবহৃত ঈশ্বরদী-২০ এর মত লাল পচা, উইল্ট, স্মাট ও সাদা পাতা রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতাসম্পন্ন। তবে পাইনএ্যাপল রোগের প্রতি মাঝঅরী ধরণের প্রতিরোধী ক্ষমতাসম্পন্ন। উক্ত জাতটি দেশের ৫টি (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) অঞ্চরের ৭টি স্থানে ট্রায়াল করা হয়। মাঠ মুল্যায়ণ দল ৭টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানের বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে ছাড়করণের সুপারিশ করেছেন। যশোর অঞ্চলে মাঠ মূল্রায়ন দল জাতটিকে পুনঃট্রায়ালের জন্য মতামত দিয়েছেন।

উক্ত ফলাফল পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে ড. মোঃ আলমগীর মিয়া, প্রধান প্রজনন বিভাগ, বিএসআরআই, ঈশ্বরদী, পাবনা বিস্তারিত ভাবে প্রস্তাবিত জাতের বিভিন্ন গুণাগুণ উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাতিটর ফলন, ব্রিক্স ও পোল হার (%) কেন চেকজাত থেকে বেশী। ইহা ছাড়াও প্রস্তাবিত জাতটি জলাবদ্ধতা, বন্যা,খরা ও লবনাক্ততা সহনশীল এবং লালপচা রোগ প্রতিরোধী। তিনি আরো বলেন যে, কৃষক ও মিল উভয় দিক বিবেচনা করে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। অতঃপর প্রস্তাবিত জাতটির ছাড়করণ বিষয়ে বিস্তারি আলোচনা হয়। আলোচনা কালে সভাপতি মহোদয় মূল্যায়ন প্রতিবেদনে চেক জাতের বীজনকাল ও ফলন যথাযথ ভাবে উল্লেখ না করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তিনি জাত ছাড়করণ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং মুল্যায়ন দলের মাধ্যমে একটি পুর্নাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ মূল্যায়ন দল কর্তৃক চেকজাতের ফলন উল্লেখসহ একটি পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিলের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত আখের আই-১৩৩-০০ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩৯ হিসেবে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

খ) বাংলাদেশে ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের আই ১৪৯-০০ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৪০ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।
বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত বিএসআরআই আখ-৪০ জাতটি ১৯৯৮ সালে ঈশ্বরদী ২৭ এর সাথে ঈশ্বরদী ২৪ জাতের সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। সংকরায়িত প্রজাতটি অন্যান্য জাতের সাথে পর পর দুই বৎসর বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

অতঃপর এ প্রজাতটি আই ১৪৯-০০ হিসেবে প্রাথমিক (Preliminary), অগ্রগামী (Advanced) ও পরপর তিন বৎসর আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় ইক্ষু জাত ঈশ্বরদী ৩২ এবং ঈশ্বরদী ৩৪ এর সাথে তুলনা করার পর ২০০৭ সালে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়। প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী ৪০ জাতের কান্ড (stalk) লম্বা, মধ্যম আকারের এবং রং সবুজাভ হলুদ। পর্ব মধ্য (internode) ববিন (bobin) আকৃতি। কান্ড মাঝারী শক্ত ও ফাঁপা (pipe) দেখা যায় না। গিরা (node) ফোলা (sowllen) এবং পাতা ঝরার দাগ স্পষ্ট। চোখ (bud) মধ্যম ও ডিম্বাকৃতির (oval) আকৃতির এবং পরিপক্ক চোখের উপরের অংশ গ্রোথরিং (Growth ring) স্পর্শ করে থাকে। পাতা মাঝারী চওড়া ও গাঢ় সবুজ রং এবং অধিকাংশ পুরাতন পাতা হেলে পড়ে। পাতায় খোল (leaf sheath) প্রচুর পরিমাণ হুল দেখা যায় না। ডিউল্যাপ (Dewlap) ত্রিকোনাকৃতির (triangular) এবং বেগুনী সবুজ (pinkish green) বর্ণের। ভিতরের অরিকল (inner auricle) ডেনটয়েড (dentoid) ও বাহিরের অরিকল ট্রানজিশনাল-৩ (transitional-3) আকৃতির। এ জাতের ইক্ষুতে ফুল দেখা যায়।

প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী -৪০ জাতের ফলন ক্ষমতা মানদন্ড হিসাবে ঈশ্বরদী-৩২ এবং ঈশ্বরদী-৩৪ এর চেয়ে ভাল। পরীক্ষাকালনি সময়ে ঈশ্বরদী-৪০ , ঈশ্বরদী-৩২ ও ঈশ্বরদী-৩৪ এ হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ৭১.০৯ থেকে ১৫০,০০,৭০.৪৯ থকে ১৩৫.০০ এবং ৬৪.৩০ থকে ১২৫.৫০০ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়অ গিয়েছে। গুড়ের গুনগত মান ভাল। ইহা একটি আগাম পরিপক্ক জাত। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ হতে এ জাতের ইক্ষুতে চিনি ধারন ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং জানুয়ারী মাসে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায়। জাতটির গড় পোল হার (%) কেন (আখে বিদ্যমান চিনির পরিমাণ) উচ্চ পোল হার (%) কেন ইক্ষু জাত ঈশ্বরদী ৩৬ এর চেয়ে একটু কম হলেও অক্টোবর মাসে বেশী পোল% কেন পাওয়া যায়। জাতটি খরা জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু তবে বন্যা সহিষ্ণু ক্ষমতা বেশী। কৃত্রিম পরীক্ষায় এ জাতটি রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে মানদন্ড হিসাবে ব্যবহৃত ঈশ্বরদী-২০ এর মত লাল পচা ও সাদা পাতা রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতাসম্পন্ন। তবে পাইনএ্যাপেল রোগের প্রতি মাঝারী প্রতিরোধী এবং স্মাট রোগের প্রতি সংবেদনশীল। যদিও প্রাকৃতিক অবস্থায় মুল ও মুড়ি আখে স্মাট রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়নি। উক্ত জাতটি দেশের ৫টি (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) অঞ্চলের ৭টি স্থানে ট্রায়াল করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন দল ৭টি স্থানের মদ্যে ৬টি স্থানের বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে ছাড়করণের সুপারিশ করেচেণ। যশোর অঞ্চলে মাঠ মুল্যায়ন দল জাতটিকে পুনঃট্রায়ালের জন্য মতামত দিয়েছেন। উক্ত ফলাফল পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে ড. মোঃ আলমগীর মিয়া, প্রধান প্রজনন বিভাগ, বিএসআরআই, ঈশ্বরদী, পাবনা বিস্তারিত ভাবে প্রস্তাবিত জাতের বিভিন্ন গুণাগুণ উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাতটির ফলন, ব্রিক্স ও পোল হার (%) কেন চাকজাত থেকে বেশী। ইহা ছাড়াও

প্রস্তাবিত জাতটি জলাবদ্ধতা, বন্যা, খরা ও লবনাক্ততা সহনশীল জাত এবং লালপচা রোগ প্রতিরোধী। অতঃপর প্রস্তাবিত জাতটির ছাড়করণ বিষয়ে বিস্তারি আলোচনা হয়। আলোচনা কালে সবাপতি মহোদয় মূল্যায়ন প্রতিবেদনে চেক জাতের জীবনকাল ও ফলন যথাযথ ভাবে উল্লেখ না করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তিনি জাত ছাড়করন বিষয়ে পূর্নাঙ্গ মুল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং মূল্যায়ন দলের মাধ্যমে চেকজাতের ফলন উল্লেখসহগ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ মূল্যায়ন দল কর্তৃক চেকজাতের ফলন উল্লেখসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দারিখলের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত আখের আই-১৪৯-০০ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৪০ হিসেবে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ নন-নোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারণ।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫০তম সভার আলোচ্য সূচী-৭ বিবিধ (চ) এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক নন-নোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারণের নিমিত্তে পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুরকে আহ্বায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ কমিটি গঠন করা হয়।

১। ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেক মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর ২। ডঃ এম এ হামিদ, পরিচালক (গবেষণা), বিনা, ময়মনসিংহ ৩। ডঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান খান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ও বিভাগীয় প্রধান, বারি, গাজীপুর ৪। জনাব কে এম নজরুল ইসলাম, যুগ্ম পরিচালক, বজি পরীক্ষাগার, বিএডিসি, বীজ ভবন, গাবতীল ৫। জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন, কনসালটেন্ট, সুপ্রীম সীড কোম্পানী ৬। জনাব মোঃ মোঃ আজিজুল হক, সিনিয়ির প্রোডাকশন ম্যানেজার, ধান বীজ উৎপাদন, ব্র্যাক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর এবং ৭। জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভ্যারাইটি টেষ্টিং), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর। উল্লিখিত উপ কমিটি কর্তৃক নন-নোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারণের ৩টি সভার মাধ্যমে একটি পূর্ণাংগ প্রতিবেদন সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর দাখিল করা হলে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৯তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। জনাব মাহবুব আনাম, সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোশিয়েশন বলেন যে, ননোটিফাইড ফসলের বীজ নিয়ে পাবলিক সেক্টরের পাশাপাশি বেসরকারী সেক্টরই বেশী কাজ করে থাকে। সে লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমানটি আরও পর্যালোচনা ও যাচাই-বাচাইপূর্বক চূড়ান্তকরনের পক্ষে মতামত প্রদান করেন। ননোটিফাই ফসলের প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমান নির্ধারনের বিষয়টি এসসিএ'র সমন্বয়ে দেশের বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও প্রাইভেট সীড সেক্টর/প্রতিষ্ঠানের লিখিত মতামত ও মন্তব্য সংগ্রহপূর্বক আগামী কারিগরি কমিটির সভায় পুনঃউপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়। এ প্রেক্ষিতে কারিগরি কমিটির সকল সদস্যসহ সীড সেক্টরের সকল এসোশিয়েশনের নিকট মতামতের জন্য প্রেরন কর াহয়। উল্লেখ্য যে, ২৩/৩/০৯ইং তারিখ মাহ পরিচালক, বীজ উইং মহোদয়ের সভাপতিত্বে ডিএই, খামার বাড়ী, এইসি, ডানিডা'র সম্মেলন কক্ষে প্রাপ্ত লিখিত মাতমতের উপর সংশ্লিষ্ট সরকারীম বেসরকারী ও প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধির অংশগ্রহনের মাধ্যমে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রস্তাবিত নন-নোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) অদ্যকার সভায় পুনঃউপস্থাপন করা হয়। পর্যালোচনা কালো মাঠমান ও বীজমানে কিছু টাইপিং ভুল পরিলক্ষিত হয়। সভাপতি মহোদয় ননোটিফাইড ফসলের মাঠমান ও বীজমান নির্ধারনে উদ্যোগ গ্রহনে প্রশংসা করেন তিনি বলেন যে, প্রেক্ষাপট বর্ণনা পূর্বক প্রতিবেদনটিতে একটি মুখবন্ধ সংযোজন করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ননোটিফাইড ফসরের মাঠমান ও বীজমান নির্ধারনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা পূর্বক একটি মুখবন্ধ সংযোজন করে কমিটি কর্তৃক আরও সংশোধন পূর্বক আগামী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করা (দায়িত্বঃ এসসিএ ও গঠিত কমিটি)।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ভারতীয় পাট জাত জেআরও-৫২৪ (নবীন) এর গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা প্রসংগে।

কারিগরি কমিটির ৫৪তম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিজেআরআই ভারতীয় পাট জেআরও-৫২৪ (নবীন) জারে আঁশের গুণাগুণ ও বীজ উৎপাদনে গবেষণা ফলাফল জানুয়ারি/০৭ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার সিদ্ধান্ত ছিল। বিজেআরআই থেকে উক্ত গবেষণালব্ধ ফলাফল সভায় উপস্থাপন করা হলে এ ব্যাপারে জনাব মোঃ আসদুজ্জামান, পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই নিম্নোক্ত ৬টি কারণে জেআরও-৫২৪ জাতটি ছাড়করণ সমীচিন হবে না বলে উল্লেখ করেন।

ক) দেশী তোষা পাটের চেয়ে জেআরও-৫২৪ জাতের ফলন কম হয়।
খ) আগাম বপনের কারণে জেরআও-৫২৪ জাতে আগাম ফুল আসার প্রবণতা বেশী।
গ) রোগ ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ ও-৭২ এর তুলনায় জেআরও-৫২৪ জাতে বেশী।
ঘ) জেআরও-৫২৪ জাতের আঁশের মান ও-৭২ জাতের চেয়ে তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের।
ঙ) জেআরও-৫২৪ জাতের আমদানীকৃত বীজের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ যথাযথ নয়।
চ) দেশীয় তোষা জাতের চেয়ে জেআরও-৫২৪ জাতের বীজের ফলন কম হয়।

এ বিষয়ে জনাব আনোয়ারুল হক, এসএসবি বলেন যে, আমরা আমদানীকারকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাটের জেআরও-৫২৪ জাতের যে বীজ আমদানী করি তা প্রত্যায়িত শ্রেণীর। কিন্তু বিজেআরআই পরীক্ষার যে বীজ সংগ্রহ করেছে তা কোন উৎসের বীজ সংগ্রহ করেছেন জানা দরকার। ডঃ লুৎফুর রহমান, অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, বিজেআরআই যদি খোলা বাজার থেকে বীজ ক্রয় করে থাকে তবে নির্ধারিত মানের বীজ পেয়েছে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। যদি বিএডিসি থেকেও সংগ্রহ করে থাকে সেক্ষেত্রে বিএডিসি উক্ত বীজ আমদানীর জন্য অনুমোদিত সংস্থা বিধায় প্রত্যয়ান বিষয়ে মন্তব্য যুক্তি গ্রাহ্য নয়। তাই তারা অফিসিয়ালী বলতে পারেন না যে এটি প্রত্যায়িত শ্রেণীর অথবা প্রত্যায়িত নয়। আলোচনার এ পর্যায়ে বিজেআরআই এর বিজ্ঞানী ডঃ এম আব্বাস আলী বলেন যে, এই বীজ দুইটি উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে প্রথমতঃ বিএডিসি এবং দ্বিতীয়ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংঙ্গ নিরোধ উইং থেকে।
ডঃ এম নুরুল আলম চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি বলেন যে,যেহেতু এদেশে তোষা পাটের বীজের চাহিদা রয়েছে এবং ভারতীয় জেআরও-৫২৪ জাতের বীজ অনুমোদিত পন্থায়ই আমদানী করা হয়ে থাকে, সেহেতু এ জাতের পাট ফলন আঁশ এবং কৃষক পর্যায়ে বীজ উৎপাদানের উপযোগীতা নিরুপনের জন্যই বিজেআরআইকে গবেষণা রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছিল। এ ব্যাপারে আরো গবেষণার জন্য বিজেআরআই, ডিএই, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এবং বিএডিসির সমন্বয়ে একটি গবেষণা কর্মসূচী প্রনয়ণের নিমিত্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।
"বিজেআরআই, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এবং বিএডিসির সমন্বয়ে জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতের উপর চূড়ান্ত গবেষণা কর্মসূচী প্রনয়ণ করবে। মাঠ দিবসের সময় নার্স (NARS) ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মাঠ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করবে (দায়িত্ব ঃ বিজেআরআই, ডিএই, এসসিএ এবং বিএডিসির)"

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ভারতীয় জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতের উপর আরো গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। উক্ত টাস্কফোর্স গত ২০০৭-০৮ পাট মৌসুমে মোট ৫টি কেন্দ্র যথা- বিজেআরআই এর ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, রংপুর, বিএডিসি'র চিৎলা ও নশিপুর-জেআরও-৫২৪ (নবীন) এর পাশাপাশি বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ও-৭২ এবং ও-৯৮৯৭ জাত বপন ও মূল্যায়ন করা হয়। গঠিত কমিটি সার্বিক গবেষণা কার্যক্রম শেষে এই মর্মে ফলাফল ব্যক্ত করেছেন যে,

১) জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতের আঁশের গড় ফলন দেশীয় জাত ও-৯৮৯৭ এবং ও-৭২ জাতের গড় ফলনের চেয়ে বেশী নয়।
২) দেশী জাত ও-৯৮৯৭ এবং ও-৭২ জাতের তুলনায় জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতের আঁশের গুনগত মান ভাল নয়।
৩) দেশীয় জাত ও-৯৮৯৭ এবং ও-৭২ এর চেয়ে ভারতীয় জাত জেআরও-৫২৪ (নবীন) এর বীজের ফলন কম।

সর্বপরি কমিটি নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেছেন ঃ
১। দেশীয় জাতের তোষা পাট বীজ উৎপাদনের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।
২। দেশীয় জাতসমূহের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে চাষী, বিএডিসি, ডিএই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো উৎসাহিত হতে হবে।
৩। দেশীয় উৎপাদিত পাট বীজ বিপনণের জন্য বিএডিসিকে আরো সচেষ্ট হতে হবে।
৪। দেশীয় পাট বীজ উৎপাদন ও ব্যবহারের বিষয়ে বলিষ্ঠ প্রচারনার ব্যবস্থা করতে হবে।
৫। জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতের আমদানীকৃত বীজ প্রত্যায়িত বীজ হতে হবে এবং আমদানী নীতির সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বীজ আমদানী করতে হবে।

কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনটির উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে দেশে পাট বীজের ঘাটতি পূরন করতে হলে পাট বীজ আমদানী অব্যাহত রাখতে হবে। তা না হলে অবৈধভাবে নিম্নমানের পাট বীজ সীমান্ত পথে চলে আসতে পারে। এ সকল নিম্ন মানের বীজ ব্যবহার করে কৃষকগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে সুপ্রীম সীড কোং লিঃ, পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এবং এনার্জিপ্যাক বাংলাদেশ লিঃ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ একমত পোষণ করেন। অতঃপর আলোচনা শেষে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ দেশীয় পাট বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে চাহিদা পূরন না হওয়া পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে প্রত্যায়িত মানে জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতের পাট বীজ আমদানী অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ আব্দুর রউফ)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ ওয়ায়েস কবীর)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬৩তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৩তম সভা ৩০/৮/২০০৯খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব হরি পদ মজুমদার, সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বজি প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় সমূহ সভায় অবহিত করেন এবং জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে বিশদভাবে উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হল।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬২তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটির ৬২তম সভা গত ২৭/৫/২০০৯ তারিখ ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহি চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ০৭/৭/২০০৯ইং তারিখের ১০২৫(১৫) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরনীটির উপর অদ্যাবিধ কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ কোনরুপ মতামত বা মন্তব্য না করায় সভাপতি মহোদয় উক্ত কার্যপত্রটি পরিসমর্থন করা হলো বলে মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬২তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ নন-নোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারণ।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫০তম সভার আলোচ্য সূচী-৭ বিবিধ (চ) এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ননোনোটিফাইড ফসরের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারণের নিমিত্তে পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুরকে আহক্ষায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ হচ্ছেন ১। ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর ২। ডঃ এম এ হামিদ, পরিচালক (গবেষণা), বিনা, ময়মনসিংহ ৩। ডঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান খান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, বারি, গাজীপুর ৪। জনাব কে এম নজরুল ইসলাম, যুগ্ম পরিচঅরক, বীজ পরীক্ষাগার, বিএডিসি, বীজ ভবন, গাবতীল ৫। জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন, কনসালটেন্ট, সুপ্রীয়ম সীড কোম্পানী ৬। জনাব মোঃ আজিজুল হক, সিনিয়র প্রোডাকশন ম্যানেজার, ধান বীজ উৎপাদন, ব্র্যাক ও ৭। জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভ্যারাইটিং টেষ্টিং), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।

উল্লেখিত উপ কমিটি কর্তৃক নন-নোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারনের ৩টি সভার মাধ্যমে একটি পূর্ণাংগ প্রতিবেদন কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৯তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। বোর্ডের ৫৯তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমান নির্ধারনের বিষয়টি এসসিএ'র সমন্বয়ে দেশের বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও প্রাইভেট সীড সেক্টর/প্রতিষ্ঠানের লিখিত মতামত ও মন্তব্য সংগ্রহপূর্বক আগামী কারিগরি কমিটির সভায় পুনঃউপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয় এ প্রেক্ষিতে কারিগরি কমিটির সকল সদস্যসহ সীড সেক্টরের সকল এসোসিয়েশনের নিকট মতামতের জন্য প্রেরন করা হয় এবং গত ২৩/৩/০৯ ইং তারিখ মহা পরিচালক, বীজ উইং মহোদয়ের সভাপতিত্বে খামারবাড়ী, এইসি কক্ষে প্রাপ্ত লিখিত মতামতের উপর সংশ্লিষ্ট সরকারী, বেসরকারী ও প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধির অংশ গ্রহনের মাধ্যমে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রস্তাবিত নন-নোটিফাইড ফসলের বীহমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) কারিগরি কমিটির ৬২তম সভায় পুনঃউপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় প্রস্তাবিত নন-নোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমানের (Seed Standard & Field Standard) ক্ষেত্রে সকল ফসরের জন্য ISTA Rule অনুসরনপুর্বক একই প্যারামিটারের মধ্যে সামাঞ্জস্যতা রেখে একটি Pre-face এবং তালিকাসহ আগামী সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৭৫টি নন-নোটিফাইড ফসলের প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমানটি অদ্যকার সভায় পুনঃউপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় উপস্থি সকল সদস্য ও প্রতিনিধির নিকট মতামত প্রদানের আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে জনাব মাহবুব আনাম, সভাপতি সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ইতোপূর্বে প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমানটি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি বৃন্দের ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রণয়ণ কর হয়েছে বিধায় ইহা অদ্যকার সভায় অনুমোদন করা যেতে পারে। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, দেশে আমদানীকৃত এবং উৎপাদিত সকল শ্রেণীর বীজের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বীজমান মাঠমানটি জাতীয় স্বার্থেই অনুমোদন দেয়া আবশ্যক। বিস্তারি আলোচনার পর নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ননোটিফাই ফসলের প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) টি অনুমোদনের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের দু'টি ক) বারি গম ২৫ (তিস্তা) এবং খ) বারি গম ২৬ (হাসি) জাত ছাড়করণ প্রসংগে।

ক) বারি গম ২৫ (তিস্তা) ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে উদ্ভাবিত বারি গম ২৫ (তিস্তা) একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। নেপালে শংকরায়ণকৃত এ কৌলিক সারিটি আঞ্চলিক নার্সারীর মাধ্যমে ১৯৯৮ সালে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়। এ কৌলিক সারিটি বিভিন্ন নার্সারীতে ও ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমাণিত হওয়ায় বি এ ডব্লিউ ১০৫৯ নামে নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন গভেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায়ও এ জাতটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। জাতটি তাপ সহনশীল। আমন ধান কাটার পর দেরীতে তবপনের জন্যও এ জাতটি উপযোগী। চার পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃমিঃ। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ। শীষ বের হতে ৫৭-৬১ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০২-১১০ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫৫টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে বেশ বড় (হাজার দানার ওজন ৫৪-৫৮ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৬০০-৪৬০০ কেজি এবং দেরীতে বপনে জাতটি শাব্দীর চেয়ে শতকরা ৬-১০ ভাগ বেশী ফলন দিয়ে থাকে। জাতটি লবনাক্ত সহিষ্ণু হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে মধ্যম মাত্রায় লবনাক্ত (৮-১০ মিলিমস/সেমে) এলাকায় চাষের উপযোগী। চারা অবস্থায় কুশিগুলো হালকাভাবে হেলানো (Semi erect) থাকে। উপরের কান্ডের গিড়ায় খুবই কম সংখ্যক লোম (Hair) থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। শীষে, কান্ডে ও নিশান পাতার খোলে মোমের মত মাঝারী ঘন আবরণ থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় সরু ও হেলানো (Sloppy), ঠোঁট ছোট (<৫.০ মিমিঃ) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে। এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রাহয়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি তাপ সহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। এ জাতের গমের বীজ আকারে বেশ বড়। তাই গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০-১৩০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

উক্ত জাতটি ২০০৯ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী, রংপুর ও কুমিল্লা) ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানের মধ্যে ৮টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে, রাজশাহী অঞ্চলের ২টি স্থানে পুনঃট্রায়ালের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে। সম্পাদিত ডিইউএস টেষ্ট ফলাফল, ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল এবং ছাড়করনের আবেদন ফরমসহ উপস্থাপন করা হয়।

খ) বারি গম ২৬ (হাসি)ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে উদ্ভাবিত বারি গম ২৬ (হাসি) একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। বাংলাদেশে তিনটি বিদেশী গম জাতের মধ্যে মংকরায়ণ এবং বিভিন্ন প্রজন্মে বাছাই করে এজাতটি উদ্ভাবন করা হয়। এ কৌলিক সারিটি বিভিন্ন নার্সারীতে ও ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমানিথ হওয়ায় বি এ ডব্লিউ ১০৬৪ নামে নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায়ও এ জাতটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। জাতটি তাপ সহনশীল,দানা খুবই বড় ও সাদা। আমন ধান কাটার র দেরীতে বপনের জন্য এ জাতটি উপযোগী। পাঁচ ছয়টি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯২-৯৬ সেঃ মিঃ। পাতা চওড়া ও গাঢ় সুবজ। শীষ বের হতে ৬০-৬৩ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৪-১১০ দিন সময় লাগে। শীস মাঝারী এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০ টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে বড় (হাজার দানার ওজন ৪৮-৫২ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৫০০-৪৫০০ কেজি এবং দেরীতে বপনে জাতটি শতাব্দীর চেয়ে শতকরা ১০-১২ ভাগ বেশী ফলন দিয়ে থাকে। চারা অবস্থায় কুশিগুলো হেলানো (Inter mediate) থাকে। উপরের কান্ডের গিড়ায় প্রচুর লোম (Hair) থাকে। নিশান পাতা চাওড়া ও হেলানো। শীষে, কান্ডে ও নিশান পাতার খোলে মোমের মত মঝারী ঘন আবরণ থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী চওড়া ও খাঁজ কাটা, ঠোঁট লম্বা (>১৫.০ মিমিঃ) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে। এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতিটি তাপ সহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

উক্ত জাতটি ২০০৯৮ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী, রংপুর ও কুমিল্লা) ১০টি স্থানে ট্রায়ার্ল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানের মধ্যে ৮টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং রাজশাহী অঞ্চলে ২টি স্থানে পুনঃট্রায়ালের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে সম্পাদিত ডিইউএস টেষ্ট ফলাফল, ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল এবং ছাড়করনের আবেদন ফরমসহ উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি মহোদয় উপস্থি সদস্য ও প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট থেকে প্রস্তাবিত গমের জাত দু'টি বিষয়ে মতামত আহক্ষান করেন। এ প্রেক্ষিতে ড. মজনুর রহমান, পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র, নসিপুর, দিনাজপুর বলেন যে, প্রস্তাবিত জাত দুটি চেক জাত শতাব্দী হতে শতকরা ৬-১২ ভাগ বেশী ফলন দিয়ে থাকে। জাত দু'টির দানার আকার অন্যান্য ছাড়কৃত জাত হতে বড়। জাত দু'টি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। কৌলিক সারি বি এ ডব্লিউ ১০৫৯ প্রস্তাবিত বারি গম-২৫ জাতটি লবনাক্ত সহিষ্ণু হওয়ায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলে মধ্যম মাত্র লবনাক্ত (৮-১০ কমিলি মোস/সেমে) এলাকায় চাষের উপযোগ। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত গমের জাত দু'টি তাপ সহনশীল হওয়ায় দেরীতে বপন করা হলেও লন্যান্য জাতের চেয়ে আনুপাতিক হারে বেশী ফলন দিয়ে থাকে। এ প্রেক্ষিতে ড. মোঃ আবদুস ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে, প্রস্তাবিত বারি গম ২৫ জাতের লবনাক্ত সহিষ্ণুতা প্রমাণের জন্য স্যালাইন প্রবন এলাকায় ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল কি না এবং হয়ে থাকলে উক্ত ট্রায়াল মূল্যায়ন দল কর্তৃক পরিদর্শন করানো হয়েছিল কি না। তিনি আরো বলেন জাত দু'টির ক্ষেত্রে তাপ সহিষ্ণু হিসেবে উল্লেখ করা হলেও তার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আবেদন ফরমে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে ড. খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বলেন যে, জাতয়ি বীজ বোর্ডে সুপারিশ করতে হলে লবনাক্ত সহিষ্ণুতা এবং তাপ সহিষ্ণুতার স্বপক্ষে Data থাকতে হবে। ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মন, পিএসও, বারি জানান যে, দেশের দক্ষিণাঞ্চলে (Southern belt) এর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং এর স্বপক্ষে তথ্যাদি গম গবেষণা কেন্দ্রের নিকট রয়েছে। ড. এম এ রাজ্জাক, প্রাক্তন মহা পরিচালক, বারি বলেন যে, গম গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীবৃন্দ Unfavourale Condition এ গমের লবনাক্ত সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ নিয়েছে তা অত্যন্ত প্রসংশনীয় কাজ। জাত দু'টি ছাড় করনের বিষয়ে মাঠ মূল্যায়ন দলের সন্তোষজনক মন্তব্য রয়েছে বিধায় দু'টি জাতকেই ছাড়করণ করা যেতে পারে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। ড. মোঃ আবদুস ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে, তাপ সহিষ্ণু প্রমানের ক্ষেত্রে optimum time & late sowing এ যদি আনুপাতিক হারে সন্তোষজনক ফলন দেয় তবেই তাপ সহিষ্ণু জাত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত বারি গম ২৫ (তিস্তা) এর ক্ষেত্রে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের লবনাক্ত সহিষ্ণুর স্বপক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য এবং সেই সাথে প্রস্তাবিত বারি গম-২৬ (হাসি) এর ক্ষেত্রে তাপ সহিষ্ণুতার স্বপক্ষে পর্যাপ্ত তথ্যাদিসহ আগামী কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ গম গবেষণা কেন্দ্র ও এসসিএ)।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর চারাটি জাত ক) মেরেডিয়ান খ) ইনোভেটর গ) লরা ও ঘ) আলমেরা যথাক্রমে বারি আলু ৩০, বারি আলু ৩১, বারি আলু ৩২ এবং বার আলু ৩৩ জাত ছাড়করণ প্রসংগে।

ক) বারি আলু-৩০ (মেরিডিয়ান) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত দেশের কিছু বিদেশী জার্মপ্লাজম প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে জার্মানীর জাত মেরিডিয়ান প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব কর হায়েছে।

এ জাতটির গাছ সুবজ বর্ণের দাতালো কাড ও মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত ও সবুজ, গোড়ার দিকে বেগুনী নীল বর্ণের। কান্ড খাড়া আংশিক হেলানো, পাতা মাঝারী ও গাঢ় সবুজ। পাতায় ও কান্ডে হালকা রোমশ দেখা যায়। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি। আলুর রং সাদা, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং হালকা হলুদাভ। চোখ অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা যায়, এ জাতিট ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশে সর্বাধিখ জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বৎসরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীকষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩১.০৭ এবং ৩৩.০৪ টন পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে ডায়ামন্টের ফলন ছিল যথাক্রমে ৩১.৮২ এবং ২৫.২৯ টন। কৃষকের মাঠে এ জাতটির ফলন ছিল ২৮.৭৯ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট ও কার্ডিনালের মতই।

ইক্ত জাতটি ২০০৯ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানেই চেকজাত ডায়ামন্ট থেকে ফলন বেশী হওয়ায় মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে। সম্পাদিত ডিইউএস টেষ্ট ফলাফল, ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল এবং ছাড়করণের আবেদন ফরমসহ উপস্থাপন করা হয়।

খ) বারি আলু-৩১ (ইনোভেটর)ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত দেশের কিছু বিদেশী জার্মপ্লাজম প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত "ইনোভেটর" প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। বিভিন্নগুণাগুণের ভিত্তিতে ভাল ফলন দেওয়ায় এ জাতিটকে নির্বাজন করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ সুবজ বর্ণের ঢেউ খেলানো কান্ড ও মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৫/৬টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত ও সবুজ। কান্ড খাড়া আংশিখ হেলানো,পাতা মাঝারী ও গাঢ় সবুজ। পাতায় ও কান্ডে হালকা রোমশ দেখা যায়। ৯০-৯৫ দনিে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। আলু রং রালচে বাদামী, চামড়া অমসৃন। আলু শাসের রং হালকা হলুদভা। ছোখ অগভীর।
বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা যায়, এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সর্বাধিখ জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বৎসরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ২৯.৩৩ এবং ২৬.৬৫ টন পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে ডায়ামন্টের ফলন ছিল যথাক্রমে ৩১.৮২ এবং ২৭.১৭টন। কৃষকের মাঠে এ জাতটির ফলন ছিল ৩০.৭৯ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট ও কার্ডিনালের মতই।

উক্ত জাতটি ২০০৯ সনে দেশের ৫টি অঞ্চরের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ২টি স্থানের মাঠ মূল্যালয়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে, ২টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই এবং ২টি স্থানে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে। সম্পদিত ডিইউএস টেষ্ট ফলাফল, ট্রায়ালকৃত ম্যূল্যায়ন ফলাফল এবং ছাড়করনের আবেদন ফরমসহ উস্থাপন করা হয়।

গ) বারি আলু-৩২ (লরা) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত দেশের কিছু বিদেশী জার্মপ্লাজম প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদরে মধ্যে জার্মানীর জাত "লরা" প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।
এ জাতটির গাছ ছড়ানো, মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কান্ড থঅকে। কান্ড শক্ত ও নীল বেগুনী বর্ণের মিশ্রণ দেখা যায়। প্রান্তীয় পাতা একক পাতার সাথে সংযুক্ত থাকে। পত্র সবুজ নীল বর্ণের। পাতায় ও কান্ডে হালকা রোমশ দেখা যায়। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকার ও মাঝারী আকৃতির। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং গাঢ় হলুদ। চোখ হালকা গভীর।
বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা যায়, এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বৎসরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ২৮.৫০ এবং ২৬.৪৩ টন পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে ডায়ামন্টের ফলন ছিল যথাক্রমে ৩১.৮২ এবং ২৭.১৭ টন। কৃষকের মাঠে এ জাতটির ফলন ছির ৩১.৯৩ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট ও কার্ডিনালের মতই।
উক্ত জাতটি ২০০৯ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ২টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে, ২টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই এবং ২টি স্থানে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে। সম্পাদিত ডিইউএস টেষ্ট ফলাফল, ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল এবং ছাড়করনের আবেদন ফরমসহ উপস্থাপন করা হয়।

ঘ) বারি আলু-৩৩ (আলমেরা) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত দেশের কিছু বিদেশী জার্মপ্লাজম প্রক্রিয়অজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েচে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত "আলমেরা" প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। বিভিন্ন গুণাগুণের ভিত্তিতে ভাল ফলন দেওয়ায় এ জাতটিকে নির্বাচন করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ সুবজ বর্ণের দাতালো কান্ড ও মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত ও খাড়া আংশিক হেলানো, পাতা মাজারী ও গাঢ় সবুজ। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। আলুর রং হলুদ, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং হালকা হলুদাভ। চোখ অগভীর।
বিগত কয়েক বৎসরে গবেষণায় দেখা যায়, এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বৎসরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩৬.৩৪ এবং ২৭.১৭ টন। কৃষকের মাঠে এ জাতটির ফলন ছিল ২৭.৬১ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট ও কার্ডিনালের মতই।
উক্ত জাতটি ২০০৯ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৩টি স্থানে মাঠ মুল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে, ২টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই এবং ১টি স্থানে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউ টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে। সম্পাদিত ডিইউএস টেষ্ট ফলাফল, ট্রায়লকৃত মূল্যায়ন ফলাফল এবং ছাড়করনের আবেদন ফরমসহ উপস্থাপন করা হয়।

সভাপতি মহোদয় প্রস্তাবিত আলু জাত চারটির বিষয়ে টিসিআরসি'র মতামত জানতে চান। পরিচালক, টিসিআরসি'র পক্ষে ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু জাত চারটির বিশদ বিবরণ দিয়ে চেক জাতের চেয়ে ফলনের তারতম্য ও রোগ বালাই সহিষ্ণু বলে উল্লেখ করেন। জনাব মাহবুব আনাম, সভাপতি, সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন জানতে চান যে, "মেরেডিয়ান" জাতটি কোন কোম্পানী কর্তৃক সর্বপ্রথম টিসিআরসি'র নিকট জমা দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডুয় জানান যে, তাদের রেকর্ডে ইস্ট ওয়েস্ট বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক ২০০৪ সালে সর্ব প্রথম টিসিআরসি'র নিকট জমা দেয়া হয়েছে। জনাব এফ আর মালিক, প্রোপ্রাইটর মল্লিকা সীড কোম্পানী বলেন যে, একটি আলু জাত টিসিআরসি'র নিকট জমা দেয়া হয়েছে। জনাব এফ আর মালিক, প্রোপ্রাইটর মল্লিকা সীড কোম্পানী বলেন যে, একটি আলু জাত টিসিআরসি'র মাধ্যমে ছাড়করণ করতে প্রায় ৫ থেকে ৬ বছার লেগে যায় যা অত্যন্ত সময় স্বাপেক্ষ ব্যাপার। তিনি হাইব্রিড ধানের অনুরুপ আলু ফসলকেও এসসিএ কর্তৃক পরপর দু' বছর ট্রায়ালের মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানায় ছাড়করনের জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে আজিজুল হক, যুগ্ম পরিচালক, বিএডিসি (আলু) বলেন যে, Good quality variety প্রাপ্তির জন্য যতটুকু সময় দেয়া দরকার তা দিতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন পূর্বে ছাড়কৃত আলু প্রভেন্টু ও ফেলসিনা নিয়ে বিএডিসিকে বেশ বিড়ম্বনায় পড়তেহ হয়েছে। তিনি বিএডিসিকে আলু মূল্যায়ন দলে সম্পৃক্তকরনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। জনাব মোঃ গোলাম সোবহানী, আরএফও, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বগড়া বলেন যে, সঠিক ফলাফল নিরুপনের নিমিত্তে ট্রায়ালকৃত আলুর (Generaton) এবং চেক জাতের আলুর Generation এক হওয়া প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে ড. খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি জানতে চান যে, একটি আলুর জাত আমদানীর বছর থেকে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পন্ন করে ছাড়করন করতে কত বছর সময় লাগে। জবাবে ড. মোহাম্মদ হোসেন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি বলেন যে, একটি আলুর জাত ছাড়করন করতে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক তিন বছর সময় নির্ধঅরন করা হয়েছে। ড. আবদুল কাদের, সভাপতি এগ্রিকন বলেন যে, দেশে বর্তমানে ডায়মন্ট জাত ছাড়া তেমন কোন উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় ভাল আলু জাত নেই। তাই এই মুহুর্তে নুতন কিছু ভঅল আলু জাত ছাড়করণের প্রয়োজন রয়েছে। ড. মোহাম্মদ হোসেন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি বলেন যে, প্রস্তাবিত চারাটি আলু জাতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষনে দেখা যায় ফলন ও অণ্যঅন্য গুণাবলীর ক্ষেত্রে দেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট ও কার্ডিনালের প্রায় সমকক্ষ। তিনি আরো বলেন প্রস্তাবিত জাতগুলোকে অনুমোদন না দিলে পরবর্তীতে এ জাত গুলোর আর ট্রায়ালের সুযোগ থাকবে না। তাই প্রস্তাবিত চারাটি জাতকেই ছাড়করনের পক্ষে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন প্রোপ্রাইটর, মেসার্স এ জে এন্টারপ্রাইজ বলেন যে, " মেরেডিয়ান" জাতটি জার্মানীর নরিকা সীড কোম্পানী কর্তৃক উদ্ভাবিত। উক্ত কোম্পানীর সাথে তাদের গত বছর MOU সম্পাদন করা হয়েছে যার যথেষ্ট প্রমান পত্র তার কাছে রয়েছে। প্রয়োজনে সমস্ত ডকুমেন্ট তিনি সরবরাহ করবেন বলে সভাকে জানান। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, "মেরিডিয়া" জাতটির মালিকানা দাবি করে একটি প্রতিষ্ঠান হতে আবেদন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন আলুর জাত ছাড়করনের বিষয়ে সময় কমানোসহ আরো সহজ পদ্ধতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সেই সাথে আলু আমদানীর সত্বাধিকার কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় এ বিষয়ে সঠিক দিক নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত-১ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত বারি আলু-৩০ (মেরেডিয়ান) জাতটি সফল মাঠ মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো। তবে জাতটির স্বত্ব নির্ধারণ বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত-২ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত বার আলু-৩১ (ইনোভেটর), বারি আলু-৩২ (লরা) ও বারি আলু-৩৩ (আলমেরা) জাত তিনটি টিসিআরসি কর্তৃক পুনঃট্রায়াল করবে। (দায়িত্ব ঃ টিসিআরসি ও এসসিএ)।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বোরো/২০০৮-২০০৯ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহন বোরো/২০০৮-২০০৯ মৌসুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ ৫৪টি হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানীর সর্বমোট (১ম বর্ষ ৫১টি, ২য় বর্ষ ২৬টি এবং পুনঃট্রায়ালকৃত ২২টি) ৯৯টি হাইব্রিড ধানের জাত দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) অনস্টেশন ও অনফার্মে মোট ১২টি লোকেশনে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ট্রায়াল সুষ্ঠু বাস্তাবায়নের নিমিত্তে উল্লেখিথ ৯৯টি জাত ৬টি সেটে প্রত্যেক সেটে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিন পর্যন্ত) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৮ এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের উর্ধের্ক) ব্রি ধান-২৯ চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করে ৬টি সেটে যথাক্রমে সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-৪২৭ থেকে এইচ-৪৪৪), B সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-৪৪৫ থেকে এইচ-৪৬২), C সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-৪৬৩ থেকে এইচ-৪৮০), D সেটে ১৯টি (কোড নং এইচ-৪৮১

থেকে এইচ-৪৯৯), E সেটে ১৯টি (কোড নং এইচ-৫০০ থেকে এইচ-৫১৮) এবং F সেটে ১৯টি (কোড নং এইচ-৫১৯ থেকে এইচ-৫৩৭) সর্বমোট ১১১টি জাতের (চেকজাতসহ) ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক যথসময়ে উল্লেখিথ ট্রায়াল সমূহের মাঠ মূল্যায়িত হওয়ার পর প্রাপ্ত ফলাফল "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিদ্ধিকরণ পদ্ধতি" অনুসরণপূর্বক এসসিএ কর্তৃক বিশ্লেষন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতের লোকেশনওয়ারী প্রাপ্ত জীবনকালের ভিত্তিতে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন ১৫০দিন পর্যন্ত হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৮ চেক জাতের সাথে এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ কদিনের উধের্ক্ষ) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৯ চেক জাতের Heterosis% বিশ্লেষণ পূর্বক A,B,C সেট এর জন্য Table No. ১ থেকে ১৮ পর্যন্ত এবং D,E, & F সেট এর জন্য Table No. ১ থেকে ১৯ পর্যন্ত অঞ্চলভিত্তিক ফলাফলের বিশ্লেষিত তথ্য এবং প্রত্যেক সেটে সংযুক্ত একটি Summary table এ গড় ফলন এবং Summary table এ কোড ওয়ারী Heterosis % সন্নিবেশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যে সকল জাতগুলোর পরপর ১ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে সে সকল জাতগুলোর ক্ষেত্রে ১ম বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis% এবং ২য় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis% এর গড় ফলন একের অধিক স্থানে উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% বেশী হওয়া সাপেক্ষেই সংশ্লিষ্ট জাতগুলোকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য সাময়িক নিবন্ধনের বিধান রয়েছে। পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে অনুরুপভাবে অনষ্টেশন ও অনফার্মের ৪/৩/২ বছরের গড় ফলনের Heterosis % বিশ্লেষনের মাধ্যমে ফলাফল বিবেচনা করা যেতে পারে (A,B,C,D,E & F সেট এ সংযোজিত তথ্য দেখা যেতে পারে)।

হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান/বীজ কোম্পানীর নামসহ ২০০৮-২০০৯ বোরো মৌসুমে ট্রায়ালকৃত জাতসমূহের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

নং	কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম	নং	কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম
১	লিলি এন্ড কোং	লিলি-১ (Lily-1) পুনঃ	২২	আলফা সীড ইন্টারন্যাশনাল	গোল্ডেন-১ ২য়
	লিলি এন্ড কোং	লিলিমতি (CNR-203)(Aromatic)	২৩	আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন	এইচবি-০৯ পুনঃ
২	কারনেল ইন্টান্যাশনাল	চায়না কিং-২ (LEYOU 5178) ২য়		আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন	জাগরণ-৪ (HE 88)
৩	শ্রী এস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড	সৌরভ-১ (CD3S-1)		আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন	জাগরণ-৫ (HE 25)
	শ্রী এস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড	সৌরভ-২ (CD3S-2)	২৪	নর্দান সীড লিমিটেড	মঙ্গল (Hejia 909) ২য়
৪	ম্যাকডেনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিমিটেড	সফল-১ (II-383)		নর্দান সীড লিমিটেড	সচ্ছল (RN-001) ২য়
৫	গোল্ডেন ভ্যালী	ভ্যালী-২ (HF-117)		নর্দান সীড লিমিটেড	কল্যাণ (Goldoctor No.7)
৬	সিদ্দিকীস সীডস	মানিক-২ (HG-202) পুনঃ	২৫	পাথরাজ এগ্রো বিজনেস লিঃ	সজন (Hejia 808) ২য়
	সিদ্দিকীস সীডস	মানিক-৬ (HG-505)	২৬	মেটাল সীড লিঃ	HRM-604 (MS 01) ২য়
৭	ওয়ার্ল্ড কিং সীড	সোনা রং-১ (KTK-3) ২য়		মেটাল সীড লিঃ	HAIYU-3 (অগ্রনী ৯)
	ওয়ার্ল্ড কিং সীড	সোনা রং-২ (KTK-5) ২য়		মেটাল সীড লিঃ	সাফল্য-১ (JKRH-401)
৮	পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ	পায়োনিয়ার-৩ (Hejia0177)	২৭	এলিট এগ্রি জেনেটিকস	HRM-701 (এলিট-২) ২য়
	পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ	পায়োনিয়ার-৪ (Hejia-188)	২৮	লাল তীর সীড লিঃ	ময়না (HTM-303) পুনঃ
৯	পেট্রোকেম ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	মুক্তা ধান (RP 703)		লাল তীর সীড লিঃ	বলাকা (TPN-001)
	পেট্রোকেম ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	চিন্না ধান (RP 704)		লাল তীর সীড লিঃ	HTM-909
১০	ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ লিঃ	পায়োনিয়ার-১ (QY-025)	২৯	নর্থ সাউথ সীড লিঃ	টিয়া (HTM-707) পুনঃ
	ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ লিঃ	পায়োনিয়ার-২ (QY-033)		নর্থ সাউথ সীড লিঃ	HTM-103
১১	জায়েন্ট এগ্রো প্রসেসিং লিমিটেড	বাংলা সীডস-১ (JBSS-13)	৩০	চেঙ্গ ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিঃ	সবুজ সাথী (HTP-22) ২য়
	জায়েন্ট এগ্রো প্রসেসিং লিমিটেড	বাংলা সীডস-২ (MF-18)	৩১	ইনোভেটিভ সীডস এন্ড পেষ্টিসাইড লি	মমতা-১ (ISP-009) (নিজস্ব ভাবে উদ্ভাবিত)
১২	নিপা ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল লিঃ	টিকে-২ (সৌভাগ্য ধান-২) পুনঃ	৩২	ইস্পাহানী ফুডস লিঃ	রবি (JBS-14)
	নিপা ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল লিঃ	টিকে-৭ (সৌভাগ্য ধান-৩) পুনঃ		ইস্পাহানী ফুডস লিঃ	নবান্ন (JBS-17)
১৩	সুপার সীড কোম্পানী	সুপার-১ (JF-901)	৩৩	এসিআই এগ্রি কেমিক্যালস লিঃ	ফলন-১ (GH-12) পুনঃ
১৪	ফিনিক্স ফিড মিল লিঃ	সুপার পাওয়ার-১ (T300.5) ২য়		এসিআই ফরমোলেশন লিঃ	রাজকুমার (GH-14) পুনঃ
	ফিনিক্স ফিড মিল লিঃ	সুপার পাওয়ার-৩ (T618) ২য়		এসিআই ফরমোলেশন লিঃ	সম্পদ (93024) পুনঃ
১৫	মল্লিকা সীড কোং	Yuans Basmoti-1 (Aromatic) ২য়		এসিআই ফরমোলেশন লিঃ	শংকর-৩ (Hejia-303) ২য়
১৬	সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ	রাডার (NK 5017)	৩৪	এসিআই ফরমোলেশন লিঃ	প্রতীক (BRS 6095)
	সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ	রাডার (NK 6754)		এসিআই ফরমোলেশন লিঃ	শাহী (JA-F2)
১৭	কৃষি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান	যমুনা-২ (QDR6)	৩৫	এসিআই লিঃ	রোপা (ফলন-২ BRS 694) পুনঃ
	কৃষি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান	যমুনা-৩ (CD42)		এসিআই লিঃ	এসিআই-১ (TSS 64) পুনঃ
১৮	ন্যাশনাল এগ্রোকেয়ার	সোনাল (NP-3114)		এসিআই লিঃ	এসিআই-২১ (TSS 68) পুনঃ
১৯	সুপ্রিম সীড কোং লিঃ	হাইব্রিড হীরা-৫ পুনঃ		এসিআই লিঃ	গোলা (BRS-8096)
	সুপ্রিম সীড কোং লিঃ	হাইব্রিড হীরা-১১ (HSMY-18)	৩৬	এপেক্স লেদার ক্রাফট লিঃ	সেরা (BRS 696) পুনঃ
২০	মিতালী এগ্রো সীড ইন্ডাষ্ট্রিজ	হাইব্রিড হীরা-৬ (HS-48) পুনঃ		এপেক্স লেদার ক্রাফট লিঃ	শংকর-১ (Hejia-101) ২য়
	মিতালী এগ্রো সীড ইন্ডাষ্ট্রিজ	হাইব্রিড হীরা-১২ (HSN-2)	৩৭	এসিআই মটরস লিঃ	মুকুট (BRS-6094)
২১	সুপ্রিম সীড কোং	হাইব্রিড হীরা-৪ (HS Q-1) ২য়		এসিআই মটরস লিঃ	ঝিলিক (BRS-693)

৩৮	হিমাদ্রী লিঃ	মনিহার-৫ (LE-008)	৪৮	এম কে সীড এবং এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রি লিঃ	স্বর্ণলতা
৩৯	হিমাদ্রী লিঃ	মনিহার-৬ (LE-021)	৪৯	ইউনাইটেড সীড স্টোর	মধুমতি-২ (WBR-2) পুনঃ
	নর্দান এগ্রিকালচারাল এন্ড ইনডাষ্ট্রিয়াল কোং	বালিয়া-১ (নিজস্ব ভাবে উদ্ভাবিত)		ইউনাইটেড সীড স্টোর	মধুমতি-৮ (WBR-8) ২য়
	নর্দান এগ্রিকালচারাল এন্ড ইনডাষ্ট্রিয়াল কোং	মনিহার-৭ (JBS-17-1)	৫০	এনার্জি প্যাক	এগ্রোজি-১ (EAL-9201) পুনঃ
৪০	আর এ কে এগ্রো	নূর (CD9S-1)		এনার্জি প্যাক	এগ্রোজি-২ (EAL-9202) পুনঃ
	আর এ কে এগ্রো	আমীর (CD9S-2)	৫১	টেক এডভান্টেজ	টেক-১ (TAL-9205) ২য়
৪১	মারজান সীড কোম্পানী	সোনারতরী (HI-Tech-098) ২য়		টেক এডভান্টেজ	টেক-২ (TAL-9206) ২য়
৪২	ট্রপিক্যাল এগ্রোটেক	লিলি-১০ (CN-8101) ২য়	৫২	বায়ার ক্রপ সায়েন্স	অ্যারাইজ তেজ (এইচ ৯৬১১০) পুনঃ
৪৩	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	পদক্ষেপ-২ (HP-2) ২য়		বায়ার ক্রপ সায়েন্স	অ্যারাইজ ধানী (এইচ ০৭০০২) পুনঃ
	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	পদক্ষেপ-৩ (HP-3) ২য়		বায়ার ক্রপ সায়েন্স	এইচ সি এইচ ১২৭ ২য়
৪৪	নাফকো প্রাঃ লিঃ	নাফকো-১০৮ (Q 108) ২য়		বায়ার ক্রপ সায়েন্স	সি জে ওয়াই ৫২৭
৪৫	ব্র্যাক	ব্র্যাক-০৫ (শক্তি-০২) ২য়	৫৩	ইস্পাহানী মার্সে লিঃ	কৃষক বন্ধু (JBS-14-1)
	ব্র্যাক	ব্র্যাক-০৬ (শক্তি-০৩) ২য়		ইস্পাহানী মার্সে লিঃ	আগমনী (JBS-17-4)
৪৬	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনঃ	ব্রি হাইব্রিড ধান-৩ ২য়	৫৪	আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ	এল পি-৭৩৮
৪৭	আলমগীর সীড কোম্পানী	চমক-১ পুনঃ			

সভাপতি মহোদয় উত্থাপিত বোরো/২০০৮-২০০৯ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফলের উপর সকল সদস্যবৃন্দের মতামত চাওয়া হলে ড. জুলফিকার, পরিচালক (প্রশাসন) ও প্রকল্প পরিচালক, হাইব্রিড রাইচ, ব্রি বলে যে, জাত প্রদানকারী কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই ফসল কর্তনের সময় উপস্থি থাকতে হবে। শুধু এফও এবং আরএফও একককভাবে দায়িত্ব পালন করা সমীচিন হবে না, তবে কিভাবে করলে ভাল হবে তা কমিটির সকলের মতামত প্রয়োজন। একটি কোম্পানী ২ এর অধিখ জাত দিতে পারবে না। বলে তিনি মতামত দেন। কারন হিসেব উল্লেখ করেন যে, ২ এর অধিখ নমুনা ট্রায়াল দিলে প্রতি মৌসুমে যে, বিপুল সংখ্যক নমুনা ট্রায়অল স্থাপন করতে হয় তা সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ ডাটা সংগ্রহ অসুবিধা হয়। ব্যাপক সংখ্যক ট্রায়াল যথাযথ সম্পন্ন করে সমন্বয় সাধনসহ তথ্য উপাত্ত যথাযথভাবে উপস্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবল ও আনুসাংগিক সুবিধ এসসিএ'র অভাব রয়েছে। দেখা যায় যে বিধিগত দূর্বলতার সুযোগে একই কোম্পানী ৫ বা তার অধিক সংখ্যক হাইব্রিড লাইন এসসিএতে ট্রায়ালের জন্য জমা দিয়ে থাকে। জনাব মোঃ শাহাজাহান আলী, এডভাইজার, পেট্রোকেম বাংদেশ লিঃ বলেন যে অনেক স্থঅনে ফসল কর্তনের সময় একই তারিখ হওয়ায় কোম্পানীর পক্ষে সকল স্থানে যোগদান করা সম্ভব হয় না।। তিনি আরো বলেন লোকেশনের মাটি এবং আবহাওয়াগত ভিন্নতার কারনে ফলাফল পার্থক্য হয়ে থাকে। ড. আবদুস ছালাম, পরিচালক (গবেষণা) বিনা বলেন যে, হাইবিড ধানের Heterosis, standard, চেক জাতের সাথে সর্বোচ্চ ৩০% হতে পারে। কারন Inbreeding hybrid line ধানের Heterosis ৩০% হওয়ার কথা। কিন্তু কুমিল্লা অন ফার্ম ট্রায়ালে প্রায় সব হাইব্রিড লাইন হতে ৩১% হইতে ১০১% Heterosis দেখানো হয়েছে। ফলে উক্ত হাইব্রিড ধানের Heterosis স্বাভাবিক ধানের Heterosis এর সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জনাব ফররুখ হোসেন, সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ বলেন যে, হাইব্রিড লাইন এর DNA Test করলে চীন হতে আমদানীকৃত একই জাত বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে। ড. মতিয়ার রহমান, পরিচালক, নর্দান সীড বলেন যে, ব্রিতে সমস্ত হাইব্রিড লাইনগুলো এক বৎসর ট্রায়াল করলে এবং এসসিএতে এক বৎসর ট্রায়াল করলে এমনিতেই জাত বাছাই হয়ে যাবে। ড. আবদুস ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন মূল্যায়ন কমিটির সম্মানীত সদস্যগন, কর্তন ও ওজন সম্পন্ন হওয়ার পরপরই On the spot ওজন স্থলে কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত বোরো/০৮-০৯ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ব্রি কর্তৃক পরীক্ষিত এ্যামাইলোজ % ফলাফল বিষয়ে জানতে চান। এ প্রেক্ষিতে জনাব মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, পিএসও এবং প্রধান শস্যমান ও পুরিষ্ট বিভাগ, ব্রি বলেন যে, বোরো/০৮-০৯ মৌসুমে ব্রি'র জিকিউএন পরীক্ষাগারে এসসিএ কর্তৃক সরবরাহকৃত মোট ৯৯টি হাইব্রিড জাতের এ্যামাইলোজ % পরীক্ষা করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন ১৩% থেকে সর্বোচ্চ ২৫% পর্যন্ত এ্যামাইলোজ % পাওয়া গিয়েছে যা কোড আকারে সরবরাহকৃত ফলাফলে দেখানো হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ড. জুলফিকার, পরিচালক, (প্রশাসন), ব্রি বলেন যেহেতু অধিকাংশ হাইব্রিড জাত গুলোই চীন থেকে আমদানী করা সে কারণে আমাদের দেশে উদ্ভাবিত ইনব্রিড জাত থেকে এ্যামইলোজ % কম হওয়াটাই স্বাভাবিক।

ড. খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি জানতে চান যে, মধ্যম মাত্রার এ্যামাইলোজ % অর্থাৎ যাতে ভাত বেশী আঠালো হবে না এর পরমাণ কত নির্ধারন করা যেতে পারে। জনাব মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, পিএসও এবং পধান শস্যমান ও পুষ্টি বিভাগ, ব্রি উল্লেখ করেন যে, ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর-২৬ এর Amylose % ২৩% হওয়ায় আঠালো হওয়ার দরুন ভঅত অনেকেই পছন্দ করে না। তিনি আরো উল্লেখ করেন পরীক্ষিত ৯৯টি হাইব্রিড জাতের মধ্যে মাত্র ৬টি জাতের Amylose % সর্বোচ্চ ২৫ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে যা ব্রি'র জাত সমূহে Standard এর মধ্যে পড়ে। জনাব হরি পদ মজুমদার, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, দেশে ইতোমধ্যে অনেকগুলো হাইব্রিড জাতের চাষাবাদ হচ্ছে তাই ভবিষ্যতে নতুন হাইব্রিড জাত নিবন্ধনের পূর্বে অবশ্যই সন্তোষ-জনক Amylose % বিবেচনায় আনা আবশ্যক। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, দেশে খাদ্য ঘাটতিপূরণে হাইব্রিড ধানের ভূমিকা অবশ্যই

গুরুত্বপূর্ণ। তাই যাতে দেশে ফলনের উপর কোন বিরুপ প্রভাব না পড়ে সে দিক লক্ষ্য রেখে নতুন জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে মধ্যম মাত্রার Amylose % বিবেচনায় আনার কথা বলেন। ড. আবদুস ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), বিনা বলেন যে, যেহেতু বিআর-২৬ জাতের Amylose % ২৩ হওয়ায় ভাত আঠালো হওয়ার দরুন আমাদের দেশের চাষীদের মধ্যে এ জাতটি জনপ্রিয় হচ্ছে না সে কারণে আগামীতে সকল হাইব্রিড জাতের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে মধ্যম মাত্রা হিসেবে নূন্যতম ২৪% Amylose বিবেচনা করা যেতে পারে। ড. এস বি নাসিম সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, এনার্জিপ্যাক বলেন যে, পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে সব বছরের ট্রায়ালের গড় ফলন না করে শেষের পরপর দুই বছরের ট্রায়ালের গড় ফলন বিবেচনায় আনার জন্য মত প্রকাশ করেন। ড. মোঃ নাসির উদ্দিন, কনসালটেন্ট, ইউনাইটেড সীড স্টোর ৪র্থ ও ৩য় বর্ষ উভয় ধরনের পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে শেশেষর পরপর দুই বছরের ফলাফল বিবেচনায় আনার মতামত ব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে শেষের পরপর দুই বছেরের ফলাফল বিবেচনায় আনার মতামত ব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে পরপর দুই বছরের গড় ফলনের বিবেচনার নিয়ম নীতি বিষয়ে জানতে জাওয়া হলে জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে কোন দিক নির্দেশনা নেই। তিনি আরো বলেন পুনঃ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে যথারীতি ৩ বছর ও ৪ বছরের অনষ্টেশন ও অনফার্মের গড় ফলন ২০% বিবেচিত হয়ে থাকে। তবে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভঅয় ব্র্যাকের এইচবি-৮ জাতটি ৩ বছরের পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে ১ম বছরের ফলাফল বাদ দিয়ে শেষের পরপর দুই বছরের ফলাফল বিবেচনায় এনে রাজশাহী অঞ্চলে নিন্ধনের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। জনাব এফ আর মালিক বলেন যে, মল্লিকা সীড কোম্পানীর এরোম্যটিক (বাসমতি-১) হাইব্রিড জাতটি গত বছর ব্রিধান-২৮ এর সাথে তুলনা করে ছাড়করনের সিদ্ধান্ত ছিল। এ প্রেক্ষিতে সভাতি মহোদয় বলেন পূর্বে এ ধরনের সিদ্ধান্ত থেকে থাকলে তাই বিবেচতি হবে। আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক ২০০৮-২০০৯ বোরো মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের গোপনীঢ কোড (এসসিএ কর্তৃক সংরক্ষিত) উন্মুক্ত করেন এবং ফলাফল Compilation পূর্বক উপস্থাপন করতে বলেন। অতঃপর compilation Report উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মাতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০০৭-২০০৮ এবং ২০০৮-২০০৯ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের কগড় ফলন একের অধিক স্থানে ২০% আর অধিখ হয়ো সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপরিশ করা হলো ঃ

ক) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড ধান-৩ জাতটি কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৩৯৫ ও এইচ-৪২৯)।

খ) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর মালতি-৮ (WBR-8) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৩৫৭ ও এইচ-৪৩১)।

গ) কার্নেল ইন্টারন্যাশনাল এর চায়না কিং-২ (LE You 5178) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৩৫৪ ও এইচ-৪৩৩)।

ঘ) ব্র্যাক এর ব্র্যাক-৫ (শক্তি-২) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৩৮১ ও এইচ-৪৩৬)।

ঙ) মেটার সীড কোং লিঃ এর HRM-604 (MS-01) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৩৯০ ও এইচ-৪৪১)।

চ) আলফা সীড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ এর গোল্ডেন-১ হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্সে যথাক্রমে কোনড নং এইচ-১৪৩ ও এইচ-৪৪৩)।

ছ) ব্র্যাক এর ব্র্যাক-৬ (শক্তি-৩) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিদ্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্সে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৩৮৮ ও এইচ-৪৫০)।

জ) নর্দান সীড লিঃ এর সচ্চল (RN-001) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৩৪৪ ও এইচ-৪২৮)।

ঝ) এ সি আই ফরমোলেশণ এর শংকর-৩ (Hejia-101) হাইবিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্সে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩৭৬ ও এইচ-৪৫৬)।

ঞ) নর্দান সীড লিঃ এর মঙ্গল (Hejia-909) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্র সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৩৫৬ ও এইচ-৪৫৮)।

ট) ট্রপিকেল এগ্রোটেক এর লিলি -১০ (CN-8101) হাইব্রিড জাতটি মংমনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩৭১ ও এইচ-৫১৬)।

সিদ্ধান্ত-২ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসরনে পুনঃট্রায়ালের ৩ বছরের ফলাফল বাদ দিয়ে শেষে পরপর দুই বছরের গড় ফলন এবং ৪ বছরের ট্রায়ালের ক্ষেত্রে ১ম বছরের ফলাফল বাদ দিয়ে শেষের তিন বছরের গড় ফলন বিবেচনায় এনে অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে গড় ফলন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে অঞ্চল ভিত্তিক সাময়িকভাবে ও নিম্ন বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীজ বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) লিলি এন্ড কোং এর পুনঃট্রায়ালকৃত লিলি-১ (CNR-5104) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোডনং-এইচ-৩০৫ ও এইচ-৪৬৪)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধরন করা হয়েছে।

খ) সিদ্দিকীস সীডস কোং লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত মানিক-২ (HG-202) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-২৩২ ও এইচ-৪৭০)। উল্লেখ্য যে, এজাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

গ) মিতালী এগ্রো সীড লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড হীরা-৬ (HS-48) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্সে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩০৯ ও এইচ-৪৭৭)। উল্লেখ্য যে এ জাতটি ইতোপূর্বে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঘ) এ সি আই এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত Rupa (Folon-2 BRS-694) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলেঅ (২য় ও ৩য় বর্সে যথাক্রমে কোড নং-এইচ- ২৯৪ ও এইচ-৪৬৮)।

ঙ) এপেক্স লেদার ক্রাপ্ট লিঃ এর পুনঃট্রায়ালকৃত সেরা (BRS-696) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করাহলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩০৬ ও এইচ-৪৭১)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধ করা হয়েছে।

চ) এনার্জি প্যাক লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত এগ্রোজি-১ (EAL-9201) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩৩১ ও এইচ-৪৬৫)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভঅবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ছ) এনার্জি প্যাক লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত এগ্রোজি-২ (EAL-9202) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, কুমিল্লা ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-২৯৬ ও এইচ-৪৫২)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

জ) বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর পুনঃট্রায়ালকৃত Arij Taj (H-96110) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩৪২ ও এইচ-৪৭৪)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঝ) এ সি আই এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত ACI-2 (TSS 68) হাইব্রিড জাতটি রংপুর অঞআচলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩২৫ ও এইচ-৪৭৫)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঞ) বায়র ক্রপ সায়েন্স এর পুনঃট্রায়ালকৃত Arij Dhani (H-07002) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩০৪ ও এইচ-৪৫৯)।

ট) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর পুনঃট্রায়ালকৃত WBR-2 (Modhumoti2) হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩০৮ ও এইচ-৪৩২)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঠ) সুপ্রিম সীড কোঃ এর পুনঃট্রায়ালকৃত Hybrid-4 (Heera-4) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষ যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩৩৬ ও এইচ-৪৩৭। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ হাইব্রিড ধানের এ্যামাইলোজ (Amylose) কমপক্ষে ২৪% থাকতে হবে যা ব্রি কর্তৃক পরীক্ষিত হবে। ইহা বোরো ২০০৯-১০ মৌসুমের ১ম বর্ষ ট্রায়ালের জাতসমূহ থেকে কার্যকর হবে।

শর্ত ১ ঃ বীজ আমদানী কারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রায়াল আবেদন পত্রে অন্যান্য তথ্যের সাথে উৎস দেশের সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবিত জাতের প্রদত্ত নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

শর্ত ২ ঃ এক বছরের আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলেল জন্য নিবন্ধকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত ৩ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত ৪ ঃ বীজের গুণাগুণ পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report সঠিক সময় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

শর্ত ৫ ঃ পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে কোন জাতকে দুইবারের বেশী পুনঃট্রায়াল করার অনুমতি দেয়া যাবে না।

শর্ত ৬ ঃ হাইব্রিড ধানের জাত বিদেশ থেকে আমদানীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে নিজস্বভাবে উদ্ভাবনীতে উৎসাহিত করা হবে।

আলোচ্য বিষয়-বিবিধ-(ক) ঃ এনার্জি প্যাক লিঃ এর নিবন্ধনকৃত এগ্রোজি-১ এবং এগ্রোজি-২ এর যথাক্রমে ঝলক এবং বিজলী নামাকরণের আবেদন বিবেচনা।

ড. এস বি নাসিম, ভাইস প্রেসিডেন্ট, এনার্জিপ্যাক লিঃ এর নিবন্ধকৃত এগ্রোজি-১ এবং এগ্রোজি-২ এর যথাক্রমে ঝলক এবং বিজলী বাণিজ্যিক নামাকরণের নিমিত্তে সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট আবেদন করেছেন বলে সভাকে অবহিত করেন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় উক্ত নাম পরিবর্তনের বিষয়ে কারো কোন আপত্তি আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে কোন আপত্তি না থাকায় নিম্ন বর্ণিত এগ্রোজি-১ এবং এগ্রোজি-২ এর যথাক্রমে “ঝলক” এবং “বিজলী” বাণিজ্যিক নামাকরণ করার সিদ্ধান্ত সর্বোসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ এনার্জি প্যাক লিঃ এর নিবন্ধনকৃত এগ্রোজি-১ এবং এগ্রোজি-২ এর যথাক্রমে "ঝলক" এবং "বিজলী" বাণিজ্যিক নামাকরণ অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-
(হরি পদ মুজমদার)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ ওয়ায়েস কবীর)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬৪তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভা ১৮/২/২০১০খ্রি. তারিখ বিকাল ০৪.০০ ঘটিকায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব বাছির উদ্দিন, সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনযায় সভার কার্যপত্র জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রতয়ন এজেন্সীকে সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থি সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডে ৬৩তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৩ম সভা গত ৩০/৮/২০০৯ইং তারিখ ড. ওয়ায়েস কবীর, বির্নাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যা, কারিগরি কিমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভঅপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরনীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২৯-৯-২০০৯ তারিখের ১৩৮৯(৭৫) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীটির উঃপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভঅয় উপস্থি সদস্যবৃন্দ কোনরুপ মতামত বা মন্তব্য না থাকায় পরিসমর্থনের সিদ্ধনত নেয়া যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় মত প্রকাশ করেন।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৩তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬২ ও ৬৩ তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তাবায়নের অগ্রগতি।
বিগত ২৭/৫/২০০৯ ও ৩০/৯/২০০৯ইং তারিখে কারিগরি কমিটির ৬২ ও ৬৩তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সল সদস্যবৃন্দকে অবগত করানো হয়। উল্লেখ্য যে, আলুর জাত ছাড়করণ পদ্ধতিটি সহজীকরণের বিষয়ে টিসিআরসি, এসসিএ, বিএডিসি, বেসরকারী ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণপূর্বক আগামী ১৫ই মার্চের মধ্যে কারিগরি কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ আমন/২০০৯/২০১০ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহন।
আমন/২০০৯-১০ মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান (১) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ১টি জাত (ক) ব্রি হাইব্রিড ধান-৪ (২য় বর্ষ), (২) ব্র্যাকের ২টি জাত (ক) মুক্তি (BW001) (৩য় বর্ষ) (খ) মুক্তি-১ (HB-12), (৩) সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ এর একটি জাত (ক) হাইব্রিড হীরা-১০ (SHD-41) (২য় বর্ষ) (৪) বায়র ক্রপ সায়েন্স এর একটি জাত (ক) এ্যারাইজ ধানী (এইচ ০৭০০২), (৫) পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এর একটি জাত (ক) পেট্রো আমন ১৩০ (পাইনিয়র পিএইচবি-৭১) (২য় বর্ষ), (৬) নর্দান সীড লিমিটেড এর দুটি জাত (ক) নর্দান ধান-১ (Foldoctor No.2) (খ) নর্দান ধান-২ (RN-001), (৭) এনার্জিপ্যাক এর ১টি জাত (ক) এগ্রোজ-১০০ (DHR-748), (৮) টেক এডভান্টেজ এর ১টি জাত (ক) এগ্রোজি-২০০ (MR-14) সহ মোট ৮টি প্রতিষ্ঠান/হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পনীর ১০টি হাইব্রিড জাতের সাথে চেক জাত ব্রি ধান-৩১ ও ব্রি ধঅন-৩৯ (পর্যবেক্ষণ চেকজাত) সহ সর্বমোট ১২টি জাতের ট্রায়ালের উদ্দেশ্যে (এসসিএ প্রদত্ত কোড নম্বর এইচ-৫৩৮ থেকে এইচ-৫৪৯ পর্যন্ত চেক জাতসহ) দেশের ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে অনষ্টেশন ও অনফর্মে ট্রায়াল বাস্তবায়নের পর মাঠ মূল্যায়ণ সম্পন্ন করা হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে সকল জাতগুলো পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে সে সকল জাতের ক্ষেত্রে ১ম এবং ২য় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis% এর গড় ফলন উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% এর অধিক পাওয়ার ভিত্তিতে (একের অধিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে) সাময়িক নিবন্ধনের বিধান রয়েছে। ট্রায়ালকৃত জাতসমূহের প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা ও বিস্তারিত আলোনার জন্য আহ্বান করা হলে ব্র্যাকের প্রতিনিধি জনাব মোঃ আজিজুল হক, উপ ব্যবস্থাপক, বলেন যে, অধিকাংশ রোপা আমন হাইব্রিড ধানের জীবনকাল চেকজাত ব্রি ধান-৩১ এ চেয়ে প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন কম। অন্য দিকে, ব্রিধান ৩৯ ধান এর জীবনকাল ১৩০ দিনের নিম্নে সে কারণে ব্রি ধান-৩৯ এর চেয়ে প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন কম। অন্য দিকে, ব্রি ধান ৩৯ ধান এর জীবনকাল ১৩০ দিনের নিম্নে সে কারণে ব্রি ধান-৩৯ চেকজাত রাখার মত প্রকাশ করেণ। এ প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ মাসুম, সভাপতি, সুপ্রিম সীড কোম্পানী বলেন যে, জাতের স্বল্পতার কারণে আমন মৌসুমে হাইব্রিড জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা আনয়ন করা দরকার। জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ পরিচালক (ভিটি) উল্লেখ করেন যে, কারিগরি কমিটির ৬২তম সভায় আমন মৌসুমের হাইব্রিড ধানের স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন জাতের সাথে ১৩০দিনের নিম্নে ব্রি ধান ৩৯ এবং

১৩০দিনের উপরের জাতসমূহের ক্ষেত্রে ব্রিধান-৪৯ চেকজাত হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সিদ্ধান্ত রয়েছে যা এ বছরের আমন মৌসুম থেকে কার্যকর হবে।

সভাপতি মহোদয় বলেন যে, হাইব্রিড জাত মূল্যায়নে বর্তমানে যে অনুমোদিত পদ্ধতি বা নীতি বিদ্যমান আছে সে অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হবে। এ বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম করার সুযোগ নেই। তবে ট্রায়ালে অংশগহনকারী বিভিন্ন কোম্পানী এসসিএ এর সাথে আরো সম্পৃক্ত হয়ে সঠিক ভাবে ট্রায়াল মূল্যায়নে অবদান রাখতে পারেন। অবশেষে সভাপতি মহোদয় ২০০৯-১০ আমন মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের কোড নং উন্মুক্ত করে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ১ ঃ ২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিক হওয়া সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে আমন মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড ধান-৪ জাতটি কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৪১১ ও এইচ-৫৪৭)।

খ) সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ এর হীরা-১০ (SHD 41) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৪০৮ ও এইচ-৫৪৪)।

শর্ত ১ ঃ বীজ আমদানী কারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রায়াল আবেদন পত্রে অন্যান্য তথ্যের সাথে উৎস দেশের সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবিত জাতের প্রদত্ত নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
শর্ত ২ ঃ এক বছরের জন্য আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে।
শর্ত ৩ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।
শর্ত ৪ ঃ বীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report সঠিক সময় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।
শর্ত ৫ ঃ পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে কোন জাতকে দুইবারের বেশী পুনঃট্রায়াল করার অনুমতি দেয়া যাবে না।
শর্ত ৬ ঃ হাইব্রিড ধানের জাত বিদেশ থেকে আমদানীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে নিজস্বভাবে উদ্ভাবনীতে উৎসাহিত করা হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ধানের প্রস্তাবিত রোপা আমন ২০০৯-১০ মৌসুমে (ক) ব্রি ধান-৫১ (স্বর্ণা সাব-১) এবং (খ) ব্রি ধান-৫২ (বিআর-১১ সাব-১) ছাড়করণ প্রসংগে।

ক) ব্রিধান-৫১ (স্বর্না সাব-১)ঃ ব্রি'র বর্ণনামতে ব্রিধান-৫১ (স্বর্না সাব-১) এর কৌলিক সারি নং আইআর ৮২৮১০-৪০৭। উক্ত কৌলিক সারিটি ইরি-ব্রি সহযোগিতার আওতায় ব্রি সংগ্রহ করেছে। সারিটি স্বর্ণা এবং আইআর ৪৯৮৩০-৭-১২-৩ এর ক্রসের ফলে সৃষ্ট F1 এর সাথে পুনরায় স্বর্ণা জাত দুইবার পশ্চাদ সংকরায়ন (backcrossing) করে মার্কার এসিস্টেড সিলেকশন (MAS) পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে ১০ থেকে ১৫ দিনের। আকস্মিক বন্যায় জলমগ্ন (Flash flood submergence) অবস্থায় প্রচলিত স্বর্ণা জাত থেকে বেশী এবং স্বাভাবিক (বন্যা মুক্ত) পরিবেশে স্বর্ণার ন্যায় সন্তোষজনক ফলন প্রদান করায় জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

ব্রি ধান-৫১ (স্বর্ণা সাব-১) বীজ তলা কিংবা চারা রোপনের এক সপ্তাহ পর ১০-১৫ দিন পানিতে ডুবে গেলে চারা মরে যায়না, ফলে ফসল ঠিক থাকে। কিন্তু এ অবস্থায় প্রচলিত স্বর্ণা ধানের চারা মরে যায় এবং ফসল বিনষ্ট হয়ে যায়। এর একটি সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো পাকা ধানের রং সাদাটে কিন্তু প্রচলিত স্বর্ণা জাতের রং হালকা সোনালী বা বাদামী। আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে ১০ থেকে ১৫ দিনের আকস্মিক বন্যায় ডুবে থাকলে প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল পঁচে নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু স্বর্ণা সাব-১ জাত আংশিকভাবে পঁচে তবে ফসল নষ্ট হয় না এবং ফলনের উপর তেমন প্রভাব পড়ে না। তাছাড়া স্বাভাবিক (বন্যা মুক্ত) পরিবেশে প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাতের ন্যায় সমান ফলন দেয়।

উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ রোপা আমন মৌসুমে (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও রংপুর) অঞ্চলের ছয়টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৩টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। ২টি স্থানে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১টি স্থানে কোন মন্তব্য করা হয় নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

খ) ব্রি ধান-৫২ ঃ ব্রি'র বর্ণনামতে ব্রিধান-৫২ এর কৌলিক সারি নং আইআর ৮৫২৬-৬৬-৬৫৪ গাজী ২। উক্ত কৌলিক সারিটি বিআর-১১ এবং আইআর ৪০৯৩১-৩৩-১-৩-২ এর ক্রসের ফলে সৃষ্ট F1 এর সাথে পুনরায় বিআর-১১ দুইবার পশ্চাদ সংকরায়ন (backcrossing) করে মার্কার এসিস্টেড সিলেকশন (MAS) পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত। এ কাজটি IRRI BRRI Collaboration এর আওতায় ব্রি বিজ্ঞানী ইরিতে সম্পন্ন করেছেন। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন আকস্মিক বণ্যা প্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে ১২ থেকে ১৫দিনের আকস্মিক বণ্যায় জলমগ্ন (submergence) হলে বিআর-১১ জাত থেকে বেশী এবং স্বাভাবিক (বন্যামুক্ত) পরিবেশে বিআর ১১ এর ন্যায় সন্তোষজনক ফলন প্রদান করায় জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

বিআর-১১ সাব-১ বীজ তলা কিংবা চারা রোপানের এক সপ্তাহ পর ১০-১৫ দিন পানিতে ডুবে গেলে চারা মরে যায়না, ফলে ফসল বিনষ্ট হয় না। পরবর্তী এ অবস্থায় প্রচলিত বিআর-১১ ধানের চারা চারা মরে যায় এবং ফসল বিনষ্ট হয়ে যায়। দেশের আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমের ১০ থেকে ১৫ দিনের আকস্মিক বন্যায় ডুবে থাকলে প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বিআর-১১ সাব-১ জাত আংশিকভাবে পঁচে তবে ফলন নষ্ট হয় না এবং ফলনের উপর তেমন প্রভাব পড়ে না। তাছাড়া স্বাভাবিক (বন্যা মুক্ত) পরিবেশে প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাতের ন্যায় সমান ফলন দেয়।

উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ রোপা আমন মৌসুমে (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও রংপুর) অঞ্চলের ছয়টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৩টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। ২টি স্থানে পুনঃট্রায়াল সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১টি স্থানে কোন মন্তব্য করা হয় নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে ড. ইফতেখারদ্দৌলা, উধর্ক্ষতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, প্রস্তাবিত জাত দু'টির বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেন দেশের বিভিন্ন আকস্মিক বন্যা প্রবণ এলাকায় জাত দু'টি বিশেষ ফলপ্রসু হিসেবে প্রমানিত হয়েছে বিধায় দু'টি জাতকেই ছাড়করণের অনুরোধ জানান। এ প্রেক্ষিতে জনাব ইব্রাহিম খলিল, এডভাইজার, সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ বলেন যে, বিআর-১১ সাব-১ জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে তার কোন দ্বিমত নেই। তিনি বলেন স্বর্ণা জাতটি মূলতঃ একটি ভারতীয় জাত। এ জাতটি আমারেদ দেশে অনেক অঞ্চলে আবাদ হয়ে থাকে কিন্তু জাতটিতে অনেক রোগ-বালাইয়ে প্রার্দুভাব পরিলক্ষিত হয়। এ প্রেক্ষিতে ড. আব্দুল মান্নান, মাহ পরিচালক, ব্রি বলেন যে, স্বর্ণা জাতটি একটি ভারতীয় জাত হলেও ইরি-ব্রি'র সহযোগীতায় Submeregence gene insert করায় কিছু নতুন গুনাবলী সংযোজন করা হয়েছে বিধায় এর রোগ বালাই তুলনামূলকভাবে কম। ড. খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, বিশ্ব আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশে পড়ায় আকস্মিক বন্যা প্রবন (Flash flood submergence) এলাকায় জাত দু'টি বিশেষ সহায়ক হবে বলে তিনি মতামত দেন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় ব্রি'র সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীকে এরূপ সৃজনশীল গবেষণা কর্মকান্ডের জন্য প্রসংশার মাধ্যমে উৎসাহিত করে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন প্রস্তাবিত জাত দু'টির মধ্যে ব্যতীক্রম ধর্মী Flas flood submergence গুনাবলী সংযোজন করায় দেশের বন্যা প্রবণ এলাকার জন্য এ ধরনের জাতের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ ইরি-ব্রি সহযোগিতায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমন মৌসুমে আকস্মিক বন্যা প্রবন (Flsash flood submergence) এলাকায় চাষাবাদের নিমিত্তে প্রস্তাবিত (ক) স্বর্না সাব-১ কৌলিক সারিটিকে ব্রি ধান-৫২ নতুন জাত হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের দু'টি (ক) বারি গম-২৫ (তিস্তা) এবং (খ) বারি গম-২৬ (হাসি) জাত ছাড়করণের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ প্রসংগে।

(ক) বারি গম-২৫ (তিস্তা) ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে উদ্ভাবিত বারি গম-২৫ (তিস্তা) একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। নেপালে শংকরায়ণকৃত এ কৌলিক সারিটি আঞ্চলিক নার্সারীর মাধ্যমে ১৯৯৮ সালে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়। এ কৌলিক সারিটি বিভিন্ন নার্সারীতে ও ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমাণিত হওয়ায় বি এ ডব্লিউ ১০৫৯ নামে নির্বঅচন করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায়ও এ জাতটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। জাতটি তাপ সহনশীল। আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্যও এ জাতটি উপযোগী। চার পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃমিঃ। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ। শীস বের হতে ৫৭-৬১ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০২-১১০ দিন সময় লাগে। শীস লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫৫টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে বেশ বেড় (হাজার দানার ওজন ৫৪-৫৮ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধ। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৬০০-৪৬০০ কেজি এবং দেরীতে বপনে জাতটি শতাব্দীর চেয়ে শতকরা ৬-১০ ভাগ বেশী ফলন দিয়ে থাকে। জাতটি লবনাক্ত সহিষ্ণু হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে মধ্যম মাত্রায় লবনাক্ত (৮-১০ মিলিমস/সেমে) এলাকায় চাষের উপযোগী। চারা অবস্থায় কুশিগুলো হালকাভাবে হেলানো (Semi erect) থাকে। উপরের কান্ডের গিড়ায় খুবই কম সংখ্যক লোম (Hair) থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। শীষে, কান্ডে ও নিশান পাতার খোলে মোমের মত মাঝারী ঘন আবরণ থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় সরু ও হেলানো (Sloppy), ঠোঁট ছোট (<৫.০ মিমিঃ) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে। এ জাতটি নভেম্ব মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি তাপ সহনশীর হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। এ জাতের গমের বীজ আকারে বেশ বড়। তাই গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০-১৩০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

উক্ত জাতটি ২০০৯ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী, রংপুর ও কুমিল্লা) ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানের মধ্যে ৮টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে, রাজশাহী অঞ্চলের ২টি স্থানে পুনঃট্রায়ালের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

(খ) বারি গম-২৬ (হাসি) ঃ গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম-২৬ (হাসি) একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। বাংলাদেশে তিনটি বিদেশী গম জাতের মধ্যে শংকরায়ণ এবং বিভিন্ন প্রজন্মে বাছাই করে এজাতটি উদ্ভাবন করা হয়। এ কৌলিক সারিটি বিভিন্ন নার্সারীতে ও ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমানিত হওয়ায় বি এ ডব্লিউ ১০৬৪ নামে নির্বাচন করা হয়। বিভি্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায়ও এ জাতটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। জাতটি তাপ সহনশীল, দানা খুবাই বড় ও সাদা। আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্য এ জাতটি উপযোগী। পাঁচ ছয়টি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯২-৯৬ সেঃমিঃ। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ। শীষ বের হতে ৬০-৬৩ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৪-১১০ দিন সময় লাগে। শীস মাঝারী এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে বড় (হাজার দানার ওজন ৪৮-৫২ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৫০০-৪৫০০ কেজি এবং দেরীতে বপনে জাতটি শতাব্দীর চেয়ে শতকরা ১০-১২ ভাগ ফলন বেশী দেয়। চারা অবস্থায় কুশিগুলো হেলানো (Inter mediate) থাকে। উপরের কান্ডের গিড়ায় প্রচুর লোম (Hair) থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। শীষে, কান্ডে ও নিশান পাতার খোলে মোমের মত মাঝারী ঘন আবরণ থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী চওড়া ও খাঁজ কাটা, ঠোঁট লম্বা (>১৫.০ মিমিঃ) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে।
এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি তাপ সহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

উক্ত জাতটি ২০০৯ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী, রংপুর ও কুমিল্লা) ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানের মধ্যে ৮টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিক ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে, রাজশাহী অঞ্চলের ২টি স্থানে পুনঃট্রায়ালের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

সম্পাদিত ফলাফল, ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল এবং ছাড়করনের আবেদন ফরমসহ কারিগরি কমিটির ৬৩তম সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্য ও প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট থেকে প্রস্তাবিত গমের জাত দু'টি বিষয়ে মতামত আহ্বান করেন। এ প্রেক্ষিতে ড. মজনুর রহমান, পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র, নসিপুর, দিনাজপুর বলেন যে, প্রস্তাবিত জাত দু'টি চেক জাত শতাব্দী হতে শতকরা ৬-১২

ভাগ বেশী ফলন দিয়ে থাকে। জাত দু'টির দানার আকার অন্যান্য ছাড়কৃত জাত হতে বড়। জাত দু'টি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। কৌলিক সারি বি এ ডব্লিউ ১০৫৯ প্রস্তাবিত বারি গম-২৫ জাতটি লবনাক্ত সহিষ্ণু হওয়ায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলে মধ্যম মাত্রা লবনাক্ত (৮-১০ মিলি মোস/সেমে) এলাকায় চাষের উপযোগী।
তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত গমের জাত দু'টি তাপ সহনশীল হওয়ায় দেরীতে বপন করা হলেও অন্যান্য জাতের চেয়ে আনুপাতি হারে বেশী ফলন দিয়ে থাকে। এ প্রেক্ষিতে ড. মোঃ আবদুস ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে, প্রস্তাবিত বারি গম ২৫ জাতের লবনাক্ত সহিষ্ণুতা প্রমানের জন্য স্যালাইনের প্রবন এলাকায় ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল কি না এবং হয়ে থাকলে উক্ত ট্রায়াল মূল্যায়ণ দল কতৃক পরিদর্শন করানো হয়েছিল কি না।

ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মন, পিএসও, বারি জানান যে, দেশের দক্ষিনাঞ্চলে (Southern belt) এর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং এর স্বপক্ষে তথ্যাদি গম গবেষণা কেন্দ্রের নিকট রয়েছে। ড. এম এ রাজ্জাক, প্রাক্তন মহা পরিচালক, বারি বলেন যে, গম গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীবৃন্দ Unfavourale Condition এ গমের লবনাক্ত সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ নিয়েচে তা অত্যন্ত প্রসংশনীয় কাজ। জাত দু'টি ছাড় করনের বিষয়ে মাঠ মূল্যায়ন দলের সন্তোষজনক মন্তব্য রয়েছে বিধায় দু'টি জাতকেই ছাড়করন করা যেতে পারে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। ড. মোঃ আবদুস ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে, তাপ সহিষ্ণু প্রমানের ক্ষেত্রে optimum time & late sowing এ যদি আনুপাতিক হারে সন্তোষ-জনক ফলন দেয় তবেই তাপ সহিষ্ণু জাত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে কারিগরি কমিটির ৬৩তম সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, "বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত বারি গম ২৫ (তিস্তা) এর ক্ষেত্রে দেশের দক্ষিন অঞ্চলের লবনাক্ত সহিষ্ণুর স্বপক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য এবং সেই সাথে প্রস্তাবিত বারি গম-২৬ (হাসি) এর ক্ষেত্রে তাপ সহিষ্ণুতার স্বপক্ষে পর্যাপ্ত তথ্যাদিসহ আগামী কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোড় সভায় উপস্থাপন করতে হবে"। উক্ত সিদ্ধান্তে প্রেক্ষিতে অদ্যকার সভায় ড. নরেশ চন্দ্র বর্মণ, পি এস ও, গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত জাত দু'টির স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা হলে কমিটি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের দু'টি (ক) বারি গম-২৫ (তিস্তা) লবনাক্ত সহিষ্ণুতা এবং (খ) বারি গম-২৬ (হাসি) তাপ সহিষ্ণুতা জাত হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ঃ বিবিধ ঃ- জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম সভার আলোচ্য সূচী ৭ এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ কর্তৃক এ বছর ভারত থেকে আমনাদীকৃত একটি হাইব্রিড জাতের New Gold (Partham 7070) গম বীজ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র, বিএডিসি এবং চাষীর মাঠসহ মোট ১১টি স্থানে Adaptive Trail স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত Adaptive Trial মূল্যায়ণের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট আবেদন করা হয়েছে। উল্লেখ যে, হাইব্রিড ধানের অনুমোদিত মাঠ মূল্যায়ণ পদ্ধতি থাকলেও এ ব্যাপার হাইব্রিড গমের পদ্ধতি নির্ধারন করা হয় নাই। বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো ঃ
সিদ্ধান্ত ঃ (ক) সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ কর্তৃক এ বছর ভারত থেকে আমদানীকৃত প্রস্তাবিত হাইব্রিড গমের জাতটির চলতি মৌসুমে Adaptive Trail এর ফলাফল Observational trial হিসেবে পরিগনিত হবে। আগামী কারিগরি কমিটির সভায় হাইব্রিড গমের মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি বিষয়ে একটি কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করবে। (দায়িত্বঃ গম গবেষণা কেন্দ্র ও এসসিএ)

(খ) কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫২ তম সভায় বিএআরসি'র আর্থিক সহায়তায় বিএআরসি এবং এসসিএ এর যৌথ উদ্যোগে একটি জাতীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার করার সিদ্ধান্ত থাকলেও অদ্যাবিধ উক্ত সেমিনার করা সম্ভব হয় নাই। বিষয়টির উপর অদ্যকার সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো ঃ
সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের বিষয়ে নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও সভাপতি, কারিগরি কমিটি মহোদয়ের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (দায়িত্বঃ বিএআরসি এবং এসসিএ)

(গ) ট্রপিক্যাল এগ্রোটেক এর অনুকুলে নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান লিলি-১০ (CN-8101) জাতটির বাণিজ্যিক নাম "লিলি রাজা" রাখার আবেদন করেছেন।

(ঘ) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর অনুকুলে নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান এলপি-০৫ জাতটির বাণিজ্যিক নাম "মহারাজ" এবং এলপি-৭০ এর বাণিজ্যিক নাম "যুবরাজ" রাখার আবেদন করেছেন।

ঙ) সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ এর হীরা-১০ (SHD 41) হাইব্রিড জাতটির বাণিজ্যিক নামের আবেদন।

চ) ব্র্যাকের নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান জাত আলোড়ন ২ (HB09) জাতটির বাণিজ্যিক নাম "সাথী" করার আবেদন।
সিদ্ধান্ত ঃ উল্লেখিত বিবিধ আলোচ্য বিষয়ের গ থেকে ঙ ক্রমিকের ট্রপিক্যাল এগ্রোটেক এর অনুকূলে নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান লিলি-১০ (CN-8101) জাতটির বাণিজ্যিক নাম "লিলি রাজা", আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর অনুকূলে নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান এলপি-০৫ জাতটির বাণিজ্যিক নাম "মহারাজ" এবং এলপি-৭০ এর বাণিজ্যিক নাম "যুবরাজ", ব্র্যাকের নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান জাত আলোড়ন ২ (HB09) জাতটির বাণিজ্যিক নাম "সাথী" ও সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ এর হীরা-১০ (SHD 410) হাইব্রিড জাতটির বাণিজ্যিক নামাকরণসমূহ পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত নেয় হবে।

(ছ) ব্র্যাকের আউশ মৌসুমে একটি ইনব্রিড ধানের জাত ছাড়করণের আবেদন প্রসংগে।
ব্র্যাকের আবেদন পত্রটি সভায় উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্র্যাকের প্রস্তাবিত ইনব্রিড জাতটি ব্র্যাক ইচ্ছা পোষন করলে Observational trail স্থাপন করতে পারবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বেসরকারী/প্রাইভেট সেক্টর কর্তৃক উদ্ভাবিত ইনব্রিড ধানের জাত ছাড়করণের বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করে পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে (দায়িত্বঃ ব্রি ও এসসিএ)।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ বছির উদ্দিন)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ ওয়ায়েস কবীর)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬৫তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৫তম সভা ০৩/৮/২০১০খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব মো: বাছির উদ্দিন, সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র জনাব মোঃ খায়রুল বাসার, উপ পরিচালক, ভিটি (ভারপ্রাপ্ত), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থি সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভা গত ১৮/০২/২০১০ইং তারিখ ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১১/৩/২০১০ তারিখের ৩৪৩ (২৫) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীটির উপর অদ্যাবিধ কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের কোনরুপ মতামত বা মন্তব্য না থাকায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ বোরো/২০০৯-২০১০ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বোরো/২০০৯-২০১০ মৌসুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ ৫৬টি হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পীর সর্বমোট ১০২ (১ম বর্ষ ১০টি, ২য় বর্ষ ৩৫টি এবং পুনঃট্রায়ালকৃত ৭টি) হাইব্রিড ধানের জাত দেশের ৬টি অঞ্চল যথা ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর এর অনস্টেশন ও অনফার্মে মোট ১২টি লোকেশনে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। উক্ত ট্রায়াল সুষ্ঠু বাস্তাবায়নের নিমিত্তে উল্লেখিথ ১০২টি জাত ৬টি সেটে বিভক্ত করে প্রত্যেক সেটে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিন পর্যন্ত) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৮ এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের উধের্ক্ষ) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৯ চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করে উল্লেখিথ ৬টি সেটে যথাক্রমে A সেটে ১৯টি জাত (কোড নং এইচ-৫৫০ থেকে এইচ-৫৬৮), B সেটে ১৯টি জাত (কোড নং এইচ-৫৬৯ থেকে এইচ-৫৮৭), C সেটে ১৯টি জাত (কোড নং এইচ-৫৮৮ থেকে এইচ-৬০৬), D সেটে ১৯টি জাত (কোড নং এইচ-৬০৭ থেকে এইচ-৬২৫), E সেটে ১৯টি জাত (কোড নং এইচ-৬২৬ থেকে এইচ-৬৪৪) এবং F সেটে ১৯টি জাত (কোড নং এইচ-৬৪৫ থেকে এইচ-৬৬৩) সর্বমোট ১১৪টি জাতের (চেকজাতসহ) ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন কর্তৃক যথাসময়ে উল্লেখিত ট্রায়াল সমূহের মাঠ মূল্যায়িত হওয়ার পর প্রাপ্ত ফলাফল "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি" অনুসরনপূর্বক এসসিএ কর্তৃক বিশ্লেষণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতের লোকেশনওয়ারী প্রাপ্ত জীবনকালের ভিত্তিতে স্বল্প জীবকনকাল সম্পন্ন (১৫০দিন পর্যন্ত) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৮ জাতের সাথে এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের উধের্ক্ষ) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৯ জাতের সাথে Heterosis% বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিটি সেট এর জন্য Table No. ১ থেকে ১৯ পর্যন্ত অঞ্চলভিত্তিক ফলাফলের বিশ্লেষিত তথ্য এবং প্রত্যেক সেটে কোড ভিত্তিক গড় ফলন ও Heterosis% এর Summary table সংযুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, যে সকল জাতগুলোর পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে সে সকল জাতগুলোর ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় বছরের প্রাপ্ত অনস্টেশন ও অনফার্মের Heterosis% এর গড় ফলন একের অধিক অঞ্চলে উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% বেশী হওয়া সাপেক্ষেই সংশ্লিষ্ট জাতগুলোকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য সাময়িক নিবন্ধনের বিধান রয়েছে। পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে অনুরুপভাবে অনস্টেশন ও অনফার্মের ২/৩ বছরের গড় ফলনের Heterosis% বিশ্লেষনের মাধ্যমে ফলাফল উপস্থাপন শেষে সভাপতি মহোদয় ট্রায়ালকৃত ফলাফলের উপর মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান জানান। ড. নাসরিন আক্তার, বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর উল্লেখ করেন যে, একই অঞ্চলে অনস্টেশন ও অনফার্মের এর ফলন কাছাকাছি হওয়া দরকার। এ বিষয়ে ড. সালেহা খাতুন, বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর ও আজিজুল হক, ব্র্যাক একই মত প্রকাশ করেন।

অতপর জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ বলেন যে, বর্তমানে শতাধিক হাইব্রিড জাতের ট্রায়াল বাস্তবায়ন কর হচ্ছে। শতাধিক হাইব্রিড জাতের ট্রায়াল সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা কঠিন। বর্তমান নীতিমালায় নূন্যতম দুইটি অঞ্চলে অনস্টেশণ ও অনফার্মে পৃথক

পৃথক ভাবে চেক জাত থেকে ২০% অধিখ ফলন হওয়া সাপেক্ষে হাইব্রিড জাতকে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে। তিনি হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের জন্য Heterosis % পরিবর্তে সর্বনিম্ন ফলন নির্ধারন বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। এ বিষয়ে জনাব ড. মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি মত প্রদান করেন। জনাব হাবিবুর রহমান, পরিচালক (সরেজমিন) ডিএই উল্লেখ করেন যে, চাষীদের জন্য সংখ্যায় কম হলেও ভাল জাতের বীজ দরকার জনাব এফ আর মালিক বলেন যে, চলতি বৎসরে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জারেত ফলাফল "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি" অনুসরন পূর্বক বিবেচনা করা দরকার। তিনি বর্তমান পদ্ধতিটিকে আরও Update করা দরকার বলেও মতামত প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় বলেন যে, হাইব্রিড জাত মূল্যায়ণ, নিবন্ধণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়টি আরো শক্তিশালী নীতিমালার উপর দাঁড় করানো দরকার এবং সরকারী বেসরকারী জাত মূল্যায়ণ, নিবন্ধণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়টি আরো শক্তিশালী নীতিমালার উপর দাঁড় করানো দরকার এবং সরকারী বেসরকারী প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে কমিটির মাধ্যমে বর্তমান পদ্ধতিটি সংশোধন করা যেতে পারে বলে মতামত দেন।
আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক ২০০৯-২০১০ বোরো মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের গোপনীয় কোড (এসসিএ কর্তৃক সংরক্ষিত) উন্মুক্ত করেন এবং ফলাফল Compilation পূর্বক উপস্থাপন করতে বলেন। অতঃপর Compilation Report উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
সিদ্ধান্ত ঃ ১ (১) ঃ ২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্ঠেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে ২০% এর অধিক হয়ো সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) ইস্পাহানী মার্সেল লিঃ এর আগমনী (JBS-17-4) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্টগাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৩৪ ও এইচ-৫৮০)।

খ) সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ এর রাডার (NK 5017) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৪৯৩ ও এইচ-৫৫১)।

গ) হিমাদ্রী লিঃ এর মনিহার-৫ (LE-008) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্সে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৪৮২ ও এইচ-৬৩২)।

ঘ) হিমাদ্রী লিঃ এর মনিহার-৬ (LE-021) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৩০ ও এইচ-৬২৮)।

ঙ) নর্দান এগ্রিকালচারাল এন্ড ইন্ডষ্ট্রিয়াল কোং লিঃ এর বালিয়া-১ হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৪৯৮ ও এইচ-৬২৩)।

চ) নর্দান এগ্রিকালচারাল এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কোং লিঃ এর মনিহার-৭ (JBS-17-1) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৪৯২ ও এইচ-৫৭৬)।

ছ) নাফকো প্রাঃ লি এর নাফকো-১০৮ (Q 108) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৪৪৭ ও এইচ-৫৯৭)।

জ) মেটাল সীড লিঃ এর সাফল্য-১ (JKRH-401) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৫২৯ ও এইচ-৫৮৪)।

ঝ) মিতালঅ এগ্রো সীড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর মিতালী-১২ (HSN-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫১৭ ও এইচ-৬০৬)।

ঞ) আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন এর রূপালী (HE-88) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো- (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৬১ ও এইচ-৬১৫)।

সিদ্ধান্ত-১ (২) ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসরনে প্রথম বর্ষ পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে প্রথম বছরের ফলাফল বাদ দিয়ে শেষ দুই বছরের গড় ফলন এবং দ্বিতীয় বছরের পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে প্রথম বছরের ফলাফল বাদ দিয়ে শেষ তিন বছরের গড় ফরন বিবেচনায় এনে অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে গড় ফলন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে অঞ্চল ভিত্তিক সাময়িকভাবে ও নিম্ন বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর পুনঃট্রায়ালকৃত মালিতি-৮ (WBR-8) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ১ম বর্ষ পুনঃট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৪৩১ ও এইচ-৬৩৯)। উল্লেখ্য যে এ জাতটি ইতোপূর্বে কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন কর হয়েছে।

খ) আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন লিঃ এর পুনঃট্রায়ালকৃত এইচ বি -৯ (আলোড়ন-২) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ১ম বর্ষ পুনঃট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৭৩ ও এইচ-৬২৭। উল্লেখ যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

গ) ব্র্যাক এর পুনঃট্রায়ালকৃত ব্র্যাক-৫ (শক্তি-২) হাইব্রিড জাতটি রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ১ম বর্ষ পুনঃট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৩৬ ও এইচ-৫৮২। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে)।

শর্তাবলী নিম্নরুপ ঃ
শর্ত ১ ঃ বীজ আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রায়াল আবেদন পত্রে অন্যান্য তথ্যে সাথে উৎস দেশের সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবিত জাতের প্রদত্ত নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

শর্ত ২ ঃ এক বছরের আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত ৩ ঃ যে নামে হাইব্রড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত ৪ ঃ বীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে Suplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকার হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Portarrival report সঠিক সময় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

শর্ত ৫ ঃ পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে কোন জাতকে দুইবারের বেশী পুনঃট্রায়াল করার অনুমতি দেয়া যাবে না।

শর্ত ৬ ঃ হাইব্রিড ধানের জাত বিদেশ থেকে আমদানীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে নিজস্বভাবে উদ্ভাবনীতে উৎসাহিত করা হবে।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৫৭৭৮-১৫৬-৩ এইচআর ১৪ ও বিআর ৫৯৯৯-৮২-৩-২ এইচআর ১ কৌলিক সারি দু'টি যথাক্রমে ব্রি ধান-৫৩ এবং ব্রি ধান-৫৪ হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণ প্রসংগে।
ক) ব্রি ধান-৫৩ ঃ প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৫৩ এর কৌলিক সারিটি বিআর ২৩ জাতের সাথে বিআর ৮৪৭-৭৬-১-১ এর ক্রসের ফলে সৃষ্ট F1 এর সাথে পুনরায় বিআর ১০ এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাতি। ব্রি'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত জাতটি দেশের লবনাক্ত প্রবন অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে যেখানে ৮-১০ ডিএস/মি পর্যন্ত লবনাক্ততা থাকে বিশেষ করে লবনাক্ত চিংড়ি ঘেরে (Brsckish shrimp field) আবাদের জন্য উপযুক্ত। তবে এ জাতটি যেখানে লবনাক্ততা নেই সে জমিতেও চাষ করা যাবে। প্রস্তাবিত জাতটি ব্রি ধান-৪০ ও ব্রি ধান-৪১ থেকে ১২-১৪

দিন আগাম কিন্তু ফলন একই রকম (৪.৫-৫.৫ টন/হেঃ)। এ ধানের চাল মাঝারী সরু এবং ভাত ঝরঝরে। এছাড়া এ জাতের Spikelet এর tip এ এবং Leaf sheath এর গোড়ায় purple colour আছে।

উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ রোপা আমন মৌসুমে দেশের ৩টি অঞ্চলে যথা বরিশাল, যশোর ও চট্টগ্রাম এর ছয়টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

খ) ব্রিধান-৫৪ ঃ প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৫৪ এর কৌলিক সারিটি বিআর ১১৮৫-২বি-১৬-১ এবং বিআর ৫৪৮-১২৮-১-১-৩ এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ব্রি বর্ণনামতে প্রস্তাবিত জাতটি দেশের লবনাক্ত প্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে যেখানে ৮-১০ ডিএস/মি পর্যন্ত লবনাক্ততা থাকে বিশেষ করে লবনাক্ত চিংড়ি ঘেরে (Brsckish shrimp field) আবাদের জন্য উপযুক্ত। তবে এ জাতিটি যেখানে লবনাক্ততা নাই সে জমিতেও চাষ করা যাবে। প্রস্তাবিত জাতটি ব্রি ধান-৪০ ও ব্রি ধান-৪১ থেকে ১০-১২ দিন আগাম কিন্তু ফলন একই রকম (৪.৫-৫.৫ টন/হেঃ)। এ চাউল মাঝারী সরু এবং ভাত ঝরঝরে। এছাড়া এ জাতের চালের মাঝখানে ছোট সাদা দাগ আছে।
উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ রোপা আমন মৌসুমে দেশের ৩টি অঞ্চল যথা বরিশাল, যশোর ও চট্টগ্রাম এর ছয়টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট পাওয়া গিয়েছে। ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্য ও প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট প্রস্তাবিত ব্রিধান ৫৩ ও ব্রিধান ৫৪ জাত সম্পর্কে মতামহ আহ্বান করেন। এ প্রেক্ষিতে ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি উল্লেখিত প্রস্তাবিত জাত দু'টি সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেন।
অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, ব্রি'র তথ্য মোতাবেক দেখা যায় প্রস্তাবিত জাত দু'টির লবন সহিষ্ণুতা, ফলন ক্ষমতা এবং জীবন কাল প্রায় একই রকম। প্রস্তাবিত জাত দু'টির মধ্যে অন্য কোন পার্থক্য আছে কিনা এ বিষয়ে জানতে চান। এ প্রেক্ষিতে ড. ছালেহা খাতুন, প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি উল্লেখ করেন যে, জাত দু'টির জেনেটিক Back ground এ ভিন্নতা রয়েছে। এ ছাড়া প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৫৩ জাতের Spikelet এর tim এ এবং Leaf sheath এর গোড়ায় purple colour আছে এবং প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৫৪ জাতের চালের মাঝখানে ছোট সাদা দাগ আছে যা দিয়ে জাত দু'টি আলাদা করা যাবে। অতঃপর ড. সালাম, প্রাক্তন পরিচালক (গবেষণা) ব্রি জানান যে, প্রস্তাবিত জাত দু'টি কৃষকের অংশগ্রহনের মাধ্যমে আগাম জাত হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে যা লবনাক্ত চিংড়ি ঘেরে আবাদের জন্য উপযুক্ত।

ড. মোঃ খালেকুজ্জআমন, সদস্য পরিচালক (শস্য) প্রস্তাবিত জাত দু'টিকে লবণ সহিষ্ণু জাত হিসেবে বিবেচনার জন্য ট্রায়াল প্লটে কত ডি এস/মি লবনাক্ততা ছিল তার তথ্যাদি সংযোজন করা দরকার বলে মতামত প্রদান করেন। এ বিষয়ে জনাব মোঃ বাছির উদ্দিন, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী একই মত পোষন করেন এবং ট্রায়লকতৃ প্লটের মাটির লবনাক্ততা নিরুপনের জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয় ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি সম্পৃক্ত করার বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, পরিচালক (সরেজমিন) ডিএই, এ জাতের ধান ঝরে পড়ে যায় কি না বা রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় কি না জানতে চাওয়া হলে ব্রি প্রতিনিধি ড. মোঃ রফিুল ইসলাম জানান যে এ জাতের ধান ঝরে পড়ে না এবং ট্রায়াল প্লটে কোন প্রকার রোগবালাই কিংবা পোকামাকড়ের আক্রমন পরিলক্ষিত হয় নাই। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৫৭৭৮-১৫৬-১-৩ এইচআর ১৪ ও বিআর ৫৯৯-৮২-৩-২ এইচআর ১ কৌলিক সারি দু'টি যথাক্রমে ব্রিধান-৫৩ এবং ব্রি ধান-৫৪ নতুন জাত হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ কর্তৃক উদ্ভাবিত আইআর ৬৬৯৪৬-৩ আর-১৪৯-১-১ ও আইআর ৭৩১০৩-বি-১-১-২-১ কৌলিক সারি দু'টি যথাক্রমে বিনা ধান-৮ এবং বিনা ধান-৯ হিসেবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণ প্রসংগে।

ক) বিনা ধান-৮ ঃ বিনা'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত বিনা ধান-৮ এর কৌলিক সারিটি আইআর ২৯ (মধ্যম খাটো, আধুনিক ধানের জত এবং লবনা অসহিষ্ণু) এর সাথে POKKALI (লবন সহিষ্ণু) এর ক্রসের ফলে উদ্ভবিত। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ার পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের

বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে লবনাক্ত জমিতে এবং লবন মুক্ত স্বাভাবিক জমিতে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় লবন সহিষ্ণু জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটি পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত ৮-১০ ডিএস/মি এবং চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মিটার মাত্রায় লবনাক্তাতা সহনশীল। ইহা একটি আলোক অসংবেদণশীল জাত। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা। পরিপক্ অবস্থা পর্যন্ত পাতা ও কান্ডের গোড়ার অংশ সবুজ থাকে। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সেঃমিঃ। এ জাতের জীবনকাল ১৩০-১৩৫ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৬.৭ গ্রাম। ৮-১০ ডিএস/মি লবনাক্ত জমিতে হেক্টর প্রতি ফলন ৪.৫-৫.০ টন এবং লবন মুক্ত স্বাভাবিক জমিতে ৬.৫-৭.৫ টন পর্যন্ত পলন পাওয়া যায়। জাতটি ৮-১০ ডিএস/মি লবনাক্ত অবস্থায় ব্রি ধান-৪৭ এর তুলনায় বেশী ফলন দিয়ে থাকে, লবন সহিষ্ণুতা বেশী এবং প্রায় একই সাথে পাকে এবং বীজ পরিপক্ক অবস্থায় ঝরে পড়ে না।

উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ বোরো মৌসুমে যশোর অঞ্চলের চারটি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৪টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং বাহ্যিকভাবে চেক জাত থেকে প্রস্তাবিত জাতের কোন স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়নি। তবে বিনা কর্তৃপক্ষের বর্ণনা মোতাবেক জেক জাতের মত পাকা অবস্থায় এ জাতের ধান ঝরে পড়ে যায় না। মাঠ মূল্যায়ণ দল থেকেও এ বিষয়ে একই মতামত পাওয়া গিয়েছে। ট্রায়ালকৃত ফলাফল পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়।

খ) বিনা ধান-৯ ঃ বিনা'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত বিনা ধান-৯ এর কৌলিক সারিটি RAEGYEONG (কোরিয়ান আধুনিক ধান জাত) এর সাথে POKKALI B (লবণ সহিষ্ণু জাত) এ ক্রসের ফলে উদ্ভবিত। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে লবনাক্ত জমিতে এবং লবন মুক্ত স্বাভাবিক জমিতে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় লবন সহিষ্ণু জাত হিসেবে চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।
প্রস্তাবিত জাতটি পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত ৮-১০ ডিএস/ম এবং চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মিটার মাত্রায় লবনাক্তাতা সহনশীল। ইহা একটি আলোক অসংবেদনশীল জাত। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা। পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত পাতা ও কান্ডের গোড়ার অংশ সবুজ থাকে। কুশি পর্যায়ে পাতার রং গাঢ় সবুজ থাকে। জাতটির বীজ প্রস্তাবিত বিনা ধান-৮ এবং ব্রিধান-৪৭ এর তুলনায় মোটা এবং খোসার উপরের দাগগুলো স্পষ্ট। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৮৫-৯২ সেঃমিঃ। এ জাতের জীবনকাল ১৩০-১৩৫ দিন (লবনাক্ত জমি)। ১০০০টি পুষ্ট ধঅনের ওজন ২৯.৯ গ্রাম। চাল মাঝারী মোট। ৮-১০ ডিএস/মি লবনাক্ত জমিতে হেক্টর প্রতি ফলন ৪.০০-৪.৫০ টন এবং লবণ মুক্ত স্বাভাবিক জমিতে ৬.৫-৭.০ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। জাতটি অধিখ লবনাক্ত জমিতে (৮-১০ ডিএস/মি) ব্রিধান-৪৭ এর তুলনায় বেশী ফন দিয়ে থাকে এবং বীজ পরিপক্ক অবস্থায় ঝরে পড়ে না।

উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ বোরো মৌসুমে যশোর অঞ্চলের চারটি স্থানে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। ৪টি স্থানের মধ্যে ৩টি স্থানে জাতটিকে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১টি স্থানে খরা জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট DUS Test সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে। তবে Uniformity পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে মাঠ মূল্যায়ণ দলও একই মত প্রদান করেন। ট্রায়ালকৃত ফলাফল পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্য ও প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট প্রস্তাবিত বিনা ধান-৮ ও বিনা ধান-৯ জাত সম্পর্কে মতামত জানতে চান। এ প্রেক্ষিতে ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা প্রস্তাবিত জাত দু'টি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। অতঃপর ড. সালেহা খাতুন, ব্রি গাজীপুর যশোর অঞ্চলের বাগেরহাটের দু'টি স্থানে চেক জাত ব্রি ধান ৪৭ এর ফলন ২.৫ টন/হেঃ ও ২.৭ টন/হেঃ ফলন দেখানো হয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মতামত ব্যক্ত করেন। অতঃপর জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, আঞ্চলিক বহিরাংগন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, যশোর উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত বিনা ধান-৮ জাতটি বাহ্যিক ভঅবে জেক জাত ব্রিধান-৪৭ এর সাথে তেমন কোন পার্ক্য নেই তবে চেক জাত ব্রিধান ৪৭ এর ধান ঝরে পড়ার প্রবনতা থাকলেও প্রস্তাবিত বিনা ধান-৮ এ ধান ঝরে পড়ার প্রবনতা নেই বিধায় এ জাতটিকে ছাড়করণ করা যেতে পারে বলে মতামত দেন। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, পরিচালক (সরেজমিন) ডিএই, উল্লেখ করেন যে, ব্রি ধান-৪৭ এর ধান ঝরে পড়ার প্রবনতা থাকলেও কৃষকরা লবনাক্ত জাত হসেবে এর আবাদ করে আসছে। অপর দিকে বিনাধান-৮ এ ধান ঝরে পড়ার প্রবনতা নাই বিধায় ছাড়করণ করা যেতে পারে বলে তিনি মতামত দেন। অপর দিকে যেহেতু প্রস্তাবিত বিনা ধান-৮ এর একটি parents লবন অসহিষ্ণু ফলে ভবিষ্যতে লবনাক্ত জমিতে এ জাতের ফলন হ্রাসের প্রবনতা থাকবে কিনা ব্রি প্রতিনিধির এ ধরনের মতামতের প্রেক্ষিতে জনাব মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম উল্লেখ করেন যে, গত ৫/৬ বৎসর যাবৎ মাঠ পরীক্ষায় এ ধরনের কোন প্রবনতা পরিলক্ষিত হয় নাই। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন, যে সমস্ত জাত লবণ সহিষ্ণু জাত হিসেবে বিবেচিত হবে সে সকল জাতের মাঠ মূল্যায়ণের সময় মাটিতে কি পরিমাণ লবনাক্ততা আছে তা সঠিকভাবে নিরুপনের জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিকে সম্পৃক্ত করা দরকার বলে পুনরায় মতামত প্রদান করেন। অতঃপর ড. মোঃ খালেকুজ্জামান, সদস্য পরিচালক (শস্য) উল্লেখ্য

করেন যে, ফকিরহাটে একটি স্থানে চেকজাতে ব্রি ধান ৪৭ থেকে প্রস্তাবিত বিনা ধান-৯ এর ফলন অনেক কম। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, কৃষকের মাঠে বিনা ধান-৮ এর সম্পূর্ণ গুনাগুণ বজায় না থাকলেও ৮০ থেকে ৯০ ভাগ গুণাগুণ বজায় থাকা দরকার। অপর দিকে ডিইউএস (DUS) ও মাঠ মূল্যায়ণ উভয় প্রতিবেদনে দেখা যায় মাঠে প্রস্তাবিত বিনা ধান-৯ এর Uniformity নেই। ফলে প্রস্তাবিত বিনা ধান-৯ এর উপর আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা দরকার। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা ও উপস্থিত সদস্যবর্গের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ কর্তৃক উদ্ভাবিত আইআর ৬৬৯৪৬-৩ আর-১৪৯-১-১ কৌলিক সারিটিকে বিনা ধান-৮ নতুন জাত হিসেবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো এবং আইআর ৭৩১০৩-বি-১-১-২-১ কৌলিক সারিটিকে পুনঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ট্রায়ালের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক মূল্যায়িত আলুর তিনটি জাত সাগিটা (Sagitta) স্পুন্টা (Spunta) ও কুইন্সি (Quince) যথক্রমে বারি আলু-৩১, বারি আলু-৩২ বারি আলু-৩৩ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।

ক) বারি আলু-৩১(সাগিটা)ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জার্মপ্লাজম প্রক্রিয়াজাতকরণ/ছাড়করণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত সাগিটা (Sagitta) প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদেন জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়নিনের বিস্তৃতি কম। পাতা মাঝারি ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় কোন এন্থোসায়ানিন নাই। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আল ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলু রং হালকা হলুদাভ, চামড়া মসৃন। আলু শাসের রং হালকা হলুদাভ। চোখ গভীর। বিগত কয়েব বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরীক্ষায় সাগিটার গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩৪-৪২ টন পাওয়া গেলেও ডায়মন্টের ফলন ছিল ২৭-৩৩ মেঃ টন। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩০.২১ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটির সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জানপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলে যথা ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর এর ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানেই চেক জাত ডায়ামন্ট থেকে ফলন বেশী হওয়ায় মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মতামত দেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে এক বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে। ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়।

খ) বারি আলু-৩২(স্পুন্টা)ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রর বর্ণন মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জার্মপ্লাজম প্রক্রিজাতকরণ/ছাড়করণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত স্পুন্টা (Spunta) প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম আকৃতির এবং কিছুটা ছড়ানো। গড়ে ৫/৬ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিন নাই। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু লম্বাকৃতি ও বড়। আলুর রং হলুদাভ। চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং হালকা হলুদাভ এবং চোখ অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় কদেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩২-৪০ টন পাওয়া গেলেও ডায়ামন্টের ফরন ছিল ২৭-৩৩ মেঃ টন। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ২৬.২৯ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মতই।

উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চল যথা ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর এর ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৩টি স্থানে চেক জাত ডায়ামন্ট থেকে ফলন বেশী হওয়ায় মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক জাতটিকে জাড়করণের পক্ষে মতামহ দেন এবং অপর ৩টি স্থানে চেক জাত থেকে অপেক্ষকৃত কম ফলন হওয়ায় মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মতামত দেননি। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে এক বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে। ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়।

গ) বারি আলু-৩৩(কুইন্সি)ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জার্মপ্লাজম প্রক্রিয়াজাতকরণ/ছাড়করণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত করা হয়েছে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত কুইন্সি (Quincy) প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম আকৃতির এবং কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়নিনের আধিক্য মোটামোটি। পাতার মধ্য শিরায় কোন এন্থোসায়ানিন নাই। ৯০-৯৫ দিনে আলু

পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি হতে লম্বাকৃতি। আলুর আকার বড় এবং চামড়ার রং হলুদ। আলুর শাসের রং হালকা হলুদাভ। চোখ অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩১-৪৪ টন পাওয়া গেলেও ডায়ামন্টের ফলন ছিল ২৭-৩৩ মেঃ টন। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ২৯.৪৫ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চল যথা ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর এর ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানেই চেক জাত ডায়ামন্ট থেকে ফলন বেশী হওয়ায় মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মতামত দেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে এক বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট পাওয়া গিয়েছে। ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় সদস্য ও প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে প্রস্তাবিত আলুর তিনটি জাত সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান করেন। এ প্রেক্ষিতে ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু, উধর্ক্তন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি, গাজীপুর উল্লেখিত আলু তিনটি জারেত বিস্তারিত তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। অতঃপর ড. রেজাউল করিম, উপ পরিচালক (মাননিয়ন্ত্রণ), বিএডিসি উল্লেখ করেন যে, উপস্থাপিত তথ্য মোতাবেক দেখা যায় প্রস্তাবিত বারি আলু-৩১ (সাগিটা) এ PLRV ও Rottage loss চেক জাত ডায়মন্ট থেকে বেশী। Ambient condition এ আরও বেশী পরিমান আলু রেখে Rottage loss দেখা যেতে পারে। এ ছাড়া Ambient condition এর পাশাপাশি Cold storage উভয় অবস্থায় সাগিটা Sagitta জাতটি Keeping quality বিএডিসি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এ ছাড়া প্রস্তাবিত অপর দু'টি জাতের মধ্যে তিনটি স্থানে চেক জাত থেকে ফলন কম হওয়ায় মাঠ মূল্যায়ণ দল স্পুন্টা (Spunta) জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে কোন মতামত দেননি। ফলে স্পুন্টা জাতটির বিষয়ে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যেতে পারে এবং সকল স্থানে চেক জাত থেকে বেশী ফলন হওয়ায় ও মাঠ মূল্যায়ণ দলের মতামতের ভিত্তিতে কুইন্সি (Quincy) জাতটিকে ছাড়করণ করা যেতে পারে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা ও উপস্তিত সদস্যবর্গের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক মূল্যায়িত আলুর জাত সাগিটা Sagitta BADC কর্তৃক সংরক্ষণ গুনাগুন (Keeping quality) বিষয়ক প্রতিবেদন প্রদান সাপেক্ষে বারি আলু- ৩১ নতুন জাত হিসেবে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

২) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক মূল্যায়িত আলুর জাত স্পুন্টা (Spunta) বিষয়ে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য সুপারিশ করা হলো। (দায়িত্বঃ টিসিআরসি ও এসসিএ)

৩) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক মূল্যায়িত আলুর জাত কুইন্সি (Quincy) বারি আলু-৩২ নতুন জাত হিসেবে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বিবিধ (ক) গম বীজের অংকুরোদগম মান সর্বনিম্ন ৮০% নির্ধারণ।

খ) আলুর জাত ছাড়করণে সহজীকরণ পদ্ধতি নির্ধারণের নিমিত্তে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ।

গ) গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বেসরকারী/প্রাইভেট সেক্টর কর্তৃক উদ্ভাবিত ইনব্রিড ধানের জাত ছাড়করণের বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ।

ঘ) হাইব্রিড গমের মূল্যায়ণ ও নিবন্ধণ পদ্ধতি বিষয়ে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ণ।

ঙ) ধানে জিরাশাইল জাতটি স্থানীয় জাত হিসেবে তালিকাভুক্তকরণ।

ছ) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর অনুকূলে নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান এলপি-০৫ জাতটির বাণিজ্যিক নাম "মহারাজ" এবং এলপি-৭০ এর বাণিজ্যিক নাম "যুবরাজ" রাখার আবেদন করেছেন।

জ) সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ এর হীরা-১০ (SHD 41) হাইব্রিড জাতটির বাণিজ্যিক নাম সংযুক্ত করণ।

ঝ) ব্র্যাকের নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান জাত আলোড়ন ২ (HB09) জাতটির বাণিজ্যিক নাম "সাথী" সংযুক্ত করণ।

সিদ্ধান্ত ঃ উল্লেখিত বিবিধ আলোচ্য বিষয়ের ক থেকে ঝ ক্রমিক পর্যন্ত বিষয়গুলো কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিতসকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ বছির উদ্দিন)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ ওয়ায়েস কবীর)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬৬তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬তম সভা ২৭/২/২০১১খি. তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব মোঃ বাছির উদ্দিন, সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, উপ পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৫তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৫তম সভা গত ০৩/৮/২০১০খ্রি. তারিখ ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১৭/৮/২০১০ তারিখের ১০৫৩ (১৬) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরনীর বিষয়ে অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় উপস্থি সদস্যবৃন্দ কোনরূপ মতামত বা মন্তব্য না থাকায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৫তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ আমন/২০১০-২০১১ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আমন/২০১০-১১ মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান (১) বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর ১টি জাত (ক) অ্যারাইজ ধানী (এইচ ০৭০০২, ২য় বর্ষ) (২) পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এ ২টি জাত (ক) পেট্রোআমন- ১২৫ (Pioneer 27P88) খ) পেট্রোআমন-১৩০ (Pioneer PHB 71, ২য় বর্ষ) ৩) পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর ২টি জাত (ক) মুক্তি-১ (HB 12, ২য় বর্ষ) (৫) সুপ্রিম সীড কোং লিঃ এর ১টি জাত (ক) সুবর্ণ-৮ (HS-49) (৬) সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ এর ২টি জাত (ক) চিতা (HK 9154) (খ) রেঞ্জার (HK 303) (১০) নর্থ সাউথ লিঃ এর ২টি জাত (ক) টিয়া (HTM 707, ২য় বর্ষ) (খ) গোল্ড (HTM 303) (১০) নর্থ সাউথ লিঃ এর ২টি জাত (ক) টিয়া (HTM 707, ২য় বর্ষ) (১২) টেক এডভান্টেজ লিঃ এর ১টি জাত (ক) এগ্রোজি-২০০ (MR-14), ২য় বর্ষ) মোট ১২টি প্রতিষ্ঠান/হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানীর ১৬টি হাইব্রিড জাতের সাথে ব্যবহৃত চেকজাত ব্রি ধান-৩১ ও ব্রি ধান-৩৯ (পর্যবেক্ষণ চেকজাত) সহ সর্বমোট ১৮টি জাতের ট্রায়ালের উদ্দেশ্যে (এসসিএ প্রদত্ত কোড নম্বর এইচ-৬৬৪ থেকে এইচ-৬৮১ পর্যন্ত চেক জাতসহ) দেশের ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে অনষ্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়াল বাস্তবায়নের পর মাঠ মূল্যায়ণ সম্পন্ন করা হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে সকল জাতগুলো পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে সে সকল জাতের ক্ষেত্রে ১ম এবং ২য় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis% এর গড় উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% এর অধিক পাওয়ার ভিত্তিতে (একের অধিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে) সাময়িক নিবন্ধনের বিধান রয়েছে। ট্রায়ালকৃত জাতসমুহের প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা ও বিস্তারিত আলোচনার জন্য আহ্বান করা হলে ড. খায়রুল বাসার, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর উল্লেখ করেন যে, হাইব্রিড জাত নিবন্ধনের জন্য পলনের একটি নির্দিষ্ট Range থাকা প্রয়োজন। আজকের প্রেক্ষাপটে Standard check ইনব্রিড জাতের ধারনা বাদ দেয়া প্রয়োজন। ড. উজ্জল কুমার নাথ প্রফেসর ও প্রধান জেনেটিক্স এন্ড প্লান্ট ব্রিডিং বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ উল্লেখ করেন যে, Standard Check যে কোন একটি হাইব্রিড জাত দেয়া যেতে পারে। ড. খালেকুজ্জামান আকন্দ, পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বলেন যে, একটি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে Standard ফলনের Range কত হবে তা নির্ধারিত করা যেতে পারে। ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় একমত পোষন করেন। জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রিম সীড কোং উল্লেখ করেন যে, এ পর্যন্ত হাইব্রিড ধানের অনেকগুলো জাত নিবন্ধিত হয়েছে। এখন নিবন্ধনের জন্য ইনব্রিড জাতের Standard Check পদ্ধতির বদলে একটি নির্দিষ্ট ফলন বেধে দেয়া যেতে পারে। আলোচনা শেষে ট্রায়াল এর ১৬টি জাতের ফলাফল পর্যালোচনা করে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিক হওয়া সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে আমন মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর ১টি জাত (ক) অ্যারাইজ ধানী (এইচ ০৭০০২) ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ- ৫৪৫ ও এইচ-৬৬৯)।

খ) ব্র্যাক এর ১টি জাত (ক) মুক্তি-১ (HB12) ময়মনসিংহ, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৫৪৯ ও এইচ-৬৭৮)।

শর্ত ১ ঃ বীজ আমদানী কারক প্রতিষ্ঠান কতৃক ট্রায়াল আবেদন পত্রে অন্যান্য তথ্যের সাথে উৎস দেশের সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবিত জাতের প্রদত্ত নাম অবশ্যই উরে্লখ করতে হবে।

শর্ত ২ ঃ এক বছরে জন্য আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত ৩ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করাহবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত ৪ ঃ বীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত M0U ও Port arrival report সঠিক সময় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

শর্ত ৫ ঃ পুনঃ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে কোন জাতকে দুইবারের বেশী পুনঃট্রায়াল করার অনুমতি দেয়া যাবে না।

শর্ত ৬ ঃ হাইব্রিড ধানের জাত বিদেশ থেকে আমদানীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে নিজস্বভাবে উদ্ভাবনীতে উৎসাহিত করা হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আইআর ৭৩৬৭৮-৬-৯বি (AS 996) কৌলিক সারিটি ব্রিধান ৫৫ হিসেবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণ প্রসংগে।

ব্রি ধান ৫৫ঃ প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৫৫ এর কৌলিক সারিটি আইআর ৭৩৬৭৮-৯বি (AS996)। ব্রি'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি (AS996 নামে ভিয়েতনামের একটি জাত) আইআরআরআই থেকে প্রাপ্ত হয়ে প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে ব্রি ধান ২৮ জাত থেকে ৫দিন নাবী এবং প্রায় ১ টন/হেঃ বেশী ফলন প্রদান করায় জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এটি আউশ মৌসুমেরও ৫.০-৫.৫ টন/হেঃ ফলন দিতে সক্ষম। ব্রি ধান ৫৫ এর পাতা গাঢ় সবুজ রঙের, ডিগ পাতা খাড়া, চাল চিকন ও লম্বা, সারা দেশে বোরো এবং আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য উপযোগী। যেখানে মধ্যম মানের লবনাক্ততা (৮-১০ ডিএস/মি.), খরা এবং ঠান্ডা সমস্যা দেখা যায় সেখানেও এ জাতটি আবাদের জন্য উপযুক্ত। ব্রি ধান ৫৫ এ রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন প্রচলিত জাত এর চেয়ে কম হয়।

উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ বোরো মৌসুমে দেশের ৫টি অঞ্চল যথা ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর ও রাজশাহী এর নয়টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৯টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিম করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট পাওয়া গিয়েছে।

প্রস্তাবিত জাত ব্রি ধান ৫৫ এর ব্যপারে ড. রফিকুল ইসলাম, পিএসও, ব্রি, গাজীপুর সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে সভার সকল সদস্যগণকে অবহিত করেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, মধ্যম মাত্রার লবনাক্ততা সহিষ্ণু জাত, আউশ মৌসমে জীবনকাল মাত্র ১০৫ দিন কিন্তু ৫-৫.৫ টন/হেঃ ফলন দিতে সক্ষম। বোরো মৌসুমে ব্রিধান ২৮ থেকে ৫ দিন নাবী হলেও ১ টন ফলন বেশী দিয়ে থাকে। ড. উজ্জল কুমার নাথ উল্লেখ করেন যে Mean data দিয়ে জাত ছাড়করণ করা যেতে পারে তবে বিভিন্ন Location এ Standard deviation দুইটি জাতের মধ্যে তেমন Singnificant হবে না। এ ব্যাপারে ড. ছালাম, প্রতিনিধি ব্র্যাক বলেন যে, Standard deviation যাই হোক প্রস্তাবিত জাতের ফলন ৬-৭ টনের মধ্যে থাকছে যেখানে ব্রি ধান ২৮ এ ফলন হেক্টর প্রতি ৫-৬ টন। ফলে তিনি বেশী ফলন বিবেচনা করে ছাড়করণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে মহা-পরিচালক, ব্রি একই মত প্রকাশ করেন। ড. ছালেহা খাতুন, সিএসও এবং বিভাগীয় প্রধান, প্রজনন বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাতের চেয়ে বিশেষ কতগুরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে; কম হেলে পড়া, ডিগ পাতা খাড়া, ফলন অঞ্চল ভিত্তিক ১ টন বেশী, লম্বা চাল প্রভৃতি। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বির্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত জাতটি চেকজাত থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে IRRI থেকে প্রাপ্ত (AS996 নামের ভিয়েতনামের একটি জাত) আই আর ৭৩৬৭৮-৬-৯বি সারিটি নতুন জাত ব্রিধান ৫৫ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ বিবিধ ঃ- (ক) গম প্রজনন বীজের অঙ্কুরোদগম মান সর্বনিম্ন ৮০% নির্ধারণ ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭২ তম সভার আলোচ্য সূচী ৭ মোতাবেক গম ফসলের প্রজনন বীজসহ ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও টিএলএস বীজের সর্বনিন্ম অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা শতকরা কতভাগ হবে তা জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি পর্যালোচনা করে মতামতসহ বোর্ডের পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত রয়েছে। বর্তমানে গমের প্রজনন বীজের সর্বনিম্ন অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা শতকরা ৮৫ ভাগ এবং ভিত্তি ও প্রত্যাতিয় শ্রেণীর গম বীজের সর্বনিম্ন অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ। তবে বারির প্রতিনিধি কর্তৃক উক্ত সভায় গমের মৌল বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা সাধারনতঃ শতকরা ৮০ ভাগ বা তার বেশী হলেই উত্তম বীজ বলে ধরা হয়। বিশেষ পরিস্থিতিতে গম বীজের সংকট হয় এবং সে কারণে ব্রিডার বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৮০% করার প্রস্তাব করা হয়। অতঃপর গমের মৌল বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বর্তমানে সর্বন্মিন ৮৫% এর স্থলে ৮০% নির্ধারণ করার বিষয়ে আলোচনার শুরুতে জনাব শাহ আলম, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ) বিএডিসি বলেন যে, ব্রিডার বীজ ৮৫% এর নীচে নামানো ঠিক হবে না। বিশেষ পরিস্থিতিতে সভা করে কম অঙ্কুরোদগম সম্পন্ন লটের অনুমোদন নেয়া যেতে পারে। ড. খায়রুল বাসার, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে, গমের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার হার কমানো না হলে বিশেষ সভা করে কম অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন গমের লটের অনুমোদন নিলে আইন ভঙ্গ করার শামিল হতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ আপাততঃ গমের প্রজনন বীজের সর্বনিম্ন অংকুরোদগম ক্ষমতা পূর্বের ন্যায় শতকরা ৮৫ ভাগই বহাল থাকবে।

খ) আলুর জাত ছাড়করণ সহজীকরণ পদ্ধতি নির্ধারণের নিমিত্তে গঠিত আহবায়ক কমিটি কর্তৃক প্রনয়ণকৃত একটি কর্মপরিকল্পনা ঃ
আলু জাত ছাড়করণ সহজীকরণ পদ্ধতি সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে জনাব আনোয়ারুল হক, এসএসবি, সীড ম্যানস সোসাইটি অব বাংলাদেশ উল্লেখ করেন যে, আলুর জাত ছাড়করণে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নীরিক্ষার জন্য বর্তমানে ৪ (চার) বৎসর সময় লাগে। এর মধ্যে শুধু চতুর্থ বছর মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক মূল্যায়ণ করা হয়। এ ছাড়া, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে লনেক জাত বাতিল করা হয়।

এ বাতিলের বিষয়টি আমদানীকারী প্রতিষ্ঠানকে জানানো হয় না। তিনি দ্বিতীয় বর্ষ থেকে মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক ট্রায়াল মূল্যায়ণের প্রস্তাব করেন এবং কোন জাত বাতিল হতে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করার অনুরোধ করেন। এ প্রসংগে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে কোন জাত ট্রায়াল থেকে বাতিল করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তা জানানো যেতে পারে। পরিচালক গবেষণা, বারি বলেন যে, নিবন্ধনের জ্য প্রতিবছরাই আলু বিভিন্ন জাত আমদানী করা হয়। ফলে জাত ছাড়করণে ৪ বছর কাল কোন সমস্যা হবে না। এ বিষয়ে উপ কমিটি প্রনীত আলুর জাত ছাড়করণের সহজীকরণের পদ্ধতি সুপারিশ মালা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ উপ কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত আলুর জাত ছাড়করণে সহজীকরণ বিষয়ক সুপারিশমালা অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো। (সংযুক্ত ঃ সুপারিশমালা)

গ) গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বেসরকারী/প্রাইভেট সেক্টর কর্তৃক উদ্ভাবিত ইনব্রিড ধানের জত ছাড়করণের বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ ঃ
বেসরকারী/প্রাইভেট সেক্টর কর্তৃক উদ্ভাবিত ইনব্রিড ধানের জাত ছাড়করণের বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নের নিমিত্তে গঠিত আহবায়ক কমিটি কর্তৃক প্রনয়ণকৃত পরিকল্পনাটি সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় কমিটির আহবায়ক জনাব আঃ ছালাম প্রাক্তন পরিচালক (গবেষণা) ব্রি কে উক্ত কর্ম পরিকল্পনাটি সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর জনাব আঃ ছালাম প্রাক্তন পরিচালক (গবেষণা) ব্রি উক্ত কর্মপরিকল্পনাটি সভায় উপস্থান করেন এবং উল্লেখ করেন যে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে Notified ফসলের জাত উদ্ভাবন ও ছাড়করণের সুযোগ বীজ নীতিতে দেয়া আছে কিন্তু এ বিষয়ে বীজ আইনেও উল্লেখ থাকা দরকার। তা ছাড়া ভবিষ্যত বজি নীতির আলোকে বীজ আইন সংশোধনের সুযোগ রয়েছে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ উপ কমিটি কর্তৃক প্রনীত কর্ম পরিকল্পনাটি বিবেচনার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

ঘ) হাইব্রিড ধানের অনুরূপ হাইব্রিড গমের মাঠ মূল্যায়ণ ও নিবন্ধন পদ্ধতি বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনা তৈরী প্রসংগে।
এ ব্যাপারে আলোচনা কালে জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রিম সীড কোং বলেন যে, হাইব্রিড গমের Heterosis % ১০-১২% এর বেশী হওয়া প্রায় অসম্ভব কিন্তু সুপারিশ মালায় Heterosis % কমপক্ষে Standdard Check থেকে শতকরা ২০ ভাগ বেশী হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ বিষয়টি Review এর জন্য সংশ্লিষ্ট উপ কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হলো।

ঙ) ধানের জিরা শাইল জাতটি স্থানীয় জাত হিসেবে তালিকাভুক্তকরণ ঃ

উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নওগাঁ গত ১৭/২/২০১০ইং তারিখে ৪৩৫ সংখ্যক স্মারকমূলে জিরা শাইল জাতটি স্থানীয় জাত হিসেবে অর্ন্তভুক্তির জন্য অনুরোধ করেন। পত্র মোতাবেক দেখা যায় বর্তমানে নওগাঁ জেলায় আমন ও বোরো মৌসুমে শতকরা ১৯ ভাগ জমিতে উক্ত জিরাশাইল জাতের আবাদ হচ্ছে। এ জাতের চাল চিকন এবং জীবনকাল ১৩৫-১৪০ দিন পর্যন্ত। মাঝারী উচুঁ জমিতে আবাদ উপযোগী। এ জাতের ভাত সুস্বাদু এবং অন্যান্য জাতের তুলনায় এর বাজার মূল্য বেশী হওয়ায় কৃষকদের মাঝে খুবই জনপ্রিয়। এ প্রেক্ষিতে আলোচনান্তে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ Local Improved variety (LIV) হিসেবে তালিকাভূক্ত করা যেতে পারে।

চ) নেরিকা ধানের ট্রায়াল প্লট স্থাপনের মাধ্যমে বীজ পরিবর্ধন এবং পরিকল্পনা গ্রহন প্রসংগে ঃ

বিএডিসি কর্তৃক নেরিকা ধানের ট্রায়াল প্লট স্থাপনের মাধ্যমে বীজ পরিবর্ধন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ ব্যাপারে বিএডিসি এর ১৪/১১/১০ইং তারিখের ২০১০-৪৭ নং স্মারকে মাধ্যমে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে উক্ত ধানের মাঠ পরিদর্শনসহ পদ্ধতিগত সহযোগিতা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায় যে, উল্লিখিত জাতের ধানের জীবনকাল যদিও কম কিন্তু ফুল আসে অনিয়মিত (Irregular) এবং ফলনও কম হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইনব্রিড নেরিকা জাত নটিফাইড ফসল বিধায় অন্যান্য ধান ফসলের অনুরূপ নিম্নবর্ণিত বিধির আলোকে পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। (ক) The Seed Rules 1998 এর Form-1 পুরনপূর্বক অঞ্চল ভিত্তিক ট্রায়াল স্থাপন করতে হবে এবং একই rule অনুযায়ী DUS Test করতে হবে।

ছ) The Seeds (Amendment) Act, 2005 এর মোতাবেক Section-5 (6) অনুসরণ করতে হবে। এ বিষয়ে জনাব মোঃ শাহ আলম, জিএম (বীজ), বিএডিসি জানান যে, এ বিষয়ে তাদের কার্যক্রম চলছে যার আরো পর্যবেক্ষন দরকার। তা ছাড়া জনাব দুলার চন্দ্র সরকার, পরিচালক (সরেজমিন) ডিএই, খামারবাড়ী বলেন যে, পাহাড়ী এলাকায় জুম চাষাবাদে নেরিকা ধানের ফলন ভাল ফলন দিয়ে থাকে বলে মত প্রকাশ করেন। সভাপতি মোহদয় এ বিষয়ে একমত প্রকাশ করে আরো তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আরো ফিল্ড Observation বাস্তাবায়নের মাধ্যমে অধিকতর তথ্য সংগ্রহ করে দেশের বিদ্যমান আইন বিবেচনা করে পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে বিএডিসি-কে যে কোন ধরণের পদ্ধতিগত সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

জ) হাইব্রিড ধান লিলি-১০ (CN-8101) জাতটির বাণিজ্যিক নাম "লিলি লক্ষ্মী" ও ব্র্যাকের নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান জাত আলোড়ন ২ (HB09) জাতটির বাণিজ্যিক নাম "সাথী" রাখার আবেদন করেছেন। এ প্রেক্ষিতে আলোচনান্তে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ নাম পরিবর্তনের আবেদন বিবেচনা করা যাবে না।

ঝ) হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতিতে অংশ গ্রহনের জন্য এন্ট্রি ফি প্রদান প্রসংগে।

এ প্রেক্ষিতে আলোচনান্তে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ হাইব্রিড ধানের জতা মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতির আলোকে ট্রায়ালে অংশগ্রহনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ২ বৎসরের জন্য শুধু মাত্র একবার এন্ট্রি ফি নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে এন্ট্রি ফি পুনরায় জমা দিতে হবে।

ঞ) হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি সংশোধন।

এ সংক্রান্ত পূর্বে কমিটির সুপারিশ বিবেচনায় এনে নতুন কমিটির মাধ্যমে আরো Update করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ বছির উদ্দিন)
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
ও
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ ওয়ায়েস কবীর)
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫
ও
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬৭তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৭তম সভা ০১/৮/২০১১ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডে এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব মো: বছির উদ্দিন, সদস্য সবিচ, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, উপ পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থি সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬তম সভা গত ২৭/০২/২০১১ইং তারিখ ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১৫/৩/২০১১ তারিখের ৪০৩ (১৬) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরনীটির উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট হতে মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের কোনরূপ মতামত বা মন্তব্য না থাকায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬তস সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কর্তৃক কারিগরি কমিটির ৬৬তম সভার সিদ্ধাসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি। বিগত ০১/৮/২০১১ তারিখে কারিগরি কমিটির ৬৬তমস সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সকল সদস্যবৃন্দকে অবগত করানো হয়।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বোরো/২০১০-২০১১ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বোরো/২০১০-২০১১ মৌসুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ ৪৩টি হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানীর সর্বমোট, ৭৪ (১ম বর্ষ ২২টি, ২য় বর্ষ ৪২টি এবং পুনঃট্রায়ালকৃত ১০টি) হাইব্রিড ধানের জাত দেশের ৬টি অঞ্চল যথা ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্রগাম, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর এর অনস্টেশন ও অফার্মে মোট ১২টি লোকেশনে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ট্রায়াল সুষ্ঠু ভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে উল্লেখিত ৮৪টি জাত (চেকজাতসহ) ৫টি সেটে বিভক্ত করে প্রত্যেক সেটে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিন পর্যন্ত) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৮ এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের উধের্ক্ষ) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৯ চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করে উল্লেখিত ৫টি সেটে যথাক্রমে A সেটে ১৭টি জাত (কোড নং এইচ-৬৮২ থেকে এইচ-৬৯৮), B সেটে ১৭টি জাত (কোড নং এইচ-৬৯৯ থেকে এইচ-৭১৫), C সেটে ১৭টি জাত (কোড নং এইচ-৭১৬ থেকেএইচ-৭৩২), D সেটে ১৭টি জাত (কোড নং এইচ-৭৩৩ থেকে এইচ-৭৪৯) এবং E সেটে ১৬টি জাত (কোড নং এইচ-৭৫০ থকে এইচ-৭৬৫) সর্বমোট ৮৪টি জাতের (চেকজাতসহ) ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চরের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক যথাসময়ে উল্লেখিত ট্রায়াল সমূহের মাঠ মূল্যায়িত হওয়ার পর প্রাপ্ত ফলাফল "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি" অনুসরনপূর্বক এস সি এ কর্তৃক বিশ্লেষন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতের লোকেশনওয়ারী প্রাপ্ত জীবনকালের ভিত্তিতে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিন পর্যন্ত) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৮ জাতের সাথে এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের উধের্ক্ষ) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৯ জাতের সাথে Heterosis% বিশ্লেষন পূর্বক গড় ফলন ও Heterosis % এর Summary table তৈরী করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যে সকল জাতগুলোর পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে সে সকল জাতগুলোর ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় বছরের প্রাপ্ত অনস্টেশন ও অনফার্মে Heterosis% এর গড় ফলন একের অধিক অঞ্চলে উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% বেশি হওয়া সাপেক্ষেই সংশ্লিষ্ট জাতগুলোকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য সাময়িক নিবন্ধনের বিধান রয়েছে। পুনঃ ট্রায়ারের ক্ষেত্রে অনুরুপভাবে অনস্টেশণ ও অনফার্মের শেষ দুই বছরের গড় ফলনের Heterosis% বিশ্লেষনের মাধমৈ ফলাফল উপস্থাপন শেষে সভাপতি মহোদয় ট্রায়ালকৃত ফলাফলের উপর মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান জানান। আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক ২০০৯-২০১০ বোরো মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের গোপনীয় কোড (এসসিএ কর্তৃক সংরক্ষিত) উন্মুক্ত করা হয় এবং ফলাফল Compilation পূর্বক উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর Compilation Report উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে নিরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ১ (১) ঃ ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধঅনের ট্রায়ালকৃত অনস্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে ২০% এর অধিক হয়ো সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয়।

ক) সুরভী এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর সুরা (FLHR014) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৬৫৬ ও এইচ-৭০৩)।

খ) মালিক এন্ড মালিক সীড কোঃ এর স্বর্ণ-১ (FL-2000-6) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৬৫২ ও এইচ-৭২২)।

গ) বেলী এগ্রো লিঃ এর বেলী-১ (BA-1) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৮৭ ও এইচ-৭৫৭)।

ঘ) বায়র ক্রপ সায়েন্স লিঃ এর সিজেওয়াই-৫২৭ (CJY-527) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিঙহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৬১১ ও এইচ-৭১২)।

ঙ) ব্র্যাক এর রূপালী-৭ (GB-0102) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৬৫৪ ও এইচ-৭৩৭)।

চ) ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার লিঃ জনকরাজ (SQR-6) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৭৩ ও এইচ-৬৯২)।

ছ) ইস্পাহানী মার্শেল লিঃ এর নবীন (IS-1) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৭৭ ও এইচ-৬৯৬)।

জ) ইস্পাহানী মার্শেল লিঃ এর দূর্বার (IS-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৬৩০ ও এইচ-৬৯৮)।

ঝ) ষ্টার পার্টিকেল বোর্ড এর পারটেক্স হারভেষ্ট সুপার হাইব্রিড-৪ (JKRH-1220) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৬২১ ও এইচ-৭১৫)।

ঞ) আলফা সীড ইন্টরন্যাশনাল এর হাইব্রিড গোল্ডেন রাইচ-২ হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৫৮১ ও এইচ-৬৯৫)।

চ) সুপ্রিম সীড কোঃ লে এর সূবর্ণ-৩ (RH-664) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৫৮৮ ও এইচ-৭৬৪)।

সিদ্ধান্ত ১ (২)ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসরনে প্রথম বর্ষ পুনঃট্রায়ালে ক্ষেত্রে প্রথম বছরের ফলাফল বাদ দিয়ে শেষ দুই বছরের গড় ফলন বিবেচনা করে অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে গড় ফলন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে অঞ্চল ভিত্তিক সাময়িকভাবে ও ন্মিন বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয় ঃ

ক) ইস্পাহানী মার্শেল লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত আগমনী (JBS-17-4) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ কর াহয় (২য় বর্ষ পুনঃট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৩৪ ও এইচ-৭০৫)। উল্লেখ্য যে এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

খ) ব্র্যাক এর পুনঃট্রায়ালকৃত শক্তি-২ (ব্র্যাক-৫) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ পুনঃট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৩৬ ও এইচ-৭৩১)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

গ) ব্র্যাক এর পুনঃট্রায়ালকৃত শক্তি-৩ (ব্র্যাক-৬) হাইব্রিড জাতটি রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ পুনঃট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৫০ ও এইচ-৭৫৪)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঘ) ব্র্যাক এর পুনঃট্রায়ালকৃত ইহৈচ বি-৯ (আলোড়ন-২) হাইব্রিড জাতটি যশোর ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্দনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ পুনঃট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৬২৭ ও এইচ-৭২৫)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঙ) আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন এর পুনঃট্রায়ালকৃত রূপালী (HE-88) হাইব্রিড জাতটি রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ পুনঃট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৬১৫ ও এইচ-৭৪৯)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

চ) আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন এর পুনঃট্রায়ালকৃত মেঘনা (HE-25) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে নিব্নধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ পুনঃট্রায়াল যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৬৪১ ও এইচ-৭৩২)।

ছ) গেটকো এগ্রোভিশন লিঃ এর পুনঃট্রায়ালকৃত রূপসী বাংলা-১ হাইব্রিড জাতটি ঢাকা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপরিশ করা হয় (২য় বর্ষ পুনঃট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-২০৫ ও এইচ-৭১৬)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ

শর্ত ১ ঃ বীজ আমদানী কারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রায়াল আবেদন পত্রে অন্যান্য তথ্যের সাথে উৎস দেশের সংশ্লিষট উদ্ভাবিত জাতের প্রদত্ত নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

শর্ত ২ ঃ এক বছরের আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা উল্লেখ করতে হবে।

শর্ত ৩ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত ৪ ঃ বীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে সরবরাহকৃত কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report সঠিক সময়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

শর্ত ৫ ঃ পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে কোন জাতকে দুইবারের বেশী পুনঃট্রায়াল করার অনুমতি দেয়া যাবে না।

শর্ত ৬ ঃ হাইব্রিড ধানের জাত বিদেশ হতে আমদানীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে নিজস্বভাবে উদ্ভাবনীকে উৎসাহিত করা হবে।

শর্ত ৭ ঃ নামকরণের নীতিমালা মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আইআর ৭৪৩৭১-৭০-১-১ ও বিআর ৭৮৭৩-৫* (NIL)-৫১-এইচআর ৬ কৌলিক সারি দু'টি যথাক্রমে ব্রিধান-৫৬ এবং ব্রি ধান-৫৭ হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণে প্রসংগে।

(ক) ব্রিধান-৫৬ ঃ প্রস্তাবিত ব্রিধান-৫৬ এর কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপাইন এর IR 55419-4 এবং WAY RAREM নামক স্থানীয় খরাসহিষ্ণু জতের সাথে দুইবার পশ্চাৎ সংকরায়ন BC_2F_1 করে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ব্রি বর্ণনামতে প্রস্তাবিত জাতটি আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি বিআর-১১ এর চেয়ে লম্বা। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা। পাতার রং গাঢ় সবুজ। গাছের উচ্চতা ১১৫ সে.মি. এবং জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন। এ জাতটি খড়া সহনশীল। প্রজনন পর্যায়ে ১০-১২ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোন ক্ষতি হয় না। সে সময় Perch Water Table depth ভূপৃষ্ঠ (surface) থেকে ৭০-৮০ সে.মি নিচে থাকলে এবং মাটির আর্দ্রতা ২০% এর নীচের হলেও এ জাতটি হেক্টরে সর্বোচ্চ ৩.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম। পাকা ধানের রং লালচে। চারের আকার আকৃতি লম্বা ও মোটা এবং রং সাদা। উক্ত জাতটি ১০১০-১১ রোপা আমন মৌসুমে দেশের ৩টি অঞ্চল যথা ঢাকা, যশোর ও রাজশাহী এর ছয়টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৫টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১টি স্থান হতে কোন মতামত দেয়া হয়নি। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত থেকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবি জাত ব্রিধান-৫৬ এর ব্যাপারে ড. তমাললতা আদিত্য, সিএসও, ব্রি, কুমিল্ল সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে সভাকে অবহিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, খরা সহিষ্ণু জাত হিসেবে সকল গুনাবলি জাতটিতে

বিদ্যমান রয়েছে। ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ প্রফেসর, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ প্রস্তাবিত জাতটি চেকজাত থেকে সার্বিক বিবেচনায় উত্তম ও খরা সহিষ্ণু বিধায় ছাড়করণের পক্ষে মতামত দেন। ড. গোপাল চন্দ্র পাল, মহা পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী প্রস্তাবিত জাতটির পক্ষে একইমত প্রকাশ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আইআর ৭৪৩৭১-৭০-১-১ কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৫৬ নামে নতুন জাত হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

খ) ব্রিধান-৫৭ ঃ প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৫৭ এর কৌলিক সারিটি BR7873-5* (NIL)-51-HR6। কৌলিক সারিটি বিআর-১১ এবং INGER এর মাধ্যমে প্রাপ্ত লাইন CR146-7027-224 এর সাথে পাঁচবার পশ্চাৎ সংকরায়ন (BC_5F_1) করে বংশানুক্রমে সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ব্রি বর্ণনামতে প্রস্তাবিত ধানের দানা চিকন এবং অগ্রভাগ অনেকটা সোজা। অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি বিআর-১১ এর চেয়ে একটু লম্বা। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা। পাতার রং ফ্যাকাশে সবুজ। গাছের উচ্চত ১১০-১১৫ সে.মি এবং জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন। এ জাতটি খরা সহনশীল। প্রজনন পর্যায়ে ৮-১০ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোন ক্ষতি হয় না। সে সময় Perch Water Table depth ভূপৃষ্ঠ (Surface) থেকে ৭০-৮০ সে.মি নিচে থাকলে এবং মাটির আর্দ্রতা ২০% এর নীচে হলেও এ জাতটি হেক্টরে সর্বোচ্চ ৩ টন ফলন দিতে সক্ষম। পাকা ধানের রং খড়ের মত। চালের আকার আকৃতি প্রচলিত জিরাশাইল এবং মিনিকেট চালের মত। উক্ত জাতটি ২০১০-১১ রোপা আমন মৌসুমে দেশের ৩টি অঞ্চল যথা ঢাকা, যশোর ও রাজশাহী-এর ছয়টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ২টি স্থানেরজাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এং ৪টি স্থানে জাতটিকে পুনঃট্রায়ারের জন্য মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত থেকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্র পাওয়া গিয়েছে।
প্রস্তাবিত জাত ব্রিধান-৫৭ এর ব্যাপারে ড. তমাললতা আদিত্য, সিএসও, ব্রি, কুমিল্লা সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে সভাকে অবহিত করেন।

তিনি উল্লেখ করেন যে, খরা সহিষ্ণু জাত হিসেব সকল গুনাবলি জাতটিকে বিদ্যমান রয়েছে। ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ, প্রফেসর, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভগা, বিএইউ, ময়মনসিংহ বলেন যে, Near Isogenic line (NIL) হিসেবে বিআর-১১ ধানের মতই হওয়ার কথা ছিল কিন্তু জাতটি বিআর-১১ জাত হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে NIL হিসেবে সঠিক বলে প্রতিয়মান হচ্ছে না এবং নতুন জাত হিসেবে গণ্য হতে পারে না। এ প্রেক্ষিতে ড. তমাললতা আদিত্য, সিএসও, ব্রি, কুমিল্লা উল্লেখ করেন যে, BC_5F_1 পশ্চাৎ সংকরায়ণ মাধ্যমে প্রাপ্ত লাইনটির অন্যতম parent লাইন CR146-7027-224 এর বৈশিষ্ট বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত জাতটি বিআর-১১ এর NIL নয়। ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ বলেন যে, পেরেনট লাইন CR146-7027-224 এর NIL হলে ঠিক আছে। ড. গোপাল চন্দ্র পাল, মহা পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী উল্লেখ করেন প্রস্তাবিত জাতটির কিছু সীমাবদ্ধ থকারেও আমাদের দেশে আমন মৌসুমে স্বল্প মেয়াদী মিনিকেট চালের মত একটি জাত দরকার। গড়ে ১০০ দিনের জীবনকাল সম্পন্ন জাত আমন মৌসুমে আমাদের দেশে নাই, ফলে ফলন কিছু কম হলেও ভাল গুনাগুন সমূহ বিবেচনা করে জাত ছাড়করণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। সভাপতি মহোদয় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রতিনিধির নিকট জানতে চান যে, গোদাগাড়ী ও নিজামপুর, রাজশাহীতে ট্রায়ালে রোগবালাইয়ের আক্রমন যথাক্রমে Nil ও little succeptible to false smut হওয়া সত্বেও কেন পুনঃট্রায়ালের জন্য মতামত দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মোঃ সাজদার হোসেন, কৃষি তত্ত্ববিদ ও সদস্য সচিব, মাঠ মূল্যায়ণ দল, রাজশাহী অঞ্চল জানান যে, মাঠ মূল্যায়ণ দল প্রথম পরিদর্শন কালে জাতটির performance খুবই ভাল দেখতে পেলেও দ্বিতীয় পরিদর্শণ কালে পর্যবেক্ষণ করেন যে, বৃষ্টি ও False smut হওয়ার ানুকুল আবহাওয়ার কারণে গোমস্তাপুর, চাপাইনবাবগঞ্জে অধিখ পরিমানে False smut রোগে আক্রান্ত হয়। গোমস্তাপুরে ােগবালাইয়ের কারণে অন্য দুই জায়গায়ও পুনঃট্রায়ালের জন্য মতামত প্রদান করা হয়। ড. খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, দেশে short duration এর আমন ধানের জাতের চাহিদা রয়েছে, যা এ নতুন জাতটি চাষ করে অন্য একটি ফসল চাষ করার সুযোগ সৃষ্টি করবে। জাত ছাড়করণের পরও বিএডিসি কর্তৃক বীজ বর্ধনের জন্য এক বছর মাঠে এর performance দেখা যাবে। ড. এ কে জি এনামুল হক, Head, plant breeding division, BRRI উল্লেখ করেন যে, পুনঃট্রায়ালের ফলে জাতের বাহ্যিক অবস্থার কোন উন্নতির সম্ভবনা নেই। কারণ প্রকৃতিতে false smut রোগের কোন Resistance source পাওয়া যায়নি। False smut রোগ শুধু অনুকুল আবহাওয়া পেলেই প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে। সার্বিক বিবেচনায় জাতটি ছাড়করণের পক্ষে সকল সদস্য এক মত পোষন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সদ্ধািন্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৭৮৭৩-৫ * (NIL)-৫১-এইচআর৬ কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৫৭ নামে নতুন জাত হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ হাইব্রিড বীজ বাজারজাতকরণে বিদ্যমান নীতিমালা পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ।

বীজ উইং কৃষি মন্ত্রণালয় এর পত্র নং ১০১ তারিখ ২৩/৬/২০১১ ইং মূলে গত ২৮/৪/২০১১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশে হাইব্রিড বীজ বাজারজাতকরণে বিদ্যমান নীতিমালা যথাযথভাবে প্রতিফলন হচ্ছে কি না, এ সংক্রান্ত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক প্রনীত প্রতিবেদনটি কারিগরি কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানান।

উল্লেখ্য যে, ২৮-৪-২০১১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার আলোচ্য বিষয়-৫.২ (বিবিধ) মোতাবেক গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক উক্ত প্রতিবেদনটি তৈরী করা হয় এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পত্র নং ৭৬১ তারিখ ১২/৫/২০১১ ইং মুলে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয় সমীপে দাখিল করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনটি অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং বিশদ আলোচনার পর নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রতিনিধি জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, ডিডি (ভিটি) সম্মিলিতভাবে প্রতিবেদনের উপর মতামত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এর বরাবরে অতিশীঘ্রই দাখিল করবেন।

বিবিধ-(ক) হাইব্রিড ধানের অনুরূপ হাইব্রিড গমের মাঠ মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনা তৈরী প্রসংগে।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভায় হাইব্রিড ধানের অনুরূপ হাইব্রিড গমের মাঠ মূল্যায়ণ ও নিবন্ধন পদ্ধতি বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ণের সিদ্ধান্ত রয়েছে। এ বিষয়ে সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক গঠিত উপ-কমিটি হাইব্রিড ধানের অনুরূপ হাইব্রিড গমের মাঠ মূল্যায়ণ ও নিবন্ধন পদ্ধতি বিষয়ে সুপারিশমালাসহ একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা হয় যা কারিগরি কমিটির ৬৬তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর বিষয়টি পুনরায় পর্য্যালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। অতঃপর উপ-কমিটি গত ১৬/৫/২০১১ইং তারিখ পদ্ধতিটি পর্যালোচনা করে এবং সংশোধনের মাধ্যমে ২য় খসড়াটি প্রস্তুত করে সভায় উপস্থাপন করা হয়।

ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ, প্রফেসর, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ বলেন যে, হাইব্রিড গমের গবেষণা খুব একটা হয় না। কারণ এর Heterossis হার ধান ও অন্যান্য ফসলের মত হয় ন। এ ব্যপারে যদি কোন বেসরকারী প্রতিষ্টান গবেষণা করতে চায়, তার সুবিধার্থে ১০% Heterossis নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, ১০% Heterossis হলে অর্থনৈতিক ভাবে কৃষক লাববান নাও হতে পারে। এ ব্যপারে কর্ম পরিকল্পনা প্রনযণ কমিটির সদস্য মোঃ মোজাম্মেল হক, ডিডি (ভিটি), এসসিএ জানান যে, কমিটির পর্যালোচনা সভায় Heterossis, ১ম খসড়াতে উল্লেখিত ২০% থেকে কমিয়ে ১৫% করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আজকের সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সদ্ধিান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ উপ কমিটি কর্তৃক প্রনীত কর্ম পরিকল্পনাটির ধারা-৯ এর ৬নং লাইনে ষ্ট্যান্ডার্ড চেক জাত হতে কমপক্ষে ১৫% বেশী ফলনের স্থলে কমপক্ষে ১২% বেশী ফলন সম্পন্ন হাইব্রিড গমের জাতকেই নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হবে প্রতিস্থাপন করে বিবেচনার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

খ) হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি সংশোধন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৩তম সভায় আলোচ্য বিষয় ২ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক হাইব্রিড ধান জাত নিবন্ধন এর বর্তমান নীতিমালা মূল্যায়ণ করে প্রয়োজনে Stake holder এর সাথে আলোচনা করে নীতিমালা update করা এবং পুনঃট্রায়ারের ক্ষেত্রে Best Two years এর গড় করা হবে অথবা সব বছরের ফলনের গড় করা হবে প্রভৃতি বিষয়ে কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রণয়নের উল্লেখ রয়েছে। এ ব্যপারে ড. খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী বলেন যে, হাইব্রিড জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি সংশোধনের প্রয়োজনীয়ত রয়েছে। হাইব্রিড জাতের নামকরণে প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে ক্রমিক নম্বর লিখা যেতে পারে। মোঃ মোজাম্মেল হক, ডিডি (ভিটি) বলেন যে, বর্তমানে সার ও শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধি পাওয়ায় ট্রায়াল খরচ বৃদ্ধির বিষয়টি মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতির সংশোধনীতে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং এ ব্যপারে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় নিম্ন লিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি উপ কমিটি গঠন করেন।

১। সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, ঢাকা	আহবায়ক
২। গবেষণা পরিচালক, ব্রি, গাজীপুর	সদস্য
৩। উপ-পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	সদস্য
৪। উপ-পরিচালক, খামার অর্থনীতি, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা	সদস্য
৫। সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ঢাকা	সদস্য

সিদ্ধান্ত ঃ গঠিত উপ কমিটি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় হাইব্রিড ধানের জাত মুল্যায়ণ ও নিবন্ধিকরন পদ্ধতির সংশোধনী প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে।

গ) ধানের DUS Test পদ্ধতির পরিমার্জন সংক্রান্ত ঃ

ব্রি কর্তৃক পত্র নং ৫৭৭৫ তাং ১৯/৭/২০১১ মোতাবেক ধানের DUS Test পদ্ধতির কিছু সংখ্যক ধারা ও বৈশিষ্ট্য পরিমার্জনের জন্য আবেদন করেন। এ প্রেক্ষিতে ড. মোঃ জাকির হোসেন, বাজার উন্নয়ন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, ধানের DUS Test পদ্ধতিটি ২০০১ সনে UPOV Guide line এর Draft কপি অনুসরন করে তৈরী করা হয়েছিল।

বর্তামানে UPOV এর সংশোধিত Guide line প্রকাশিত হয়েছে। ফলে আমাদের দেশের ধানের DUS Test Guide লাইনটির পরিমার্জন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এ ব্যপারে একটি উপ কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

মোঃ শাহজাহান আলী, উপদেষ্টা, পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ বলেন যে, UPOV এর সর্বশেষ Gudie line এ ৬২টি Characters রয়েছে এবং আমাদের Guide line এ ৪০টি Characters এর উল্লেখ রয়েছে। জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, ভ্যারাইটি টেস্টিং অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, গত বোরো/২০১০-১১ মৌসুমে আমনের জন্য প্রস্তাবিত চারাটি লাইনের DUS Test করার কারনে লাইন গুলোর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। অতএব কোন লাইনের DUS Test পরপর দুই বছর একই মৌসুমে করা উচিত বলে তিনি মতামত দেন। ড. খায়রুল বাসার, গবেষণা পরিচালক, ব্রি বলেন যে, UPOV Guide line এর যে সকল Characters গুলো আমাদের প্রয়োজন রয়েছে শুধু সেগুলো আমরা গ্রহণ করব। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় এ সংক্রান্ত পদ্ধতির পরিমার্জনের জন্য নিম্ন লিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি উপ কমিটি গঠন করেন।

১। ড. খায়রুল বাসার, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর	আহ্বায়ক
২। ড. এনামুল হক, বিভাগীয় প্রধান, ব্রিডিং ডিভিশন, ব্রি, গাজীপুর	সদস্য
৩। মোঃ মোজাম্মেল হক, ডিডি (ভিটি), এসসিএ, গাজীপুর	সদস্য
৪। প্রতিনিধি, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বশেমুরকৃবি, সালনা, গাজীপুর	সদস্য
৫। ড. আবুল কালাম আজাদ, পিএসও, বিনা, ময়মনসিংহ	সদস্য
৬। ড. মোঃ জাকির হোসেন, এমপিও, এসসিএ, গাজীপুর	সদস্য

সিদ্ধান্ত ঃ উপ কমিটি "Procedure of DUS Tests for Inbreed and hybried Rice" এর পূর্বের পদ্ধতিটি UPOV Guide line এর আলোকে পরিমাজ্র্ন করে পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-	স্বাক্ষর/-
(মোঃ বছির উদ্দিন)	(ড. ওয়ায়েস কবীর)
পরিচালক	নির্বাহী চেয়ারম্যান
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	বিএআরসি, ফার্মগেট
গাজীপুর-১৭০১	ঢাকা-১২১৫
ও	ও
সদস্য সচিব	চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড।	কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬৮তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৮তম সভা ০৬/৩/২০১২ খ্রি. তারিখ বেলা ১০.০০ ঘটিকায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিরগী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সাবইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব মোঃ শফিকুর রহমান, সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র জনাব মোঃ খায়রুল বাসার, মান নিয়ন্ত্রণ অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৭তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৭তম সভা গত ০১/৮/২০১১ইং তারিখ ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২৯/৮/২০১১ তারিখের ১২৩৪ (১৬) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীর বিষয়ে অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় উপস্থি সদস্যবৃন্দের কোরূপ মতামত বা মন্তব্য না থাকায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৭তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক কারিগরি কমিটির ৬৬ ও ৬৭তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি।

বিগত ১৫/৩/২০১১ খ্রি. ও ০১/৮/২০১১ খ্রি. তারিখে কারিগরি কমিটির ৬৬ ও ৬৭ তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি সকল সদস্যবৃন্দকে অবগত করানো হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ আমন/২০১১-২০১২ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আমন/২০১১-১২ মৌসুমে ১২টি বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের ট্রায়ালকৃত ১৬টি হাইব্রিড জাত যথা (১) এসিআই লি এর একটি জাত, এসিআই-১ (TSS-64) (২) নর্থ সাউথ লিঃ এর ১টি জাত, টিয়া-২ (HTM 808) (৩) লালতীর সীড লিঃ এর ১টি জাত ময়না (HTM 303, ২য় বর্ষ) (৪) চেন্সস ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিঃ এর ২টি জাত (ক) মাধুরী LT-1 এবং (খ) LT-2 (৫) ব্র্যাক এর ১টি জাত, পেক-৮০৭ (PAC-807) (৬) গেটকো এগ্রো ভিশন এর ২টি জাত (ক) মাধুরী (AL 1001) (খ) উদয় (AL 1002) (৭) পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এর ২টি জাত (ক) পেট্রোআমন-১২৫ (Pioneer 27P88, ২য় বর্ষ) (খ) পেট্রোআমন-১২০ (Pioneer 27P71) (৮) পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর ২টি জাত (ক) এ্যাগ্রোধান-১১ (Pioneer 27P09, ২য় বর্ষ) (খ) এ্যাগ্রোধান-১২ (Pioneer 27P31, ২য় বর্ষ) (৯) বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর ১টি জাত অ্যারাইজ ৬৪৪৪ গোল্ড (এইচ ১০০০১) (১০) কৃষিবিদ ফার্ম লিঃ এর ১টি জাত, কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান-৩ (১১) সুপ্রিম সীড কোং লিঃ এর ১টি জাত, সুবর্ণ-৮ (2007, ২য় বর্ষ (১২) মিতালী এগ্রো সীড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর ১টি জাত, সুবর্ণ-৯ (RH-8997) এর সাথে ব্যবহৃত চেকজাত ব্রি ধান-৩১ ও ব্রি ধান-৩৯ (পর্যবেক্ষন চেকজাত) সহ সর্বমোট ১৮টি জাতের মাঠ মূল্যায়ণ (প্রদত্ত কোড নম্বর এইচ-৭৬৬ থেকে এইচ-৭৮৩ পর্যন্ত) দেশের ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানের সম্পন্ন করা হয়। উক্ত ট্রায়ালকৃত ফলাফল পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

আলোচনার শুরুতে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক বিভিন্ন জাতের গোপনীয় কোড নম্বর উনুক্ত করা হলে তা উপস্থিত সকল সদস্য এবং কোম্পানীর প্রতিনিধিবৃন্দকে জানিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর ট্রায়ালকৃত ফলাফলের ভিত্তিতে যে সকল জাত পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে এবং ১ম ও ২য় বছরের প্রাপ্ত অনস্টেশন ও অনফার্মের Heterosis % এর গড় ফলন উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% এর অধিক পাওয়া গিয়েছে (একর অধিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে) শুধু সে সকল জাত।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনস্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিখ হওয়া সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে আমন মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) সুপ্রিম সীড কোং লিঃ এর সুবর্ণ-৮ (2007) যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে কোড নং যথাক্রমে এইচ-৬৭৩ ও এইচ-৭৭৬)।

খ) পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এ্যাগ্রোধান-১২ (Pioneer 27P31) ময়মনসিংহ ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হরো (১ম ও ২য় বর্ষে কোড নং যথাক্রমে এইচ-৬৮১ ও এইচ-৭৭০)।

শর্ত ১ ঃ বীজ আমদানী কারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রায়াল আবেদন পত্রে অন্যান্য তথ্যের সাথে উৎস দেশের সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবিত জাতের প্রদত্ত নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

শর্ত ২ ঃ এক বছরের জন্য আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চরেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত ৩ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত ৪ ঃ বীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত M0U ও Port arrival report সঠিক সময় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

শর্ত ৫ ঃ পুনঃট্রায়অলের ক্ষেত্রে কোন জাতকে দুইবারের বেশী পুনঃট্রায়াল করার অনুমতি দেয়া যাবে না।

শর্ত ৬ ঃ হাইব্রিড ধানের জাত বিদেশ থেকে আমদানীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে নিজস্বভাবে উদ্ভাবনীতে উৎসাহিত করা হবে।

শর্ত ৭ ঃ নামকরণের নীতিমালা মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত BRRI dhan 29-SC3-28-4-HR2 কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৫৮ হিসেবে বোরো মৌসুমে চাড়করণ প্রসংগে।

ব্রি ধান-৫৮ ঃ ব্রি এর বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি সোমা ক্লোনাল ভ্যারিয়েশনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। উক্ত ভ্যারিয়েন্ট প্রথমত ব্রি ধান ২৯ এ চাল থেকে ল্যাবরেটরীতে টিসু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ভ্যারিয়েন্ট গ্রীণ হাউজে স্থানান্তর করে জন্মানোর ফলে প্রাপ্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। উক্ত বীজ বর্ধন করে বৃহৎ পরিসরে জন্মানো হয় এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে কৌলিক বাছাই এর মাধ্যমে চূড়ান্ত সারিটি নির্বাচন করা হয়। অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে লম্বা। এ জাতের ডিগ পাতা হেলানো ও লম্বা। ধান পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে ডিগপাতা বেশী হেলে থাকে। ধানের দানা অনেকটা ব্রি ধান২৯ এর মত তবে সামান্য চিকন। গাছের উচ্চতা ১০০-১০৫ সে.মি. এবং জীবনকাল ১৫০-১৫৫ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪ গ্রাম। এ জাতটির জীবন কাল ব্রিধান ২৮ থেকে ৬-৭ দিন নাবী কিন্তু ব্রি ধান ২৯ জাতের চেয়ে ৭-১০ দিন আগাম। এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শীষ থেকে ধান ঝরে পড়ে না। রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম।
উক্ত জাতটি ২০১০-১১ বোরো মৌসুমে দেশের ৫টি অঞ্চল যথা ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর ও রাজশাহী এর নয়টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। ৯টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাট মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত থেকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে। ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় প্রস্তাবিত ব্রি ধান৫৮ সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য উপস্তিত সম্মানীত সদস্যবৃন্দকে আহ্বান জানান।

এ প্রেক্ষিতে ড. তমাল লতা আদিত্য, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, ব্রি, কুমিল্লা Power Point এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত জাতের বিভিন্ন তথ্যাদি উপস্থাপন করেন এবং উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি ম্যাগা ভ্যারাইটি ব্রি ধান২৯ থেকে ৫-৭ দিন আগাম এবং ব্রি ধান২৮ থেকে ৭-১০ দিন নাবী হয়ে থাকে। জাতটি বাকানী রোগ সহনশীল ও ব্রি ধান২৯ থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল। ড. শমশের আলী, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি Protein Content অপেক্ষাকৃত বেশী ও Somaclonal variation মাধ্যমে নতুন উদ্ভাবিত জাত। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ইতিপূর্বে এ পদ্ধতিতে কোন জাত উদ্ভাবন করা হয় নাই। এ জাতটি ছাড়করণ করা হলে ভবিষ্যতে এ পদ্ধতির ভাল মন্দ বিভিন্ন দিক দেখার সুযোগ পাওয়া যেতো। ড. নাসরি আকাতর আইভি, বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্তব বিভাগ, বশেমুরকৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর বলেন যে, রোগ বালাই সহনশীলতা ব্রি ধান২৯ এ চেয়ে ভাল হলে প্রস্তাবিত জাতটি ছাড়করণের

জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। জনাব মোঃ আজিজুল হক, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটির পানি ব্যবহারের পরিমান জাননো প্রয়োজন ছিল। জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, এডভঅইজার, পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ লেন যে, ব্রি ধান ২৯ এ বীজ উৎপাদন কালে Bakancee রোগের প্রাদুর্ভাবের উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি। ড. উজ্জল কুমার নাথ, প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ বলেন যে ৫-৭ দিন আগাম পরিপক্কতা কোন Significant advantage নয়। Somaclonal variation এর ব্যপারে ক্রোমোজোমের Molecular data নেই। Variation এর সুনির্দিষ্ট Data থাকা প্রয়োজন তা না হলে নতুন জাত হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। জনাব নেছার উদ্দিন আহমেদ, প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেন যে, ব্রি ধান২৯ এর জীবন কাল বেশী হওয়ায় কোন কোন সময়ে পাকা অবস্থায় প্রাকৃতিক দূর্যোগে আক্রান্ত হয় এবং কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্থ হন। ফলে দিন দিন এর আবাদ কমে যাচ্ছে। এ ছাড়া প্রস্তাবিত জাতটি ব্রি ধান২৯ থেকে ৫-৭ দিন আগাম এবং ফলনও কাছাকাছি। তাই প্রস্তাবিত জাতটি ব্রি ধান২৯ এর Substitute হতে পারে।

জনাব ড. মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, মাঠ মূল্যায়ণে ব্রি ধান২৯ চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করা যেতো। তা ছাড়া প্রস্তাবিত জাতটির জীবনকাল, ফলন, রোগবালাই এর প্রবনতা ও অন্যান্য গুনাবলী টেবিল আকারে উপস্থাপন করা হলে ভাল হতো এবং প্রস্তাবিত জাতটির জীবনকাল ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে ৫-৭ দিন কম হওয়ায় হাওড় এলাকার জন্য উপযোগী হতে পারে।

সভাপতি মহোদয় নূতন পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত জাতটি উদ্ভাবন করায় ব্রি কর্তপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। ব্রি কর্তৃপক্ষ তাদের উদ্ভাবিত জাতের গুনাগুন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ কাজ জোরদার করবে এবং যে সকল জাতের দূর্বলতা আছে সে গুলো কাটিয়ে উঠার উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতেও তাদের উন্নয়ণের ধারাবিহকতা বঝায় রাখার আহ্বান জানান। অতঃপর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত BRRI dhan29-SC3-28-4-HR2 কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৫৮ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমেত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ কর্তৃক উদ্ভাবিত RC 43-28-5-3-3 কৌলিক সারিটি বিনা ধান-৯ হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণ।

বিনা ধান-৯ ঃ বিনা'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি স্থানীয় সুগন্ধি ধানের জাত কালজিরা এ সাথে একটি উচ্চ ফলনশীল মিউট্যান্ট লাইন Y-1281 এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। কৌলিক সারিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে ফলন পরীক্ষঅয় সেন্তাষজনক হওয়ায় চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। পুর্ন বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সেঃমি। এ জাতের জীবনকাল ১২০-১২৫ দিন। ১০০০টি পুস্ট ধানের ওজন ২০.৩৭ গ্রাম হেক্টর প্রতি ফলন ৩.২৫-৪.০ টন। প্রস্তাবিত জাতটি প্রচলিত সুগন্ধি আমন জাত কালজিরা ও ব্রিধান-৩৮ অপেক্ষা উচ্চতায় কিছুটা কাট এবং প্রায় ২৫-৩০ দিন আগাম। ধান ও চাল কালজিরা ও ব্রি ধান-৩৮ এর তুলনায় লম্বা ও চিকন এবং রপ্তানী উপযোগী।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ রোপা আমন মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চল যথা ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর এর ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্ত বায়ন করা হয়। ১০টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্থাবিত জাতটি চেক জাত থেকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে। ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় প্রস্তাবিত বিনা ধান ৯ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আহ্বান জানান।

এ প্রেক্ষিতে ড. আবুল কালাম আজাদ পিএসও, বিনা প্রস্তাবিত বিনা ধান ৯ এর গবেষণা লব্ধ সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করে যে, প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত কালজিরা থেকে কাট ও ২০-২৫ দিন আগাম এবং চাল মধ্যম সুগন্ধি যুক্ত।

ড. আঃ ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), বিনা, ময়মনসিংহ বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি Semi aromatic জাত হিসেবে ছাড়করণের সুপারিশ করা যেতে পারে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এ জাতের চাল চিকন এবং রপ্তানী উপযোগী।

ড. মোঃ জাকির হোসেন, মার্কেট প্রমোশন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর বলেন যে, DUS Test ফলাফল অনুযায়ী Aroma Lightly Present হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। জনাব মোঃ আজিজুল হক, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বলেন যে, জাতটি ব্রি ধান ৩৮ থেকে ভাল বিধায় Short duration varieties হিসেবে চিকন চালের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা যেতে পারে।
ড. উজ্জল কুমার নাথ, প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ উল্লেখ করেন যে, দিন দিন জাতের সংখ্যা বাড়ছে এবং যথাযথ Maintenance breeding ব্যবস্থা না থাকায় ভাল জাতগুলো আশানুরূপ ফলন দিচ্ছে না। তাই Maintenance breeding এর উপর জোর দেয়া দরকার বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

ড. মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে প্রস্তাবিত জাতটি কালজিরা ধানের Substitute হিসেবে উল্লেখ করা যাবে না। তিনি উক্ত জাতের চালে তেমন উল্লেখ যোগ্য সুগন্ধি নেই বলে মতামত দেন।
সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, জাত উদ্ভাবনে প্রতিযোগিতা থাকা দরকার। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আমাদের সুগন্ধি যুক্ত ঐতিহ্যবাহী Landrace যেমন কালজিরা, চিনিগুরা, কাটারিভোগ প্রভৃতি জাতের উপর ব্রি ও বিনা ভবিষ্যতে গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করবে এবং এ জাতগুলো সংরক্ষণ ও উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তিনিও প্রস্তাবিত জাতের চালে উল্লেখযোগ্য সুগন্ধি নাই বলে মন্তব্য করেন। অতঃপর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত RC 43-28-5-3-3 কৌলিক সারিটি বিনা ধান-৯ চিকন চালের ধানের জাত হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমেত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের ৩টি সারি যথা (ক) বিএডব্লিউ-১০৫১ (খ) বিএডব্লিউ-১১২০ এবং (গ) বিএডব্লিউ-১১৪১ যথাক্রমে বারি গম-২৭, বারি গম-২৮ ও বারি গম-২৯ হিসাবে ছাড়করণ।

ক) বারি গম-২৭ ঃ গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে উদ্ভাবিত বারি গম-২৭ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। নেপালে শংকরায়ণকৃত এ কৌলিক সারিটি আঞ্চলিক নার্সারীর মাধ্যমে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হ। এ কৌলিক সারটি বিভিন্ন নার্সারীতে ফলন পরীক্ষায় উচ্ ফলনশীল প্রমানিত হওয়ায় বি এ ডব্লিউ ১০৫১ নামে নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায়ও এ জাতটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। জাতটি তাপ সহনশীল। আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্যও এ জাতটি উপযোগী। চার পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৩-৯৫ সেঃমিঃ। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ। শীষ বের হতে ৬০-৬৫ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫-১১০ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০ টি। দানার রং সাদা, চকচকেও আকারে মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৪২-৪৬ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৬০০-৫২০০ কেজি এবং জাতটি শতাব্দীর চেয়ে শতকরা ৭-১০ ভাগ বেশী ফলন দিয়ে থাকে। চারা অবস্থায় কুশিগুলো হালকাভাবে হেলানো (Semi erect) থাকে। কান্ডের উপরের গিড়ায় মাঝারী সংখ্যক লোম (Hair) থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। শীষে, কান্ডে ও নিশান পাতার খোলে মোমের মত মাঝারী ঘন আবরণ থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী চওড়া ও খাঁজ কাটা (Indented), ঠোঁট ছোট (<৫.০ মিমিঃ) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে। এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুস্ত সময়। তবে জাতটি তাপ সহনশীর হওয়ায় ডিস্মেবর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। এ জাতের গমের বীজ আকারে মাঝারী। তাই গজানো ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ বা তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৬টি অঞ্চরের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ১৪টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১৪টি স্থানের মধ্যে ১২টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২টি স্থানে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন কর হয়েছে।

খ) বারি গম-২৮ ঃ গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে উদ্ভাবিত বারি গম-২৮ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। সিমিটে শংকরায়ণকৃত এ কৌলিক সারটি ইউজি ৯৯ ট্রায়ালের মাধ্যমে ২০০৬ সালে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন নার্সারীতে ও ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমানতি হওয়ায় বি এ ডব্লিউ ১১২০ নামে নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যঅয়ে ফলন পরীক্ষায়ও এ জাতটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। জাতটি কান্ডের মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯ রেস) প্রতিরোধী। চার পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃমি।

শীষ বের হতে ৬০-৬৫ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫-১১০ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৫০০-৫৪০০ কেজি। চারা অবস্থায় কুশিগুলো খাড়া (Intermediate) থাকে। গাছের রং গাঢ় সবুজ। কান্ডের উপরের গিড়ায় খুব কম সংখ্যক রোম (Hair) থাকে। নিশান পাতা কিছুটা সরু ও খাড়া থাকে। শীষে ও কান্ডে মোমের মত মাঝারী ঘন আবরণ ও নিশান পাতার খোলে খুব ঘন আবরণ থাকে।
এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি তাপ সহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। গজানো ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ বা তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর)। ১৪টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১৪টি স্থানের মধ্যে ১২টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২টি স্থানে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

গ) বারি গম-২৯ ঃ গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে উদ্ভাবিত বারি গম-২৯ একটি স্বল্প মেয়াদী উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। সিমিটে শংকরায়ণকৃত এ কৌলিকত সারিটি ২০০৫ সালে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন নার্সারীতে ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমানিত হওয়ায় বি এ ডব্লিউ ১১৪১ নামে নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায়ও এ জাতটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। জাতটি কান্ডের মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯ রেস) কিছুটা প্রতিরোধী এবং দানা সাদা ও আকারে মাঝারী চার পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃমি। শীষ বের হতে ৫৫-৬০ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০২-১০৮ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাজারী এবং হাজার দানার ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৪০০০-৫৫০০ কেজি। জাতটি শতাব্দী জাতের চেয়ে ৭-১০ দিন আগে পাকে তাই দেরীতে বপনের জন্য জাতটি খুবই উপযোগী। জাতটি তাসহিষ্ণু হওয়ায় দেরীতে বপনে শতাব্দীর চেয়ে ১৫-২০% ফলন বেশী হয়। চারা অবস্থায় কুশিগুলো খাড়া (Intermediate) থাকে। গাছের রং গাঢ় সবুজ। কান্ডের উপরের গিড়ার খুব কম সংখ্যক রোম (Hair) থাকে। নিশান পাতা কিছুটা সরু ও খাড়া থাকে। শীষে ও কান্ডে মোমের মত মাঝারী ঘন আবরণ ও নিশনা পাতার খোলে খুব ঘন আবরণ থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী চওড়া ও গভীরভাবে খাঁজ কাটা, ঠোঁট লম্বা (>১২.১ মিমিঃ) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে।

এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি তাপ সহনশীলন হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। গজানো ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ বা তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনিসংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ১৪টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। ১৪টি স্থানের মধ্যে ১২টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২টি স্থানে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বচর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে। ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাতি মহোদয় বারি'র প্রতিনিধিকে প্রস্তাবিত গমের তিনটি জাতের তুলনামূলক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে বারি'র প্রতিনিধি ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, গম গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর গভেষণা লব্দ ফলাফলের সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিএডব্লিউ-১০৫১ (বারি গম-২৭) সারিটি মোটামোটি তাপ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং বিএডব্লিউ-১১২০ (বারি গম-২৮) সারিটি কান্ডে মরিচা রোগ (Ug99 রেস) প্রতিরোধী। অপর দিকে বিএডব্লিউ-১১৪১ (বারি গম-২৯) সারিটি তপ সহিষ্ণু এবং কান্ডের মরিচা রোগ (Ug99 রেস)। কিছুটা প্রতিরোধী এবং শতাব্দী থেকে ৭-১০ দিন আগাম এবং ফলন ভাল। ড. মোঃ জালাল উদ্দিন, পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র, বারি, দিনাজপুর এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত তিনটি কৌলিক সারিই উচ্চ ফলনশীল, তাপ সহিষ্ণু এবং দেরীতে বপন উপযোগী। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত তিনটি কৌলিক সারি উচ্চ ফলনশীল, তাপ সহিষ্ণু এবং দেরীতে বপন উপযোগী। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, এ যাবৎ যেসকল গমের জাত ছাড়করণ করা হয়েছে সেগুলো বারি গম ২৬ ব্রতীত কান্ডের মরিচা রোগ (Ug99

রেস) প্রতিরোধী নয়। বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশে Ug99 রেস এ সদৃণাত পাওয়া গিয়েছে এবং কোনবাবে উক্ত রেসটি এ দেশে চলে আসলে গম আবাদ বিরাট হুমকীর সম্মুখীন হবে। তাই উক্ত বিএডব্লিউ-১১২০ ও বিএডব্লি-১১৪১ সারি দুটি অবমুক্ত করা দরকার। অতঃপর মোঃ আজিজুল হক, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ) বিএডিসি উল্লেখ করেন যে, দীর্ঘ জীবন কাল সম্পন্ন গ মের জাত প্রায়াশঃ ঝড় বৃষ্টি আক্রান্ত হয়। তাই বিএডব্লিউ-১১২০ ও বিএডব্লিউ-১১৪১ সারি দুটি অবমুক্ত করা দরকার। অতঃপর মোঃ আজিজুল হক, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ) বিএডিসি উল্লেখ করেন যে, দীর্ঘ জীবন কাল সম্পন্ন গমের জাত প্রায়াশঃ ঝড় বৃষ্টিতে আক্রান্ত হয়। তাই বিএডব্লিউ-১১৪১ জাতটি শতাব্দী থেকে ৭-১০ দিন আগাম হওয়ায় ছাড়করণ করা যেতে পারে। ড. মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী বলেন যে, বর্তমানে রোগ বালাই ও উচ্চ তাপমাত্রা গম ফসল উৎপাদনে হুমকী স্বরুপ। ফলনের দিক থেকে তিনটি জাতে তেমন পার্থক্য নাই এবং জীবনকালও প্রায় কাছাকাছি বলে তিনি মতামত ব্যকত্ করেন। ড. মোঃ জহুরুল ইসলাম প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি উল্লেখ করেন যে, আমদের চাহিদার তুলনায় গম উৎপাদনে অনেক কম: আবাদকৃত জমিও দিন দিন কমে যাচ্ছে তা ছাড়া পুরাতন জাতগুলো degenerate করছে। তাউ উৎপাদন বাড়াতে হলে প্রস্তাবিত জাতগুলো অবমুক্ত করা দরকার। অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত জাতগুলোর ফলন প্রায় ৫ টন দেখানো হয়েছে যা গড় ফলনের চেয়ে বেশী তা ছাড়া বোরো ফসলের আবাদ অধিকতর লাভজনক হওয়ায় গমের আবাদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমান বাস্তবতার প্রতি খেয়াল রেখে গমের নতুন জাত উদ্ভাবনে উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। অতঃপর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিএডব্লিউ-১১২০ জাতটি Ug99 রোগ প্রতিরোধ এবং বিএডব্লিউ-১১৪১ জাতটি আগাম ও তাপ সহিষ্ণু জাত হিসেবে যথাক্রমে বারি গম-২৭ ও বারি গম-২৮ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটরে কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত আলু নয়টি সারি/ জাত যথথা (ক) 4.5W খ) ৪.১৫ গ) 4.26 ঘ) 4.40 চ) ওমেগা (omega) ছ) বেলিনি (Bellini) জ) রেড ফ্যান্টাসী (Red Fantasy) ঝ) রেড ব্যারন (Red Baron) যথাক্রমে বারি আলু-৩৫, বারি আলু-৩৬, বারি আলু-৩৭, বারি আলু-৩৮, বারি আলু-৩৯, বারি আলু-৪০, বারি আলু-৪১, বারি আলু-৪২ ও বারি আলু-৪৩ নামে ছাড়করণ।

ক) বারি আলু-৩৫ (4.5 W) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত সারিটি সংকরায়ন করে ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সারিপ্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়নিনের বিস্তৃতি কম। পাতা খুব কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন কম। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং বাদামী, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং হালকা ক্রিম। চোখ অগভীর। বিগত কয়ে বৎসরের গবেষনায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩৮-৪৪ টন পাওয়া গেলেও ডায়ামন্টের ফলন ছিল ৩২-৩৫ মেঃ টন। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩০-৪৫ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনিসংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

খ) বারি আলু-৩৬ (4.15) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত সারিটি সংকরায়ণ করে ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সারিটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশী। পাতা হালকা ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরা খুব বেশী এন্থোসায়ানিন যুক্ত। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু গোলাকার ও মাঝারী আকারের। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃন। চোখ মধ্যম গভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহ ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় প্রস্তাবিত জাতের গড় পলন হেক্টর প্রতি ৩২-৩৬ টন পাওয়া গেলেও ডায়ামন্টের ফলন ৩০-৩৫ মেঃ টন পাওয়া যায়। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩৪ মেঃটন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনের দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে জাতটিকে চাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউ এস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

গ)' বারি আলু-৩৬ (4.15) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত সারিটি সংকরায়ণ করে ক্লোনাল নির্বঅচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সারিটি প্রতিশ্রুশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতয়ি বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মাধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশী। পাতা হালকা ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরা খুব বেশী এন্থোসায়ানিন যুক্ত। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু গোলাকার ও মাঝারী আকারের। আলুর রং রঅল, চামড়া মসৃন। চোখ মধ্যম গভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায়ন দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দশের বিভিন্ন অঞআচলে পরীক্ষঅয় প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩২-৩৬ টন পাওয়া গেলেও ডায়ামন্টের ফলন ৩০-৩৫ মেঃ টন পাওয়া যা। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩৪ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।
ইক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানের জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

ঘ) বারি আলু-৩৭ (4.26R)ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত সারিটি সংকরায়ণ করে ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সারিটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতয়ি বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনেরে বিস্তৃতি বেশী। পাতা খুব কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরা এন্থোসায়ানিন যুক্ত। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লাম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃন। চোখ অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষনায় দেখা গেছে যে এক জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এ সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গগ ফলন হেক্টর প্রতি ৩৪-৪২ টন পাওয়া গেলেও ডায়ামন্টের ফলন ছিল ২৭-৩৩ মেঃ টন। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩২-৪৫ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।
উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনিসংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

ঙ) বারি আলু-৩৮ (4.27) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত সারিটি সংকরায়ণ করে ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সারিটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটি রগাছ মধ্যম উচ্চতা সন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি প্রকট। পাতা খুব কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন বেশী। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু গোলাকার থেকে ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃন। চোখ মধ্যম গভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষনায় দেখা যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩৮-৪৪ টন পাওয়া গেলেও ডায়ামন্টের ফলন ছিল ৩০-৩৫ মেঃ টন। কৃষকের মাটে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩০-৪৫ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনের দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

চ) বারি আলু-৩৯ (4.40) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত সারিটি সংকারণ করে ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সারিটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পাতা খুব কম ডে খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন কম। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ কর। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং বাদামী, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং হালকা হলুদাভ। চোখ অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩৮-৪৪ টন এবং চেক জাত ডায়ামন্টের ফলন ৩২-৪০ মেঃ টন পাওয়া যায়। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩০-৪৫ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

ছ) বারি আলু-৪০ (Omega) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জাত ইন্ট্রোডাকসনের (Introduction) মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে জার্মানীর জাত ওমেগা (Omega) প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পাতা মাঝারী ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় কোন এন্থোসায়ানিন নাই। কিন্তু পাতা হালকা এন্থোসায়ানিন যুক্ত। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং হালকা বাদামী, চামড়া মসৃন। আলু শাসের রং হালকা হলুদ। চোখ হালকা অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় প্রস্তাবতি জাতের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩২-৩৬ টন এবং চেক জাত ডায়ামন্টের ফলন ছিল ৩০-৩৫ মেঃ টন। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩২-৪০ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনের দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

জ) বারি আলু-৪১ (Bellini) ঃ কন্দাল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জাত ইন্ট্রোডাকসনের (Inroduction) মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত বেলিনি (Bellini) প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পাতা মাঝারী ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় কোন এন্থোসায়ানিন নাই। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলুর রং হালকা বাদামী, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং হালকা হলুদ। চোখ হালকা অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩১-৩৭ টন পাওয়া গেলেও ডায়ামন্টের ফলন ছিল ৩০-৩৫ মেঃ টন। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩০-৪০ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।
উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

ঝ) বারি আলু-৪২ (Red Fantasy) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জাত ইন্ট্রোডাকসনের (Introduction) মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে জার্মানীর জত রেড ফ্যান্টাসী (Red Fantasy) প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটি গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের এ বিস্তৃতি বেশ। পাতা মাঝারী ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় যথেষ্ট এন্থোসায়ানিন আছে। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলুর রং লাল, চামড়া অমসৃন। আলু শাসের রং গাড় হলুদাভ। চোখ হালকা অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফরনৈর দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩০-৩৩ টন পাওয়া গেলেও ডায়ামন্টের ফলন ছিল ৩২-৩৩ মেঃ টন। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলনছিল ৩০-৪০ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৫টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

ঞ) বারি আলু-৪৩ (Red Baron) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জাত ইন্ট্রোডাকসনের (Introduction) মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত রেড ব্যারন (Red Baron) প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানীত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের এর বিস্তৃতি যথেষ্ট। পাতা মাঝারী ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় যথেষ্ট এন্থোসায়ানিন আছে। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং ক্রিম। চোখ হালকা অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষনায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩৪-৪২ টন পাওয়া গেলেও ডায়ামন্টের ফলন ছিল ৩২-৩৩ মেঃ টন। কৃষকের মাঠে হেঃ প্রতি গড় ফলন ছিল ৩০-৩৬ মেঃ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ণ ক্ষমতা বাংলাদেশে জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ সনে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে।

ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র বারি'র প্রতিনিধিকে প্রস্তাবিত আলুর ৯টি জাতের তুলনামূলক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে ড. বিমল কুন্ডু, উর্দ্ধোতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর প্রস্তাবিত ৯টি জাতের গবেষণা লব্ধ ফলাফলের সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, Crossing এর মাধ্যমে আলুর জাত উদ্ভাবন একটি জটিল প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া এবারই প্রথম কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক নিজস্ব উদ্ভাবিত আলুর ৫টি জাত ছাড়করণের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতগুলোর ফলন বর্তমান জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট ও কার্ডিনালের সমকক্ষ এবং রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাল। এ জাত সমূহ Commercial এবং Industral প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম। মোঃ মনিরুজ্জামন, আরএফও, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, বগুড়া জানান যে, Trail সমূহ শুধু মাত্র On station এ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতের ট্রায়াল কৃষকের মাঠে ও করা প্রয়োজন। এতে প্রস্তাবিত জাতের উপর কৃষকের প্রতিক্রিয়া জানা সম্ভব হতো। তিনি আরো বলেন যে, Exotic Variety গুলো বগুড়া অঞ্চলে বিশেষ ভাল ফলন দেয়নি। মোঃ আজিজুল হক, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বলেন যে, বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আলু আমদানী করে টিসিআরসি'র মাধ্যমে মূল্যায়ণপূর্বক চাড়করণ করা হয় এবং এসকল জাতের বীজ আলু সংশ্লিষ্ট বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমদানী করতে হয়। তিনি আরো বলেন যে, এ পর্যন্ত প্রায় ৩৪টি আলুর জাত ছাড়করণ করা হলেও মাঠে ৪/ টি জাত আবাদ হচ্ছে। তাই প্রস্তাবিত ৯টি জাতের মধ্যে প্রতিযোগীতায় যে কয়টি সবচেয়ে ভাল হিসেবে বিবেচিত হবে সে কয়টি ছাড়করণ করা যেতে পারে বলে মতামত দেন। নেছার উদ্দিন আহমেদ, প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, উল্লখ করেন যে, নতুন ছাড়করণ জাতের নাম করনে আমদানীকৃত কোম্পানীর নাম না থঞাকলে বীজ আমদানী অসুবিধা হয়। এ প্রসংগে জনাব আনোয়ারুল হক, প্রতিনিধি সীডম্যান সোসাইটি উল্লেখ করে যে, Exotic জাতের নামের সাথে Breeding Co. নাম থাকা দরকার। ড. মোঃ জালাল উদ্দিন, পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র, দিনাজপুর উল্লেখ করেন যে, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের নিজস্ব উদ্ভাবিত জাতগুলো Location specific ফলে এ জাতগুলো ছাড়করণের সুপারিশ করা যেতে পারে। ড. মোঃ জহুরুল সিলাম প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি উল্লেখ করেন যে, আলুর জাতের সংখ্যা বেশী হলে কৃষক নিজেদের পছন্দমত জাত চয়েজ করতে পারবে। আলুর আকার আকৃতি, শাসের রং এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা প্রভৃতি গুনাগণ জাত নির্বাচন বিবেচনা করা হয়। ড. খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী উল্লেখ করেন যে, জাত মূল্যায়ণের সময় কৃষকের চাহিদা বিবেচনা করা দরকার। জাত ছাড়করণের পর এ বিষয়ে গবেষণা করা যাবে না। যে জাতগুলো সবচেয়ে ভাল সেগুলো ছাড় করা। যেতে পারে বলে তিনি মতামত প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, আলুর জাত উদ্ভাবন অনেকটা জটিল প্রক্রিয়া। আমাদের দেশের Processing Industry গুলো এতদিন আমাদনী নির্ভরশীল ছিল। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক নিজস্বভাবে উদ্ভাবিত আলুর জাতগুলো Processing Industry তে ব্যবহার উপযোগী হতে পারে। তিনি দেশে উদ্ভাবিত এবং বিদেশ থেকে আমদানীকৃত জাতগুলো Two parallel way তে ছাড়করণের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর নয়টি জাতের মধ্যে ৫টি জাত যথা (ক) 4.5 W খ) 4.26 R গ) 4.40 ঘ) ওমেগা (Omega) ঙ) বেলিনি (Bellini) যথাক্রমে বারি আলু-৩৫, বারি আলু-৩৬, বারি আলু-৩৭, বারি আলু-৩৮ ও বারি আলু-৩৯ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-

সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ড. ওয়ায়েস কবীর)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা,১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৯তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৯তম সভা ১ আগষ্ট ২০১২ বেলা ০২.৩০ ঘটিকায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব এ এইচ ইকবাল আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৮তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৮তম সভা গত মার্চ ৬, ২০১২ ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর এপ্রিল ১০, ২০১২ ৪৭২(১৬) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীর বিষয়ে অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের কোনরূপ মতামত বা মন্তব্য না থাকায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৮তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক কারিগরি কমিটির ৬৮তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি

গত ৬ই মার্চ ২০১২ কারিগরি কমিটির ৬৮তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সদস্যবৃন্দকে অবগত করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বোরো ২০১১-১২ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহন।

বোরো/২০১১-২০১২ মৌসুমে ২৭টি হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানীর সর্বমোট ৫২ (১ম বর্ষ ২৯টি, ২য় বর্ষ ১৪টি এবং পুনঃ ট্রায়ালকৃত ৯টি) হাইব্রিড ধানের জাত দেশের ৬টি অঞ্চল যথা ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর এর অনষ্টেশন ও অনফার্মে মোট ১২টি লোকেশনে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ট্রায়াল সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উল্লিখিত ৫২টি জাত ৩টি সেটে বিভক্ত করে প্রত্যেক সেটে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের কম) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৮ এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিন বা তার বেশী) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৯ চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করে উল্লেখিত ৩টি সেটে যথাক্রমে A সেটে ১৯টি জাত (কোড নং এইচ-৭৮৪ থেকে এইচ-৮০২), B সেটে ১৯টি জাত (কোড নং এইচ-৮০৩ থেকে এইচ-৮২১), C সেটে ২০টি জাত (কোড নং এইচ-৮২২ থেকে এইচ-৮৪১) সর্বমোট ৫৮টি জাতের (চেকজাতসহ) ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক ট্রায়ালসমূহের মাঠ মূল্যায়িত হওয়ার পর প্রাপ্ত ফলাফল "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি" অনুসরণপূর্বক এসসিএ কর্তৃক বিশ্লেষণ করা হয়। উল্লেখ্য ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতের লোকেশনওয়ারী প্রাপ্ত জীবনকালের ভিত্তিতে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের কম) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৮ জাতের সাথে এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিন বা তার বেশী) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৯ জাতের সাথে অঞ্চল ও কোড ভিত্তিক গড় ফলনের Heterosis % বিশ্লেষন করা হয়।

সভায় আলোচনার শুরুতে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক বিভিন্ন জাতের গোপনীয় কোড নম্বর উন্মুক্ত করা হলে তা উপস্থিত সকল সদস্য এবং কোম্পানীর প্রতিনিধিবৃন্দকে জানিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর ট্রায়ালকৃত ফলাফলের ভিত্তিতে যে সকল জাত পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে এবং ১ম ও ২য় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis % এর গড় ফলন উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% এর অধিক পাওয়া গিয়েছে (একের অধিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে) শুধু সে সকল জাত সাময়িক নিবন্ধণের জন্য প্রস্তাব করা হয়। উক্ত প্রস্তাবের আলোকে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ১ ঃ ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিক হওয়া সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত জাতগুলোকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে আমন মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

(ক) কোয়ালিটি সীড কোং এর কোয়ালিটি-১ (WHTSC-1) হাইব্রিড জাতটি চট্রগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৭৬২ ও এইচ-৮২৭)।

(খ) পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এর ২৭৬৩১ (Pioneer27P31) হাইব্রিড জাতটি চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৭৪৬ ও এইচ-৮৩৮)।

(গ) কৃষিবিদ ফার্ম লিঃ এর কৃষিবিদ সীড হাইব্রিড ধান-১ (KRF-901) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৭২৮ ও এইচ-৮১২)।

(ঘ) লিলি এন্ড কোং এর লিলিমতি সুগন্ধি ধান (CNR-203) হাইব্রিড জাতটি চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৭৪৭ ও এইচ-৭৯৭)।

(ঙ) ইস্পাহানী ফুডস লিঃ এর দূর্জয় (IS 30) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৭২৩ ও এইচ-৮৩৪)।

(চ) সুপার সীড কোং এর সুপার-১ হাইব্রিড ধান বীজ(JF-901) জাতটি ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৫৯১ ও এইচ ৮৩৫)।

(ছ) কৃষি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এর যমুনা-২ (QDR-7) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৭১৭ ও এইচ-৮০৩)।

সিদ্ধান্ত ২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসরনে ৩ বছরের পুনঃ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত জাতগুলি অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে দুই বছরের (Best Two) গড় ফলন বিবিচনায় এনে চেকজাত থেকে ২০% এর বেশী হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলোকে অঞ্চল ভিত্তিক সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

(ক) বায়ার ক্রপ সায়েন্স লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত অ্যারাইজ তেজ (H 96110) হাইব্রিড জাতটি চট্রগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৪৭৪ ও এইচ-৮১৭)। উল্লেখ্য যে এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, যশোর রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(খ) গেটকো এগ্রোভিশন লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত সচ্চল (RN001) হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩৪৪ ও এইচ-৮৩৯)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(গ) ইস্পাহানী মার্সেল লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত নবীন (IS-1) হাইব্রিড জাতটি রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৬৯৬ ও এইচ-৮২৩)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(ঘ) ইস্পাহানী মার্সেল লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত দূর্বার (IS-2) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৬৯৮ ও এইচ-৮২৯)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(ঙ) ব্র্যাক এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত শক্তি-৩ (ব্র্যাক-৬) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ এবং রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৫০, এইচ-৭৫৪ ও এইচ-৭৯৪)। উল্লেখ্য যে,এ জাতটি ইতোপূর্বে কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(চ) মালিক এন্ড মালিক সীড কোং এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত মালিক-১ (FL-2000-6) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৭২২ ও এইচ-৮০০)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

শর্ত ১ ঃ এক বছরের জন্য আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে এস সি এ'র পরীক্ষার পর বিক্রি করা যাবে। প্যাকেটের গায়ে বীজ উৎপাদনের বছর ও প্যাকিং এর তারিখ উল্লেখ করতে হবে। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধণ দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধণকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত ২ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধণ করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখপূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত ৩ঃবীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত M0U I Port arrival report বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে ?

শর্ত ৪ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম সভার আলোচ্য সূচী ৫(ঘ) এর সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্বক কোম্পানীর নামের সাথে মিল রেখে নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড জাতের বাণিজ্যিক নাম সংযুক্ত করে বাজারজাত করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪(ক) ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং আমদানীকৃত আলুর নয়টি সারি/ জাত যথা (১) 4.26W (২) 4.45W (৩) 5.183 (৪) Agila (৫) Atlas (৬) Elgar (৭) Steffi যথাক্রমে বারি আলু-৪০, বারি আলু-৪১,বারি আলু-৪২,বারি আলু-৪৩,বারি আলু-৪৪, বারি আলু-৪৫ ও বারি আলু-৪৬ নামে ছাড়করণ।

(১) বারি আলু-৪০ (4.26W) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত সারিটি সংকরায়ণ করে ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সারিটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পাতা খুব কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন নাই। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং হলুদ, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং ক্রিম। চোখ অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১১-১২ উৎপাদন মৌসুমে বারির ৬টি ষ্টেশনে যথা- গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, জামালপুর, যশোর, বগুড়া ও দেবীগঞ্জ ট্রায়াল বাস্ত বায়ন করা হয়। উক্ত ৬টি ষ্টেশনের মধ্যে ৪টি ষ্টেশনে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। ২টি ষ্টেশনে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test)সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(২) বারি আলু-৪১ (4.45W) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত সারিটি সংকরায়ণ করে ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সারিটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পাতা হালকা ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন কম। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু খাট ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং হালকা হলুদ, চামড়া মসৃন। চোখ মধ্যম গভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১১-১২ উৎপাদন মৌসুমে বারির ৬টি ষ্টেশনে যথা- গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, জামালপুর, যশোর, বগুড়া ও দেবীগঞ্জ ট্রায়াল বাস্ত বায়ন করা হয়। উক্ত ৬টি ষ্টেশনের মধ্যে ৫টি ষ্টেশনে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১টি ষ্টেশনে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্ত াবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(৩) বারি আলু-৪২ (5.183) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত সারিটি সংকরায়ণ করে ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সারিটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশী। পাতা খুব কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন মধ্যম। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু গোলাকার থেকে চ্যাপ্টা গোলাকার আকারের। আলুর রং গাঢ় লাল, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং হালকা হলুদ। চোখ মধ্যম অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষনায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এর সমকক্ষ। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মতই।

উক্ত জাতটি ২০১১-১২ উৎপাদন মৌসুমে বারির ৬টি ষ্টেশনে যথা- গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, জামালপুর, যশোর, বগুড়া ও দেবীগঞ্জ ট্রায়াল বাস্ত বায়ন করা হয়। উক্ত ৬টি ষ্টেশনের মধ্যে ৬টি ষ্টেশনেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test)সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(৪) বারি আলু-৪৩ (Agila)ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত জাতটি বিদেশ থেকে ইন্ট্রোডাকসনের (Introduction) মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে এবং জাতটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। চিকন কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি নেই। পাতা ঢেউ খেলানো নয় এবং মধ্য শিরা ও পত্রফলকে এন্থোসায়ানিন নাই। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রং হালকা হলুদ, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং হালকা হলুদ। চোখ হালকা অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এর সমকক্ষ। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১১-১২ উৎপাদন মৌসুমে বারির ৬টি ষ্টেশনে যথা- গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, জামালপুর, যশোর, বগুড়া ও দেবীগঞ্জ ট্রায়াল বাস্ত বায়ন করা হয়। উক্ত ৬টি ষ্টেশনের মধ্যে ৫টি ষ্টেশনে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১টি ষ্টেশনে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test)সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(৫) বারি আলু-৪৪ (Atlas) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত জাতটি বিদেশ থেকে ইন্ট্রোডাকসনের (Introduction) মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে এবং জাতটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি গাঢ়। পাতা মাঝারী ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় মধ্যম এবং পত্রফলক হালকা এন্থোসায়ানিন যুক্ত। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রং হালকা হলুদ, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং ক্রিম। চোখ হালকা অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এর সমকক্ষ। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১১-১২ উৎপাদন মৌসুমে বারির ৬টি ষ্টেশনে যথা- গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, জামালপুর, যশোর, বগুড়া ও দেবীগঞ্জ ট্রায়াল বাস্ত বায়ন করা হয়। উক্ত ৬টি ষ্টেশনের মধ্যে ৩টি ষ্টেশনে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ৩টি ষ্টেশনে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test)সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্ত াবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(৬) বারি আলু-৪৫ (Elgar) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত জাতটি বিদেশ থেকে ইন্ট্রোডাকসনের (Introduction) মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে এবং জাতটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পাতা হালকা ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় কোন এন্থোসায়ানিন নাই। কিন্তু পাতা এন্থোসায়ানিন যুক্ত। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু খাট ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের । আলুর রং হলুদ, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং ক্রিম। চোখ হালকা অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এর সমকক্ষ। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১১-১২ উৎপাদন মৌসুমে বারির ৬টি ষ্টেশনে যথা- গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, জামালপুর, যশোর, বগুড়া ও দেবীগঞ্জ ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ৬টি ষ্টেশনের মধ্যে ৩টি ষ্টেশনে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ৩টি ষ্টেশনে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(৭) বারি আলু-৪৬ (Steffi)ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত জাতটি বিদেশ থেকে ইন্ট্রোডাকসনের (Introduction) মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে এবং জাতটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পাতা হালকা ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় কোন এন্থোসায়ানিন নাই। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।

আলু খাট ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং হালকা হলুদ, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং হালকা হলুদ। চোখ অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এর সমকক্ষ। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত। উক্ত জাতটি ২০১১-১২ উৎপাদন মৌসুমে বারির ৬টি ষ্টেশনে যথা-গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, জামালপুর, যশোর, বগুড়া ও দেবীগঞ্জ ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ৬টি ষ্টেশনের মধ্যে ৫টি ষ্টেশনে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১টি ষ্টেশনে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test)সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র বারি'র প্রতিনিধিকে প্রস্তাবিত আলুর ৭টি জাতের তুলনামূলক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে ড. বিমল কুন্ডু, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর প্রস্তাবিত ৭ টি জাতের গবেষণা লব্ধ ফলাফলের সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় প্রস্তাবিত জাতগুলো ছাড়করণের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামত প্রদানের অনুরোধ জানান। এ প্রেক্ষিতে মোঃ আজিজুল হক, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি উল্লেখ করেন যে,বর্তমানে দেশে যে আলু উৎপাদন হচ্ছে তা এক দিকে আমাদের চাহিদার তুলনায় বেশী অপর দিকে এত আলু হিমাগারে রাখার মত সুযোগও নাই। এ ছাড়া বিশ্ব বাজারে আলুর বেশ চাহিদা রয়েছে। সম্প্রতি দেশে processing Industry হওয়ায় শিল্প খাতেও আলুর বেশ চাহিদা রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে ছাড়কৃত জাতগুলোর বেশীর ভাগই Table purpose এ ব্যবহার উপযোগী। বর্তমানে রপ্তানী ও শিল্পের চাহিদার উপর ভিত্তি করে জাত ছাড়করণের জন্য তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। ড. মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধূরী, সদস্য পরিচালক(শস্য), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে হিমাগারের সুবিধা কম থাকায় উৎপাদিত বেশীর ভাগ আলুই Ambient condition এ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আলু বেশী দিন রাখা যায় না। এতে আলুর weight loss বেশী হচ্ছে। জাত উদ্ভাবনে এ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে যাতে দেশীয় পদ্ধতিতে বা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করলেও weight loss কম হয় এবং ৭/৮ মাস সংরক্ষণ করা যায়। জনাব কামাল হুমায়ুন কবীর, পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি বলেন যে, বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতগুলোর ফলন চেক জাত থেকে বেশী এবং Dry Matter ও ২০% কাছাকাছি বলে মতামত প্রদান করেন। জনাব এ এইচ ইকবাল আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, দেশে উৎপাদিত আলু বিদেশে রপ্তানীর

সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া দেশে কিছু Processing Industry স্থাপিত হচ্ছে। যে সকল জাত রপ্তানী যোগ্য এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী সে সকল জাতের ক্ষেত্রে ফলন কিছুটা ছাড় দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন আলু একটি ভিন্ন ধরনের ফসল। দেশে এর বহুবিদ ব্যবহার হচ্ছে। আলু বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে এবং দেশে আলুর উপর ভিত্তি করে বেশ কয়টি Agrobased Industry স্থাপিত হয়েছে। আলুর জাত উন্নয়ন ও মূল্যায়ণের সময় এর গুনাগনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে যাতে Table purpose এর উপযোগীসহ রপ্তানী ও প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী জাত পাওয়া যায়। সভাপতি মহোদয় আরো উল্লেখ করেন যে, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের উদ্ভাবিত 4.26W সারিটির Ambient condition এ weight loss এবং Rotten loss উভয়ই বেশী অপর দিকে কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের উদ্ভাবিত অন্য দু'টি সারি 4.45W ও 5.183সহ বিদেশী সারিগুলোর Ambient condition এ weight loss এবং Rotten loss অপেক্ষাকৃত কম এবং Dry Matter ২০% উপরে থাকায় Industry ব্যবহার উপযোগী হবে বলে এ সারিগুলো ছাড়করণের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত আলুর সাতটি সারির মধ্যে ৬টি জাত যথা (১) 4.45 W (২) 5.183 (৩) Agila (৪) Atlas (৫) Elgar (৬) Steffi যথাক্রমে বারি আলু-৪০, বারি আলু-৪১,বারি আলু-৪২,বারি আলু-৪৩,বারি আলু-৪৪ ও বারি আলু-৪৫ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪(খ) ঃ আলুর 4.15, 4.27, রেড ফ্যান্টাসী (Red Fantasy) এবং রেড ব্যারন (Red Baron) লাইন/ জাতগুলোর বিষয়ে কারিগরি কমিটির সুপারিশ।

কারিগরি কমিটির ৬৮তম সভায় কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি কর্তৃক প্রস্তাবিত আলুর ৯টি লাইন ছাড়করণের বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত ৯টি সারির মধ্যে 4.15, 4.27, রেড ফ্যান্টাসী (Red Fantasy) এবং রেড ব্যারন (Red Baron) সারিগুলোর ফলন বিভিন্ন লোকেশনে চেক জাত থেকে অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয় নাই। সভাপতি মহোদয় উক্ত জাতগুলোর ছাড়করণের বিষয়ে মতামত প্রদানের আহ্বান জানালে জনাব কামাল হুমায়ুন কবীর, পারিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি উল্লেখ করেন যে, একটি জাত ছাড়করণের জন্য ফলনের Minimum standard থাকা দরকার বা চেক জাত থেকে শতকরা কত ভাগ ফলন বেশী হলে ছাড়করণ করা হবে তার একটি নীতিমালা থাকা দরকার। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, জাতগুলো ফলনের দিক থেকে ভাল না তবে অন্য কোন ভাল দিক আছে কিনা তা দেখা যেতে পারে। জাতগুলো থেকে ভোক্তা পর্যায়ে কি কি সুবিধা পাওয়া যাবে এবং উক্ত জাতগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী কি না প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সভায় উপস্থাপন করা দরকার বলে সভাপতি মহোদয় মতামত দেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত আলুর চারটি লাইন যথা (১) 4.15 (২) 4.27 (৩) রেড ফ্যান্টাসী (Red Fantasy) ও (৪) রেড ব্যারন (Red Baron) ভোক্তা পর্যায়ে কি কি সুবিধা পাওয়া যাবে এবং জাতগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী কি না প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করবে (দায়িত্ব ঃ টিসিআরসি ও এসসিএ)।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত P.83-23 কৌলিক সারিটি বিএসআরআই আখ- ৪১ হিসেবে ছাড়করণ।

ইক্ষু গবেষণার বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত বিএসআরআই আখ- ৪১ জাতের কান্ড (stalk) লম্বা, মোটা আকারের এবং রং পাটল বর্ণের সবুজ (pinkish green) পর্ব মধ্য (internode) সিলিন্ডার (cylindrical) আকৃতির। কান্ড নরম এবং ফাঁপা (pipe) দেখা যায়। কর্কি প্যাচ (coreky patch), আইভরি মার্কিং (ivory marking) এবং বাড গ্রুব (bud grove) দেখা যায়। পাতা মাঝারি চওড়া ও গাঢ় সবুজ রঙ এর। কচি পাতা খাড়া তবে অধিকাংশ পুরাতন পাতা হেলে পড়ে। পাতার খোলে হুল দেখা যায় না। ভিতরের অরিকল (inner auricle) ল্যানসিওলেট (lanceolate) এবং বাহিরের অরিকল (outerauricle) ডেলটয়েড (deltoid) আকৃতির। এ জাতের ইক্ষুতে মাঝে মাঝে ফুল দেখা যায়। পরীক্ষাকালিন সময়ে ঈশ্বরদী ৪১, ঈশ্বরদী ২৪ ও সিও ২০৮ এ হেক্টর প্রতি ফলন যথাক্রমে ১০৮.৩১-১৫৯.২৪, ৮৭.৮৩-১০৭.৩০ এবং ৫৭.৭৯-৬৭.৫৩ টন পর্যন্ত পাওয়া গেছে। গুড়ের গুনগত মান ভাল। ইহা একটি মাধ্যম পরিপক্ক জাত। জাতটির খরা সহিষ্ণু ক্ষমতা বেশি। উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ মৌসুমে ঢাকা অঞ্চলের ৩টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৩টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় বিএসআরআই এর প্রতিনিধিকে প্রস্তাবিত আখের জাতটির তুলনামূলক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে মোঃ নূরে আলম, এস ও বিএসআরআই প্রস্তাবিত জাতের গবেষণা লব্ধ ফলাফলের সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। মহা পরিচালক, বিএসআরআই উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী এবং সাথে সাথে গুড় তৈরী করার জন্যও ভাল। এই জাতটি লাল পচা, উইল্ট ও স্মাট রোগ প্রতিরোধী এবং পোকা মাকড়ের আক্রমণও কম। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, এটা একটি খরা সহিষ্ণু জাত। সদস্য পরিচালক(শস্য), বিএআরসি বলেন যে, লালপচা রোগ প্রতিরোধী একটি কঠিন বিষয় তবে জাতটি চিবিয়ে খাওয়া এবং গুড় তৈরী উপযোগী হলে ভাল। পরিচালক, এস সি এ উল্লেখ করেন যে, চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী ভাল জাতের সংখ্যা কম এবং রোগবালাই ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ কম বিধায় ছাড়করণ করা যেতে পারে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি লালপচা রোগ প্রতিরোধী সক্ষম একটি ভাল দিক। তা ছাড়া Sucrose% ও ভাল এবং চেক জাত থেকে ফলন ও প্রায় দ্বিগুন। ফলে ছাড়করণের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত P.83-23 কৌলিক সারিটি বিএসআরআই আখ৪১ হিসেবে ঢাকা অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত PBRC-37 কৌলিক সারিটি বিনাধান-১০ হিসেবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণ।

বিনা'র বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত বিনাধান-১০ এর কৌলিক সারিটি ইরি-বিনা সহযোগিতার আওতায় সংগ্রহ করা হয়।কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে লবণাক্ত (১০-১২ডিএস/মিটার) এলাকায় এবং লবনমুক্ত স্বাভাবিক জমিতে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় এবং চেক জাত বিনাধান-৮ এর চেয়ে ৫-১০ দিন আগে পাঁকায় জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। ধানের দানা লম্বা ও মাঝারী। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সে.মি.। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করলে এ জাতের জীবনকাল ১২৮-১৩৩ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৪.৫ গ্রাম। জাতটি লবণ সহিষ্ণু এবং আলোক অসংবেদনশীল জাত বলে দেশের লবণাক্ত অঞ্চলে ও স্বাভাবিক জমিতে বোরো ও আমন দুই মৌসুমেই রোপন করা যায় এবং লবনাক্ত অবস্থায় প্রতি হেক্টরে ৫.০-৫.৫ টন ও লবনাক্ত না হলে ৭.৫-৮.৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

উক্ত জাতটি ২০১১-১২ মৌসুমে যশোর অঞ্চলে ৪টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৪টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে। ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে জনাব মির্জা মোফাজ্জল করিম, পিএসও এবং প্রধান বায়ো টেকনোলজি বিভাগ, বিনা জাতটির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্টের সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপনপূর্বক উল্লেখ করেন যে, এ লাইনটি ১২ ডিএস/মি.পর্যন্ত লবণাক্ততা সহনশীল এবং গুনাগুন অন্যান্য লবণাক্ততা সহনশীল জাত অপেক্ষা অধিকতর ভাল। আব্দুস সালাম, পরিচালক (গবেষণা) বিনা উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত সারিটি বিনা ধান-৮ থেকে অধিকতর লবণাক্ত সহিষ্ণু এবং এক সপ্তাহ আগাম। এ ছাড়া ফলনও বিনা ধান-৮ থেকে বেশী। লাইনটি ছাড় করা হলে এর জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং চাষী ভাইরা তাড়াতাড়ি গ্রহণ করবে। পরেশ কুমার রায়, আর এফ ও, যশোর উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন স্থানে ট্রায়াল প্লটে ৮.৫ ডিএস/মি. থেকে ১১.৫ ডিএস/মি. পর্যন্ত লবণাক্ততা পাওয়া যায় এবং ট্রায়ালকৃত সকল স্থানে প্রস্তাবিত লাইনটির ফলন চেক জাত বিনা-৮ থেকে বেশী পাওয়া যায়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত লাইনটির লবণাক্ত সহনশীলতা অন্যান্য জাত থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী। জনাব মোঃ শমসের আলী, পরিচালক(গবেষণা) ব্রি, উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত সারিটি বোরো ও আমন মৌসুমে আবাদ উপযোগী বলা হলেও শুধু মাত্র বোরো মৌসুমে মূল্যায়ণ ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সারিটির জীবনকাল অস্বাভাবিক কম বলেও তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে সদস্য পরিচালক (শস্য) বলেন যে, প্রস্তাবিত সারিটির জীবনকালের বিভিন্ন পর্যায় কত লবণাক্ততা ছিল তার উল্লেখ থাকা দরকার। এ বিষয়ে কামাল হুমায়ুন কবীর, পরিচালক, টিসিআরসি, বারিও একই মত প্রকাশ করেন। সদস্য পরিচালক (শস্য) আরো উল্লেখ করেন যে, লবণাক্ত সহনশীলতার পাশাপাশি রোগবালাই ও পোকাকাড়ের সহনশীলতার তথ্যও থাকা দরকার। অতঃপর সভাপতি মহোদয় বিনার প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ দেন এবং উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে এ যাবৎ এ মাত্রায় (১২-১৪ ডিএস/মি.) লবণাক্ত সহনশীল জাত পাওয়া যায় নাই এবং Vegetative and Reproductive stage এ মাত্রায় (৮-১২ ডিএস/মি.) লবণাক্ত সহনশীল একটি Significant বিষয়। বাংলাদেশে বর্তমানে Valuerable ecosystem এ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য অধিকতর লবণাক্ততা সহনশীল জাত উদ্ভাবন করা দরকার বলেও তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত PBRC-37 কৌলিক সারিটি বিনা ধান-১০ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ আখের বীজ প্রত্যয়ন ও বীজ মান নিয়ন্ত্রণ।

"আখ" নোটিফাইড ফসলের তালিকা ভুক্ত হওয়ায় বীজ আইনের আলোকে আখের বীজ প্রত্যয়ন ও বীজ মান নিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক। বর্তমানে বীজ আইনের আলোকে অন্যান্য নোটিফাইড ফসল যেমন- ধান, পাট, গম ও আলুর বীজ প্রত্যয়ন ও বীজমান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। এছাড়া নতুন জাত ছাড়করণের অংশ হিসাবে DUS কার্যক্রম ও চালু আছে। আখ নোটিফাইড ফসলের অন্তর্ভূক্ত বিধায় এর বীজ প্রত্যয়ন ও বীজমান নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি নতুন জাত ছাড়করণের অংশ হিসাবে DUS Test চালু করা দরকার। এ বিষয়ে কারিগরি কমিটির ৫২তম সভার আলোচ্য বিষয়-৪ (২) মোতাবেক আখ ফসলের বীজ প্রত্যয়ন ও DUS Test কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে একটি আলোচ্য সূচি কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপনসহ বিএসআরআই এর মাধ্যমে এসসিএ এর মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের আখ ফসলের উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত মে ১২, ২০১০ তারিখে Workshop on DUS Test character selection of sugarcane and sugarcane certification system" শিরোনামে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় সুপারিশসহ কার্যবিবরণী এ সভায় উপস্থাপন করা হলে; পরিচালক, এসসিএ, উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে আখের শুধু মাঠ মান নির্ধারণ করা আছে। বীজমান ও নির্ধারণ করা দরকার। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, মাঠমানে আখের পৃথকীকরণ দূরত্ব ২ মিঃ নির্ধারণ করা আছে যা পাশ্ববর্তী দেশ ভারত ৫মিঃ। ২মিঃ পৃথকীকরণ দূরত্বে সহজেই বিভিন্ন রোগ Contamination হতে পারে বলেও তিনি মতামত দেন। এ প্রসংগে জনাব খায়রুল বাসার, মহা পরিচালক,বিএসআরআই উল্লেখ করেন যে, গত মে ১২,২০১০ তারিখে এসসিএ ও বিএসআরআই এর যৌথ উদ্যোগে আখের DUS Test ও বীজ প্রত্যয়নের উপর দিন ব্যাপি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে কার্যক্রম শুরু করা দরকার। তিনি পৃথকীকরণ দূরত্ব ৫মিঃ রাখা বেশ কঠিন। তবে বর্তমান মাঠমান review করা যেতে পারে বলে মতামত দেন। সদস্য পরিচালক(শস্য) উল্লেখ করেন যে, বিএসআরআই, এসসিএ ও বিএসএফআইসি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। উক্ত কমিটি আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি, DUS Test ও বর্তমান মাঠমান review পূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রনয়ণ করে কারিগরি কমিটির সভায় দাখিল করবে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, আখ অন্যান্য ফসল থেকে ভিন্নতর এবং ভারতের মাঠমানের সাথে আমাদের মাঠমান হুবহু এক রকম নাও হতে পারে। তবে কমিটির মাধ্যমে আখের মাঠমান review সহ বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি, DUS Test এর কার্যক্রমের উপর একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করা যেতে পারে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্ন বর্ণিত সদস্যদের নিয়ে একটি উপ কমিটি গঠন করা হয়।

১।	সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি, ঢাকা	আহবায়ক
২।	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ২ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৩।	বাংলাদেশ চিনি এবং খাদ্য শিল্প সংস্থা এর ২ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৪।	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২ জন প্রতিনিধি	সদস্য

সিদ্ধান্ত ঃ গঠিত উপকমিটি আখের বীজ প্রত্যয়ন ও DUS Test পদ্ধতি প্রনয়ণ করবে এবং বর্তমান মাঠমান পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশমালা প্রনয়ণ করে কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন করবে।

আলোচ্য বিষয়-৮ বিবিধ ঃ হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি সংশোধন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৩তম সভার আলোচ্য সূচী-২ মোতাবেক হাইব্রিড ধান জাত নিবন্ধণ এর বর্তমান নীতিমালা মূল্যায়ণ করে প্রয়োজনে stakeholder এর সাথে আলোচনা করে নীতিমালা যুগোপযোগী করা এবং পুনঃ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে Best Two Years গড় করা হবে অথবা সব বছরের ফলনের গড় করা হবে প্রভৃতি বিষয়ে কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশমালা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত রয়েছে। এ বিষয়ে কারিগরি কমিটির ৬৭তম সভায় সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসিকে আহবায়ক করে ৪(চার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি গত সেপ্টেম্বর ২৮,২০১১ ও ফেব্রুয়ারী ২৩,২০১২ তারিখ পরপর দু'টি সভা করে এ বিষয়ে একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করে দাখিল করেন। উক্ত সুপারিশমালাটি সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

সিদ্ধান্ত ঃ হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি সংশোধনপূর্বক প্রনয়ণকৃত সুপারিশমালাটি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(এ এইচ ইকবাল আহমেদ)
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
ও
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ড. ওয়ায়েস কবীর)
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ও
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম সভা ০৫ নভেম্বর ২০১২ সকাল ১০.৩০টায় নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ড. ওয়ায়েস কবীর এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, জনাব এ এইচ ইকবাল আহমেদ কে অনুরোধ জানালে তিনি আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৯তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৬৯ তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সেপ্টেম্বর ৬, ২০১২ তারিখের ১৩৯৫ (১৬) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধণী না থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তা পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৯তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক কারিগরি কমিটির ৬৯তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি।
গত আগষ্ট ১, ২০১২ তারিখ কারিগরি কমিটির ৬৯তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সকল সদস্যবৃন্দকে অবগত করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বীজ আলুর শ্রেণি নির্ধারণ।
বর্তমানে দেশে পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরে বেশ কটি Tissue culture lab. এর মাধ্যমে বীজ আলু উৎপাদন করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট lab. এ কোন শ্রেণির বীজ উৎপাদন করা হবে সে বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার। এ ছাড়া বিদেশ থেকে বিভিন্ন শ্রেণির বীজ আলু আমদানী করা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের বীজ আলুর শ্রেণির সাথে আমাদের দেশের বীজ আলুর শ্রেণির মিল নেই। উক্ত রপ্তানীকারক দেশের বীজ আলুর শ্রেণির অনুরূপ (corresponding) আমাদের দেশে কোন শ্রেণির বীজ হবে তাও নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, BARI উল্লেখ করেন যে, বেশির ভাগ Tissue culture lab. এর মাধ্যমে মৌলিক নীতিমালা বা পদ্ধতি অনুসরণ না করে শুধুমাত্র বীজ আলু বর্ধন (Multiplication) করা হচ্ছে। কোন কোন Lab এ Cleaning সঠিকভাবে হয় না,এমন কি ELISA test ও করা হয় না। এভাবে উৎপাদিত বীজ আলু মৌল বীজ হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। মৌল বীজ উৎপাদন শুধুমাত্র জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্চনীয়। এ বিষয়ে প্রফেসর ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ, কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবিসহ বিনা, বশেমুরকৃবি এর বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিবৃন্দও একমত পোষণ করেন। ড. মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, বিদ্যমান অবস্থায় Tissue culture এর মাধ্যমে উৎপাদিত বীজ মৌল বা ভিত্তি বীজ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। তবে মানসম্পন্ন বীজ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বিষয়টি বর্তমান বীজ আইনের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। জনাব মোঃ আজিজুল হক, মহা ব্যবস্থাপক(বীজ), বিএডিসি উল্লেখ করেন যে, পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে Tissue culture এর মাধ্যমে বীজ আলু উৎপাদনের সুযোগ দিতে হবে, তবে এ পদ্ধতির মাধ্যমে মান নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে মানা হচ্ছে কি না তা দেখা প্রয়োজন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, একটি কমিটির মাধ্যমে এ বিষয়ে একটি সুপারিশমালা তৈরি করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ ক). বিদ্যমান বীজ আইন অনুযায়ী NARS ভুক্ত প্রতিষ্ঠান ব্যাতিরেকে আলুর মৌল বীজ উৎপাদন করা যাবে না। কোন শ্রেণির বীজ থেকে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে আলু বীজ উৎপাদন করা হবে তা আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে।

খ). আমদানীকৃত বীজের শ্রেণির সাথে দেশের বীজের শ্রেণির সমন্বয় এবং টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত বীজের শ্রেণি সুস্পষ্টিকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যদের নিয়ে একটি উপকমিটি গঠন করা হল।

বীজ আলুর শ্রেণি নির্ধারণ উপকমিটিঃ

১	জনাব ড. মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি	সভাপতি
২	জনাব মোঃ আজিজুল হক, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি	সদস্য
৩	জনাব ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ, প্রফেসর, কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবি	সদস্য
৪	জনাব বিমল চন্দ্র কুন্ডু, উধর্ক্ষতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, BARI, গাজীপুর	সদস্য
৫	জনাব সৈয়দ কামরুল হক, সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
৬	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, উপদেষ্টা, পেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিঃ	সদস্য
৭	জনাব এ এইচ ইকবাল আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	সদস্য সচিব

উপকমিটি এ বিষয়ে একটি সুপারিশমালা আগামী ১ মাসের মধ্যে তৈরী করে কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে।

বাস্তবায়নঃ বীজ আলুর শ্রেণি নির্ধারণ উপকমিটির সদস্য সচিব।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ দেশে উৎপাদিত এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়ন।

হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি অনুযায়ী নিবন্ধন প্রাপ্ত কোম্পানী উক্ত জাতের হাইব্রিড বীজ আমদানীর পাশাপাশি দেশেও এফ-১ বীজ উৎপাদন করে বাজার জাত করছে। বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যায়িত মানের হাইব্রিড বীজ আমদানীর বিধান আছে। কিন্তু দেশে উৎপাদিত হাইব্রিড ধানের বীজ প্রত্যয়ন এখনও শুরু করা হয়নি। বর্তমানে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী দেশে উৎপাদিত হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করে আসছে, কিন্তু প্রত্যয়ন করছে না। উল্লেখ্য, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫০তম সভায় হাইব্রিড ধানের বীজ প্রত্যয়নের নিমিত্তে মাঠমান ও বীজমান অনুমোদন করা আছে। দেশে মানসম্পন্ন হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন এবং বীজমান যথাযথভাবে বজায় রাখার জন্য প্রত্যয়ন আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে ড. মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বর্তমান জনবল দিয়ে সামর্থ হলে এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়নের আওতাভূক্ত করতে পারে। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে অত্র এজেন্সীর জনবল বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বর্তমান জনবল প্রশিক্ষণ দিয়ে এফ-১ হাইব্রিড ধানের বীজ প্রত্যয়ন শুরু করা প্রয়োজন। সভাপতি মহোদয় জানান যে, মানসম্পন্ন এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদনে বীজ প্রত্যয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বর্তমান জনবল দিয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম শুরু করবে।

বাস্তবায়নঃ এসসিএ।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি সংশোধন।

কারিগরি কমিটির ৬৭তম সভায় গঠিত উপকমিটি কর্তৃক প্রণয়নকৃত 'হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ (সংশোধন) পদ্ধতি'টি কারিগরি কমিটির ৬৯তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনুমোদনের জন্য সুপারিশসহ জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণ করা হয়। বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৮তম সভায় উপস্থাপন করা হলে সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড জানান যে, হাইব্রিড জাতের DNA finger print সংক্রান্ত তথ্য না থাকায় বিদেশ থেকে একই জাতের হাইব্রিড ধান বীজ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কোম্পানী বাংলাদেশে আমদানি করছে। এ ছাড়া কোন কোন জাত অঞ্চলভিত্তিক চাষাবাদের জন্য অনুমোদন পেলেও দেশব্যাপী চাষাবাদ হচ্ছে। অতঃপর এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর হাইব্রিড ধানের বর্তমান প্রেক্ষিত বিবেচনাপূর্বক সংশিষ্ট জাতের DNA finger print, রোগবালাই, পোকা-মাকড়ের প্রবণতা, উৎপাদন মৌসুম, অঞ্চল, ফলন, চেকজাত, জীবনকাল প্রভৃতি বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রণীত 'হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতিটি' অধিকতর সংশোধন করে পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্বক 'হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতিটি' অধিকতর সংশোধনপূর্বক আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে কারিগরি কমিটির সদস্য সচিবের নিকট প্রতিবেদন প্রদান করবে।

বাস্তবায়ন ঃ এতদ বিষয়ে কারিগরি কমিটির ৬৭তম সভায় গঠিত উপ কমিটির আহবায়ক।

আলোচ্য বিষয়-বিবিধ-৬ (ক) প্রত্যয়ন ট্যাগের উন্নয়ন ও যুগোপযোগীকরণ।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বিভিন্ন ফসলের মৌল, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজ প্রত্যয়ন করে অনুমোদিতমানের বীজের প্যাকেটে ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন ট্যাগ সংযুক্ত করে প্যাকেটজাত করে বাজারজাত করা হয়। উল্লেখ্য প্রত্যয়ন ট্যাগ বিজি প্রেস থেকে মূদ্রণ করা হয়। বর্তমান ব্যবহৃত ট্যাগে কোন ক্রমিক নম্বর উল্লেখ থাকেনা এবং ট্যাগের কাগজ মানসম্পন্ন না হওয়ায় পরিবহনের সময় প্রায়ই ছিঁড়ে যায় বা নষ্ট হয় ফলে নকল করাও খুবই সহজ। ট্যাগবিহীন উক্ত প্যাকেটজাত প্রত্যায়িত বীজ বিক্রি করা কষ্ট সাধ্য হয় এবং জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। পরিবহনের

সময় উক্ত ট্যাগ যাতে ছিঁড়ে না যায় সে জন্য উন্নত কাগজে, ক্রমিক নম্বরসহ প্রত্যয়ন ট্যাগ মুদ্রণ এবং ট্যাগের একপাশ লেমেনেটিং করা যেতে পারে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের ট্যাগের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। জনস্বার্থে Security printing press এর মাধ্যমে ট্যাগের নিরাপত্তা, উন্নতমান ও যুগোপযোগী করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, প্রত্যয়ন ট্যাগ ও বীজ প্যাকেট নকল করার বিষয়টি উদ্বেগজনক। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া এবং প্রত্যয়ন ট্যাগের মান উন্নয়ন ও যুগোপযোগী করা দরকার। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রত্যয়ন ট্যাগ নকল রোধে এর মান উন্নয়ন ও যুগোপযোগীকরণ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ উইং ও এসসিএ।

(খ) কৃষকের মাঠে ধানের মৌল বীজ উৎপাদন করার অনুমতি।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ থেকে পত্রের মাধ্যমে জানানো হয় যে, বিনা ধান-৮ ও বিনা ধান-১০ এর ব্যাপক চাহিদা থাকায় কৃষকের মাঠে মৌল বীজ উৎপাদন করতে ইচ্ছুক এবং উক্ত বীজ প্রত্যয়নে সহযোগীতা প্রদানের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে জনাব মোঃ আবু ইউসুফ মিয়া, প্রধান মাঠ নিয়ন্ত্রণ অফিসার, এসসিএ, উল্লেখ করেন যে,২০১২-১৩ মৌসুমে যশোর অঞ্চলে ব্রি'র মাধ্যমে কৃষকের মাঠে মৌল বীজ উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। তাতে কোন সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, মৌল বীজ উৎপাদন শুধু তদারকি করলেই হবে না, মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদনে বিভিন্ন Parameter গুলি ভালভাবে পর্যবেক্ষন এবং সংরক্ষিত এলাকায় মৌল বীজ উৎপাদন করা দরকার। কৃষকের মাঠে মৌল বীজ উৎপাদন করা হলে সঠিকভাবে তদারকি ও পরিচর্যা করা সম্ভব হবে না। সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি এবং অন্যান্য প্রতিনিধি ও সদস্যবৃন্দ এ বিষয়ে একমত পোষন করেন। বিস্তারিত আলোচনা হতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কৃষকের মাঠে মান সম্পন্ন মৌল বীজ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় পরিচর্যা ও পালনীয় বিষয়গুলো সঠিকভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না বিধায় কৃষকের মাঠে মৌল বীজ উৎপাদন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা নাই।

বাস্তবায়নঃ এসসিএ।

(গ) স্থানীয় জাতের ধান ও আলু বীজ বাজারজাতকরণ এবং নন-নোটিফাইড ফসল হিসেবে নিবন্ধীকরণ।

এসিআই লিঃ এর এক আবেদনে জানানো হয় যে, স্থানীয় জাতের বীজ আলু উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ বিধায় উক্ত জাত নন-নোটিফাইড ফসল হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এসিআই লিঃ স্থানীয় জাতের বীজ আলু উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে ইচ্ছুক বলেও পত্রে উল্লেখ করা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সম্মানীত সদস্যদের মতামতের আহব্বান জানালে জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএআরআই উল্লেখ করেন যে, বর্তমান বীজ আইন অনুযায়ী নোটিফাইড ফসলের কোন জাত নন-নোটিফাইড হিসেবে ঘোষণার সুযোগ নেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বর্তমান বীজ আইন অনুযায়ী নোটিফাইড ফসলের কোন জাত নন-নোটিফাইড হিসেবে ঘোষণার সুযোগ নেই। নোটিফাইড ফসলের স্থানীয় জাতগুলি সংশ্লিষ্ট NARS প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তালিকাভূক্তির পর জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমতিক্রমে বীজ বাজারজাতকরণ সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

বাস্তবায়নঃ নার্সভূক্ত প্রতিষ্ঠান ও এনএসবি।

(ঘ) প্রাইভেট সেক্টর হতে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনকে প্রতিনিধি হিসেবে অর্ন্তভুক্তকরণ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৮তম সভায় Private sector থেকে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন কৃষি সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বর্তমানে বেসরকারী পর্যায় থেকে জনাব আনোয়ারুল হক, সহ-সভাপতি, সীডম্যান সোসাইটি অব বাংলাদেশ কারিগরি কমিটির সদস্য হিসাবে আছেন। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৮তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বেসরকারী পর্যায়ে Private sector থেকে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বেসরকারী সেক্টর থেকে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। এ বিষয়ে একজন প্রতিনিধির নাম প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশকে পত্র দেয়া হবে।

বাস্তবায়নঃ সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি।

(ঙ) কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্যগণের সম্মানী ভাতা।

বর্তমানে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি সরকারী মাঠ মূল্যায়ন দল রয়েছে। মাঠ মূল্যায়ন দল, মাঠ পর্যায়ে কোন প্রার্থীত জাতের বিশেষজ্ঞ হিসেবে মাঠ কার্যকারিতা/উপযোগিতা যাচাই করে এবং উক্ত প্রার্থীত জাত ছাড়করণের বিষয়ে মতামত দিয়ে থাকে। সভাপতি মহোদয় মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্যদের সম্মানী ভাতা প্রদান বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে আহ্বান জানান। এ বিষয়ে সদস্য-পরিচালক (শস্য) বিএআরসি মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্যদের কোন খাত থেকে ভাতা প্রদান করা হবে জানতে চান। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এসসিএ এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে বাজেট বরাদ্দ চাইতে পারে। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, মাঠ মূল্যায়ন কাজটি অত্যন্ত কষ্টকর এবং বিশেষায়িত ধরণের। মূল্যায়ন দলের সদস্যদের প্রতিকুল পরিবেশে কাজ করতে হয়। ভাতা দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্যদের ভাতা প্রদানের জন্য এসসিএ সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দ প্রদানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পদক্ষেপ নিবে।

বাস্তবায়নঃ এসসিএ।

(চ) বীজ প্রত্যয়নের আবেদনপত্র দাখিলের সময়সীমা নির্ধারণ ঃ

বীজ বিধিমালা ১৯৯৮ এর বিধি ১০ এর ফরম ৩ মোতাবেক বীজ প্রত্যয়নের আবেদনপত্র দাখিল করার এবং ফসলের বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ৪ (চার) বার বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাবলী সরবাহের বিধান রয়েছে। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জানান যে, বীজ প্রত্যয়নের জন্য আবেদনপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী প্রেরণের সময়সীমা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক নির্ধারণ করা আছে। তা যথাযথ অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্টগন কে আহ্বান জানান। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামত আহ্বান করেন। জনাব মোঃ আজিজুল হক, মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি উক্ত বক্তব্যে সাথে একমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বীজ প্রত্যয়নের আবেদনপত্র ও অন্যান্য তথ্যবলী দাখিলের সময়সীমা সংশ্লিষ্ট সকলে মেনে চলবে।

বাস্তবায়নঃ এসসিএ ও সংশ্লিষ্ট বীজ উৎপাদনকারী সংস্থা।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(এ এইচ ইকবাল আহমেদ)
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
ও
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
গাজীপুর-১৭০১

স্বাক্ষর/-
(ড. ওয়ায়েস কবীর)
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ও
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭১ তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭১তম সভা মার্চ ১৩, ২০১৩ সকাল ১০.৩০ টায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব এ এইচ ইকবাল আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর জানুয়ারী ৮, ২০১৩ তারিখ ৪৮(১৬) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীর বিষয়ে অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। উপস্থিত সদস্যবৃন্দের কোনরূপ মতামত বা মন্তব্য না থাকায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ আমন/২০১২-১৩ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আমন/২০১২-১৩ মৌসুমে ৯টি বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের ট্রায়ালকৃত ১৫টি হাইব্রিড জাত যথা (১) সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ এর ২টি জাত (ক) রেস (NK 9315) (খ) রুপা (NK 6302) (২) বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর ২টি জাত (ক) অ্যারাইজ ধানী গোল্ড (এইচ ১০০০১,২য় বর্ষ) (খ) অ্যারাইজ তেজ গোল্ড (এইচ ১১০০১) (৩) সুপ্রিম সীড কোং লিঃ এর ১টি জাত হাইব্রিড হীরা-১১ (HS-12) (৪) ব্র্যাক এর ১টি জাত মুক্তি-২ (ব্র্যাক-৮) (৫) পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এর ২টি জাত (ক) পাইওনিয়র ২৫পি৩৫ (Pioneer 25P35) (খ) পাইওনিয়র ২৭পি০৯ (Pioneer 27P09) (৬) পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর ২টি জাত (ক) পাইওনিয়র ২৯পি৩৮ (Pioneer 29P38) (খ) পাইওনিয়র ২৭পি৬৫ (Pioneer 27P65) (৭) এসিআই লিঃ এর ২টি জাত (ক) সোনালী (BRS-৬৯৬) (খ) বলাকা (QR-14) (৮) চেন্স ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিঃ এর ২টি জাত (ক) এলটি-১ (PAC-835,২য় বর্ষ) (খ) এলটি-২ (স্বর্ণা-২, ২য় বর্ষ) (৯) নর্থ সাউথ লিঃ এর ১টি জাত টিয়া (HTM 707 (২য় বর্ষ) এর সাথে ব্যবহৃত চেকজাত ব্রি ধান-৩১ ও ব্রি ধান-৩৯ (পর্যবেক্ষণ চেক জাত) সহ সর্বমোট ১৭টি জাতের মাঠ মূল্যায়ন (প্রদত্ত কোড নম্বর এইচ-৮৪২ থেকে এইচ-৮৫৮ পর্যন্ত) দেশের ৬টি অঞ্চলের ১২ টি স্থানে সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখ্য ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাত ব্রিধান ৩১ এর সাথে অঞ্চল ও কোড ভিত্তিক গড় ফলনের Heterosis বিশ্লেষণপূর্বক ফলাফল পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

পর্যালোচনার শুরুতে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক বিভিন্ন হাইব্রিড জাতের গোপনীয় কোড নম্বর উম্মুক্ত করা হলে তা উপস্থিত সকল সদস্য এবং কোম্পানীর প্রতিনিধিবৃন্দকে জানিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর ট্রায়ালকৃত ফলাফলের ভিত্তিতে যে সকল জাত পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে এবং ১ম ও ২য় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis % এর গড় ফলন উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% এর অধিক পাওয়া গিয়েছে (একের অধিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে) শুধু সে সকল জাত সাময়িক নিবন্ধণের জন্য প্রস্তাব করা হয়। উক্ত প্রস্তাবের আলোকে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেক জাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর অ্যারাইজ ধানী গোল্ড (বায়ার হাইব্রিড-৪) জাতটি ময়মনসিংহ, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে সাময়িক নিবন্ধের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

শর্ত ১ ঃএক বছরের জন্য আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে এসসিএ'র পরীক্ষার পর বিক্রি করা যাবে। প্যাকেটের গায়ে বীজ উৎপাদনের বছর ও প্যাকিং এর তারিখ উল্লেখ করতে হবে। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত ২ ঃ জাত নিবন্ধন করা নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখপূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত ৩ঃ বীজের গুণাগুণ পরীক্ষার নিমিত্তে জয়সসরঁভশফ কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU I Port arrival report বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

শর্ত ৪ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম সভার আলোচ্য সূচী ৫(ঘ) এর সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্বক কোম্পানীর নামের সাথে মিল রেখে নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড জাতের বাণিজ্যিক নাম সংযুক্ত করে বাজারজাত করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ কর্তৃক উদ্ভাবিত (ক) Ciherang -Sub-1 (IR09F436) **(খ) Samba Mahsuri-Sub-1**(IR07F287) **(গ) KD_5-18-150 কৌলিক সারি তিনটি যথাক্রমে বিনা ধান-১১, বিনা ধান-১২ এবং বিনা ধান-১৩ হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণ।**

(ক) বিনা ধান-১১ ঃ বিনা'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত বিনা ধান ১১ এর কৌলিক সারিটি (IR09F436) ইরি-বিনা সহযোগিতার আওতায় সংগ্রহ করা হয়। সারিটি ইন্দোনেশিয়ান জাত চিহেরাং এবং ইরি ১৪৯ এর সাথে সংকরায়নের ফলে মার্কার এসিস্টেড সিলেকশন (MAS) পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, দেশের আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে ২০-২৫ দিনের আকস্মিক বন্যায় জলমগ্ন হলেও প্রচলিত আমন জাত থেকে বেশি ফলন দেয়। সারিটি ব্রি ধান৫১ এর চেয়ে ২৫-৩০ দিন আগে পাকায় আকস্মিক বন্যা সহিষ্ণু জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। প্রস্তাবিত সারিটির বীজতলা কিংবা চারা রোপনের ২-৩ দিন পর ২০-২৫ দিন পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেলেও চারা পঁচে যায় না এবং ফলন ঠিক থাকে। এ জাতের ডিগ পাতা গাঢ় সবুজ, খাড়া এবং লম্বা। পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সেঃমিঃ। প্রস্তাবিত বিনা ধান ১১ এর জীবনকাল জলমগ্ন হলে ১৩০-১৩৫ দিন এবং জলমগ্ন না হলে ১১৫-১২০ দিন। অপর দিকে জলমগ্ন হলে হেক্টর প্রতি ফলন ৪.০-৪.৫ এবং জলমগ্ন না হলে ৫.০-৫.৪ টন ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৮.১ গ্রাম। চাল লম্বা ও মাঝারী।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ রোপা আমন মৌসুমে দেশের ২টি অঞ্চল যথা ময়মনসিংহ ও রংপুরে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ময়মনসিংহ অঞ্চলে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং রংপুর অঞ্চলে জাতটিকে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত থেকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(খ) বিনা ধান-১২ ঃ বিনা'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত বিনা ধান ১২ এর কৌলিক সারিটি (IR07F287) ইরি-বিনা সহযোগিতার আওতায় সংগ্রহ করা হয়। সারিটি সাম্বা মাহসুরি এবং আই আর ৪৯৮৩০ এর ক্রসের ফলে সৃষ্ট এফ-১ এর সাথে তিনবার পশ্চাদ সংকরায়ণ করে মার্কার এসিস্টেড সিলেকশন (MAS) পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, দেশের বিভিন্ন আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে ২০-২৫ দিন আকস্মিক বন্যায় জলমগ্ন হলেও প্রচলিত আমন জাত থেকে বেশি ফলন দেয়। সারিটি ব্রি ধান৫১ এর চেয়ে ১০-১২ দিন আগে পাকায় আকস্মিক বন্যা সহিষ্ণু জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। প্রস্তাবিত সারিটির বীজতলা কিংবা চারা রোপনের ২-৩ দিন পর ২০-২৫ দিন পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেলে চারা পঁচে যায় না এবং ফলন ঠিক থাকে। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা। পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ৮৫-৯০ সেঃমিঃ। প্রস্তাবিত বিনা ধান ১২ এর জীবনকাল জলমগ্ন হলে ১৪০-১৪৫ দিন এবং জলমগ্ন না হলে ১২৫-১৩০ দিন। অপর দিকে জলমগ্ন হলে হেক্টর প্রতি ফলন ৩.৮-৪.০ এবং জলমগ্ন না হলে ৪.২-৪.৫ টন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ১৬.০ গ্রাম এবং চাল সরু।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ রোপা আমন মৌসুমে দেশের ২টি অঞ্চল যথা ময়মনসিংহ ও রংপুরে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ময়মনসিংহ অঞ্চলে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং রংপুর অঞ্চলে জাতটিকে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত থেকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(গ) বিনা ধান-১৩ ঃ বিনা'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত বিনা ধান১৩ এর কৌলিক সারিটি (KD_5-18-150) মিউট্যান্ট হিসাবে উদ্ভাবন করা হয়। কৌলিক সারিটি বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে ফলন পরীক্ষায় ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচন করা হয়। প্রস্তাবিত মিউট্যান্টে সুগন্ধি আমন জাতের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১৪০-১৪৫

সেঃমিঃ এবং গাছ হেলে পড়ে না, জীবনকাল ১৩৮-১৪২ দিন, পরিপক্ক অবস্থায় গাছের পাতা সবুজ থাকে, ধান উজ্জ্বল কাল বর্ণের, ১০০০টি পুস্ট ধানের ওজন ১৩.২০ গ্রাম এবং ফলন ৩.২-৩.৬ টন/হেঃ।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ আমন মৌসুমে দেশের ৫টি অঞ্চল যথা ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুরে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। সকল অঞ্চলেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত থেকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে। ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় বিনার প্রতিনিধিকে প্রস্তাবিত ৩টি জাতের তুলনামূলক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, পিএসও, বিনা প্রস্তাবিত ৩টি জাতের গবেষণা লব্দ ফলাফলের সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় বিনা কর্তৃক প্রস্তাবিত জাত তিনটি ছাড়করণের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। ড. আব্দুস সালাম, পরিচালক (গবেষণা) বিনা বলেন যে, প্রস্তাবিত বিনা ধান-১১ ও বিনা ধান-১২ দু'টি জাতই ব্রি ধান৫১ থেকে আগাম এবং বিনা ধান-১১ এর ফলন ব্রি ধান৫১ থেকে বেশী তবে বিনা ধান-১২ এর ফলন ব্রি ধান৫১ থেকে কম হলেও এর চাউল মাঝারী সরম্ন। জাত দু'টি আগাম ও বর্তমান ছাড়কৃত বন্যা সহিষ্ণু জাত থেকে অধিকতর বন্যা সহিষ্ণু। অপর দিকে বিনা ধান-১৩ একটি সুগন্ধি জাত এবং ট্রায়ালকৃত সকল অঞ্চলেই এর ফলন ভাল এবং চেকজাত থেকে বেশী। ফলে তিনটি জাতই ছাড়করণের জন্য অনুরোধ জানান। এ এইচ ইকবাল আহামেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, প্রস্তাবিত বিনা ধান-১১ ও বিনা ধান-১২ দু'টি জাতই ব্রি ধান৫১ থেকে আগাম তবে রংপুর অঞ্চলের যে স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে সে'টা আকস্মিক বন্যা প্রবণ নয়। কুমিল্লা ও সিলেটসহ দেশের আকস্মিক বন্যা প্রবণ অন্যান্য অঞ্চলে ট্রায়াল স্থাপন করা যেত। ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ, প্রফেসর, বাকৃবি, ড. মোঃ শমসের আলী, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, এফ আর মালিক, সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন ও মোঃ আবু ইউসুফ মিয়া, পিএফসিও, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর একই মত পোষণ করেন।

প্রফেসর উজ্জ্বল কুমার নাথ আরও উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত বিনা ধান-১১ ও বিনা ধান-১২ এর ফলন রাজনগর, শেরপুর ভাল তবে অন্যান্য লোকেশনে তেমন ভাল নয়। জাত দু'টি ২৫-৩০ দিন জলমগ্ন হলেও ভাল ফলন দেয় বলে তিনি মতামত প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট জানতে চান যে, কমপক্ষে কয়টি অঞ্চলে ট্রায়াল স্থাপন করতে হবে। এ বিষয়ে মোঃ খায়রম্নল বাসার, উপ-পরিচালক (ভিটি), উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে সংশিস্নষ্ট প্রজননবিদগণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ট্রায়াল স্থাপনপূর্বক মাঠ মূল্যায়নের জন্য ট্রায়াল স্থানের ঠিকানাসহ অন্যান্য তথ্যাদি এসসিএ এর নিকট প্রেরণ করে থাকে। ধানের হাইব্রিডের মত ইনব্রিডেও নতুন জাত ছাড়করণের নিমিত্তে ট্রায়াল স্থাপন ও মূল্যায়নের জন্য নীতিমালা তৈরী করা দরকার বলে তিনি মতামত প্রদান করেন। ড. খালেকুজ্জমান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য) উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত বিনা ধান-১১ ও বিনা ধান-১২ জাত দু'টির জলমগ্ন সহনশীলতা মূল্যায়নের জন্য দেশের সম্ভাব্য জলমগ্ন প্রবণ সকল অঞ্চলে ট্রায়াল স্থাপন করা এবং জলমগ্ন অবস্থায় এবং জলমগ্ন না হওয়া অবস্থায় এর জীবনকাল ও ফলনের তুলনামূলক সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করা দরকার। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, পরিবর্তনশীল আবহাওয়ায় প্রতিকুল পরিবেশ উপযোগী জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করা দরকার। প্রতিকুল পরিবেশ উপযোগী উদ্ভাবিত জাতগুলোর ছাড়করণ প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত করা দরকার তবে প্রতিকুল পরিবেশ বিরাজমান অবস্থায় এবং সঠিক প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন করা দরকার। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ইতিমধ্যে লবণাক্ততা, খরা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু কিছু কিছু জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং সেগুলো চাষাবাদের জন্য উম্মুক্ত করা হয়েছে। আরও কিছু জাত প্রতিকুল পরিবেশ সহনশীল জাত হিসাবে উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় আছে যেগুলো বর্তমান তালিকায় সংযোজন হতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অতঃপর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের তিনটি কৌলিক সারি যথা (ক) Ciherang-Sub-1 (IR09F436) (খ) Samba Mahsuri-Sub-1(IR07F287) (গ) KD_5-18-150 যথাক্রমে বিনা ধান-১১, বিনা ধান-১২ এবং বিনা ধান-১৩ হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়- ৪ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত (ক) বিডব্লিউ-৩২৮ (খ) বিআর-৭৩২৩-৪বি-১ (গ) বিআর-৭১০৫-৪আর-২ এবং (ঘ) আইআর-৭২৫৭৯-বি-৩-২-৩-৩ কৌলিক সারি চারটি যথাক্রমে ব্রি ধান-৫৯, ব্রি ধান-৬০, ব্রি ধান-৬১ ও ব্রি ধান-৬২ হিসেবে বোরো মৌসুমে এবং বিআর-৭৫১৭-২আর-২৭-৩ কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৬৩ হিসাবে আমন মৌসুমে ছাড়করণ।

(ক) ব্রি ধান-৫৯ ঃ ব্রি'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত বিডব্লিউ৩২৮ কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর INGER (International Network for Germplasm Evaluation of Rice) এর মাধ্যমে সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা হয়। কৌলিক সারিটি

বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ২০১০ সালে কৃষকের মাঠে ফলন সন্তো- ষজনক হওয়ায় জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। এ জাতে আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ৮৩ সেঃমিঃ এবং গাছ ঢলে পড়ে না, গড় জীবনকাল ১৫৩ দিন, ডিগ পাতা খাড়া ও সবুজ রঙের, ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৪.৬ গ্রাম, চালের আকার আকৃতি মাঝারী মোটা এবং রং সাদা এবং ফলন ৭.১ টন/হেঃ। জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে এক সপ্তাহ নাবী কিন্তু গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ০.৬ টন বেশী। এ জাতের পূর্ণবয়স্ক গাছ উচ্চতায় ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে খাটো এবং মজবুত বিধায় ঢলে পড়ে না।
উক্ত জাতটি ২০১০-১১ বোরো মৌসুমে দেশের ৬টি অঞ্চল যথা ঢাকা, কুমিল্লা,সিলেট, যশোর, রাজশাহী ও রংপুরে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। মূল্যায়ন দল কর্তৃক ঢাকা, কুমিল্লা,সিলেট ও যশোর অঞ্চলে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলে জাতটিকে ছাড়করণের বিপক্ষে মতামত প্রদান করে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পরপর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(খ) ব্রি ধান-৬০ ঃ ব্রি'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত বিআর৭৩২৩-৪বি-১কৌলিক সারিটি বিআর-৭১৬৬-৪-৫-৩ এবং বিআর-২৬ এর মধ্যে সংকরায়ন পর বংশানুক্রমে সিলেকশান (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। কৌলিক সারিটি বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ২০১০ সালে কৃষকের মাঠে ফলন সন্তোষজনক হওয়ায় জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতে আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৮ সেঃমিঃ, গড় জীবনকাল ১৫১ দিন, ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৩.৮ গ্রাম, চাল লম্বা ও সরু এবং রং সাদা, ফলন ৭.৩ টন/হেঃ। জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে ৪-৫ দিন নাবী। সামান্য খাটো ও মজবুত বিধায় ঢলে পড়ে না।
উক্ত জাতটি ২০১০-১১ বোরো মৌসুমে দেশের ৬টি অঞ্চল যথা ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, রাজশাহী ও রংপুরে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। মূল্যায়ন দল কর্তৃক সকল অঞ্চলে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মতামত দেয়া হয়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পরপর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(গ) ব্রি ধান-৬১ ঃ ব্রি'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত বিআর৭১০৫-৪আর-২ কৌলিক সারিটি আইআর৬৪৪১৯-৩বি-৪-৩ এবং ব্রি ধান-২৯ এর মধ্যে সংকরায়নের এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। সারিটি বিভিন্ন প্রজনন প্রক্রিয়ায় গবেষণাগারে ও দেশের বিভিন্ন লবনাক্ততা প্রবণ অঞ্চলে কৃষকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় ছাড়করণের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতে আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং বোরো মৌসুমে চাষাবাদের উপযুক্ত ও লবণাক্ততা সহনশীল। এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো খোল (leafsheath) ও বড় তুষের (lemma) অগ্রভাগে এনথোসায়ানিন বিদ্যমান এবং গর্ভমুন্ড (stigma) পার্পল বর্ণের। এ জাতের ডিগপাতা প্রচলিত ব্রি ধান২৮ চেয়ে খাড়া। লবণাক্ততার মাত্রা ভেদে হেক্টর প্রতি ৩.৮-৭.৪ টন ফলন দিতে সক্ষম, যা ব্রি ধান২৮ থেকে ১.৫ টন/হে. বেশী।

জীবনকাল ১৪৫-১৫০ দিন এবং গাছের উচ্চতা ৯৫ সে.মি.। চাল মাঝারী চিকন। এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মি. (৩ সপ্তাহ পর্যন্ত) লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এবং অংগজ বৃদ্ধি থেকে প্রজনন পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি মাত্রায় লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। এ জাতটি ব্রি ধান৪৭ এর মতো লবণ সহ্য করতে পারে তবে এর দানা মাঝারী চিকন ও শীষ থেকে ধান সহজে ঝরে পড়ে না।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ বোরো মৌসুমে দেশের ২টি অঞ্চল যথা চট্রগ্রাম এবং যশোরে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। মূল্যায়ন দল কর্তৃক ২টি অঞ্চলেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মতামত প্রদান করে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পরপর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(ঘ) ব্রি ধান-৬২ ঃ ব্রি'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত আইআর৭২৫৭৯-বি-৩-২-৩-৩ কৌলিক সারিটি সিএসআর১০ এবং আইআর৭১৯৮৭ এর মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। এই কৌলিক সারিটি ইরি-ব্রি যৌথ সহযোগিতায় Stress tolerant Rice for Africa and South Asia (STRASA) প্রকল্পের আওতায় গবেষণাগারে ও বিভিন্ন লবণাক্ততা প্রবণ অঞ্চলে কৃষকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় ছাড়করণের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতে আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং বোরো মৌসুমে চাষাবাদের উপযোগী ও লবণাক্ততা সহনশীল। এ জাতের ডিগপাতা প্রচলিত ব্রি ধান২৮ চেয়ে খাড়া। লবণাক্ততার মাত্রা ভেদে হেক্টর প্রতি ৩.৫-৭.০ টন ফলন দিতে সক্ষম, যা ব্রি ধান২৮ থেকে ১.০ টন/হে. বেশী। জীবনকাল ১৪৫-১৫০ দিন এবং গাছের উচ্চতা

৯৫ সে.মি., চাল মাঝারী চিকন এবং এমাইলোজ ২৬.৮%। এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চারা অবস্থায় ১০-১২ ডিএস/মি. (৩ সপ্তাহ পর্যন্ত) লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এবং অংগজ বৃদ্ধি থেকে প্রজনন পর্যন্ত ৬ ডিএস/মি মাত্রায় লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ বোরো মৌসুমে দেশের দুইটি অঞ্চল যথা চট্রগ্রাম এবং যশোর অঞ্চলে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক চট্টগ্রাম অঞ্চলে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং যশোর অঞ্চলে জাতটিকে ছাড়করণের বিপক্ষে মতামত প্রদান করে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পরপর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(ঙ) ব্রি ধান-৬৩ ঃ ব্রি'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত বিআর৭৫১৭-২আর-২৭-৩ কৌলিক সারিটি Jirakateri এবং BRRI dhan39 জাতের মধ্যে সংকরায়নের পর দুইবার র‍্যাপিড জেনারেশন অ্যাডভান্স (RGA) করে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। উক্ত সারিটি বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ২০১০ সালে কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি ব্রি ধান৩৩ এর চেয়ে খাটো পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৮ সেঃমিঃ, জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন, ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৪ গ্রাম। এ জাতের জীবনকাল ব্রি ধান৩৩ এর চেয়ে ১০-১২ দিন আগাম। আমন কেটে অনায়াসে আগাম গোল আলু বা রবিশস্য লাগানো সম্ভব।

উক্ত জাতটি ২০১০-১১ আমন মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চল যথা ঢাকা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুরে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ঢাকা অঞ্চলে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং যশোর, রাজশাহীর শিবগঞ্জ ও রংপুর অঞ্চলে বিপক্ষে তবে রাজশাহীর তানোরে পুনঃ ট্রায়ালের জন্য মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ প্রদান করে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পরপর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

ট্রায়াল ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় ব্রি'র প্রতিনিধিকে প্রস্তাবিত ৫টি জাতের তুলনামুলক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে ড. পার্থ এস বিশ্বাস, পি এস ও, ব্রি, গাজীপুর প্রস্তাবিত ধানের ৫টি জাতের সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। জনাব বিশ্বাস জানান যে, প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৫৯ ও ব্রি ধান-৬০ জাত দু'টি অনুকুল পরিবেশে বোরো মৌসুমে আবাদ যোগ্য, ঢলে পড়েনা এবং ফলন ব্রি ধান-২৮ থেকে হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ০.৬০ ও ০.৮০ টন বেশী।অপর দিকে প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৬১ ও ব্রি ধান-৬২ জাত দু'টি লবণাক্ততা সহনশীল। তবে ব্রি ধান-৬১ এর লবণাক্ত সহনশীলতা ব্রি ধান-৪৭ এর মত এবং চাল মাঝারী চিকন ও শীষ থেকে ধান সহজে ঝরে পড়ে না। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৬৩ জাতটি আমন মৌসুমে এ যাবৎ কালের সবচেয়ে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন একটি জাত। আমন মৌসুমে এ জাতের ফসল কর্তন করে অনায়াসে আগাম আলু বা রবি শস্য লাগানো সম্ভব। এছাড়া এ জাতের চালে শতকরা ৯ ভাগ প্রোটিন ও ১৯ মিলিগ্রাম/কেজি জিঙ্ক রয়েছে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় ব্রি কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের ৫টি জাত ছাড়করণের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ, প্রফেসর, বাকৃবি, ময়মনসিংহ জানতে চান যে, প্রস্তাবিত ব্রি ধান৬৩ জাতটি কি পরিমাণ জিঙ্ক মাটি থেকে উত্তোলন করবে এবং পরবর্তীতে জমিতে জিঙ্কের অভাব হবে কি না। তাছাড়া রান্নার পর উল্লেখিত পরিমাণ জিঙ্ক থাকবে কি না বা খাওয়ার পর শরীরে কি পরিমাণ জিঙ্ক ধনংড়ৎন হবে এবং সেটা শরীরের জন্য ক্ষতিকারক হবে কি না প্রভৃতি বিষয়ে জানতে চান। ড. আলমগীর হোসেন, ব্রি বলেন যে, প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৬৩ জাতে যে পরিমাণ জিঙ্ক রয়েছে তা মানুষের শরীরে কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না।

অতঃপর এ এইচ ইকবাল আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে Inbreed জাতের মূল্যায়নে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া যুগোপযোগী করা দরকার, প্রস্তাবিত ব্রি ধান৬৩ জাতে গাজীপুরে খোলপোড়া রোগ পরিলক্ষিত হয়েছে বলেও মতামত ব্যক্ত করেন। ড. মোঃ শমশের আলী, পরিচালক (গবেষণা) উল্লেখ করেন যে, এ যাবৎ খোলপোড়া রোগ প্রতিরোধী কোন জাত পাওয়া যায় নাই। শুধু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অতঃপর সভাপতি মহোদয় বলেন যে, জাত মূল্যায়নে কিছু ঘাটতি রয়েছে যেগুলো দূর করা দরকার। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আরও বিজ্ঞান ভিত্তিক হওয়া দরকার। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, জিঙ্ক সমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবন একটি জাতীয় ইস্যু। তাই প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৬৩ এর বিষয়ে আরও তথ্য উপাত্তসহ পরবর্তী সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করেন এবং নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত - ১ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের তিনটি কৌলিক সারি যথা (ক) বিডব্লিউ৩২৮ (খ) বিআর৭৩২৩-৪বি-১ (গ) বিআর৭১০৫-৪আর-২ যথাক্রমে ব্রি ধান-৫৯, ব্রি ধান-৬০ ও ব্রি ধান-৬১ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

সিদ্ধান্ত - ২ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের আইআর৭২৫৭৯-বি-৩-২-৩-৩ কৌলিক সারিটি মাঠ মূল্যায়ন দলের মতামত এবং সার্বিক ফলাফল বিবেচনাপূর্বক নতুন জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো না।

সিদ্ধান্ত - ৩ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের বিআর৭৫১৭-২আর-২৭-৩ কৌলিক সারিটি আরো তথ্য উপাত্তসহ কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে (দায়িত্ব ঃ ব্রি ও এসসিএ)।

অতঃপর কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির জরুরী সভা থাকায় কারিগরি কমিটির সভা মুলতবী করা হয় এবং অবশিষ্ট আলোচ্য বিষয়সমূহ পরবর্তী সভায় আলোচনা করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-
(এ এইচ ইকবাল আহমেদ)
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
ও
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ড. ওয়ায়েস কবীর)
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ও
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭২তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭২তম সভা জুলাই ৩১, ২০১৩ সকাল ১০.০০ টায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব এ এইচ ইকবাল আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭১তম মুলতবী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

সভার শুরুতে এ এইচ ইকবাল আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭১তম মুলতবী সভার কার্যবিবরণীটি সভায় উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণীটি উপস্থাপন কালে বিষয়ভিত্তিক গৃহীত সিদ্ধান্তবলী উপস্থিত সদস্যবৃন্দের অবহিত করেন। গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর উপস্থিত সদস্যবৃন্দের কোনরূপ মতামত বা মন্তব্য না থাকায় কার্যবিবরণীটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭১তম সভার মুলতবী সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত বিআর-৭৫১৭-২আর-২৭-৩ কৌলিক সারিটি ব্রিধান-৬২ হিসাবে আমন মৌসুমে ছাড়করণ (পুনঃ উপস্থাপন)।

প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি ছাড়করণের নিমিত্তে মার্চ ১৩, ২০১৩ খ্রিঃ এ অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ৭১তম সভায় উপস্থাপন করা হলে ব্রি প্রতিনিধি সারিটির চালে ১৯ মিলিগ্রাম/কেজি জিঙ্ক রয়েছে বলে সভাকে অবহিত করেন। অতঃপর এ বিষয়ে ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ, প্রফেসর, বাকৃবি, ময়মনসিংহ প্রস্তাবিত সারিটি কি পরিমান জিঙ্ক মাটি থেকে উত্তোলন করবে এবং পরবর্তীতে জমিতে জিঙ্কের অভাব হবে কি না। তা ছাড়া রান্নার পর উল্লিখিত পরিমান জিঙ্ক থাকবে কি না বা খাওয়ার পর শরীরে কি পরিমাণ জিন্ক Absorb হবে এবং সেটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর হবে কিনা প্রভৃতি বিষয়ে জানতে চান এবং এ ধরনের তথ্যাদির ঘাটতি থাকায় আরো তথ্য উপাত্তসহ কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য যে সারিটি ২০১০-১১ আমন মৌসুমে ঢাকা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর এ ৪টি অঞ্চলের ৭টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৭টি স্থানের মধ্যে গাজীপুরে ছাড়করণের পক্ষে তানোর, রাজশাহী পুনঃ ট্রায়াল এবং যশোর, বগুড়া, রংপুর সদর, লালমনিরহাট ও বীরগঞ্জ এ ৫টি স্থানে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল মতামত প্রদান করে। এছাড়া ৭টি স্থানের মাধ্যে ৫টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের ফলন চেকজাত থেকে কম দেখা যায় এবং তিনটি স্থানে প্রস্তাবিত জাতে sheath blight রোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবিদন পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে conventional way তে মাঠ মূল্যায়ন করা হয়। এই পদ্ধতি ফসলের পুষ্টি মান দেখা হয় না। তবে Standard wayতে মাঠ মূল্যায়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা দরকার। অতঃপর তিনি কারিগরি কমিটির ৭১তম সভায় ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ, প্রফেসর, বাকৃবি, ময়মনসিংহ প্রস্তাবিত সারিটির জিঙ্ক সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রদান করেন সে বিষয়ে ব্রি প্রতিনিধিকে বিস্তারিত মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে ড. হেলাল উদ্দিন আহম্মদ, প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি সভায় উল্লেখ করেন যে, ১ মে.টন চাল উৎপাদনে মাটি থেকে ৪০ থেকে ৫০ গ্রাম জিঙ্ক উত্তোলন করতে হয় এবং মাটিতে জিঙ্ক সার প্রয়োগ করে জিঙ্কের ঘাটতি পূরণ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে পরপর দুই মৌসুম হেক্টর প্রতি ১০ কেজি জিঙ্ক প্রয়োগ করা হলে পরবর্তী ৩/৪ বছর মাটিতে জিঙ্কের ঘাটতি হয় না। এ ছাড়া তিনি উল্লেখ করেন যে, চালে এমাইনো এসিড ও জিন্ক সালফেট হিসাবে যথাক্রমে শতকরা ২৪.০৪ ও ২২.৪৭ ভাগ জিঙ্ক থাকে এবং এমাইনো এসিড ও জিঙ্ক সালফেট হিসাবে যথাক্রমে শতকরা ৬৮.৩৭ ও ৬৪.৪৩ ভাগ জিঙ্ক শরীরে Absorb হতে পারে। চালে জিঙ্কের পরিমান বৃদ্ধি হলে শরীরে Absorbtion বেশী হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে,প্রস্তাবিত সারিটি এযাবৎ কালের আমন মৌসুমে সবচেয়ে স্বল্প জীবন কাল সম্পন্ন একটি জাত, (১০০ থেকে ১০৫ দিন) যা ব্রিধান ৩৩ থেকে ১০-১২ দিন আগাম, এ জাতের চাল সরু, হেক্টর প্রতি ৪.২০ মে, টন ফলন দিতে সক্ষম এবং চালে শতকরা ৯ভাগ প্রোটিন ও ১৯ মিলিগ্রাম/কেজি জিঙ্ক রয়েছে।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় ব্রি কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের সারিটি ছাড়করণের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। Conventional ব্রিডিং পদ্ধতিতি উদ্ভাবিত ধানের জাতে কি পরিমাণ জিঙ্ক থাকে এবং চালে জিঙ্কের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে শরীরে জিঙ্ক Absorbtion বৃদ্ধি পায়। এ বৃদ্ধির মাত্রা কত পর্যন্ত হতে পারে তার কোন গ্রাফ আছে কিনা প্রভৃতি বিষয়ে ড. আরিফ হাসান খান, প্রধান(ভারপ্রাপ্ত), কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবি জানতে চাইলে ব্রি প্রতিনিধি জানান যে, এ ধরণের কোন গ্রাফ নাই তবে

conventional ব্রির্ডিং পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত আমন ধানের জাতে ১০-১৪ মিলিগ্রাম/কেজি জিঙ্ক থাকে। ব্রি প্রতিনিধি আরো জানান যে, স্থানীয় আউশ জাতে জিঙ্কের পরিমান বেশী। স্থানীয় আউশ জাতের আবাদ দিন দিন হ্রাস পাওয়ায় জিঙ্ক সমৃদ্ধ আমন ধানের জাত উদ্ভাবনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ড. কামাল হুমায়ুন কবির, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি কর্তৃক জিঙ্ক, আয়রন ও ভিটামিন-সমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবনে আরও শক্তিশালী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। এ ইইচ ইকবাল আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, ব্রি, গাজীপুর লোকেশনে প্রস্তাবিত জাতের রোগবালাই এর আক্রমনের কোন বর্ণনা নাই তবে যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে প্রস্তাবিত জাতে sheath blight রোগের লক্ষন দেখা গেছে , রোগবালাইয়ের আক্রমন বেশী হলে চাষী এ জাতকে গ্রহণ করবে না। এ বিষয়ে ব্রি প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, sheath blight প্রতিরোধী কোন ধানের জাত নেই তবে প্রস্তাবিত জাতটি sheath blight রোগসহনশীল। অতঃপর ড. খালেকুজ্জমান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক(শস্য), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, পুষ্টি বিবেচনায় আমাদের খাদ্য সুসম হওয়া দরকার এবং জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে জিঙ্কের পাশাপাশি অন্যান্য খাদ্য উপাদানসহ ফলন ও রোগবালাইয়ের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা দরকার। এ ছাড়া তিনি চেকজাত ব্রিধান৩৩ কতভাগ জিঙ্ক রয়েছে জানতে চাইলে ব্রি প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, ব্রিধান ৩৩ এ ১১.৪০ মিলিগ্রাম/কেজি জিন্‌ক রয়েছে। এ বিষয়ে মোঃ আজিম উদ্দিন, মূখ্য বীজ প্রযুক্তিবিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত সারিটি স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন এবং সরু চাল বিশিস্ট। তাছাড়া জিঙ্ক সমৃদ্ধ এবং আমিষের পরিমাণও ভাল বিধায় ছাড়করণের সুপারিশ করা যেতে পারে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, আমাদের খাদ্য তালিকায় সুদুরপ্রসারী পুস্টি ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা সরকারের একটি চাহিদা। প্রস্তাবিত সারিটি স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন এবং Nutritional support রয়েছে বলে মতামত প্রদান করেন। অতঃপর প্রস্তাবিত সারিটির পুস্টিমান ও সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত বিআর৭৫১৭-২আর-২৭-৩ কৌলিক সারিটি ব্রিধান-৬২ হিসাবে আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত (ক) RM(1)-200(C)-1-10 এবং (খ) RM(1)-200(C)-1-17 কৌলিক সারি দুটি যথাক্রমে বিনাধান ১৪ ও বিনাধান ১৫ হিসেবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণ।

(ক) বিনা ধান-১৪ ঃ বিনা'র বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকার স্থানীয় জাত আশফল এর বীজে ২০০৯ সালে জাপান এটমিক এনার্জি এজেন্সী, তাকাসাকি, গুনমা থেকে ২০০ গ্রে মাত্রার কার্বন আয়ন রশ্মি প্রয়োগ করে এর কৌলিক বৈশিষ্ট্যে স্থায়ী পরিবর্তনের সাধনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। পরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নাবী বোরো মৌসুমে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী মাসের ২য় সপ্তাহ হতে মার্চের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত রোপন করে সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়ায় সারিটি চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৮৫-১০০ সে.মি. এবং হেলে পড়ে না, গাছের কান্ড ও পাতা খাড়া, জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন। ধানের রং উজ্জ্বল স্বর্ণালী বর্ণের এবং বেশ লম্বা ও চিকন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৩.১৮ গ্রাম এবং ফলন প্রতি হেক্টরে ৬.০৩-৬.৮ টন।
উক্ত জাতটি ২০১২-১৩ মৌসুমে ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। বিনা ফার্ম, ময়মনসিংহ; বিনা ফার্ম, জামালপুর; ময়মনসিংহ সদর ও জামালপুর সদর এ ৪টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং বিনা ফার্ম, মাগুরা; মাগুরা সদর, বিনা ফার্ম, ঈশ্বরদী; কালিকাপুর, ঈশ্বরদী; বিনা ফার্ম, রংপুর; রংপুর সদর এ ৬টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক মতামত প্রদান করেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পরপর দু'বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(খ) বিনা ধান-১৫ ঃ বিনা'র বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকার স্থানীয় জাত আশফল এর বীজে ২০০৯ সালে জাপান এটমিক এনার্জি এজেন্সী, তাকাসাকি, গুনমান থেকে ২০০ গ্রে মাত্রার কার্বন আয়ন রশ্মি প্রয়োগ করে এর কৌলিক বৈশিষ্ট্যে স্থায়ী পরিবর্তনের সাধনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। পরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নাবী বোরো মৌসুমে অর্থাৎ ফেব্রম্নয়ারী মাসের ২য় সপ্তাহ হতে মার্চের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত রোপণ করে সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়ায় সারিটি চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৮৫-১০০ সে.মি. এবং হেলে পড়ে না, গাছের কান্ড ও পাতা খাড়া, জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন। ধানের রং উজ্জ্বল স্বর্ণালী বর্ণের এবং বেশ লম্বা ও চিকন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৩.৬৪ গ্রাম এবং ফলন প্রতি হেক্টরে ৬.৩৩-৭.১৩ টন।
উক্ত জাতটি ২০১২-১৩ মৌসুমে ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের ১০টি স্থান যথা- বিনা ফার্ম, ময়মনসিংহ; বিনা ফার্ম, জামালপুর; ময়মনসিংহ সদর, জামালপুর সদর, বিনা ফার্ম, মাগুরা; মাগুরা সদর, বিনা ফার্ম, ঈশ্বরদী; কালিকাপুর, ঈশ্বরদী; বিনা ফার্ম, রংপুর; রংপুর সদর এ ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক মতামত প্রদান করেন।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পরপর দু'বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় বিনা'র প্রতিনিধিকে প্রস্তাবিত দু'টি সারির তুলনামূলক তথ্যাদি উপস্থাপনের আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, পিএসও বিনা প্রস্তাবিত সারি দু'টির গবেষণা লব্দ ফলাফলের সচিত্র প্রতিবিদন সভায় উপস্থান করেন। প্রতিবিদন উপস্থাপন কালে তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত সারি দু'টি বোরো মৌসুমে বিলম্বে রোপন উপযোগী ফলে দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন সরিষা জাতের আবাদ করে অনায়েসে এ জাতের আবাদ করা যাবে এবং বিলম্বে চারা তৈরী ও রোপনের কারনে তীব্র ঠান্ডার কোন প্রভাব থাকবে না। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত বিনা ধান ১৪ জাতে আমিষ ও এমাইলোজের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৮.৭৮ ও ২৮ ভাগ। অপর দিকে প্রস্তাবিত বিনা ধান ১৫ জাতে আমিষ ও এমাইলোজের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৯.৭৮ ও ৩১ ভাগ।

অতঃপত বিনা কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের সারি দু'টি ছাড়করণের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। এ প্রেক্ষিতে ড. আরিফ হাসান খান, প্রধান (ভারপ্রাপ্ত), কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ উল্লেখ করেন যে, বিনা কর্তৃক প্রস্তাবিত দু'টি সারি একই source material থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে বিধায় সারি দু'টির মধ্যে হয়তো কোন স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট নাই এবং এ বিষয়ে মাঠ মূল্যায়ন দলের মতামত সঠিক হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। দু'টি সারির মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল সারিটি ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে বলে তিনি মতামত প্রদান করেন। ড. মোঃ আব্দুস সালাম, পরিচালক(গবেষণা) বিনা, ময়মনসিংহ উল্লেখ করেন যে, দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন সরিষা ফসলের আবাদকৃত জমিতে প্রস্তাবিত সারি দু'টি রোপন করা যাবে এবং ফলন ও ভাল পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, উত্থাপিত তথ্য উপাত্ত থেকে দেখা যায় প্রস্তাবিত সারি দু'টি বোরো মৌসুমে নাবীতে রোপন যোগ্য। এ ছাড়া চেকজাত ব্রি ধান২৮ থেকে কিছুটা আগাম এবং ফলন কিছুটা ভাল। অতঃপর মাঠ মূল্যায়ন ফলাফল ও সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত RM(1)-200(C)-1-17 কৌলিক সারিটি বিনা ধান১৪ হিসাবে সারা দেশে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বজি বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বিবিধ ঃ বেসরকারী সেক্টর হতে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিকে এবং সীডম্যান সোসাইটি অব বাংলাদেশের সাধারন সম্পাদক জনাব মোঃ শাজাহান আলীকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণ বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, বর্তমান সরকারী বিধি বিধান অনুসরন করেই কারিগরি কমিটিতে বেসরকারী সেক্টরের সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে বেসরকারী সেক্টরের একাধিক সংগঠন না হয়ে একক সংগঠন হলে বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে সদস্য অন্তর্ভুক্তকরন সহজ হয়। এ বিষয়ে বীজ সেক্টরের বিভিন্ন সংগঠন এক হয়ে একক প্রতিনিধি প্রেরণ করলে ভাল হয়। এ প্রেক্ষিতে এফ আর মালিক, সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন উল্লেখ করেন যে, বীজ উইং কৃষি মন্ত্রণায়ল এর ডিসেম্বর ২৭, ২০১১ তারিখের ২২৫ সংখ্যক স্মারক মূলে জানুয়ারী ১০, ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ও আহবায়ক কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনকে বেসরকারী বীজ খাতের একক বীজ সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এ ছাড়া বেসরকারী সেক্টর থেকে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন কে কৃষি সেক্টরের সকল পর্যায়ে প্রতিনিধি রাখা হবে মর্মে জাতীয় বীজ বোর্ডের সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১২ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত ৭৮তম সভায় সিদ্ধান্ত রয়েছে। বীজ উইং কৃষি মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বীজ বোর্ডের উপরোল্লেখিত সিদ্ধান্ত বিবেচনাপূর্বক বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের প্রস্তাবিত প্রতিনিধিকে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে তিনি মতামত প্রদান করেন। এছাড়া জনাব মোঃ শাজাহান আলী বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনে যোগদান করলে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কারিগরি কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্তির জন্য তার নাম প্রস্তাব করা যেতে পারে মর্মেও তিনি মতামত প্রদান করেন। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় মতামত প্রদান করেন যে, বীজ ইউং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বীজ বোর্ড কৃষি মন্ত্রণালয়ে এর উল্লিখিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। অতঃপর উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ

বেসরকারী সেক্টর হতে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের সভাপতিকে কারিগরি কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্তকরণের বিষয়টি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(এ এইচ ইকবাল আহমেদ)
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
ও
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ড. ওয়ায়েস কবীর)
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ও
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৩তম সভার কার্যবিবরণী

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭২তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭২তম সভা জুলাই ৩১, ২০১৩ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আগষ্ট ১৯, ২০১৩ তারিখের ১৫৭৪(১৬) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় ঐক্যমতের ভিত্তিতে কার্যবিবরণী পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ বোরো/২০১২-১৩ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বোরো/২০১২-২০১৩ মৌসুমে ২৯টি হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানীর সর্বমোট ৫৪ (১ম বর্ষ ২৯টি, ২য় বর্ষ ২০টি এবং পুনঃ ট্রায়ালকৃত ৫টি) হাইব্রিড ধানের জাত দেশের ৬টি অঞ্চল যথা ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর এর অনষ্টেশন ও অনফার্মে মোট ১২টি লোকেশনে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়।

ক্রঃ নং	কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম	ক্রঃ নং	কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম
১	এগ্রিকনসার্ন	স্বপ্ন-১ ২য়	১৫	চেঙ্গক্রপসায়েন্স বাংলাদেশ লিঃ	পেক-৮৩৫(PAC-835) ২য়
		স্বপ্ন-২ ২য়			স্বর্ণা-২ ২য়
২	ব্র্যাক	সাথী-২(Sheng you12) ২য়	১৬	ইস্পাহানী মার্সেল লিঃ	দূর্বার (IS-2) পুনঃ
		সাথী-৩ (HB5) ২য়	১৭	ইস্পাহানী ফুডস লিঃ	ইস্পাহানী-১ (IS-30)পুনঃ
৩	আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন	বাসন্তি (HB55) ২য়	১৮	ইস্পাহানী এগ্রো লিঃ	নবান্ন (GI-3) ২য়
		এএফ হাইব্রিড ধান৫ (GB106)	১৯	পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ	পায়োনিয়ার (Pioneer 29P38)
৪	বায়ার ক্রপ সায়েন্স	অ্যারাইজ ৬৪৪৪ গোল্ড (এইচ ১০০০১)২য়			পায়োনিয়ার (Pioneer 25P35)
		অ্যারাইজ তেজ গোল্ড (এইচ ১১০০১)	২০	পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	পায়োনিয়ার (Pioneer 27P65)
৫	আহসান গ্রিন ফার্মস	সেংশু-৮ (শমসের) ২য়			পায়োনিয়ার (Pioneer XRA17925)
৬	রাসেল সীড কোং	কাবেরী মেঘনা(কেপিএইচ ২৭২)	২১	মদিনা সীড কোং লিঃ	মদিনা-১ (JF 901) পুনঃ
		কাবেরী গোল্ড (কাবেরী ৯০৯০)			মদিনা-২ (JF 902) ২য়
৭	সুপ্রিম সীড কোং লিঃ	হাইব্রিড সূবর্ণ-১৬(পান৮০৯) ২য়	২২	পারটেক্স এগ্রো লিঃ	রাজলক্ষী (BS-234)
		হাইব্রিড হীরা-৭ (HS-893)			হাসি (WP-722)
		হাইব্রিড হীরা-৯ (SHD-101)	২৩	এসিআই লিঃ	এসিআই রাজা (KPH371)
৮	আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ	স্বর্ণালী (এল পি-১১০) ২য়			এসিআই মুকুট(কাবেরী ৪১২)
		মোহর (এল পি-১১১) ২য়	২৪	এসিআই ফরমোলেশন লিঃ	এসিআই গোল্ড (Win-18)
৯	নর্থ সাউথ সীড লিঃ	এনএসএসএল-১			এসিআই প্রতীক (Win-38)
		এনএসএসএল-২	২৫	জায়েন্ট এগ্রো প্রোসেসিং লিঃ	জায়েন্ট হাইব্রিড ধান-১(মহরাজ)
১০	গেটকো এগ্রি টেকনোলজিষ্ট লিঃ	শশী (GR 006) ২য়	২৬	কৃষিবিদ ফার্ম লিঃ	কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান-১ পুনঃ
		সুগন্ধা(WH001) ২য়			কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান-২
১১	গেটকো এগ্রো ভিশন লিঃ	বৈশাখী (GR 303) ২য়			কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান-৩
		সচ্চল (RN001) পুনঃ	২৭	ব্যাবিলন এগ্রিসায়েন্স লিঃ	ব্যাবিলন হাইব্রিড ধান-১
		গেটকো শোভা-১(GAP 001)			ব্যাবিলন হাইব্রিড ধান-২
১২	গেটকো লিঃ	গেটকো ডায়মন্ড-১ (HG-8)			ব্যাবিলন হাইব্রিড ধান-৩
১৩	থ্রি এস এগ্রো সার্ভিসেস লিঃ	সেবা ১১১ ২য়	২৮	সেমকো প্রাঃ লিঃ	নাফকো ১০৯ (Q-5)
১৪	সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ	ম্যাজেন্টা (NK5231) ২য়	২৯	রহিম আফরোজ	তারা-১ (RC-201)
		ম্যানডোলিন (NK9080) ২য়			তারা-৬ (RC-202)

উক্ত ট্রায়াল সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্তে উল্লেখিত ৫৪টি জাত ৩টি সেটে বিভক্ত করে প্রত্যেক সেটে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের নিম্নে) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৮ এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (=/>১৫০ দিন) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৯ চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করে উল্লেখিত ৩টি সেটে যথাক্রমে A সেটে ২০টি জাত (কোড নং এইচ-৮৫৯ থেকে এইচ-৮৭৮), B সেটে ২০টি জাত (কোড নং এইচ-৮৭৯ থেকে এইচ-৮৯৮), C সেটে ২০টি জাত (কোড নং এইচ-৮৯৯ থেকে এইচ-৯১৮) সর্বমোট ৬০টি জাতের (চেকজাতসহ) ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ট্রায়াল সমূহের মাঠ মূল্যায়িত হওয়ার পর প্রাপ্ত ফলাফল "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি" অনুসরনপূর্বক এসসিএ কর্তৃক বিশ্লেষণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতের লোকেশনওয়ারী প্রাপ্ত জীবনকালের ভিত্তিতে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের নিম্নে) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৮ জাতের সাথে এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (=/>১৫০ দিন) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৯ জাতের সাথে Heterosis % বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিটি সেট এর জন্য Table No. ১ থেকে ২০ পর্যন্ত অঞ্চলভিত্তিক ফলাফলের বিশ্লেষিত তথ্য এবং প্রত্যেক সেটে কোড ভিত্তিক গড় ফলন ও Heterosis % এর Summary table সংযুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, যে সকল জাতগুলোর পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে সে সকল জাতগুলোর ক্ষেত্রে ১ম বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন Heterosis % এর সাথে ২য় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন Heterosis % এর গড় ফলন এবং একই ভাবে ১ম বছরের প্রাপ্ত অনফার্ম Heterosis % এর সাথে ২য় বছরের প্রাপ্ত অনফার্ম Heterosis % এর গড় ফলন একের অধিক স্থানে উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% বেশি হওয়া সাপেক্ষেই সংশ্লিষ্ট জাতগুলোকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য সাময়িক নিবন্ধনের বিধান রয়েছে। পুনঃ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে Best Two Years এর গড় করে ফলনের Heterosis % বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফলাফল বিবেচনা করা যেতে পারে (A, B & C সেট এ দেখা যেতে পারে)।

সভায় আলোচনার শুরুতে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক বিভিন্ন জাতের গোপনীয় কোড নম্বর উন্মুক্ত করা হলে তা উপস্থিত সকল সদস্য এবং কোম্পানীর প্রতিনিধিবৃন্দকে জানিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর ট্রায়ালকৃত ফলাফলের ভিত্তিতে যে সকল জাত পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে এবং ১ম ও ২য় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis % এর গড় ফলন উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% এর অধিক পাওয়া গিয়েছে (একের অধিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে) শুধু সে সকল জাত সাময়িক নিবন্ধণের জন্য প্রস্তাব করা হয়। উক্ত প্রস্তাবের আলোকে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত-১ ঃ ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিক হওয়া সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত জাতগুলোকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

(ক) ব্র্যাক এর সাথী-২ (Sheng you12) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৮১৯ ও এইচ-৮৯৬)।

(খ) ইস্পাহানী এগ্রো লিঃ এর ইস্পাহানী হাইব্রিড ধান-২ (GI-3) জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৭৯৩ ও এইচ-৮৮১)।

(গ) ব্র্যাক এর সাথী-৩ (HB5) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৭৯০ ও এইচ-৮৬৯)।

(ঘ) আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন এর বাসন্তী (HB55) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৭৯৯ ও এইচ-৮৭৭)।

(ঙ) বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর বায়ার হাইব্রিড-৪ (অ্যারাইজ ৬৪৪৪ ধানী গোল্ড) জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৭৯১ ও এইচ-৮৭৫)।

(চ) গেটকো এগ্রি টেকনোলজিষ্ট লিঃ এর সুগন্ধা (ঠঅ০০১) হাইব্রিড জাতটি চট্টগ্রাম ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৮১০ ও এইচ ৮৭৮)।

(ছ) গেটকো এগ্রো ভিশন লিঃ এর বৈশাখী (GR-৩০৩) হাইব্রিড জাতটি চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৮২২ ও এইচ-৮৬২)।

সিদ্ধান্ত-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসরনে পুনঃ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত জাতগুলি অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে দুই বছরের (Best Two) গড় ফলন বিবেচনায় এনে চেকজাত থেকে ২০% এর বেশী হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলোকে অঞ্চল ভিত্তিক সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

(ক) ইস্পাহানী ফুডস লিঃ এর ইস্পাহানী-১ (IS-30) হাইব্রিড জাতটি যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৮৩৪ ও এইচ-৮৬৫)। উলেখ্য যে এ জাতটি ইতোপূর্বে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রংপুর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(খ) ইস্পাহানী মার্সেল লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত দূর্বার (IS-2) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৮২৯ ও এইচ-৮৮৭)। উলেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(গ) মদিনা সীড কোং লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত মদিনা-১ (JF 901) হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৫৯১ ও এইচ-৯১৬)। উলেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

শর্ত ১ ঃ এক বছরের জন্য আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে এসসিএ'র পরীক্ষার পর বিক্রি করা যাবে। প্যাকেটের গায়ে বীজ উৎপাদনের বছর ও প্যাকিং এর তারিখ উল্লেখ করতে হবে। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধণ দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধণকৃত তা লিখতে হবে।
শর্ত ২ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধণ করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উলেখপূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।
শর্ত ৩ঃ বীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত M0U ও Port arrival report বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।
শর্ত ৪ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম সভার আলোচ্য বিষয় ৫(ঘ) এর সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্বক কোম্পানীর নামের সাথে মিল রেখে নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড জাতের বাণিজ্যিক নাম সংযুক্ত করে বাজারজাত করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ৩- বিবিধ ঃ মাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম জোড়দারকরণ ঃ

বিভিন্ন ফসলের ইনব্রিড ও হাইব্রিড জাত ছাড়করণে মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথেষ্ট গুরুত্বসহ বিবেচনা করা হয়। কারিগরি কমিটির ৭১তম ও ৭২তম সভায় মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে পোকামাকড় ও রোগবালাই এর প্রতিক্রিয়াসহ বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের ঘাটতি রয়েছে বলে বিভিন্ন সদস্যবৃন্দ মতামত প্রদান করেন এবং মাঠ মূল্যায়ন Standard way তে সম্পন্ন করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম জোড়দার করার লক্ষ্যে বর্তমান পদ্ধতিতে কি কি পরিবর্তন করা দরকার এ বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামত প্রদানের আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রিম সীড কোং লিঃ উল্লেখ করেন যে, এ যাবৎ ১০৭টি ধানের হাইব্রিড জাত ছাড়করণ করা হয়েছে। উক্ত জাতগুলোর বিষয়ে মারাত্মক কোন সমস্যা হয় নাই। বর্তমান প্রক্রিয়ায় নতুন Criteria যোগ হলে জটিলতা বাড়বে। মাঠ মূল্যায়ন দল মাঠ মূল্যায়ন কালে পোকামাকড় ও রোগবালাই এর প্রতিক্রিয়ার উপর বিশেষ নজর দিতে পারে। এছাড়া তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে দেশী বিদেশী বড় বড় কোম্পানী বীজ খাতে বিনিয়োগ করছে। এ সকল কোম্পানীকে জাত উন্নয়নে ও ছাড়করণের সুযোগ দেয়া দরকার। এ বিষয়ে জনাব মোঃ আজিজুল হক, উর্দ্ধোতন কর্মসূচী ব্যবস্থাপক, ব্র্যাক একই মতামত প্রদান করেন। এ বিষয়ে আঞ্চলিক বহিরাংগন অফিসার, চট্টগ্রাম উল্লেখ করেন যে, মাঠ মূল্যায়ন দলে বিভিন্ন আঞ্চলিক গবেষণা ষ্টেশনের রোগতত্ত্ববিদ ও কীটতত্ত্ববিদগন মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য হিসাবে অর্ন্তভুক্ত আছে। বিভিন্ন সময়ে উক্ত গবেষণা ষ্টেশনে সংশিস্নষ্ট রোগতত্ত্ববিদ ও কীটতত্ত্ববিদ পদে কোন কর্মকর্তা না থাকায় মাঠ মূল্যায়নে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের প্রতিক্রিয়া সঠিকভাবে নিরূপন করা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে প্রধান কার্যলয় থেকে রোগতত্ত্ববিদ ও কীটতত্ত্ববিদ প্রেরণ করে এ ঘাটতি পূরণ করা যেতে পারে। জনাব আব্দুল মালেক, প্রধান বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, মাঠ মূল্যায়ন দলে অর্ন্তভুক্ত রোগতত্ত্ববিদ ও কীটতত্ত্ববিদগন সুবিধামত সময়ে মূল্যায়ন করে উক্ত ফলাফল মাঠ মূল্যায়ন ফলাফলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

এ বিষয়ে জনাব আবু ইউসুফ মিয়া, প্রধান মাঠ নিয়ন্ত্রণ অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্যবৃন্দ প্রায়শয় মাঠ মূল্যায়নে উপস্থিত থাকেন না। সম্মানীত সদস্যবৃন্দের উপস্থিতি নিশ্চিত করা দরকার। এ বিষয়ে এফ আর মালিক, সভাপতি,

বাংলাদেশ সীড এসোশিয়েশন ও ড. মোঃ আব্দুস সালাম, পরিচালক (গবেষণা), বিনা, ময়মনসিংহ একমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে এ এইচ ইকবাল আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, নোটিফাইড ফসলের ইনব্রিড ও হাইব্রিড জাতের মাঠ মূল্যায়ন ফরমে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করার Parametre আছে কিন্তু উক্ত Parametre এ রোগবালাই ও পোকামাকড়ের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় না। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে মাঠ মূল্যায়ন দলকে আরও সচেষ্ট হতে হবে বলে তিনি মতামত প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে কৃষি গবেষণার মূল বিষয় হচ্ছে প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী, উচ্চ মানসম্পন্ন ও অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা। অপর দিকে সরকারের দায়িত্ব হলো এ সকল জাতগুলো Standard way তে মূল্যায়ন পূর্বক ছাড়করণের ব্যবস্থা করা। আমরা প্রক্রিয়াকে জটিল করতে চাই না। ইতোপূর্বে ধানের হাইব্রিড জাত ঝলক নিয়ে সমস্যা হয়েছে। যে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কৃষিতে বিনিয়োগ করবেন, ফসলের রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন তাদের জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি। জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রান্ত হওয়া প্রবণতা, প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল ও উচ্চ ফলন দেয়ার সক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক মানদন্ডে যাচাই করা দরকার এবং মূল্যায়ন দলে বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করা এবং তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা একান্ত দরকার। অতঃপর এ বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামতের আলোকে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সরকারী ও বেসরকারী বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে বর্তমানে ব্যবহৃত মাঠ মূল্যায়ন ফরমগুলো সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা যেতে পারে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ ও বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান)।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-
(এ এইচ ইকবাল আহমেদ)
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
ও
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ড. ওয়ায়েস কবীর)
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ও
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।